সেবা
প্রকাশনী
রাফায়েল সাবাতিনির
দ্য লায়ন'স স্কিন
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE LION'S SKIN
By: Rafael Sabatini
Trans. By: Sayem Solaiman

একশ' চোদ্দ টাকা

দ্য লায়ন'স স্কিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

কিছুদিন আগে রোম থেকে ফিরে এসেছে ক্যারিল। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে ওর পালকপিতার চেম্বারে, জানালার পাশে। বাইরে তাকিয়ে দেখছে বৃষ্টিভেজা বাষ্পওঠা জেটি, দূরের দ্বীপটা। আকাশে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এপ্রিলের মেঘ, গর্জাচ্ছে থেকে থেকে, সেই সঙ্গে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষার অবগুণ্ঠনে ঢাকা, মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে ভরা প্যারিস ঝড় তুলেছে ক্যারিলের বুকের ভিতরেও। এপ্রিলের উন্মত্ত আবহাওয়ার চেয়েও খারাপ ওর মন।

ওর পিছনে, পুরনো ওক কাঠ আর কালো চামড়া দিয়ে সাজানো চেম্বারে, বড় একটা রাইটিং-টেবিলের পাশে বসে আছেন স্যর রিচার্ড এভারার্ড। কিছু বই আর কাগজপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে আছে টেবিলের উপর। পালকপুত্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বুড়ো ব্যারোনেট, তাঁর চোখে একইসঙ্গে রাগ আর হতাশা। চেম্বারের ভিতরের টানা নীরবতা সহ্য করতে না-পেরে একসময় বলে উঠলেন তিনি, 'জাস্টিন, তুমি কি বুঝতে পারছ সুযোগ এসে গেছে? আমি তোমাকে যে-রকম বানাতে চেয়েছিলাম, তুমি যদি সত্যিই সে-রকম হয়ে থাকো, তা হলে তো দ্বিধা করার কথা না?'

ধীরে ধীরে ঘুরল ক্যারিল। 'আপনি আমাকে যে-রকম

বানিয়েছেন, বলা ভালো আপনি আর ঈশ্বর মিলে যে-রকম বানিয়েছেন, সে-কারণেই দ্বিধা করছি।'

ওর কণ্ঠ শান্ত, মনোরম; ফরাসি টান আছে ইংরেজি উচ্চারণে। চেম্বারের ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, ফলে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে ওকে। সে সুদর্শন না, বলা ভালো একরকম কাঠিন্য আছে ওর চেহারায়, অথচ ওকে কুৎসিত বলারও উপায় নেই। নাকটা বাঁক নিয়েছে ধনুকের মতো আকস্মিকভাবে, থুঁতনিটা বেশ লম্বা আর চৌকোনা, গায়ের রঙ কেমন ফ্যাকাসে। মুখটা চেহারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। মোটা মোটা লাল ঠোঁট দেখলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক বলে মনে হয় ওকে। অথচ ওই ঠোঁট দুটোই ওর চেহারায় এনে দিয়েছে কঠোরতা, নির্মমতা, কোনো এক সংকল্পের দৃঢ়তা এবং একইসঙ্গে খেয়ালিপনা। রহস্যময় একটুকরো হাসি যেন ট্রেডমার্ক হিসেবে লেপ্টে আছে চেহারার সঙ্গে, সে-হাসি পূর্ণ বিকশিত না-হওয়া পর্যন্ত বোঝার উপায় নেই তা মিষ্টি নাকি তিতা। প্রায় সবুজ চোখ দুটো আকর্ষণীয় আর বড় বড়; মনোযোগী আর শ্লথ দৃষ্টি বলে দেয় চোখের মালিক যথেষ্ট মানসিক-শক্তির অধিকারী। পরচুলার মতো ঘন, এখানে-সেখানে সোনালি দীপ্তিযুক্ত ব্রোঞ্জরঙা লম্বা চুল শাসন করছে সে তরঙ্গের মতো রেখাঙ্কিত রেশমী ফিতা দিয়ে।

মোট কথা, প্রশান্ত গাম্ভীর্য আছে ওর যৌবনে-ভরা চেহারায় এবং সে-চেহারা একবার দেখলে সহজে ভোলার মতো না।

ওর উচ্চতা মাঝারি, বরং কিছু বেশিই হবে। হালকাপাতলা সাবলীল শরীরের নড়াচড়ায় কোনো আড়ষ্টতা নেই। পরনে ফরাসি আভিজাত্যের গাঢ় নীল রুচিশীল স্যুট, তাতে সোনালি জরির কাজ করা—ইংল্যাণ্ডের কোনো লোক দেখলে ফুলবাবু বলে ডাকবে ওকে। যখন হাঁটাচলা করছে তখন স্যুটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা স্যাটিনের লাইনিং। হালকা নীল ট্রাউজারের প্রান্তভাগে

BanglaBook.org

সোনালি সুতার বিচিত্র কাজ আছে। গলার ব্রাসেলস-এ চকচক করছে কয়েকটা রত্নপাথর। ল্যাকারযুক্ত লাল হীলের জুতায় শোভা পাচ্ছে হীরার বাকল্‌স্‌।

'জাস্টিন,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন স্যর রিচার্ড, 'এত ভাবাভাবির কী আছে?'

'এখন হয়তো কিছুই নেই। কাজটা করবো বলে যখন কথা দিয়েছিলাম, তখনই ভাবা উচিত ছিল আসলে।'

'তোমার সমস্যাটা কী?'

'আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, আমার আসলে কী সমস্যা তা না-জানা।'

সামনে-রাখা কাগজগুলো ঘাঁটছেন স্যর রিচার্ড অন্যমনস্ক হয়ে, অলস ভঙ্গিতে। জ্বর এলে রোগীর চোখ যেমন চকচকে হয়ে ওঠে, তাঁর বিষণ্ন চোখ জোড়াও সে-রকম চকচক করছে। 'প্রতিশোধ,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি, 'কখন নিতে হয়, জানো? যখন কেউ কল্পনাও করতে পারে না তার উপর শোধ নিতে পারে অন্য কেউ। ইচ্ছা করলে ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে পারতাম আমি তখন, হয়তো খুন করতে পারতাম লোকটাকে। কিন্তু তাতে কি সন্তুষ্ট হতে পারতাম? যত যা-ই বলো, মৃত্যু মানে কিন্তু শান্তি আর বিশ্রাম।'

'তা হলে আমাদেরকে যে-নরকের কথা বলা হয়েছে সেটা কী?'

'সেটা সত্য। কিন্তু আমাদেরকে নরকের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। অন্তত অস্টারমোরের ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, নরক মিথ্যা। আর সেজন্যই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এমন কোনো উপায়ে শোধ নেবো লোকটার উপর যাতে নিজে থেকেই মরতে চায় সে, নরকে যেতে চায়। সম্ভব হলে আরও আগেই বদলা নিতাম, কিন্তু তা হয়নি।

BanglaBook.org

একবার ধরা পড়ে দ্বীপান্তরে যেতে হলো আমাকে। ওখানে পাঁচটা বছর কাটিয়ে আমার ভিতরে শৌর্যবীর্য বলে আর কিছুই বাকি থাকল না। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহাটা আছে আগের মতোই। এবং মরার আগে সে-স্পৃহার বাস্তবায়ন দেখে যেতে চাই আমি।'

চুপ করে আছে ক্যারিল, তাকিয়ে আছে পালকপিতার দিকে।

'সুযোগ আবার এসেছে, জাস্টিন, আবার সুযোগ এসেছে—যদি না...যদি না আমার সব আশা-ভরসা ধুলোয় মিশিয়ে দাও তুমি। যদি না...তুমি তোমার মা'র ছেলে হও!'

'শুধু মা'র ছেলে, বাবার না? এবং সেই ভদ্রলোক কি আর্ল অভ অস্টারমোর না?'

'হ্যাঁ, আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার জন্মদাতার উপরই শোধ নিতে হবে তোমাকে। টেনেহিঁচড়ে পথে নামিয়ে আনতে হবে শয়তানটাকে। পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়।'

'লোকটাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন আপনি, না?'

'অবশ্যই, জাস্টিন। কতটা ঘৃণা করি, জানো? তোমার মাকে যতটা ভালোবাসতাম, ঠিক ততটা,' বলতে বলতে হঠাৎ করেই স্যর রিচার্ডের ধারালো চেহারাটা বদলে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেল। উধাও হলো তাঁর দু'চোখের চকচকে দৃষ্টি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের, নষ্ট হয়ে-যাওয়া জীবনের স্মৃতি মনে করতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়লেন তিনি।

এবং সেই নষ্ট হওয়ার কারণ, তাঁর একদালের বন্ধু আর্ল অভ অস্টারমোরের স্বেচ্ছাচারিতা।

অস্পষ্ট একটা গোঙানি বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে। টেবিলের উপর কনুই রেখে দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরলেন তিনি। স্থির বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর।

BanglaBook.org

এখনকার আর্ল অভ অস্টারমোর অথবা লর্ড অস্টারমোর তখন ভাইকাউন্ট রদারবাই নামে পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। স্যর রিচার্ড আর ওই লোকটা তখন রাজা দ্বিতীয় জেমসের সেইন্ট জার্মেইন কোর্টের তরুণ সৈন্য।

সে-সময় প্রমোদভ্রমণে নর্ম্যাণ্ডিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ওখানে পরিচয় হয় এক জমিদারের মেয়ে মাদমইযেল অন্তইনেত দে ম্যালিনি'র সঙ্গে। ওর বাবা বেশ সচ্ছল ছিলেন আগে, কপালদোষে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছেন তখন। যা-হোক, দু'বন্ধু একইসঙ্গে প্রেমে পড়েন মেয়েটার। কিন্তু ম্যালিনি, আর দশটা গ্রাম্য সহজসরল মেয়ের মতোই, রিচার্ড এভারার্ডের সৎ হৃদয় আর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্কের চেয়ে ভাইকাউন্ট রদারবাই'র বাহ্যিক সৌন্দর্যকে পছন্দ করে ফেলে বেশি। ওদিকে যুবক এভারার্ড তখন আর দশজন সাধারণ যুবকের মতোই সাহসী আর কর্তৃত্বপরায়ণ—বিপদ যত বড়ই হোক তার মুখোমুখি হতে ভয় পান না, কিন্তু মেয়েদের বেলায় লাজুক আর মুখচোরা। তাই ম্যালিনি'র হৃদয় জিতে নেয়ার প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি, ফলে খুব সহজেই বিজয়ী হন ভাইকাউন্ট রদারবাই।

কিন্তু ম্যালিনিকে জিতে নিয়ে কী করলেন খেয়ালি লোকটা? ওকে নিয়ে খেলা করলেন, যতটা জঘন্যভাবে সম্ভব।

প্রমোদভ্রমণে গিয়ে প্রমোদে মেতে উঠেছিলেন তিনি, তাই তাঁকে নর্ম্যাণ্ডিতে রেখেই প্যারিসে ফিরে আসেন স্যর রিচার্ড। দেশের প্রয়োজনে রাজার আদেশে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে হয় তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই। টানা তিন বছর ওখানেই থাকেন। রাজার গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করছিলেন তিনি তখন। তিন বছর পর ফিরে আসেন প্যারিসে, খোঁজ করেন বন্ধুর।

BanglaBook.org

কিন্তু ভাইকাউন্ট রদারবাই তখন লাপাত্তা। কারণ কী, জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যান স্যর রিচার্ড। রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বিপথগামী রদারবাই, কঠোর শাস্তি পেতে হতো তাঁকে, কিন্তু তাঁর বাবা চতুর্থ লর্ড অস্টারমোর বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেণ্টিঙ্ককে যাতে নিজের প্রভাব খাটিয়ে রাজাকে ঠাণ্ডা করেন লোকটা, এবারের মতো ক্ষমা করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন ভাইকাউন্ট রদারবাইকে।

তাই কেউ জানে না, উচ্ছৃঙ্খল লোকটা কোথায় গেছে। অথবা জানলেও বলে না। কিন্তু সে যে পালিয়েছে, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রাজদরবারের সৈন্য হিসেবে নিজের ভাগ্য গড়ার সুযোগ ছিল লোকটার, হেলায় সে-সুযোগ হারালেন তিনি।

যা-হোক, এভারার্ডের কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগল যে-ব্যাপারটা তা হলো, পালিয়ে যাওয়ার মাস ছয়েক আগে ম্যালিনিকে পরিত্যাগ করেছেন তাঁর বন্ধু—সাধ মিটে গেলে যা হয় আর কী। অথচ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে নর্ম্যাণ্ডি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি নিজেই।

স্যর রিচার্ডের কাছে প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, রদারবাই-ম্যালিনি জুটিটা অসম। একজন আরেকজনের সৌন্দর্য দেখে বাস্তব ভুলে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে যখন সৌন্দর্যটাই মুখ্য হয়, তখন বিয়োগান্তক পরিণতিও ঘনিয়ে আসে দ্রুত।

যা-হোক, স্যর রিচার্ড আয়ারল্যাণ্ড থেকে ফিরলেন, এর কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্ন-হৃদয়ের নিঃস্ব অসহায় মেয়েটা কী এক দুরারোগ্য অসুখে ভুগতে ভুগতে মারা গেল। ভালোই হলো একদিক দিয়ে—মেয়েটার সব লজ্জার অবসান ঘটল, কারণ জনশ্রুতি ছিল, ভাইকাউন্ট রদারবাই নাকি বিয়েই করেননি ওকে।

মেয়েটার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল লোকমুখে। ওর এক

BanglaBook.org

চাচাতো ভাই, ম্যালিনি পরিবারের শেষ জীবিত সদস্য, চ্যানেল পাড়ি দিয়ে গেল ইংল্যাণ্ডে। যেভাবেই হোক ভাইকাউন্ট রদারবাই'র সঙ্গে দেখা করল সে, যে-মানহানি ঘটানো হয়েছে ওদের পরিবারের তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাইল। জবাবে লোকটার ফুসফুস ছিদ্র করে ফুটখানেক ভিতরে ঢুকে গেল ভাইকাউন্ট রদারবাই'র তলোয়ারের ফলা। ক্ষতিপূরণ চাইতে গিয়ে যে-শারীরিক ক্ষতি হলো ম্যালিনি'র চাচাতো ভাইটার, সেটা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না সে, ডুয়েলটা যেখানে হয়েছিল সেখানেই মারা গেল বেচারা।

ভাইকাউন্ট রদারবাই তখন ধরে নিলেন, সব চুকেবুকে গেছে—ক্ষতিপূরণ চাওয়ারও কেউ নেই, ম্যালিনি'র কথা মনে করিয়ে দেয়ারও কেউ নেই।

কিন্তু স্যর রিচার্ড তখনও ছিলেন, আজও আছেন। এই সেই রিচার্ড এভারার্ড—যিনি প্রচণ্ড ভালোবেসেছিলেন হতভাগী ম্যালিনিকে। তাঁর সেই ভালোবাসা পবিত্র, হৃদয়নিংড়ানো। এই সেই রিচার্ড এভারার্ড, যিনি কসম খেয়েছেন, মরার আগে ভাইকাউন্ট রদারবাই'র, যিনি এখন পঞ্চম লর্ড অস্টারমোর, ধ্বংস দেখে যাবেন।

পৃথিবী এমন এক জায়গা, যেখানে তাজ্জব করে দেয়ার মতো ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে। যে-মেয়েকে ভালোবেসে গেছেন স্যর রিচার্ড এমনকী মেয়েটার মৃত্যুর পরও, যে-মেয়ের অকাল আর দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটাকে শেষ করে দেয়ার আত্মপ্রতিজ্ঞা করেছেন, একদিন জানতে পারলেন, বেঁচে আছে সে-মেয়ে, ওর মৃত্যুর গুজব পুরোপুরি মিথ্যা।

আসলে ম্যালিনি'র সেই চাচাতো ভাই ছড়িয়ে দিয়েছিল বানোয়াট খবরটা, বোনের ইজ্জতের দোহাই দিয়ে কিছু মালপানি খসাতে চেয়েছিল লর্ড অস্টারমোরের কাছ থেকে, কিন্তু

BanglaBook.org

[illegible] নিজেই খসে গেছে ইহকাল থেকে। যা-হোক, হারানো যাওয়া গরুর মতো খুঁজতে খুঁজতে ম্যালিনিকে বের করলেন স্যর রিচার্ড। এবং কাজটা করার পর, কেন করতে গেলেন কাজটা ভেবে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হলো তাঁর। কারণ মেয়েটা তখন মুমূর্ষু, ভগ্নপ্রায় এক দালানের চিলেকোঠায় নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থেকে জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছে।

অন্তইনেত দে ম্যালিনিকে তার মৃত্যুশয্যায় খুঁজে পেয়ে প্রচণ্ড আফসোস হলো স্যর রিচার্ডের, একইসঙ্গে অদ্ভুত এক আবেগ জাগল তাঁর মনে। দু'দিন বয়সী এক পুত্রসন্তান শুয়ে আছে মেয়েটার পাশে, মারা যাচ্ছে বাচ্চাটাও। স্যর রিচার্ড সময়মতো হাজির না-হলে ওই সপ্তাহের মধ্যেই মারা যেত হয়তো।

একজন মহৎহৃদয় লোকের মতোই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন স্যর রিচার্ড তখন। বেশ কিছু টাকা জমাতে পেরেছিলেন তিনি; ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং বিদেশের আরও কয়েক জায়গায় নিরাপদ বিনিয়োগ করেছিলেন সেসব। ম্যালিনি'র বাবার মৃত্যুর পর ওদের সহায়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল পাওনাদাররা, বিনিয়োগকৃত টাকার একাংশ খরচ করে সেগুলো কিনে নিলেন স্যর রিচার্ড। পরে নবজাতকসহ ম্যালিনিকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানেই। বাবা না-হয়েও বাবার ভূমিকা পালন করে গেলেন প্রত্যক্ষভাবে, কখনও মেয়েটার কাছেও না-গিয়ে স্বামীর ভূমিকা পালন করে গেলেন স্বামী না-হয়েও।

তাঁকে অনেকবার ধন্যবাদ দিতে চেয়েছে ম্যালিনি, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দেননি তিনি কখনও। যখন একটু একটু করে সেরে উঠছিল মেয়েটা, তখন ওকে একটাবারের জন্য হলেও দেখার তাগিদে কতবার ছটফট করেছে তাঁর মন, কিন্তু শক্ত হাতে নিজেকে শাসন করেছেন তিনি। আসলে, হয়তো একজন

BanglaBook.org

মহৎহৃদয় লোকের মতোই, তিনি চাননি তাঁর মনের ক্ষতটা দেখে ফেলুক মেয়েটা—যে-ক্ষত সারাজীবনের জন্য তৈরি হয়েছে ওরই কারণে। চাননি, তাঁকে যে বঞ্চিত করেছে মেয়েটা সে-উপলব্ধি জেগে উঠুক ওর মনে, যার ফলে ওর কষ্ট আরও বাড়তে পারে।

যে-জমিদারি একদিন ছিল বাবার, পরে পাওনাদারদের, শেষে পরোপকারী এক বন্ধুর, মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে সেখানে গিয়ে দিব্যি দু'বছর কাটিয়ে দিল ম্যালিনি। ওর ভগ্নহৃদয়ের মেরামতও হয়ে গেল অনেকখানি—ছেলে আছে, স্যর রিচার্ড এভারার্ডের মতো মহৎপ্রাণ বন্ধু আছে।

সময়ে সময়ে চিঠি লিখতেন তিনি ম্যালিনি'র কাছে। কখনও ইটালি থেকে, আবার কখনও হল্যাণ্ড থেকে আসত তাঁর সেসব চিঠি। কিন্তু তিনি কখনও দেখা করতে আসতেন না মেয়েটার সঙ্গে। একধরনের শালীনতাবোধ, সেটা আন্তরিক হোক বা না-হোক, কাজটা করতে বাধা দিত তাঁকে সবসময়। তাঁর সেই অনুভূতি হয়তো বুঝতে পেরেছিল ম্যালিনি, অথবা হয়তো পারেনি; কিন্তু তাঁর সেই দূরে দূরে থাকাটাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত সবসময়, দেখা করার জন্য জোরাজুরি করত না কখনও। তবে চিঠি চালাচালি চলত, একজনের কাছে লেখা আরেকজনের চিঠিতে ভুলেও ভাইকাউণ্ট রদারবাই'র নামটা উল্লেখ করতেন না তাঁরা—যেন ওই নামে কেউ ছিলই না, ওর সঙ্গে কখনও দেখাও হয়নি তাঁদের কারোরই।

যা-হোক, ম্যালিনি'র মতো কপালপোড়া মেয়েদের ভগ্নহৃদয় হয়তো জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয় না—আরাম-আয়েশের প্রায় সব উপকরণ থাকার পরও, সেবাশুশ্রূষার অভাব না-থাকার পরও দিন দিন দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল সে। আসলে ওর ভিতরে ঠাণ্ডা নামের মরণবীজ বুনে দিয়ে গেছে নির্মম শীতকাল প্যারিসের সেই

BanglaBook.org

চিলেকোঠায়, তাই নর্ম্যাণ্ডিতে হাজির হয়ে ফসল তোলার জন্য নিজের কাস্তেতে শান দিচ্ছিল যম।

ম্যালিনি যখন বুঝতে পারল ওর মরণ ঘনিয়েছে, জরুরিভিত্তিতে ডেকে পাঠাল স্যর রিচার্ডকে। এবং খবর পাওয়ামাত্র রওয়ানা হলেন তিনি। কিন্তু নিয়তি চায়নি মুখ দেখাদেখি হোক দু'জনের, তাই যে-রাতে নর্ম্যাণ্ডি পৌঁছালেন স্যর রিচার্ড, সেদিন সন্ধ্যায় মারা গেল মেয়েটা।

তবে মরার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল পরোপকারী বন্ধুর জন্য।

সুন্দর হাতের-লেখার, ফরাসি ভাষার সেই চিঠিটা আজও রেখে দিয়েছেন স্যর রিচার্ড। টেবিলের উপর ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা কাগজগুলো ঘাঁটলে পাওয়া যাবে সেটা।

ম্যালিনি লিখেছিল:

প্রিয় বন্ধু,

আপনার মতো আপনজন কেউ কখনও পেয়েছে কি না জানি না। আপনাকে ধন্যবাদ দিলে, পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক বলে যদি কিছু থেকে থাকে পৃথিবীতে, তা হলে সেটাকে অপমান করা হয়। আপনাকে দেখে শেখা উচিত ভালোবাসা কাকে বলে।

আমার জন্য যা করেছেন আপনি তা বেশির চেয়েও বেশি। সামান্য একটা ধন্যবাদ, আপনার এত বড় উপকারের প্রতিদান হতে পারে না। ওহ্, এভারার্ড, এভারার্ড! কেন আপনার হতে পারলাম না আমি? যখন বেছে নেয়ার সুযোগ ছিল আমার, তখন কেন ঠিক মানুষটাকে বেছে নিতে দিলেন না আমাকে ঈশ্বর?

তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা আছে কার? আপনার আর আমার মধ্যে যা ঘটেছে তার সবই তাঁর ইচ্ছা। এবং একজন নিয়তিবিশ্বাসী মানুষের মতো আমারও বিশ্বাস, যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। কেন, সে-প্রশ্নের জবাব শুধু ঈশ্বরের কাছেই

BanglaBook.org

আছে। এবং সেটা তাঁর কাছেই থাক।

জাস্টিনকে রেখে যাচ্ছি আমি। জানি ঈশ্বরই দেখবেন ওকে, তারপরও, আরও একবার আপনার সাহায্য চাই—নিজের ছেলের জন্য একজন মা কি তা চাইতে পারে না? যদি মরার আগে উইল করে সন্তানকে কারও কাছে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকত, তা হলে আপনার কাছেই দিয়ে যেতাম হতভাগা ছেলেটাকে। আপনার কাছে অনুরোধ, আমার খাতিরে, আমার কথা মনে করে, নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবেন ওকে। নিজের ছেলে ভেবে লালনপালন করবেন ওকে, সমাজে ওকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। আপনার মতো একজন সৎ আর মহৎপ্রাণ ভদ্রলোক বানানোর চেষ্টা করবেন। ওর ব্যাপারে কিছুই জানে না ওর বাবা—আসলে ওই নীচ লোকটার জন্য বাবা শব্দটা প্রযোজ্য না, ওকে জাস্টিনের জন্মদাতা বলা উচিত। আমার অনুরোধ, শয়তানটাকে কোনোদিন কিছু জানতে দেবেন না জাস্টিনের ব্যাপারে। আমাকে পরিত্যাগ করে দুর্বিষহ যে-জীবন উপহার দিয়েছে লোকটা, সম্ভব হলে তার শাস্তি দেবেন তাকে জাস্টিনের মাধ্যমেই।

চিঠিটা প্রথম যখন পড়েন স্যর রিচার্ড তখন তাঁর বয়স কম, তাই দম আটকে আসছিল, অশ্রু সামলাতে পারেননি কিছুতেই। সে-অশ্রুর দাগ আজও লেগে আছে চিঠিটাতে। সেদিনই তিনি মনে মনে শপথ করেন, নিজের ছেলের মতো বড় করে তুলবেন জাস্টিনকে, পূরণ করবেন ম্যালিনি'র জীবনের শেষ ইচ্ছা। ছেলেটার ব্যাপারে আপাতত কিছুই জানাবেন না ভাইকাউন্ট রদারবাইকে। তবে যেদিন সময় হবে সেদিন হয়তো ঠিকই জানাবেন, যাতে খবরটা এত বছর ধরে গোপন থাকার কারণে রেগে যায় লোকটা। জাস্টিনের মনের ভিতরে ওর খলনায়ক জন্মদাতা সম্পর্কে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিয়ে লালনপালন করবেন

BanglaBook.org

ছেলেটাকে, এবং উপযুক্ত সময় আসামাত্র ওকে দিয়েই ধ্বংস ডেকে আনবেন লোকটার।

আত্মপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ীই কাজ করেছেন স্যর রিচার্ড। জাস্টিনের বুঝবার মতো বয়স হওয়ামাত্রই কাহিনিটা শুনিয়েছেন তিনি ওকে। সময়ে সময়ে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন ওটা। মালি যেভাবে ফুলের পরিচর্যা করে, সেভাবেই বেড়ে ওঠে সেটা—জন্মদাতার জন্য দগদগে ঘৃণা আর মা'র জন্য শ্রদ্ধামিশ্রিত হাহাকার নিয়ে বেড়ে উঠেছে ছেলেটা।

ইচ্ছা করলে নর্ম্যাণ্ডির জমিদারিটা নিয়ে নিতে পারতেন স্যর রিচার্ড, কিন্তু জাস্টিনের মা'র কথা ভেবে তা করেননি। যেহেতু ছেলেটা তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেহেতু ওর অভিভাবক হিসেবে সহায়সম্পত্তির দেখাশোনা করেছেন, নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিরাপদে সঞ্চয় করেছেন খাজনা বা ভাড়ার টাকা। অক্সফোর্ডে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন ওকে, পুঁথিগত বিদ্যার্জন শেষ করার পর ছেলেটা যাতে বাইরের জগৎটাকে ভালোমতো চিনতে পারে সেজন্য দু'বছরের য়োরোপভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন ওর। শিক্ষিত আর রুচিবান এক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসেবে ফিরে এসেছে সে। রোমে, রাজার উত্তরাধিকারীর যে-দরবার আছে, সেখানে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ওকে; তিনি নিজেও ওই একই ব্যক্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন প্যারিসে।

জাস্টিন ওর মা'র মতোই হয়েছে—হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল। কিন্তু স্যর রিচার্ড যেভাবে বড় করে তুলেছেন ওকে, তার ফলে কিছুটা হলেও চাপা পড়ে গেছে ছেলেটার সহজাত প্রাণোচ্ছলতা। জগৎসংসার সম্পর্কে যে-জ্ঞান ওকে দিয়েছেন স্যর রিচার্ড, তার ফলে, জন্মদাতার কাছ থেকে যে-আমোদ-আহ্লাদ বা বদমায়েশি পাওয়ার কথা ছিল ওর, তা ঢাকা পড়ে গেছে ঔদাসীন্যে; ওর ভিতরে বেড়ে উঠেছে একরকম বিদ্রূপাত্মক রসবোধ, ইহজাগতিক

BanglaBook.org

বা পারলৌকিক যে-কোনোকিছুর প্রতি শ্লেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সে। জন্মদাতা আর মা'র মধ্যে কুৎসিত সম্পর্কের গল্প শুনতে শুনতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রতি একরকম বিদ্বেষ চলে এসেছে ওর—এখন ওর চোখে সব পুরুষ প্রতারক, সব নারী বাস্তবজ্ঞানশূন্য।

কিন্তু তাই বলে যে মেয়েদেরকে ঘৃণা করে সে তেমনটা না। আসলে পছন্দ করার মতো অথবা প্রেমে পড়ার মতো কারও দেখা পায়নি আজ পর্যন্ত। তবে ওর ধারণা, একদিন-না-একদিন ও-রকম কারও দেখা পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। সেদিন কী হবে, মনের কথাটা কীভাবে বলবে মনের মানুষকে, অথবা আদৌ বলতে পারবে কি না, জানে না সে। দুনিয়ার উপর কোনো মোহমায়া নেই ওর, বরং অবজ্ঞা আছে। ওর কাছে পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কিছুই না, যেখানে সে একজন দর্শকমাত্র; তবে সে জানে একদিন-না-একদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো অঙ্কে অভিনয় করতে হবে ওকে।

চুপ করে আছেন স্যর রিচার্ড, ত্রিশ বছর আগের অতীত এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মনে। তাঁর বুড়ো, সংসারের বীভৎসতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগল একসময়। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ পর, গর্জন আর ফোঁপানির মাঝামাঝি কোনো একটা আওয়াজের মতো শোনাল শব্দটা। হঠাৎ করেই বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে।

বসল জাস্টিনও, গম্ভীর হয়ে আছে ওর চেহারা। পালকপিতাকে বলল, 'কীভাবে কী করতে চান সব বলুন।'

'অস্টারমোর আসলে লোভী একটা মানুষ। সবসময় নিজের ফায়দা চিন্তা করে সে। কিন্তু কথায় আছে না—অতি লোভে তাঁতি

BanglaBook.org

নষ্ট? ওরও হয়েছে সে-অবস্থা। সাউথ সী কোম্পানির শেয়ারে মোটা টাকা বিনিয়োগ করে ধরা খেয়েছে। ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি, কেলেঙ্কারিটার সঙ্গে ওরও জড়িত থাকার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাসিত রাজা জেমস স্টুয়ার্টের কাছে গিয়েছিল সে, বলেছে রাজা যদি ওর সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন, বিনিময়ে রাজাকে সিংহাসন ফিরে পেতে সাহায্য করবে।'

'এসব জানতে পারলেন কীভাবে?'

'সপ্তাহখানেক আগে এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, তখন কথাগুলো বলেছে সে আমাকে। রোমের রাজদরবারে নিয়মিত যাতায়াত আছে লোকটার। হিয ম্যাজেস্টিই বলেছেন ওকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে অস্টারমোর, স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ কোনো রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছে, যার ফলে হিয ম্যাজেস্টি'র পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজ হবে।'

'তারপর?'

'ওই লোকের কাছে কয়েকটা চিঠি দিয়েছেন হিয ম্যাজেস্টি, লণ্ডনে তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে বলেছেন। চিঠিগুলো আমার হাতে এসেছে, দেরি না-করে জায়গামতো পৌঁছে দেয়ার কথা আছে ওগুলো। ভাগ্যের কী খেলা—ভুলে সীলমোহর করা হয়নি একটা চিঠি, আর সেটাই অস্টারমোরের জন্য। ওটাতে রাজদরবারের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ওকে। ওর যে-অবস্থার কথা শুনেছি, আমি যদি সে-অবস্থায় থাকতাম, তা হলে সবগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। এদিকে অস্টারমোরের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে রাজা জর্জের কান ভারী করা হয়েছে ইতোমধ্যে, এ-অবস্থায় যদি রাজা জেমসের চিঠিটার বিষয়বস্তু ফাঁস হয়, তা হলে সবাই জানবে সে রাজা জেমসের

অনুসারী, মানে একজন জ্যাকোবাইট। আর ইংল্যাণ্ডে জ্যাকোবাইটদের শাস্তি একটাই—ফাঁসি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। 'কিন্তু এসবের সঙ্গে লর্ড অস্টারমোরকে জড়াবেন কীভাবে?'

ঝুঁকে জাস্টিনের আরেকটু কাছে গেলেন স্যর রিচার্ড, একটা হাত রাখলেন ওর কোটের আস্তিনের উপর। 'কীভাবে জড়াবো তা আমার ব্যাপার। তোমাকে যা করতে বলবো, তুমি শুধু তা করে যাবে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যাবে মনে হয়।'

ভ্রূ কোঁচকাল ক্যারিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পালকপিতার চেহারার দিকে। কোনো মন্তব্য করল না।

'সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে আমাদের হাতে,' বলে চললেন স্যর রিচার্ড, 'এ-রকম কোনো সুযোগ আর কখনও পাওয়া যাবে না। অস্টারমোরকে ধ্বংস করে দেবো আমরা। সবকিছু ঠিক থাকলে ফাঁসিকাঠই হবে ওর পরিণতি,' শয়তানি হাসি খেলে গেল তাঁর চেহারায়।

'সন্দেহ আছে আমার। আপনি যতটা সহজ ভাবছেন, ব্যাপারটা তত সহজ না-ও হতে পারে।'

'সহজ হবে না মানে? তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি কী করতে হবে তোমাকে?'

পালকপিতার মনোভাব যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পারল ক্যারিল, লাল হয়ে উঠল ওর দু'গাল। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন...আমিই ফাঁদে ফেলবো লোকটাকে?'

আবারও শয়তানি হাসি হাসলেন স্যর রিচার্ড। 'হিয ম্যাজেস্টি'র সরকারি এজেন্ট আমি। কাগজপত্র যা যা লাগে সব দেবো তোমাকে। তোমার আগে অস্টারমোরের কাছে পাঠিয়ে দেবো বিশ্বস্ত এক লোক, যে তোমার খবর নিয়ে যাবে ওর কাছে। গিয়ে বলবে, নিজের নামের শেষে অস্টারমোরের পারিবারিক

BanglaBook.org

নামটা বহন করে এ-রকম একজন দূত আসছে। এসব জানতে পারলে অস্টারমোরের আগ্রহ অনেক বেড়ে যাবে। কারণ তুমি ওর কাছে রাজার পক্ষ থেকে লোভনীয় কিছু প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছ। সেসব প্রস্তাব গ্রহণ করে যে-জবাব দেবে সে, তা-ও নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। কিন্তু ওর সেই জবাব সরাসরি যাবে না রাজা জেমসের কাছে, আমার হাত হয়ে যেতে হবে। আমি তখন এমন ব্যবস্থা করবো, যাতে ফাঁসির দড়ি শক্ত হয়ে এঁটে বসতে পারে লোকটার গলায়।'

নীরবতা। চুপ করে থেকে কী যেন ভাবছে ক্যারিল। ওদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন স্যর রিচার্ড। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, মাতামাতি করছে বাতাস। জানালার উপর ঝড়বৃষ্টির আছড়ে পড়ার শব্দ শোনাচ্ছে চাবুকের আওয়াজের মতো। বজ্রনির্ঘোষ কিছুটা কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, অথবা হয়তো দূরে সরে গেছে।

চেয়ারে হেলান দিল ক্যারিল। ওর চেহারায় চিন্তার ছাপ আছে, কিন্তু কোনো আবেগ নেই। সাধারণত সহজে বিচলিত হয় না সে। টের পাচ্ছে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে এখন।

'ব্যাপারটা...ভালো হচ্ছে না,' শেষপর্যন্ত বলল সে ধীরেসুস্থে।

'ভালোমন্দ বিচার করার তুমি কে?' খেঁকিয়ে উঠলেন স্যর রিচার্ড, চাপড় মারলেন টেবিলে। 'ধরে নাও, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য আপনাকেই বেছে নিয়েছেন নাকি?'

'বেশি কথা বোলো না। ঈশ্বর যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।'

'তা হলে যা করার তাঁকেই করতে দিচ্ছি না কেন? আমরা এত অস্থির হয়ে উঠেছি কেন? বদলা নেয়ার থাকলে তিনিই

BanglaBook.org

নেবেন, আমাদের এত মাথাব্যথা কীসের?'

'তিনি তো নিজে দুনিয়াতে এসে বদলাটা নেবেন না, তা-ই না? মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে তাঁর যে-কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন তিনি।...তুমি কি...তোমার ভিতরে কি এখনও দ্বিধা রয়ে গেছে?'

দুই হাত মুঠ করল ক্যারিল, দাঁতে দাঁত চাপল। 'আপনার যা খুশি করুন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি না সরকারি এজেন্ট? তা হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে অন্য কাউকে পাঠান লর্ড অস্টারমোরের কাছে। কাউকে ফাঁসিয়ে দিয়ে, তা-ও আবার দেশদ্রোহিতার মতো জঘন্য একটা অপরাধের সঙ্গে, শোধ নেয়ার ইচ্ছা নেই আমার। হাজার হোক, লোকটা আমার বাবা।'

ভিতরে ভিতরে রাগে কাঁপছেন স্যর রিচার্ড, কিন্তু নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন এখনও। 'হ্যাঁ, অন্য কাউকে পাঠাতে পারতাম আমি, কিন্তু পাঠাবো না। কেন, জানো? কারণ কাজটা তোমার।' আবেগের প্রাবল্য সামলাতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'বাবা, না? ওই লোকটা যে তোমার বাবা, তা ভুলে যাওয়া তোমার কর্তব্য। শুধু মনে রেখো, লোকটা তোমার মাকে ধোঁকা দিয়েছে, অসহায় মানুষটার জীবন নষ্ট করেছে, অকালে মৃত্যু ডেকে এনেছে তার। আমি তো বলবো, সে খুন করেছে তোমার মাকে। বাবা, না?' তাঁর গলায় স্পষ্ট তাচ্ছিল্য। 'কোন্ বিচারে সে তোমার বাবা, বলো তো? জীবনে কখনও দেখোইনি ওকে। তুমি বেঁচে আছো নাকি মারা গেছো...তুমি আদৌ আছো কি না তা-ই জানে না সে। এসব কি একজন বাবার নমুনা? বাবা কী, জানো? বাবা কাকে বলে, সে-জ্ঞান আছে তোমার? ...আবেগতাড়িত হয়ো না, জাস্টিন। কারণ এই আবেগ কী করবে, জানো? যে-লোক তোমার মাকে খুন করেছে, তার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে তোমারই বিরুদ্ধে।'

BanglaBook.org

ক্যারিল কিছু বলছে না দেখে বলে চললেন, 'তুমি যদি কাজটা না-করো তা হলে আমি কী করবো, জানো? তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করবো। ...তোমার মা যেভাবে মরেছে সেভাবে মরছে অস্টারমোর—দেখার জন্য এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছি আমি, তিলে তিলে বড় করে তুলেছি তোমাকে, আর আজ তুমি আমার মুখের উপর বলছ সে তোমার বাবা?'

ক্যারিল তবুও নিশ্চুপ।

'লোকটাকে ঘৃণা করা উচিত তোমার—একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখলে লোকে যেভাবে ঘৃণা করে, সেভাবে। জন ক্যারিল—আর্ল অভ অস্টারমোর, নামটা শুনলেই তোমার চোখমুখ বিকৃত হয়ে যাওয়া উচিত।'

চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জাস্টিনের কপালে।

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছেন স্যর রিচার্ড। 'লোকটা তোমার বাবা, না? একটু ভেবে দেখো কী চমৎকার একটা জীবন উপহার দিয়েছে সে তোমাকে! মনে করো, ভালো বংশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাও। নিজের পরিচয় কীভাবে দেবে ওই মেয়ে আর ওর আত্মীয়স্বজনের কাছে? কী বলবে—তোমার বাবা থেকেও নেই, লোকটার নাম তোমার নামের শেষে ব্যবহার করছ শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে? এসব শুনলে ভালো ঘরের কোনো মেয়ে জীবনে বিয়ে করবে তোমাকে? কথাটা সবসময় মাথায় রেখো। মনে রেখো, লোকটা শুধু তোমার মা'র জীবনই নষ্ট করেনি, তোমার জীবনও নষ্ট করেছে। এবং এখন ওকে শাস্তি দেয়ার সময় এসেছে। এখন ঘাবড়ে গেলে কিংবা দ্বিধা করলে কাজ হবে না, জাস্টিন।'

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ক্যারিলের চেহারা। ওর চোয়াল দুটো সেঁটে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন স্যর রিচার্ড। 'ধুঁকে ধুঁকে

BanglaBook.org

মরেছে তোমার মা—তার জন্য দায়ী ওই লোক। বেঁচে থেকেও সম্মানজনক একটা জীবনের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে তোমার—দায়ী ওই লোক। বলো, এতকিছুর পরও কি বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া উচিত ওকে?'

আবেগতাড়িত হয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল ক্যারিল, এক হাত দিয়ে ঘুসি মারল আরেক হাতের তালুতে। 'না, ঈশ্বরের শপথ, ছেড়ে দেয়া উচিত না লোকটাকে! ছাড়বো না আমি ওকে, স্যর রিচার্ড!'

খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল স্যর রিচার্ডের বিষণ্ন দুই চোখে, পালকপুত্রের দিকে সস্নেহে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'তা হলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ ইংল্যাণ্ডে?'

কিন্তু আবারও দ্বিধা জাগল ক্যারিলের মনে। 'একটু দাঁড়ান! পরকালে যদি বিশ্বাস থাকে আপনার তা হলে সত্যি করে একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কি আসলেই মনে করেন, লোকটার উপর শোধ নেয়ার জন্য আমাকে লালনপালন করার দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে গেছে মা?'

চুপ করে কিছুক্ষণ ক্যারিলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন স্যর রিচার্ড। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'পরকালে বিশ্বাস আছে আমার। ...হ্যাঁ, আমি মনে করি, শুধু মনে করি বললে কম বলা হয়, আসলে আমি বিশ্বাস করি, লোকটার উপর শোধ নেয়ার জন্যই তোমাকে লালনপালন করার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে তোমার মা।' টেবিল থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে ম্যালিনির সেই চিঠিটা তুলে নিলেন। 'নাও, নিজেই পড়ে দেখো আবারও। যদি কোনো কথা ভুলে গিয়ে থাকো, সব মনে পড়ে যাবে।'

চিঠিটা হাতে নিল ক্যারিল। গোটা গোটা লেখাগুলোর উপর চোখ পড়েছে কি পড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য

BanglaBook.org

নির্ভুলভাবে বলতে শুরু করলেন স্যর রিচার্ড—চিঠিটা বার বার পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলেছেন তিনি।

' "আমার অনুরোধ," ' বলছেন স্যর রিচার্ড, ' "শয়তানটাকে কোনোদিন কিছু জানতে দেবেন না জাস্টিনের ব্যাপারে। আমাকে পরিত্যাগ করে দুর্বিষহ যে-জীবন উপহার দিয়েছে লোকটা, সম্ভব হলে তার শাস্তি দেবেন তাকে জাস্টিনের মাধ্যমেই।" আমি না, কবর থেকে তোমার মা-ই বলছে তোমাকে কথাগুলো, জাস্টিন।'

স্যর রিচার্ডের শেষ কথাটা ভীষণ আলোড়িত করল ক্যারিলকে, ওর দু'চোখে প্রতিশোধের আগুন দেখতে পেয়ে খুশি হলেন তিনি।

'ঠিক আছে, করবো আমি কাজটা,' বলল সে থমথমে গলায়। 'আপনার সঙ্গে যাবো ইংল্যাণ্ডে, স্যর রিচার্ড। লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা হবে আমার। আমিই হবো তাঁর পরিণতি!'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল চারদিক।

BanglaBook.org

দুই

দক্ষিণপূর্ব ইংল্যাণ্ডের কেন্ট কাউন্টির একটা শহর মেইডস্টোন। এখানে একটা সরাইখানা আছে, নাম "অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ"। ঘোড়ায়-টানা চার চাকার একটা গাড়িতে করে, মে মাসের রৌদ্রোজ্জ্বল এক বিকেলে, ওই সরাইখানার চত্বরে এসে থামল

ক্যারিল।

গত রাতে স্যর রিচার্ড এভারার্ডের সঙ্গে ডোভার পর্যন্ত এসেছে সে, আজ সকালে আলাদা হয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশপ আটারবারির সঙ্গে দেখা করতে রচেস্টারের দিকে চলে গেছেন স্যর রিচার্ড। আর জাস্টিন যাচ্ছে আর্ল অভ অস্টারমোরের কাছে, রাজা জেমসের দূত হিসেবে। ওর যাওয়ার খবর আগেই পৌঁছে গেছে জায়গামতো। ওর জন্য হয়তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন লর্ড অস্টারমোর।

মেইডস্টোনে ডিনার করার ইচ্ছা আছে ক্যারিলের। তারপর আবার যাত্রা শুরু করবে সে, সন্ধ্যার তুলনামূলক শীতল আবহাওয়ায় এগিয়ে যাবে গন্তব্যের দিকে। রাতে ঘুমানোর আগে অন্তত ফার্নবরো পর্যন্ত পৌঁছাতে চায়।

ক্যারিল "অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ"-এ পৌঁছানোর পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সরাইওয়ালি; তাঁর ব্যস্ততা দেখে চেম্বারলিন, আস্তাবলরক্ষক আর দারোয়ানরাও অস্থির হয়ে গেল। কারণ এত খানদানি লোক সচরাচর আসে না এখানে। উপরতলার সুসজ্জিত একটা কামরা বরাদ্দ করা হলো ওর জন্য। তবে ঘরে যাওয়ার আগে ক্যারিল ভাবল ঢুঁ মেরে যাবে বারে—গলা ভেজালে খিদা বাড়বে, ডিনার নিয়ে কথাও বলা যাবে সরাইওয়ালির সঙ্গে।

হক নামের একজাতের সাদা মদ চেয়ে নিল ক্যারিল। ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে কথা বলছে সরাইওয়ালির সঙ্গে, এমন সময় সরাইখানার চত্বরে ঢুকল তাগড়া এক ঘোড়া, পিঠে ছোটখাটো এক লোক। তার পরনে হলদে-বাদামি পোশাক, বহু ব্যবহারে রঙ জ্বলে গেছে।

স্টেবলবয়ের দিকে ঘোড়ার লাগাম ছুঁড়ে দিল লোকটা। কেমন নিস্পৃহ চেহারা তার, দেখলে সরাইখানার অতিথি বলে মনে হয় না। ক্ষিপ্রগতিতে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। হরেক রঙের বেশ

BanglaBook.org

বড় একটা রুমাল বের করল, তিন কোনা হ্যাটটা সরাল মাথা থেকে, কপাল আর ভ্রু'র ঘাম মুছল। যৌবনে-ভরা নধরকান্তি চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। দেখা যাচ্ছে একজোড়া গাঢ় নীল, ছোট ছোট, সদা চঞ্চল চোখও। ক্যারিলের পরিচারক লোকটা তখন ওদের মালসামান থেকে ক্যারিলের পোর্টম্যান্টল বের করছে, ওটা দেখে সন্তুষ্টির ছাপ পড়ল আগন্তুকের চেহারায়।

চেহারা মুছতে মুছতে সরাইখানায় ঢুকল লোকটা। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে এসে ঢুকল বারে। ক্যারিলকে দেখতে পাওয়ামাত্র চাহনি উজ্জ্বল হলো ওর—যেন ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুকে দেখতে পেয়েছে, অথবা শিকারকে খুঁজে পেয়েছে শিকারী।

বারের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। ক্যারিলের কাছে এসে অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার ঢঙে বাউ করল। বাউ করল সরাইওয়ালিকেও—দেখে মনে হলো যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে করেছে কাজটা। মহিলাকে বলল, 'চলতে চলতে গলাটা শুকিয়ে গেছে একেবারে। খানিকটা বিয়ার না-হলেই নয়।'

এক লোককে ডেকে বিয়ার দিতে বলল সরাইওয়ালি, ডিনারে যা যা খেতে চেয়েছে ক্যারিল সেগুলোর বন্দোবস্ত করতে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

'বেশ গরম পড়েছে, স্যর,' ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে বলল নাদুসনুদুস লোকটা।

একমত হলো ক্যারিল, খালি করে নামিয়ে রাখল হকের গ্লাস।

'বিয়ারটা চমৎকার, স্যর,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল লোকটা। 'আসলেই চমৎকার। য়োর অনার, যদি কিছু মনে না-করেন, আমার মনে হয় এক গ্লাস খেয়ে দেখতে পারেন। জার্মান হকের চেয়ে ইংরেজ বিয়ার কোনো অংশে কম না।'

লোকটার দিকে নিস্তেজ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যারিল। 'হক খাচ্ছি বলে কি আমাকে জার্মান মনে হয়?'

BanglaBook.org

বিস্ময়বিহ্বলতার ছাপ পড়ল লোকটার চেহারায়। 'আপনি ইংরেজ, স্যর! আমি ভেবেছিলাম আপনি হয় জার্মান নইলে ফরাসি।'

কিছু না-বলে শুধু মুচকি হাসল ক্যারিল।

'য়োর অনার,' বলে চলল আগন্তুক, 'আশা করি কিছু মনে করেননি।' একটুখানি হাসল সে, সে-হাসি ছুঁয়ে গেল ওর চোখ দুটোকেও। 'আমি একজন শুঁড়ি, স্যর—মদ বানানোই আমার পেশা। নাম গ্রীন, টম গ্রীন, আপনার বাধ্যগত সেবক, স্যর।'

শান্ত দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে ক্যারিল, একইসঙ্গে কী যেন ভাবছে উদাসী ভঙ্গিতে। বলল, 'আমি বিয়ার খাই না। এবং যতদিন ফ্রান্সে আঙুরের চাষ হবে, ততদিন খাবোও না।'

'আহ্, ফ্রান্স! চমৎকার একটা দেশ। তা-ই না, স্যর?'

'এখানকার অনেকেরই ভিন্ন মত আছে সে-ব্যাপারে।' তবে দেশটা আসলেই চমৎকার।'

'অনেকেই আমাকে বলেছে প্যারিস শহরটা নাকি অনেক বড়, অনেক সুন্দর। ওখানে গেলে বিস্মিত হতে হয়। কেউ কেউ বলে, শহরটার তুলনায় লণ্ডন নাকি কুকুর-রাখার-ঘরের মতো।'

কোনো মন্তব্য করল না ক্যারিল।

'আপনি বোধহয় একমত হতে পারলেন না, স্যর?'

'না, পারলাম না। কারণ কথায় আছে, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। বাকপটু লোকেরা কাজেকর্মে সাধারণত অপটু হয়।'

'আমি কিন্তু দেখেছি যারা বাকপটু, তারা কাজেকর্মেও পটু।'

'তা-ই নাকি? আপনার তো তা হলে অনেক অভিজ্ঞতা!' কথাটা বলে বার থেকে বেরিয়ে গেল ক্যারিল।

ওর দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গ্রীন। যে-লোকটা মদ পরিবেশন করেছে একটু আগে, ইঙ্গিতে ক্যারিলকে

BanglaBook.org

দেখিয়ে তাকে বলল, 'তিনি আর কতদিন আছেন এখানে?'

'কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস না-করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই কি ভালো হতো না?' পাল্টা প্রশ্ন করল মদ-পরিবেশক।

হাসিখুশি ভাব বিদায় নিল গ্রীনের চেহারা থেকে। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'সরাইওয়ালিকে বিয়ে করবেন আপনি?'

'বিয়ে করবো! সরাইওয়ালিকে? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি আপনার?'

বিস্ময়ের ছাপ পড়ল গ্রীনের চেহারায়। 'তা হলে ভুল হয়েছে আমার, কিছু মনে করবেন না। আসলে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছি তো আপনাদেরকে, তাই মনে হলো কথাটা। আরেক গ্লাস বিয়ার দেবেন?'

ক্যারিলের জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেখানে হাজির হয়েছে সে। তৃপ্তি সহকারে ডিনার করেছে, এখন গা এলিয়ে দিয়েছে একটা চেয়ারে, দুই পা তুলে দিয়েছে আরেকটাতে। গরম লাগছে বলে খুলে দিয়েছে ওয়েস্টকোটের সবগুলো বোতাম।

ওর এক হাতের কাছে শেরির একটা সোরাহি। আরেকহাতে পাইপ এবং একটা কবিতার বই। বর্ণনা শুনলে মনে হয় খুব আরামে আছে সে, কিন্তু আসলে তা নয়। পাইপ জ্বলছে না। বলতে গেলে খালিই হয়নি শেরির সোরাহি। কবিতার বই থেকে পড়া হয়নি একটা কবিতাও। এমনকী ঘরের ভিতরের আলোও অনুজ্জ্বল।

গরমের মধ্যে এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে আসলে। ক্লান্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে আলস্য, তাই পাইপ বা কবিতার বই বা মদের গ্লাস কোনোটাই তেমন কাজে লাগছে না। সময় ঘনিয়ে এসেছে—কে যেন বার বার মনে করিয়ে

BanglaBook.org

দিচ্ছে ওকে, তাই একরকম জড়তা কাজ করছে ওর ভিতরে, ইচ্ছা থাকার পরও গা ভাসাতে পারছে না ইন্দ্রিয়সুখের স্রোতে। মনের বিরুদ্ধে যে-গুরুদায়িত্ব নিয়েছে সে নিজের কাঁধে, তা যেন তাড়া করে ফিরছে ওকে, বিবেকের দংশন অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে। সে-দায়িত্ব যেন অসুস্থ লোকের স্বপ্নের মতো চেপে বসেছে ওর পুরো অস্তিত্বের উপর। ওর চিন্তাচেতনায় সবসময় শুধু শোধ আর শোধ, কিন্তু যত ভাবছে সে ব্যাপারটা নিয়ে ততই যেন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছে মানসিকভাবে। ধুঁকে ধুঁকে মারা-যাওয়া মা'র শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে এমন এক লোকের উপর বদলা নিতে সম্মত হয়েছে, যে কিনা ওরই জন্মদাতা। যাকে কখনও দেখেনি সে, যে-লোক কখনও দেখেনি ওকেও, এমনকী যে-লোক জানেও না তার ঔরসে ক্যারিল নামের কারও অস্তিত্ব আছে পৃথিবীতে।

চোখের সামনে মেলে-ধরা কবিতার বইয়ের প্রতিটা অক্ষর, প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য পরিচিত, তারপরও বুঝতে পারছে না ক্যারিল কী বলছেন কবি। পাইপ ধরিয়ে দেয়ার জন্য গলা চড়িয়ে লেডাককে ডাকল সে—এই নিয়ে দশমবার; আগের ন'বার কাজটা ঠিকমতোই করে দিয়ে গেছে লেডাক, কিন্তু ক্যারিল একবারও টান না-দেয়ায় প্রতিবারই নিভে গেছে পাইপ। এবার ছোট করে টান দিল সে, কিন্তু সুগন্ধী দামি তামাকের ধোঁয়া বিস্বাদ ঠেকায় চোখমুখ কুঁচকে আবারও সরিয়ে রাখল পাইপটা, আবারও মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল বইয়ের পাতায়। কিন্তু কীসের কী! বাছুরকে ঘোড়ার-গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইলে যা হবে, নিজের অবস্থা চিন্তা করে সে-রকম মনে হচ্ছে ক্যারিলের। তারপরও জোর করে মন বসাতে চাচ্ছে সে বইয়ে, একটা পৃষ্ঠা পড়লও আগাগোড়া, কিন্তু পড়ার পর টের পেল, কিছুই মনে করতে পারছে না কী পড়েছে এতক্ষণ।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড হতাশ হয়ে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ক্যারিল, সজোরে লাথি মারল দ্বিতীয় চেয়ারটাতে। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। দাঁড়িয়ে থাকল ওখানেই, বাইরে তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। সরাইখানাসংলগ্ন বাগান আর ফলের গাছগুলো থেকে সুবাস আসছে, কিন্তু ক্যারিলের নাকে তা ধরা পড়ছে না।

উত্তরদিকে পথের উপর ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে, কানে আসছে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। বিক্ষিপ্ত মনের এলোমেলো চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেদিকে তাকাল ক্যারিল। হলুদ রঙের একটা কোচ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসছে সরাইখানার দিকে। যে-চারটা ঘোড়া টানছে গাড়িটাকে, সেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ভূতের তাড়া খেয়েছে যেন—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সব ক'টা। বিরাম নেই কোচ-চালকের মুখে, সমানে তাগাদা দিচ্ছে সে ঘোড়াগুলোকে, একইসঙ্গে চাবুক চালাচ্ছে বার বার। ধুলোর মেঘটা চওড়া থেকে আরও চওড়া হচ্ছে, ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে, চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে পথের দু'ধারের ফুলগাছগুলো আর পশুচারণভূমি।

মেইডস্টোনে ঢুকল কোচটা, সরাইখানাটা চোখে পড়ল চালকের, এবার কোচের গতি ধীরে ধীরে কমাচ্ছে সে।

এখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিল, কৌতূহল বোধ করছে। কারা আছে ওই কোচের ভিতরে? কীসের এত তাড়া তাদের?

সরাইখানার সামনে এসে থামল কোচটা। ওটার পিছনের দিকে অতিরিক্ত একটা আসন আছে, সেখান থেকে লাফিয়ে নামল চাকরগোছের এক লোক, খোয়াবিছানো চত্বর ধরে এগিয়ে আসছে। সরাইখানার ভিতর থেকে বের হলেন সরাইওয়ালি, সঙ্গে চেম্বারলিন। আস্তাবল থেকে বের হলো আস্তাবলরক্ষক আর তার

BanglaBook.org

সহকারী ছেলেটা।

খুলে গেছে কোচের দরজা, সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে নীচের দিকে। এক পরিচারকের কাঁধে হাত রেখে ওটা বেয়ে নেমে এল কালো পোশাক-পরা ধবধবে ফর্সা এক লোক। ওর গলায় যাজকদের মতো ব্যাণ্ড আর নেকক্লথ, মাথায় কয়লার মতো কালো ঘন পরচুলা। চেহারা কেমন যেন ঝুলে গেছে, দেখলে মনে হয় দুশ্চিন্তা বা অনিদ্রায় ভুগছে। ওর হলদেটে বড় বড় দাঁতগুলো মুখের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, চিকন ঠোঁট দিয়ে সেগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে সে বার বার, কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হচ্ছে। ওর পিছু পিছু নামল রোদেপোড়া চেহারার লম্বা এক লোক, পরনে হলুদরঙা পোশাক। সেটার হাতায় আর গলায় আভিজাত্যের পরিচয় বহনকারী ফিতা আটকানো। লোকটার মাথায় টাই-উইগ।

দু'জনই নেমেছে কোচ থেকে, কিন্তু সরাইখানার উদ্দেশে হাঁটা ধরেনি এখনও, খানিকটা সরে এসে অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে।

কৌতূহল বাড়ছে ক্যারিলের। খোলা জানালা দিয়ে কিছুটা ঝুঁকল সে, কার জন্য এত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে লোকগুলো তা দেখতে চায় ভালোমতো। চারদিক চুপচাপ, তাই কোচের সঙ্গে রেশমী কাপড়ের ঘষা খাওয়ার শব্দ কান এড়াল না ওর। প্রথমে দেখা গেল একটা পেটিকোট, তারপর একজোড়া পা—আলগা সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সবশেষে উদয় হলো পা দুটোর মালকিন।

মেয়েটা মাঝারি উচ্চতার, কিন্তু হালকাপাতলা গড়নের কারণে লম্বা দেখায়। সুগঠিত পেলব শরীর তার। একটা রেশমী অবগুণ্ঠনে চেহারা ঢেকে রেখেছে সে, তাই ইচ্ছা থাকার পরও চেহারাটা দেখতে পেল না ক্যারিল। কেমন যেন ভীত চাহনি

মেয়েটার—কীসের এত ভয় ওর? সরাবে কি সরাবে না ভাবতে ভাবতে দ্বিধান্বিত হাতে অবগুণ্ঠন সরাল সে, তখন চেহারাটা দেখতে পেল ক্যারিল।

গোলগাল, টসটসে চেহারা; দু'গালে খানিকটা গোলাপি আভা আছে। সাধুদের মতো সারল্যে ভরা বড় বড় বাদামি একজোড়া চোখ, সে-সরলতা মন ছুঁয়ে যায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল আনমনা ক্যারিল, ওকে দেখতে পেয়েছে মেয়েটা, পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকেই।

উহ্, কী মায়াকাড়া চেহারা! আর কী বিষণ্ন একজোড়া চোখ!

'সুন্দর,' নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে বলে উঠল ক্যারিল, এবং একটু আগে-পড়া কবিতার একটা লাইন আবৃত্তি করে ফেলল নিজের অজান্তেই, 'তোমার চোখে অপলক তাকিয়ে প্রিয়া স্থাণু হয়ে রইবো আমরণ।'

ওকেই দেখছে ক্যারিল—টের পেল মেয়েটা। কী যেন বলে উঠল সে অস্ফুট ভঙ্গিতে, দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল সরাইখানার ভিতরে। কার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে মেয়েটার দেখার জন্য উপরে তাকাল রোদেপোড়া চেহারার লম্বা লোকটা, ক্যারিলকে দেখতে পাওয়ামাত্র ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। উপরে তাকাল যাজক মহাশয়ও, ক্যারিলকে দেখতে পেয়ে কোনো এক অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। উপরে তাকাল আস্তাবলরক্ষক আর তার সহকারী ছেলেটা, ক্যারিলকে চিনতে পেরে খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল দু'জনেরই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের সবাই একে একে উধাও হয়ে গেল ক্যারিলের চোখের সামনে থেকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার কাছ থেকে সরে এল ক্যারিল। চকমকির বাক্সের খোঁজে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের সামনে—এই

BanglaBook.org

নিয়ে এগারোবার ধরানো হবে পাইপটা। আগের জায়গায় বসে পড়ল সে, নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তামাকপোড়া সুগন্ধী ধোঁয়া ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে ঘরের ছাদের দিকে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্যারিল। হতাশাজনক, বিরক্তিকর চিন্তাগুলো আবার পেয়ে বসছে ওকে—টের পেয়ে মাত্র-আসা তিন আগন্তুককে নিয়ে ভাবতে লাগল।

কারা এরা?

একজন যাজক, আজব এক ভদ্রলোক আর সুন্দরী একটা মেয়ে।

কেউ কখনও শুনেছে যাজক নিয়ে ঘুরতে বের হয় লোকে?

তা ছাড়া, ওদের এত তাড়াই বা কীসের?

ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারল না ক্যারিল, পারার কথাও না; টের পেল, আবারও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে ওর মন, অস্থিরতা বাড়ছে। শেষে ঠিক করল, নীচে গিয়ে কোনো এক বাহানায় কথা বলবে সরাইওয়ালির সঙ্গে, ওই তিন আগন্তুকের পরিচয় জানার চেষ্টা করবে। বেহায়ার মতো হয়ে যাবে কাজটা, কিন্তু তা না-করেও উপায় নেই।

ঠক্ ঠক্!

কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়।

চমকে উঠে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল ক্যারিল। দরজায় তালা লাগানো হয়নি এখনও, তাই গলা চড়িয়ে বলল, 'খোলা আছে!'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন সরাইওয়ালি।

মিশুক ভদ্রমহিলার আপেলের মতো টসটসে, দয়ালু চেহারাটা দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলো ক্যারিল—তাঁর কথাই ভাবছিল সে একটু আগে। বলল, 'কিছু বলবেন?'

'স্যর, এক ভদ্রলোক এসেছেন...'

BanglaBook.org

হাত তুলে সরাইওয়ালিকে থামিয়ে দিল ক্যারিল। 'ভদ্রলোকদের ব্যাপারে কিছু শুনতে চাচ্ছি না এখন। পারলে মেয়েটার ব্যাপারে কিছু বলুন আমাকে।'

লাজুক হাসি চেপে রাখতে পারলেন না সরাইওয়ালি, বেরিয়ে পড়ল তাঁর ঝকঝকে সাদা দাঁত। হাত কচলাতে কচলাতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসলে ওই ভদ্রমহিলার কাজেই এসেছি আমি।'

'তা হলে তো খুবই ভালো কথা। বলুন কী বলবেন।'

'আপনার পরিচয় জানতে পেরে যারপরনাই ধন্য হয়েছেন তাঁরা। বলেছেন, আপনি যদি একটু কষ্ট করে নীচে গিয়ে দেখা করেন তাঁদের সঙ্গে, চিরকৃতজ্ঞ হবেন তাঁরা।'

'নীচে গিয়ে দেখা করতে হবে মানে? কোন্ অধিকারে কথাটা বলতে পারলেন তাঁরা? কথাটার মানে কী দাঁড়ায়, বুঝতে পারছেন আপনি?'

কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন সরাইওয়ালি। 'স্যর, আমার মনে হয় আপনাকে সাক্ষী হিসেবে পেতে চাচ্ছেন তাঁরা।'

'সাক্ষী! কীসের সাক্ষী?'

'একটা বিয়ের, স্যর।'

আশ্চর্য হয়ে সরাইওয়ালির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্যারিল। তারপর বলল, 'ওহ্, এবার বুঝতে পারছি সঙ্গে যাজক থাকার মানে কী। ...যে ভদ্রলোক ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে তিনি কি তাঁর নাম বলেছেন?'

'ডেকে পাঠাননি, স্যর, ডেকে পাঠাননি। তিনি বলেছেন আপনি যদি একটু কষ্ট করে...'

'ওই হলো, একই কথা। কী নাম লোকটার?'

'আমাকে তাঁর নাম বলেননি তিনি, তবে কান খোলা থাকায় নামটা শুনে ফেলেছি আমি।'

BanglaBook.org

তা হলে দেরি না-করে বলুন আমাকে।'

'তিনি খানদানি বংশের লোক, স্যর।'

'খুব ভালো কথা। খানদানি বংশের লোকদেরকে আমার পক্ষ থেকে হাজার সালাম।'

'দেখে কিন্তু মনে হয়েছে আমার, ভদ্রলোকের অনেক দেমাগ। এবং-তাঁর পকেটও যথেষ্ট ভারী।'

'যাদের পকেট ভারী তাদের দেমাগ বেশি হওয়াটা নতুন কিছু না। নামটা বলুন এবার।'

'লর্ড রদারবাই।'

ক্যারিলের মনে হচ্ছে, সৎ ভাইয়ের নামটা শুনে নিজের বুকে ধাক্কা খেয়েছে যেন।

অচেনা, অজানা সৎ ভাই।

নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেল ক্যারিল।

সরাইওয়ালি ভাবলেন, একজন ভাইকাউন্টের নাম শুনে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছে ক্যারিল। কিন্তু তাঁর জায়গায় যদি তীক্ষ্ণদৃষ্টির কোনো লোক থাকত তা হলে একনজরেই বুঝতে পারত, ক্যারিলের এই দাঁড়িয়ে যাওয়াটা সম্মান জানানোর জন্য না, বরং অন্য কারণ আছে।

মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য অভিব্যক্তি বদলে গিয়েছিল ক্যারিলের, নিজেকে সামলে নিল সে। তাচ্ছিল্যপূর্ণ প্রসন্ন যে-ভাব বজায় থাকে ওর চেহারায় বেশিরভাগ সময়, তা ফিরে এল আবার। 'লর্ড রদারবাই?' বলল স্বাভাবিক গলায়। 'তিনি যে বিনয় করেছেন আমার সঙ্গে, একটু কষ্ট করে নীচে যেতে বলেছেন আমাকে, তা-ই তো আমার জন্য অনেক বেশি। যদি লোক পাঠিয়ে ধরেবেঁধে নিয়ে যেতে বলতেন আমাকে, তা হলে কিছু করতে পারতাম?'

ক্যারিলের খোঁচামারা কথায় অস্বস্তি বোধ করছেন

BanglaBook.org

সরাইওয়ালি। 'তা হলে কি আমি গিয়ে বলবো আপনি আসছেন?'

'একটু দাঁড়ান, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। হিয লর্ডশিপ পালিয়ে বিয়ে করছেন মনে হয়?'

আবারও সেই সলাজ হাসি ফিরে এল সরাইওয়ালির চেহারায়। 'তা ছাড়া আর কী, স্যর?'

'কিন্তু,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ক্যারিল, 'আমার সাক্ষ্য দরকার হয়ে পড়ল কেন তাঁদের?'

'হিয লর্ডশিপের নিজের একজন লোক আছে, তাঁর পক্ষে সে-ই সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আরও একজন লোক দরকার,' সরাইওয়ালির কণ্ঠ শুনে মনে হলো, ক্যারিলের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়েছেন তিনি। বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এত সাধারণ একটা বিষয় জানে না কেউ।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল, 'কিন্তু সেই আরও একজনটা আমি কেন? আপনার সরাইখানায় একজন চেম্বারলিন আছে, একজন আস্তাবলরক্ষক আছে এবং একজন মদপরিবেশনকারীও আছে। এবং আমার বিশ্বাস ওরা সবাই খ্রিস্টান।'

ভ্রূ চুলকালেন সরাইওয়ালি, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'এখানে ঢোকার সময় আপনাকে দেখেছেন হিয লর্ডশিপ, আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছেন আমার কাছে।'

'এবং আশা করি আমাকে দেখে তাঁর কলিজাটা ঠাণ্ডা হয়েছে? আমি আসলে আমার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, বলুন তো, আমার ব্যাপারে যখন আপনার কাছে খোঁজখবর করেছেন তিনি, তখন কী বলেছেন আপনি?'

'বলেছি, য়োর অনার একজন খাঁটি ভদ্রলোক, ফ্রান্স থেকে কিছুদিন আগে এসেছেন ইংল্যাণ্ডে।'

'আমার ফরাসি টানের ইংরেজি শুনে অনুমানটা করেছেন আপনি, না?'

BanglaBook.org

'শুধু তা-ই না, আপনার পোশাক দেখেও করেছি অনুমানটা।'

'আচ্ছা। শুনে কী বললেন হিয লর্ডশিপ?'

'শুনে যাজকের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, "আমাদের কাজের জন্য উপযুক্ত লোক, জেনকিন্স।" '

'যাজক জেনকিন্স কী বললেন তখন?'

'একগাল হেসে তোষামুদির ঢঙে বললেন, "হিয লর্ডশিপের সিদ্ধান্তের তুলনা হয় না।" '

'এবং সব শুনে আপনি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?'

'সিদ্ধান্ত, স্যর?'

'জী, ম্যা'ম, সিদ্ধান্ত। আপনি কি এখনও বুঝতে পারেননি, শুধু পালিয়েই করা হচ্ছে না বিয়েটা, গোপন রাখার সবরকমের ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে? আমার ধারণা একজন সাক্ষী হিসেবে নিজের কোনো খাস পরিচারককেই বেছে নিয়েছেন হিয লর্ডশিপ। আরেকজন সাক্ষী হিসেবে বেছে নিতে চাচ্ছেন আমার মতো একজন আগন্তুককে, যে কিনা আজ বাদে কাল আবার রওনা হবে নিজের গন্তব্যের দিকে, এই এলাকায় যার কথা আর শোনা যাবে না কখনও।'

'বলেন কী, স্যর!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সরাইওয়ালির।

বাঁকা হাসি হাসল ক্যারিল। 'ঠিকই বলছি, ম্যা'ম, নিশ্চিত থাকুন।' এরপর টিটকারি মারার ঢঙে বলল, 'মাই লর্ড রদারবাই এমন এক পরিবারের সন্তান, বিয়েশাদীর ব্যাপারে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করাই যাঁদের অভ্যাস। হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? জবাবে আমি বলবো, হিয লর্ডশিপ যদি পরে কখনও কোনো কারণে টের পান মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেঁসে গেছেন, তা হলে তাকে ছেড়ে দিতে যাতে অসুবিধা না-হয় তাঁর, সেজন্যই এ-আয়োজন।'

BanglaBook.org

'তারমানে, য়োর অনার, হিয লর্ডশিপের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় আছে আপনার?' নিচু গলায় জানতে চাইলেন সরাইওয়ালি।

'সবই আসলে নিয়তির খেলা,' ঘুরিয়ে জবাব দিল ক্যারিল। 'নিয়তির ইশারাতেই আজ আপনার সরাইখানায় আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে আমাকে, তথাকথিত খানদানি বংশের এক খাঁটি ভদ্রলোকের শয়তানি ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার জন্য। যা-হোক, পরিচয় থাকুক বা না-থাকুক, নতুন করে পরিচিত হতে অসুবিধা কী? ...চলুন, ম্যা'ম।'

দরজা দিয়ে বের হচ্ছে দু'জনে, এমন সময় হঠাৎ করেই বলে উঠল ক্যারিল, 'ক'টা বাজে বলুন তো?'

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সরাইওয়ালি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'চারটার বেশি।'

'স্বাভাবিক,' হেসে মন্তব্য করল ক্যারিল। 'সন্ধ্যার আঁধার ঘনাবার আগে সাধারণত দেখা দেন না হিয লর্ডশিপদের মতো মানুষরা।' সিঁড়ি বেয়ে নেমে প্যাসেজ ধরে পাশাপাশি এগোনোর সময় নিচু গলায় বলল, 'এক কাজ করুন না, আমার নাম জানিয়ে দিন তাঁদেরকে।'

ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সরাইওয়ালি।

'ক্যারিল।'

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা, ক্যারিলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে, দরজা খুলে ধরে ইশারায় ঢুকতে বললেন ক্যারিলকে।

'মিস্টার ক্যারিল,' উঁচু গলায় ঘোষণা করলেন তিনি, ক্যারিল ভিতরে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

একটা পলিশ-করা আখরোটকাঠের টেবিল ঘিরে বসে আছে সেই তিনজন। হলুদ রঙের পোশাক পরিহিত লম্বা লোকটা উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়াল ব্যস্ত ভঙ্গিতে, এগিয়ে আসছে ক্যারিলের দিকে। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টিতে সৎ ভাইকে দেখছে ক্যারিল। ভাবছে, নিয়তির খেলা কী অদ্ভুত! জন্মদাতাকে নিজহাতে শাস্তি দিতে যাচ্ছে সে, বিশ্রাম আর খাবারের জন্য থেমেছে পথিমধ্যের এক সরাইখানায়, সেখানেই দেখা হয়ে গেল সৎ ভাইয়ের সঙ্গে—কল্পনাও করেনি এ-রকম কিছু ঘটতে পারে।

লর্ড রদারবাই'র বয়স পঁচিশের মতো, কিছু বেশিও হতে পারে। সে লম্বা, বলিষ্ঠ গড়নের। খানিকটা মেদ জমতে শুরু করেছে শরীরের এখানে-সেখানে। প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল রোদেপোড়া, কিন্তু এখন ঘরের ভিতরে আরও কালো মনে হচ্ছে চেহারাটা। ঠোঁট দুটো মোটা মোটা, খাড়া নাকের বাঁশি দুটো চওড়া। চওড়া কপাল, কালো চোখ আর চোখা থুঁতনি দেখলে কেমন একগুঁয়ে মনে হয় ওকে।

দেখামাত্র ভাইকে অপছন্দ করে ফেলল ক্যারিল।

আচ্ছা, এই লোকের বাবাও দেখতে এরই মতো নাকি? চিন্তাটা হঠাৎ করেই খেলে গেল ক্যারিলের মাথায়। খেয়াল করল, সৎ হোক আর যা-ই হোক, ভাইকে দেখে কোনো আবেগই জাগছে না ওর, চেহারায় কোনো ভাবান্তরও হয়নি মনে হয়। কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না, একই লোকের সন্তান ওরা দু'জন।

'সরাইওয়ালি বলল,' রদারবাই'র গলায় যতটা না অভিবাদন, তারচেয়ে বেশি বিরক্তি, 'আপনি নাকি ফ্রান্স থেকে এসেছেন।'

মন্তব্য করার আগে ভাইয়ের চেহারার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল ক্যারিল। সে আসলেই নজরকাড়া সুন্দরী, তবে সে-সৌন্দর্যে ব্যতিক্রম আছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কেন যেন মনে হলো ক্যারিলের, সংবেদনশীল আর দয়ালু একটা মন আছে মেয়েটার। ওর অভিব্যক্তিতে বিষণ্ণতা আর ব্যাকুলতা আছে,

BanglaBook.org

এবং সে-কারণে মিষ্টি চেহারাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছে সে।

অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে গেছে ক্যারিলের মন, টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। মেয়েদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা বজায় রেখেছে সে সবসময়—এত মেয়ে দেখেছে য়োরোপের বিভিন্ন দেশে কিন্তু কাউকে নিয়েই সেভাবে ভাবেনি কখনও—অথচ আজ এ কী হচ্ছে! সৎ ভাইকে যতটা অপছন্দ করেছে, প্রথম দেখায় ঠিক ততটাই পছন্দ করে ফেলেছে ওই মিষ্টি চেহারার বিষণ্ন মেয়েটাকে, অথচ হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে ওই দু'জনের।

আচ্ছা, এই ভালোলাগার নামই কি ভালোবাসা? প্রথম দেখার এই আবেগের নামই কি প্রথম দেখায় প্রেম?

ক্যারিলের স্মৃতির নিস্তরঙ্গ দীঘিতে ঢেউ জাগল হঠাৎ করেই, কে যেন গুনগুন করে বলল ওর কানে কানে, 'তোমার চোখে অপলক তাকিয়ে প্রিয়া স্থাণু হয়ে রইবো আমরণ।'

মেয়েটার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি যেন ছুঁয়ে গেছে ক্যারিলের আত্মাকে; মেয়েটার ব্যাপারে কিছুই জানা না-থাকার পরও মনে হচ্ছে, যেন কতদিনের পরিচয়! আশ্চর্য, মেয়েটাও তাকিয়ে আছে ক্যারিলের চোখে চোখে—অপরিচিত হাজার মানুষের ভিড়ে পরিচিত কাউকে খুঁজে পেয়েছে যেন!

কিছু না-বললে খারাপ দেখায়, ওই মেয়ের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকাটাও অশোভনীয়, তাই জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রদারবাই'র দিকে তাকিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো বলল ক্যারিল, 'জী, মাই লর্ড, ফ্রান্স থেকে এসেছি আমি।'

'কিন্তু আপনাকে দেখে পুরোদস্তুর ফরাসি বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ভাইকাউন্ট রদারবাই।

'য়োর অনারের দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা না-করে পারছি না,' কণ্ঠের

BanglaBook.org

উপহাস চেপে রাখতে গিয়েও পারল না ক্যারিল। 'ঠিকই ধরেছেন আপনি—আমি পুরোদস্তুর ফরাসি না। তবে অর্ধেকের চেয়ে বেশি বলা যায়। দুর্ঘটনাক্রমে আমার বাবা একজন ইংরেজ।'

হেসে ফেলল রদারবাই। বিদেশিদেরকে পছন্দ করে না সে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। বিদেশের মাটিতে বলতে গেলে পা পড়েইনি ওর, পড়াশোনাও করেনি বেশিদূর, তাই এ-রকম আচরণ করে। একজন ফরাসি আর একজন সাউথ সী আইল্যাণ্ডারের মাঝখানে পার্থক্যটা কী, জানে না। তবে এটা জানে, দু'জনই বিদেশি, আর যেহেতু বিদেশি সেহেতু কোনো-না-কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে ওদের মধ্যে, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলেই দু'জনই ওর তাচ্ছিল্যের উপযুক্ত।

'আপনার উচ্চারণ অদ্ভুত, স্যর,' আবারও একগাল হাসল রদারবাই। 'য়োর অনার যখন বলছেন, আমার মনে হচ্ছে পন অনার শুনতে পাচ্ছি যেন।'

'আমার উচ্চারণ যদি আনন্দ দিয়ে থাকে আপনাকে তা হলে আমিও খুশি,' ক্যারিলের গলা পরিহাস-তরল।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রদারবাই, বুঝবার চেষ্টা করছে খোঁচা মেরে বলা হয়েছে কি না কথাটা।

'সরাইওয়ালি ম্যা'ম বললেন কী এক কাজে নাকি আমাকে দরকার আপনার,' রদারবাই'র দৃষ্টিটাকে পাত্তা না-দিয়ে বলে চলল ক্যারিল। 'আমার অনুরোধ, নিজের কামরার আরাম ছেড়ে নীচে নেমে আসার জন্য দয়া করে ধন্যবাদ দেবেন না আমাকে। আপনার মতো মানুষদের উপকারে আসতে পারাটা বিরল সম্মানের ব্যাপার।'

আবারও মনে হলো রদারবাই'র, ওকে খোঁচা দিয়ে কথা বলছে বিদেশি লোকটা। আবারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে ক্যারিলের দিকে।

BanglaBook.org

কিন্তু ক্যারিলের চেহারা বরাবরের মতোই প্রসন্ন, কাউকে অবজ্ঞা করার লক্ষণ নেই সেখানে।

ধন্যবাদ দিতে মানা করেছে ক্যারিল, কিন্তু ধন্যবাদ না-দিলে খারাপ দেখায়, তাই রদারবাই বলল, 'আপনি বলার পরও আপনার শুকরিয়া আদায় না-করে পারছি না। নিজের কামরায় আরামে ছিলেন, হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সরাইওয়ালিকে পাঠিয়ে ডেকে আনলাম আপনাকে। কষ্ট করে নীচে নামার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

কৃত্রিম সৌজন্যবোধে কখনোই আন্তরিকতা থাকে না, জানে ক্যারিল। তাই রদারবাই'র কথায় মনোযোগ নেই ওর। দৃষ্টি সরিয়ে ঘরের পঞ্চম ব্যক্তিটার দিকে তাকিয়েছে সে। একনজর দেখেই বোঝা গেল, এই লোক হিয লর্ডশিপের প্রথম সাক্ষী। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে চুপচাপ বসে আছে লোকটা, পরনে ধূসর লেবাস। চেহারায় স্পষ্ট ধূর্ততা। সদাচঞ্চল দু'চোখের ধূর্ততা বোধহয় আরও বেশি।

'আপনাকে দরকার,' ক্যারিল চুপ করে আছে দেখে বলল রদারবাই, 'কারণ একটা বিয়েতে সাক্ষী হতে হবে আপনাকে।'

'জী, য়োর অনার। সে-রকমই কিছু একটা বলেছেন আমাকে সরাইওয়ালি।'

'কাজটা করতে আশা করি কোনো সঙ্কোচ বোধ করছেন না?'

'না, না, কীসের সঙ্কোচ? ভালো কাজের সাক্ষী হতে পারলেও তো সওয়াব হয় বলে জানি। মিয়া-বিবি দু'জনই রাজি থাকলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

আবারও ভ্রূ কুঁচকে গেল রদারবাই'র—খোঁচা মেরে কথা বলাই কি ভিনদেশি লোকটার স্বভাব? ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না-দিয়ে বলল, 'তা হলে আর দেরি না-করে কাজ শুরু করে দিই, কী বলেন? আমাদের একটু তাড়া আছে।'

BanglaBook.org

'বইপুস্তক পড়ার অভ্যাস আছে আমার, য়োর অনার। কোথায় যেন একটা কথা পড়েছিলাম, মনে করতে পারছি না, কিন্তু কথাটা মনে আছে। অনুমতি দিলে বলবো?'

কিছু না-বলে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে থাকল রদারবাই।

'বিয়ে এমন একটা বন্ধন,' কনের দিকে তাকিয়ে বলে চলল ক্যারিল, 'যাতে জড়িয়ে পড়ার আগে খুব তাড়াহুড়ো করে লোকে। কারণ তারা জানে এ-বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লাগে।'

আবারও ভ্রূ কুঁচকে গেছে রদারবাই'র, ফরাসি লোকটাকে বেশি সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না ওর। ওকে পিছনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে টেবিলটার দিকে। 'তাড়াহুড়ো, না?' টিটকারি মারল সে।

'আপনি তো তা-ই বললেন, য়োর অনার।'

মেজাজ বিগড়ে গেল রদারবাই'র, কথায় পেরে উঠছে না ভিনদেশি লোকটার সঙ্গে। কড়া গলায় বলতে লাগল, 'মিস্টার জেনকিন্স, এদিকে আসুন। তন্ত্রমন্ত্র যা পড়ার পড়তে শুরু করুন। গ্যাস্কেল, হাবার মতো বসে না-থেকে উঠে দাঁড়াও এবার, আমার কাছে এসো,' কনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

মেয়েটাকে দেখে কেন যেন মায়া হচ্ছে ক্যারিলের। যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে বেচারী, রক্ত সরে গেছে চেহারা থেকে, তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। আশ্চর্য, অল্প অল্প কাঁপছে ওর নীচের ঠোঁট, যেন কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না, যেন আটকাতে চেয়েও আটকাতে পারছে না কোনো এক দুর্দমনীয় আবেগ।

ব্যাপারটা কি শুধু ক্যারিলের চোখেই ধরা পড়েছে?

অন্য কারও কোনো ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠল ক্যারিলের মনে।

যাজকের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল সে। বাইবেলের

BanglaBook.org

খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে লোকটা। পবিত্র গ্রন্থটা খুঁজতে খুঁজতেই চোখ তুলে ক্যারিলের দিকে তাকাল, ওকেই দেখছে ক্যারিল বুঝতে পেরে দাঁত বের করল—হাসছে, বোঝাতে গিয়ে বুঝিয়ে দিল আসলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাই বাইবেলটা বের করার পরও ধরে রাখতে পারল না কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে, টেবিলের উপর সশব্দে পড়ে গেল ওটা।

ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের হাসি নিয়ে ঝুঁকল ক্যারিল, পবিত্র গ্রন্থটা তুলে যাজকের হাতে দিল।

ঘরের ভিতরে এখন শুধু দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টানোর খসখস আওয়াজ। নির্দিষ্ট পাতাটা বের করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মিস্টার জেনকিন্সকে। ভাইকাউন্ট রদারবাই'র দিকে তাকানোর সাহস নেই বলে ক্যারিলের দিকে আবারও তাকিয়ে দেখল, বিদ্রূপের হাসিটা এখনও মুছে যায়নি লোকটার ঠোঁটের কোনা থেকে। আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে।

ক্যারিল যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আনাড়ি জেনকিন্সকে, তখন ওকে একদৃষ্টিতে খেয়াল করছে গ্যাস্কেল। লোকটার ধূর্ত মস্তিষ্কে খেলা করছে অশুভ কিছু একটা।

BanglaBook.org

তিন

প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাটা শেষপর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারল মিস্টার জেনকিন্স। তারপরও দ্বিধা করল কিছুক্ষণ, খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার

করল গলা। তারপর, যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলতে হচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে নাকি গলায় বলতে শুরু করল, 'উপস্থিত সুধী, আজ এখানে, ঈশ্বরের সামনে সমবেত হয়েছি আমরা সবাই। সমবেত হয়েছি তাঁর আশীর্বাদ নিতে, বিয়ে নামের পবিত্র ও স্বর্গীয় বন্ধনের মাধ্যমে যে পুরুষ আর নারী নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে...'

কে জানে এসব পেশাদারি কথা জীবনে কত বার বলেছে মিস্টার জেনকিন্স!

কিছুক্ষণ শুনেই আগ্রহ হারাল ক্যারিল। বর ও কনের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছে সে। রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে ভাইকাউন্ট রদারবাই'র রোদেপোড়া চেহারায়, কালো চোখ চকচক করছে কেন যেন। দেখে, ঘৃণা অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, গা রি রি করে উঠল ক্যারিলের।

ওদিকে এখনও মাথা নিচু করে আছে কনে, দেখে মনে হচ্ছে জোর করে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করছে বেচারী, কারণ থেকে থেকে ফোঁপাচ্ছে সে, তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীরটা।

পেশাদারি হলেও মিস্টার জেনকিন্সের মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শেষ হলো একসময়। তারপর, হয়তো পেশাদারিত্বের খাতিরে, অথবা হয়তো কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পারার কারণে, বর-কনের দিকে তাকিয়ে আরও সুললিত কণ্ঠে বলল, 'এবার, যদি শেষবিচারের দিনে বিশ্বাস থাকে আপনাদের, আমি যা যা জিজ্ঞেস করবো তার সত্যি জবাব দেবেন।'

'তার আগে আপনি সত্যি করে বলুন তো, আপনি কিছু ভুলে যাচ্ছেন কি না?' কাবাবের হাড্ডির মতো বাদ সাধল ক্যারিল।

অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘুরে তাকাল রদারবাই, ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করল নাক দিয়ে—রাগে নাকি বিরক্তিতে বোঝা গেল না ঠিক।

BanglaBook.org

ঝট করে মাথা তুলে তাকাল মেয়েটাও, ছলছল করছে দু'চোখ।

মিস্টার জেনকিন্সকে দেখে মনে হচ্ছে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে। 'কী...কী ভুলে গেছি আমি?'

'বাইবেল খুললেন, অথচ সেখান থেকে কিছু পড়লেন না...দিকনির্দেশনা দেবেন না হবু স্বামী-স্ত্রীকে?'

রাগে ভ্রূ কুঁচকে ক্যারিলের দিকে তাকাল রদারবাই, কিন্তু পাত্তা দিল না ক্যারিল। আড়চোখে অসহায় মেয়েটাকে দেখছে সে।

রক্তলাল হয়ে গেছে মিস্টার জেনকিন্সের দু'গাল, তারপর হঠাৎ করেই পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল, মনে হচ্ছে আগের চেয়েও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে। বাইবেলের দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

'এবার স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করবেন তো হিয লর্ডশিপ আর ম্যা'মকে?' মিস্টার জেনকিন্সের পড়া শেষ হওয়ামাত্র আবার বাগড়া দিল ক্যারিল। 'কিন্তু আমি যতদূর জানি, কাজটা করার আগে বরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাজকের ডানদিকে, আর কনে থাকে তাঁর বাঁদিকে। এখানে দেখছি উল্টো ঘটনা! আপনার ডান-বামের হিসেব ঠিক আছে তো, মিস্টার জেনকিন্স?'

'আমার...আমার আসলে মাথার ঠিক নেই,' দেখে মনে হচ্ছে আসলেই মাথার ঠিক নেই মিস্টার জেনকিন্সের। 'এত তাড়াহুড়ো করছিলেন হিয লর্ডশিপ যে...। ঠিকই বলেছেন ওই ভদ্রলোক। ...ম্যা'ম, আপনি কি একটু কষ্ট করে হিয লর্ডশিপের সঙ্গে জায়গা বদল করবেন?'

জায়গা বদল করা হলো।

ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ভাইকাউন্ট রদারবাই, কিন্তু মনে মনে চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার

BanglaBook.org

গেছে ওর। বিড়বিড় করে গাল দিল মিস্টার জেনকিন্সকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে প্রস্তুত হলো আবার। কিন্তু বেচারী মেয়েটাকে দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না, প্রস্তুত হতে পেরেছে সে। মনে হচ্ছে, আগের চেয়েও বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর সুন্দর চেহারাটা। ওর দু'চোখে আতঙ্ক।

'আবার শুরু করা উচিত আমাদের,' বলল মিস্টার জেনকিন্স, এবং শুরু করল আবারও।

একগাদা উপদেশ দেয়া শেষে যখন বলছে সে, 'এবার, আমি আপনাদের দু'জনকে...' ঠিক তখনই আবারও পরিহাসতরল গলায় বলে উঠল ক্যারিল, 'আরও একটা ব্যাপারে ভুল হচ্ছে আপনাদের!'

'নিকুচি করি শালা!' ক্যারিলের ফাজলামি রদারবাই'র সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে, প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে-যাওয়া চেহারায় তাকাল সে ক্যারিলের দিকে।

ওর সেই খিস্তিখেউর শুনে, ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে, ভয়ে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা।

'সভ্য লোকেরা কি ওভাবে কথা বলে, য়োর অনার? আমি তো আপনাদের ভালোর জন্যই বলতে চাচ্ছিলাম কথাটা।'

'আমার ভালো যদি চান,' ক্যারিলকে বলল রদারবাই, 'তা হলে মুখটা বন্ধ রাখুন দয়া করে।'

'তা হলে ওই ভদ্রমহিলার ভালোর জন্য কিছু বলি?'

রাগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে কষ্ট হচ্ছে রদারবাই'র, কী বলতে কী বলে বসে ভেবে চুপ করে আছে।

'আপনি এত রাগ করছেন কেন বুঝতে পারছি না,' ক্যারিলের খোঁচা-মারা কথা থামেনি এখনও। 'আমি কি যেচে পড়ে এসেছি এখানে? আপনিই তো ডেকে এনেছেন। একজন সাক্ষী হিসেবে ওই ভদ্রমহিলার ভালোর জন্য কিছু বলতে চাওয়াটা কি অপরাধ?

BanglaBook.org

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমি তো চাইতেই পারি যাতে ঠিকমতো বিয়ে হয় আপনাদের, পারি না?'

'এসব বদমাশি কথাবার্তার মানে কী?' চেঁচিয়ে উঠল রদারবাই, সময় যত যাচ্ছে তত খসে পড়ছে ওর খানদানি মুখোশ।

ভয়ে কাঁপছে মিস্টার জেনকিন্স, সম্ভবত নিজেকে বাঁচাতেই জিজ্ঞেস করল ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে, 'আবার কী ভুল হলো?'

'সময়,' বলে রদারবাই আর মিস্টার জেনকিন্সের চেহারার দিকে একে একে তাকাল ক্যারিল। উত্তরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেছেন দু'জনই।

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে হেঁয়ালি করছেন?' ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল রদারবাই। 'বিয়ের সঙ্গে সময়ের কী সম্পর্ক?'

'উত্তরটা যাজক মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলেই কি বেশি ভালো হয় না?' পাল্টা প্রশ্ন করল ক্যারিল।

ঝট করে মিস্টার জেনকিন্সের দিকে তাকাল রদারবাই।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে ফেলেছে মিস্টার জেনকিন্স, দেখে মনে হচ্ছে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন।

নিঃশব্দে হেসে ফেলল ক্যারিল।

'এ-বিয়ে হবে না!' মুখ খুলেছে মেয়েটা। 'বিয়ে হবে না!'

কণ্ঠটা শুনে আরও একবার অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে গেল ক্যারিলের মন। কী মিষ্টি গলা! শুনলে মনে হয় কেউ কথা বলছে না, চমৎকার কোনো সুর বাজছে যেন।

'চুপ!' সজোরে ধমক দিল রদারবাই। 'বিয়ে হবে কি হবে না তা বলার তুমি কে? কোত্থেকে এক পাগল-ছাগল হাজির হয়ে কী বলল না-বলল, আর তাতেই বিয়ে ভেঙে যাবে আমাদের? শোনো, হর্টেনশিয়া, প্রিয়তমা...'

'বিয়ে করবো না আমি!' এবার আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল

BanglaBook.org

[illegible]। 'এ-বিয়ে আমি মানি না।' বড় বড় বাদামি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে রদারবাই'র দিকে, একগুঁয়ের মতো কাত করে রেখেছে মাথাটা। চেহারা এখনও ফ্যাকাসে, কিন্তু তাতে ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই।

রাগে লাল হয়ে গেছে রদারবাই'র চেহারা। তার চোয়াল দুটো দাঁতে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে দু'হাত, জ্বলছে দুই চোখ। পালাক্রমে তাকাচ্ছে ক্যারিল আর ভেনিশিয়ার দিকে। হঠাৎ ক্রোধ বিদায় নিল ওর মন থেকে, ভয় পেয়ে বসল ওকে, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল ক্যারিলের দিকে। হুমকি দেয়ার ঢঙে বলল, 'নিজের বিপদ ডেকে আনলেন আপনি, স্যর।'

'বিপদ! বলছেন কী?' গা-জ্বালানো সেই বিনয় এখনও ধরে রেখেছে ক্যারিল।

প্রশ্নটা শুনে আবারও যেন আগুন ধরে গেল রদারবাই'র শরীরে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আপনার এই বাঁকা বাঁকা কথার জন্য মূল্য দিতে হবে আপনাকে, বলে রাখলাম! ভুলভাল বুঝিয়ে আমার বিয়ে ভেঙেছেন, আপনাকে আমি...উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো!'

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাসছে ক্যারিল, আসলে আরও রাগিয়ে দিতে চাচ্ছে রদারবাইকে। দশ-বারো বছর আগে, অক্সফোর্ডের ছাত্র থাকা অবস্থায়, স্কুলনাটকে অভিনয় করত সে; কেন যেন মনে পড়ে যাচ্ছে সে-দিনগুলোর কথা। এই সরাইখানায় পা রাখার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটল, সেগুলো হাস্যরসাত্মক নাটক ছাড়া আর কী?

'মাই লর্ড রদারবাই,' মল্লযুদ্ধের আগে যেভাবে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করা হয় প্রতিপক্ষকে সেভাবে বলতে লাগল সে, 'ভণিতা

BanglaBook.org

বাদ দিয়ে আসুন সরাসরি কথা বলি। এই বিয়ে আসলে কোনো বিয়েই না। এটা আসলে বিয়ের নামে তামাশা, আরও পরিষ্কার করে বললে বদমাশি। আর ওই যাজক—আসলে আপনার খয়ের খাঁ—এক নম্বরের শয়তান। সে কোনো যাজকও না, যাজকের জাতও না।' মেয়েটার দিকে তাকাল। 'ম্যাডাম, আসল ঘটনা কী জানি না আমি, তবে এটা বুঝতে পারছি, ওই তিন শয়তান মিলে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে আপনাকে।'

'কী!' রাগে কাঁপছে রদারবাই, হাত চলে গেছে কোমরে-ঝোলানো তলোয়ারের বাঁটে। 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা?'

এগিয়ে গেল মিস্টার জেনকিন্স, শান্ত করার চেষ্টা করছে হিয লর্ডশিপকে।

ওদিকে চোখ আরও বড় হয়ে গেছে হর্টেনশিয়ার।

'আমাদের যাজক মহাশয়ের বাইবেলটা খেয়াল করেছেন, ম্যাডাম?' বলে চলল ক্যারিল। 'আনকোরা নতুন, কোথাও কোনো থাম্বমার্ক নেই। বিয়ে পড়ানোই যার কাজ সে তো নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় চিহ্ন দিয়ে রাখবে যাতে কাজের সময় সুবিধা হয়। বাটপার তো, তা ছাড়া বাইবেল থেকে কিছু পড়ার ইচ্ছাও ছিল না, তাই চিহ্ন দিতে ভুলে গেছে।'

'শেষবারের মতো সাবধান করছি, স্যর,' কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে উঠল রদারবাই, 'মুখ সামলে কথা বলুন।'

'সাবধান করছেন?' রদারবাই'র সাবধানবাণীতে কান দিল না ক্যারিল। 'তা হলে কি সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মতো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবো?' লোকটার রাগ আরও বাড়িয়ে দিয়ে তাকাল হর্টেনশিয়ার দিকে। 'আপনাদের দু'জনকে দু'পাশে দাঁড় করাল মিস্টার জেনকিন্স, কিন্তু ভুল করে ফেলল—কোন্‌টা ঠিক জানে না তো, তাই। মনগড়া কিছু সুন্দর সুন্দর কথা শুনিয়েই ভাবল বিয়ে পড়ানো হয়ে গেছে, তাই বাইবেল থেকে পড়ার কথা

BanglaBook.org

বাধা থাকল না। সবচেয়ে বড় কথা, বিয়ের জন্য সময় যে কোনো ব্যাপার না, তা-ই জানে না সে। তাই আমি কথাটা বলামাত্র থতমত খেয়ে গেল। এবার বুঝতে পারছেন লোকটা কত বড় ধোঁকাবাজ?'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল হর্টেনশিয়া, আড়চোখে তাকাল মাস্টার জেনকিন্সের দিকে। তারপর ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম আমি, স্যর।' ঠকানো হয়েছে বুঝতে পেরে রাগে দু'চোখ জ্বলছে মেয়েটার।

তলোয়ারের বাঁট থেকে হাত সরায়নি রদারবাই। উদ্ধত গলায় বলল ক্যারিলকে, 'আপনি আসলে কী? ভাঁড়, নাকি বোকা?'

'মনে হয় ভদ্রলোক,' মার্জিতভাবে বলল ক্যারিল। 'কিন্তু আপনি কী?'

'আমি কী!' টান মেরে তলোয়ার বের করল রদারবাই। 'এখনই দেখাচ্ছি আমি কী।'

'না-দেখালেও চলবে,' ক্যারিলের গলা আগের মতোই শান্ত। 'আমার যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি।'

'কী বুঝেছিস তুই?' এতক্ষণে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রদারবাই।

'বুঝেছি, তুই একটা গুণ্ডা। এবং লুচ্চা।'

বিড়বিড় করে গাল দিল রদারবাই, লাফিয়ে আগে বাড়ল।

ক্যারিলের কাছে কোনো অস্ত্র নেই, নিজের তলোয়ারটা ঘরে রেখে এসেছে সে, ভাবতেও পারেনি বিয়ের সাক্ষী হতে গিয়ে ও-রকম কিছুর প্রয়োজন হতে পারে। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে, এগিয়ে আসছে রদারবাই।

'অনেক কথা বলেছিস তুই, শয়তান!' রদারবাই'র রক্তলাল চোখে খুনি দৃষ্টি। 'আর যাতে কোনোদিন কোনো কথা বলতে না-পারিস সে-ব্যবস্থা করছি এখনই!' কোপ মারার জন্য হাত তুলল

BanglaBook.org

সে।

কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল হর্টেনশিয়া, প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল রদারবাই'র তলোয়ার-ধরা হাতে। ঘটনাটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না রদারবাই, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, ততক্ষণে ওর আলগা-হয়ে-যাওয়া মুঠি থেকে খসে পড়েছে তলোয়ারটা।

'কুত্তা!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, রাগে আর ঘৃণায় কাঁপছে। রদারবাই কিছু বলা বা করার আগে তলোয়ারটা তুলে নিল চট করে।

জঘন্য একটা গাল দিল রদারবাই হর্টেনশিয়াকে।

সরাইখানার বাইরে, খোয়ারিছানো পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুর আর চাকার শব্দ—একটা গাড়ি এসে থেমেছে। কিন্তু "বিয়ের অনুষ্ঠানে" যারা অংশ নিচ্ছে, অতি উত্তেজনার কারণে তাদের কারোরই খেয়াল নেই সেদিকে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রদারবাই আর হর্টেনশিয়া, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে দু'জনেরই চেহারা। মেয়েটার তলোয়ার-ধরা হাত কাঁপছে, ওর দৃষ্টি বলে দিচ্ছে রদারবাই যদি বাড়াবাড়ি কিছু করে তা হলে লোকটার বিরুদ্ধে তলোয়ারটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না সে।

কেটে যাচ্ছে শ্বাসরুদ্ধকর কয়েকটা মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ করেই হর্টেনশিয়ার কী হলো কে জানে—বাতাসে সাঁই সাঁই করে তলোয়ার চালাতে শুরু করল সে।

যিশু আর তাঁর মা'র নাম ধরে আর্তচিৎকার দিল মিস্টার জেনকিন্স, লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ল গ্যাস্কেলের সামনে।

মনিবকে বাঁচাতে তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল গ্যাস্কেল, মিস্টার জেনকিন্স উড়ে গিয়ে ওর পায়ের উপর পড়ায় বাপ-মা তুলে গাল দিল সে লোকটাকে।

BanglaBook.org

ওদিকে ঝরাপাতার মতো সব বীরত্ব খসে পড়ল ভাইকাউন্ট রদারবাই'র, নিজেকে বাঁচাতে দু'হাত তুলল সে।

এদিকে হর্টেনশিয়ার আনাড়িপনার কারণে তলোয়ারটা বিদ্ধ হলো টেবিলে, সামাল দেয়ার নিয়তে হ্যাঁচকা টান মারল সে।

নিজের অস্ত্র নিজের দিকেই ধেয়ে আসছে বুঝতে পেরে হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করল রদারবাই।

মুহূর্তের মধ্যে লাল একটা রেখা তৈরি হলো ওর হাতের তালুতে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বের হয়ে ঢেকে দিচ্ছে রেখাটাকে।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠে আগে বাড়ল গ্যাস্কেল, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে গায়ের-সঙ্গে-লেপ্টে-থাকা মিস্টার জেনকিন্সকে।

কিন্তু হাত নেড়ে লোকটাকে সরে যেতে বলল রদারবাই। আহত হাত নেড়েই ইশারাটা করেছে সে, তাই কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, অক্ষম ক্রোধে জ্ঞান হারাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। যে-মেয়ের সঙ্গে এতক্ষণে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সে-মেয়ের দ্বারাই তলোয়ারের কোপ খেয়ে মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা ওর।

মনিবের আদেশ পালন করল গ্যাস্কেল, সরে গেল একপাশে।

আগের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্যারিল। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, রদারবাই আর হর্টেনশিয়ার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সে-কারণেই ধোঁকাবাজির ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যারপরনাই ক্ষেপে গেছে মেয়েটা।

তলোয়ারটা ছুঁড়ে মারল হর্টেনশিয়া ফায়ারপ্লেসের দিকে, দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁদছে সে, কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে, রদারবাইকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল ক্যারিলের দিকে। ওকে বাধা দেয়ার কোনো

BanglaBook.org

চেষ্টাই করল না রদারবাই।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, স্যর!' মিনতি জানাল মেয়েটা ক্যারিলের কাছে। 'দোহাই লাগে এখান থেকে নিয়ে যান আমাকে।'

হাত বাড়িয়ে দিল ক্যারিল। ওর বাড়ানো হাতটা ধরল হর্টেনশিয়া।

অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করল ক্যারিল।

দু'জনে হাত ধরাধরি করে দরজাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বাইরে থেকে একধাক্কায় খুলে গেল সেটা।

মোটা আর বয়স্ক এক লোক ধীরেসুস্থে হেঁটে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

লোকটাকে দেখামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল হর্টেনশিয়া, ওর মুখ দিয়ে আর্তনাদের মতো একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি। কান্না থেমে গিয়েছিল ওর, আবারও কাঁদতে শুরু করল সে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ক্যারিল, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না।

ঘরের ভিতরের অবস্থা দেখে থেমে দাঁড়িয়েছেন আগন্তুকও, নীল চোখের ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সবাইকে। চেহারা দেখলে তেমন চালাকচতুর মনে হয় না তাঁকে, কিন্তু অন্তত এটা বোঝা যাচ্ছে, কী ঘটছে তা বুঝবার মতো বুদ্ধি আছে তাঁর।

'আচ্ছা, আচ্ছা!' লোকটার গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'এত কষ্ট করে তোদের পিছু পিছু এসে ভুল করিনি তা হলে। সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছিস, শয়তান কোথাকার!'

দেখে মনে হলো, কথাটা শুনে বাজ পড়েছে রদারবাই'র মাথায়। ভয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল সে, আরও কালো হয়ে গেছে চেহারা। 'বাবা!' আর্তচিৎকারটা আপনাআপনি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। শুনে মনে হলো জন্মদাতাকে না, যমকে দেখছে

BanglaBook.org

চোখের সামনে।

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে ক্যারিল। ওর হাত থেকে হর্টেনশিয়ার হাতটা কখন ছুটে গেছে, বলতে পারবে না। মনে হচ্ছে, মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

বাবা?

চার

পেটিকোটের খসখস আওয়াজ তুলে, দ্রুত পায়ে লর্ড অস্টারমোরের দিকে ছুটে গেল হর্টেনশিয়া, জড়িয়ে ধরল তাঁকে। 'আমাকে ক্ষমা করে দিন, মাই লর্ড!' কাঁদতে কাঁদতে বলল। 'ক্ষমা করে দিন আমাকে। কী বোকামিটাই না করেছি! সেজন্য ইতোমধ্যেই যথেষ্ট শাস্তি পেতে হয়েছে!'

ক্যারিলের বিস্ময়বিহ্বলতা কাটেনি এখনও।

হর্টেনশিয়াকে জড়িয়ে ধরেছেন দি. আর্ল-ও, সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ওর কাঁধে। 'চুপ! আর কেঁদো না,' বললেন মেয়েটাকে। 'কী হয়েছে?'

ভোঁতা, কর্কশ কণ্ঠটাতে দয়ামায়ার ছাপ আছে কি না ঠিক বুঝতে পারল না ক্যারিল। উল্লেখযোগ্য কিছু না-ঘটলে সে-কণ্ঠে বেশিরভাগ সময় আবেগ থাকেই না হয়তো। ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি নিজের ছেলের দিকে। ঘন ভ্রূ দুটো বলতে গেলে জোড়া লেগে গেছে একটা আরেকটার

BanglaBook.org

সঙ্গে।

লর্ড অস্টারমোরের উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না ক্যারিল। আশ্চর্য, লোকটা এই বয়সেও সুদর্শন। যথেষ্ট লম্বা তিনি, তবে ওজন বেশি। চেহারা রক্তিমাভ, ঘাড়টা খাটো—গর্দানের সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়, স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না রোগবালাইয়ে খুব একটা ভোগেন তিনি। দু'চোখ গাঢ় নীল, পাপড়ি ঘন। চেহারায় এমন কিছু একটা আছে যার কারণে তাঁকে যতটা না ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ বলে মনে হয়, তার চেয়ে বেশি মনে হয় বোকাটে।

নিয়তির খেলা আর কাকে বলে! যাকে নিজহাতে ধ্বংস করার কথা ক্যারিলের, সে-লোক স্বয়ং হাজির হয়েছে ওরই সামনে, জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে ওর মুখোমুখি, তা-ও আবার এমন এক জায়গায় যেখানে লোকটার সঙ্গে কখনও দেখা হওয়ার কথা কল্পনাও করেনি সে।

রদারবাই'র আহত হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে গ্যাস্কেল।

'শয়তান!' ক্যারিলকে চমকে দিয়ে ছেলের উদ্দেশ্যে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন লর্ড অস্টারমোর। 'হারামি!' তারপর হর্টেনশিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন সস্নেহে। নরম গলায় বললেন মেয়েটাকে, 'শয়তানটাকে বিয়ে করার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ দেখে ভালো লাগছে আমার।'

'বৃক্ষ তোমার নাম কী?' নিচু গলায় বিড়বিড় করল ক্যারিল, 'ফলে পরিচয়।'

'কী?' আবারও খেঁকিয়ে উঠলেন হিয লর্ডশিপ। 'কে কথা বলে?' রক্তচক্ষু মেলে তাকালেন তিনি ক্যারিলের দিকে। 'তুমি আবার কে? ওই শয়তানটার বন্ধু নাকি?'

কিছু না-বলে লর্ড অস্টারমোরের উদ্দেশ্যে শুধু বাউ করল ক্যারিল। খেয়াল করল, বিস্ময়ের ছাপ পড়েছে তাঁর চোখে।

BanglaBook.org

'এই ভদ্রলোকই রক্ষা করেছেন আমাকে,' বলল হর্টেনশিয়া।

'রক্ষা করেছে!' ভোঁতা গলায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন হিয লর্ডশিপ।

'যাজকের বেশ-ধরা লোকটা যে ভণ্ড, তা তিনিই আগে বুঝতে পেরেছেন,' বুঝিয়ে বলল হর্টেনশিয়া।

দি আর্লের বিস্ময় আরও বাড়ল।

'ঠিক,' মন্তব্য করল ক্যারিল। 'এবং ওই যাজক যে আসলে যাজক না, তা বুঝতে পেরে এবং বোঝাতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত।'

'ওই যাজক আসলে যাজক না?' কথাটার প্রতিধ্বনি করলেন হিয লর্ডশিপ, ক্রোধে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তাঁর চেহারা। 'তা হলে শয়তানটা আসলে কী?'

নিজেকে হিয লর্ডশিপের বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হর্টেনশিয়া বলল, 'ওই লোকটা আসলেই একটা শয়তান। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওকে ভাড়া করে এখানে নিয়ে এসেছেন লর্ড রদারবাই, লোকটাকে দিয়ে যাজকের অভিনয় করানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর।' চোখে আগুন জ্বলে উঠল ওর, লাল হয়ে গেছে দু'গাল।

দেখে মনে হচ্ছে হিয লর্ডশিপের রাগ আরও বাড়ছে। 'রদারবাই'র ব্যাপারে কি আগেই সতর্ক করিনি তোমাকে, হর্টেনশিয়া? আমি ওর বাপ—আমার চেয়ে বেশি তুমি চেনো ওকে?' পাঁই করে ঘুরলেন তিনি ছেলের দিকে। 'কুত্তা!' কিন্তু তারপর আর কিছু বলতে পারলেন না, অত্যধিক রাগে ভাষা হারিয়েছেন।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে টেবিলটার কোনা ঘেঁষে দাঁড়াল রদারবাই, ভর দিল সেটাতে। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর "বিপক্ষে" যারা আছে তাদের দিকে। বলল, 'দোষ আসলে আমার না, বাবা। দোষ তোমার।'

BanglaBook.org

'দোষ আমার!' দেখে মনে হচ্ছে এত তাজ্জব কথা জীবনে কখনও শোনেননি হিয লর্ডশিপ, দপদপ করছে তাঁর কপালের একটা শিরা। 'মেয়েটাকে এভাবে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিস তুই—সে-দোষ আমার? প্রতারণা করে বিয়ে করতে চেয়েছিস ওকে—সে-দোষ আমার?'

'হর্টেনশিয়াকে বিয়ে করলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে ঘোষণা করবে—বলোনি তুমি?' ক্ষ্যাপার মতো চেঁচাল রদারবাই।

'বলেছি। কেন বলেছি, জানিস? মেয়েটাকে তোর কবল থেকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তুই কী করলি? গোপনে গোপনে বিয়ে করার ব্যবস্থা করলি মেয়েটাকে, যাতে...যাতে...। ছি! তোকে ছেলে বলে স্বীকার করতেও লজ্জা হয় আমার!'

হাত বাড়িয়ে হিয লর্ডশিপের হাত ধরল হর্টেনশিয়া। 'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, মাই লর্ড।'

মেয়েটাকে কাছে টেনে নিলেন হিয লর্ডশিপ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত আমাদের।' ঘৃণিত বা অভিশপ্ত কোনো জিনিস দেখলে যেভাবে হাত নাড়ায় লোকে, ছেলের উদ্দেশ্যে সেভাবে হাত নাড়ালেন তিনি। 'বদমাশ! কী ভেবেছিস তুই? পার পেয়ে যাবি এত সহজে? ত্যাজ্যপুত্র করার হুমকি দিয়েছিলাম না তোকে? ঠিক ঠিকই কাজটা করবো আমি, দেখে নিস! আমার একটা পয়সাও পাবি না তুই। না-খেতে পেয়ে মরবি তুই...পরোয়া করি না! ভালোই হবে—অন্তত একটা শয়তানের কবল থেকে বাঁচবে দুনিয়াটা। তোকে ছেলে বলে অস্বীকার করলাম আমি। কসম খেয়ে বলছি, তুই আমার ছেলে না!'

কথাটা শুনে ঠোঁট বেঁকে গেছে রদারবাই'র, শয়তানি হাসি দেখা দিয়েছে সেখানে। পরিহাসতরল গলায় বলল, 'আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবে তুমি, না?' পকেট থেকে কুছ পরোয়া নেই

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে নস্যির কৌটা বের করল। ‘পারবে না কাজটা করতে।’ জানালার দিকে অলস পায়ে হেঁটে যেতে যেতে নস্যি নিল সে।

‘পারবো না কাজটা করতে? পারবো না?’ চিৎকার করে উঠলেন দি আর্ল, অশুভ লক্ষণ বহন করে এমন ভঙ্গিতে হাসলেন।

তাঁর সেই হাসিতে এমন কিছু আছে যার কারণে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হলো রদারবাইকে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে ওর বাবার দিকে। বিদ্রূপের মুখোশ খসে পড়েছে ওর চেহারা থেকে, আস্তে আস্তে অনুভূতিশূন্য হয়ে যাচ্ছে চেহারাটা। ‘বাবা...’

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন দি আর্ল, হর্টেনশিয়ার দিকে তাকালেন। ‘চলো।’ কিন্তু এগোতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালেন, কিছু একটা মনে পড়ে গেছে সম্ভবত। ঘুরে মুখোমুখি হলেন ভণ্ড যাজকের। ‘তোকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো আমি, দেখে নিস্! যদি আইনের সহায়তা পাই, ফাঁসিতে ঝুলাবো তোকে। আয় আমার সঙ্গে!’

কিন্তু জেলের ভাত খাওয়ার ইচ্ছা আছে ক'জনের, সাধ করে ফাঁসিতেই বা ঝুলতে চায় কে? তাই হিয লর্ডশিপের মুখ থেকে “আমন্ত্রণটা” শোনামাত্র, বিড়াল দেখলে যেভাবে লাফিয়ে উঠে ছুট লাগায় ইঁদুর সেভাবে দৌড় দিল মিস্টার জেনকিন্স। একছুটে চলে গেল ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে, লাফিয়ে চড়ে বসল খোলা জানালায়। মুহূর্তের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

জানালার নীচে তখন উবু হয়ে বসে কান পেতে সব শুনছিল গ্রীন। কোনোদিকে খেয়াল না-করায় সোজা ওর ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল মিস্টার জেনকিন্স। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কোলাকুলিরত অবস্থায় দু'জনে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল একটা ফুলের-কেয়ারিতে। মিস্টার জেনকিন্সকে ধরার জন্য থাবা মারল গ্রীন, ফাঁদেপড়া খরগোসের মতো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিস্টার জেনকিন্স। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ চেপে ধরল গ্রীন।

BanglaBook.org

'চুপ! বোকা পাঁঠা কোথাকার!' মিস্টার জেনকিন্সের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ধমক দিল গ্রীন। 'তোমাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই আমার। চুপচাপ শুয়ে থাকো!'

ঘরের ভিতরের সবাই তখন তাকিয়ে আছে জানালার দিকে, যেখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগে পালিয়ে গেছে মিস্টার জেনকিন্স। ওদিকে এক পা বাড়ালেন হিয লর্ডশিপ, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল হর্টেনশিয়া, 'শয়তানটাকে যেতে দিন। ওর কোনো দোষ নেই আসলে। হয়তো পেটের দায়েই আপনার ছেলের হুকুম তামিল করেছে লোকটা,' রদারবাই'র দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল সে, একমাত্র বেহায়া ছাড়া অন্য যে-কেউ সে-দৃষ্টির বিষে মরতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু বেহায়া সেহেতু কিছু হলো না রদারবাই'র, তাই ওর উপর থেকে চোখ সরিয়ে ক্যারিলের দিকে তাকাল মেয়েটা। বলল, 'মিস্টার ক্যারিল, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি। ধন্যবাদ দিতে চাই মাই লর্ডকেও।'

বাউ করে ওকে সম্মান জানাল ক্যারিল। 'ধন্যবাদ দেয়ার চিন্তাও করবেন না, ম্যা'ম। কারণ ধন্যবাদ তো আসলে আপনাকে দেয়া উচিত আমার।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত মানে?' আশ্চর্য হয়ে গেছে হর্টেনশিয়া।

কিন্তু ক্যারিল কিছু বলার আগেই মুখ খুললেন দি আর্ল, 'কী নাম শুনলাম তোমার? ক্যারিল?'

'জী, মাই লর্ড, ওটাই আমার নাম। নিয়তির ইচ্ছায় আমার আর য়োর লর্ডশিপের নাম একই।'

'আমার পরিবারের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা আছে নাকি তোমার?'

জবাবটা দেয়ার আগে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল ক্যারিল। তারপর বলল, 'থাকতে পারে। তবে সে-ব্যাপারে সবাই সবকিছু

BanglaBook.org

জানে না।'

উত্তরটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো হিয লর্ডশিপের কাছে। 'এসবের সঙ্গে জড়ালে কীভাবে?'

'বিয়ের জন্য সঙ্গে করে একজন সাক্ষী নিয়ে এসেছিলেন আপনার ছেলে,' বলল ক্যারিল। 'আরেকজন দরকার ছিল। সেই আরেকজনটা আমি।'

'তুমি?'

'ফ্রান্স থেকে এসেছি আমি, উঠেছি এই সরাইখানায়। আমার কথা জানতে পারামাত্র বুঝতে পারেন আপনার ছেলে, তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমার মতো একজন আগন্তুকের চেয়ে ভালো সাক্ষী আর হতে পারে না। কারণ আমি আজ আছি কাল নেই। তখনই সন্দেহ হলো আমার...' থেমে গেল ক্যারিল, ওর কথা হিয লর্ডশিপ শুনছেন বলে মনে হয় না।

'কী বললে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'ফ্রান্স থেকে এসেছ তুমি? এবং আমার নামের সঙ্গে মিল আছে তোমার নামের...। তোমার ব্যাপারে জানানো হয়েছে আমাকে...'

আড়চোখে রদারবাই'র দিকে তাকাল ক্যারিল।

বাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা, কিছু একটা বুঝবার চেষ্টা করছে মনে হয়।

'তুমি কি...ঘটনাক্রমে...শহরে যাচ্ছিলে...আমার সঙ্গেই দেখা করতে, মিস্টার ক্যারিল?' জানতে চাইলেন হিয লর্ডশিপ।

তাঁর বোকামি দেখে হাসতে ইচ্ছা করল ক্যারিলের, কিন্তু জোর করে ইচ্ছাটা চেপে রাখল সে। যেন আশ্চর্য হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'জী, মাই লর্ড?'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন দি আর্ল, তারপর চোখ সরিয়ে তাকালেন ছেলের দিকে। কী যেন ভাবছেন তিনি।

BanglaBook.org

তাঁর মনোভাবের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে সন্দেহ জাগল রদারবাই'র মনে, সরু চোখে তাকাল সে। 'রহস্যটা কী, বাবা?'

'রহস্য?' খেঁকিয়ে উঠলেন দি আর্ল। 'কীসের রহস্য?'

ধীরে ধীরে ক্যারিলের দিকে ঘুরল রদারবাই, ফ্রান্স-থেকে-আসা লোকটাকে দেখছে ভালোমতো। কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'আপনি আসলে কে, বলুন তো? আপনি কি কারও দূত? এসব...'

'রদারবাই!' গর্জে উঠলেন দি আর্ল। তারপর ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলে এসো, মিস্টার ক্যারিল। আমি চাই না আমার এলাকায় আসা কোনো অতিথিকে অপমান করুক বদমাশটা। চলে এসো!'

'এত তাড়াহুড়ো কেন? বলি, এত তাড়াহুড়ো কীসের?'

এতক্ষণ ঢাকনিযুক্ত ফায়ারপ্লেসের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল গ্যাস্কেল, কণ্ঠটা শোনামাত্র অমঙ্গল আশঙ্কায় লাফিয়ে এসে দাঁড়াল ওর মনিবের কাছে।

ঘরের সবাই আবারও তাকিয়েছে জানালাটার দিকে—যেখান থেকে শোনা গেছে কণ্ঠটা।

জানালার গোবরাটে, দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে, বসে আছে নাদুসনুদুস শরীর আর গোলগাল চেহারার বেঁটেখাটো এক লোক। ওর হাতে একটা পিস্তল।

ঘরের সবাই যেন জমে গেছে মূর্তির মতো।

পরিহাসতরল গলায় শুধু ক্যারিল বলল, 'হা! এ তো দেখছি আমার সেই খাটো বন্ধু—বিয়ারের শুঁড়ি!'

'ঘর ছেড়ে বের হবেন না কেউ,' শুনে মনে হলো বিনয়ে যেন গলে পড়ছে গ্রীন। তারপর মুখে আঙুল পুরে শিস বাজাল জোরে, ঘরের আরেকটু ভিতরে ঢুকল।

'এটা অনুপ্রবেশ!' গ্রীনের পিস্তলের উপর থেকে চোখ সরেনি দি আর্লের। 'এটা ধৃষ্টতা! কী চাও তুমি?'

BanglaBook.org

‘কাগজপত্র,’ পিস্তল নাচিয়ে ক্যারিলকে দেখিয়ে দিল গ্রীন, ‘ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে যেসব কাগজ আছে সেগুলো।’

কথাটা শোনামাত্র চেহারা কালো হয়ে গেল দি আর্লের।

ক্যারিল ভাবল, লর্ড অস্টারমোরের মতো বোকাটে একটা লোককে রাজদ্রোহিতার মতো কাজের দায়িত্ব কী করে দিলেন হিয ম্যাজেস্টি জেমস স্টুয়ার্ট।

ওদিকে হাসি লুকানোর ভঙ্গিতে মুখে হাতচাপা দিল রদারবাই। ওই অবস্থাতেই বাহবা জানানোর ভঙ্গিতে বলল গ্রীনকে, ‘ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ।’

হাতের পিস্তলটা আবারও নাচাল গ্রীন, এবার শুধু ক্যারিলের উদ্দেশ্যে। ‘চলুন, স্যর, চলুন। তর সইছে না আমার। আলাদা হোন সবার কাছ থেকে; পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন আমাকে জায়গামতো। বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না দয়া করে, কোনো লাভ হবে না।’

‘কী যে বলেন, মিস্টার গ্রীন!’ মেকি দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যারিল। ‘আমাকে দেখলে কি মনে হয় বাধা দেয়ার কোনো ইচ্ছা আছে আমার? তবে একটা কথা কী, আপনার মতো আমারও তর সইছে না।’

চোখ পিটপিট করছে গ্রীন। ‘মানে?’

‘মানে আমার কাগজপত্র হঠাৎ এত জরুরি হয়ে পড়ল কেন আপনার কাছে, জানতে চাই।’

পিস্তল হাতে একটা লোক ভয় দেখাচ্ছে, তারপরও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে ক্যারিল—দেখে দি আর্লের উদ্বেগ কমল কিছুটা। একইসঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি ক্যারিলের আচরণ দেখে।

ওদিকে রদারবাই’র বিদ্বেষ আরও বাড়ল।

‘প্রশ্নটার জবাব জানি না,’ উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল গ্রীন। ‘এবং জানার প্রয়োজনও দেখি না।’

BanglaBook.org

'তা হলে কেন চাচ্ছেন আমার কাগজপত্র?'

'চাচ্ছি, কারণ আমাকে কাজটা করার হুকুম দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্টেরেট।'

নীরবতা নেমে এসেছে ঘরের ভিতরে।

গ্রীনের তথ্যটা হজম করতে সময় লাগছে সবার।

স্যর রিচার্ড এভারার্ডের একটা কথা চট করে মনে পড়ে গেল ক্যারিলের এমন সময়। "কীভাবে জড়াবো তা আমার ব্যাপার"—বলেছিলেন তিনি। তারমানে...তারমানে তিনি কি দু'মুখো সাপের ভূমিকা পালন করছেন এই ষড়যন্ত্রে? লর্ড অস্টারমোরকে ফাঁসানোর মতো একটা চিঠি দিয়েছেন তিনি ক্যারিলকে। একইসঙ্গে কি ইংলিশ সরকারের উচ্চপর্যায়ে খবর পাঠিয়েছেন, সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বর্তমান রাজার বিরুদ্ধে? তা না-হলে বিশেষ সেই চিঠির ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি জানতে পারার কথা না লর্ড কার্টেরেটের!

ক্যারিল বুঝতে পারছে, এখন থেকে রাজদ্রোহিতার ব্যাপারে একটু দেখেশুনে পা ফেলতে হবে ওকে। 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী?' সবার আগে মুখ খুলল সে-ই। 'আমার মতো অতি সাধারণ এক লোকের ব্যাপারে কেন নাক গলাবেন তিনি?'

'বললাম তো জানি না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল গ্রীন। 'তবে আমাকে বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ চিঠি নিয়ে ফ্রান্স থেকে আসছেন এক ভদ্রলোক, লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করতে। লোকটা আসার এক সপ্তাহ আগেই এক দূত পৌঁছে গেছে এখানে, তাঁর আসার খবর জানিয়েছে মাই লর্ডকে। পাকড়াও করা হয়েছে ওই দূতকে, কথা আদায় করা হয়েছে ওর কাছ থেকে। লোকটা স্বীকার করেছে, যিনি আসছেন তিনি নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিঠি বহন করছেন, কিন্তু সেগুলো আসলে কীসের চিঠি, জানাতে পারেনি বলদটা। যা-হোক, সন্দেহ জাগল লর্ড কার্টেরেটের মনে,

BanglaBook.org

বুঝতে পারলেন কোনো একটা রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে এ-অঞ্চলে। রহস্যটা ভেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ...স্যর, আমার মনে হয় ঠিক লোককেই খুঁজে বের করতে পেরেছি। কারণ জেরার সময় যে-বর্ণনা দিতে বাধ্য হয়েছে দূত, তার সঙ্গে অনেক মিল আছে আপনার।'

এবার সবাই তাকিয়েছে ক্যারিলের দিকে, অপেক্ষা করছে সে কী বলে শোনার জন্য।

কৌতুক খেলা করছে ক্যারিলের চোখে, দেখে মনে হচ্ছে মজা পাচ্ছে সে পুরো ব্যাপারটায়। একগাল হেসে বলল, 'কী বলবো বুঝতে পারছি না আসলে। তবে শুদ্ধ ভাষায় যদি বলি তা হলে বলতে হয়, মর্মপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি। কারণ কে বা কারা উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে, তিনিও কী বুঝেছেন কে জানে—তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মাথাটার ভালো চিন্তাগুলো নষ্ট করছেন আমার ব্যাপারে।'

চেহারা লাল হয়ে গেল গ্রীনের, কিন্তু সামলে নিল সে। সন্দেহ নেই এর আগেও এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে ওকে। বলল, 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনার কাগজপত্র ছাড়া এক পা-ও নড়ছি না আমি।'

দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, ঘরে ঢুকল দু'জন লোক। ওদেরকে ছাপিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ক্যারিল, সরাইওয়ালির চেহারাটা দেখতে পেল একঝলক। মহিলার চোখে সচকিত দৃষ্টি।

একনজরেই বোঝা যায়, নোংরা পোশাক পরিহিত আগন্তুক দু'জন গুণ্ডা প্রকৃতির। দু'জনই সম্ভবত টিপস্টাফ—কাউন্টির শেরিফের অধীনস্থ কর্মকর্তা। একজনের মাথায় বহুল ব্যবহৃত উইগ, সম্ভবত অন্য কেউ অনেকদিন ব্যবহার করার পর বেচে দিয়েছে, আর সস্তায় পেয়ে সেটাই কিনে নিয়েছে সে। ঠিকমতো

BanglaBook.org

লাগেনি উইগটা, তাই দেখা যাচ্ছে ওই লোকের অল্প কয়েকগাছি উসুখুসু চুল। আরেকজনের মাথায় কোনো উইগ নেই, তার জীর্ণ হ্যাটের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আছে হলদেটে কোঁকড়া লম্বা চুল। দু'জনেরই নাক বোঁচা, দু'জনের গালেই কমপক্ষে এক সপ্তাহের না-কাটা দাড়ি।

বোঝা গেল এদের উদ্দেশ্যেই শিস বাজিয়েছিল গ্রীন—জানিয়ে দিয়েছিল, "ফাঁদে" ধরা পড়েছে "শিকার"।

'এবার,' ক্যারিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল গ্রীন, 'ওগুলো কি সুবোধ বালকের মতো দেবেন আমাকে? নাকি...' কথা শেষ না-করে এগিয়ে-আসা দুই আগন্তুকের দিকে ইশারা করল সে।

'বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে,' কড়া গলায় বললেন দি আর্ল।

'নিশ্চয়ই,' সুর মেলাল ক্যারিল। 'তবে মিস্টার গ্রীন, আপনি এবং আপনার দোস্তদের উপর রাগ হচ্ছে না আমার। রাগ হচ্ছে কার উপর, জানেন? আপনারা এখানে আসার আগে যে-পাগল কুকুরটা কামড় দিয়েছে আপনাদেরকে, সেটার উপর। তা না-হলে এ-রকম হুট করে একজন ভদ্রলোকের বুক বরাবর পিস্তল তাক করে তাঁর কাগজপত্র চাওয়ার কথা না। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম দিয়ে কোনো আষাঢ়ে গল্পও শোনানোর কথা না।'

বাঁকা হাসি হাসল গ্রীন, দেখে মনে হলো সাক্ষাৎ শয়তান হাসছে যেন। পকেট থেকে এক তা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল ক্যারিলের দিকে। 'এই যে, স্যর,' বলল উপহাসের সুরে, 'মাই লর্ড কার্টেরেটের ওয়ারেন্ট। তাঁর সই আর সীল দুটোই আছে।'

ঘাড় সামনে ঝুঁকিয়ে ওয়ারেন্টটা পড়ল ক্যারিল। তারপর বিষদৃষ্টিতে গ্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সই আর সীল আছে ঠিকই, কিন্তু কারও নাম নেই। আপনি ভুয়া ওয়ারেন্ট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

BanglaBook.org

'ভুয়া?' আবারও বাঁকা হাসি দেখা দিল গ্রীনের ঠোঁটের কোনায়। 'জায়গামতো আপনার নাম-ঠিকানা বসিয়ে নিলেই আসল হয়ে যাবে, স্যর। করবো নাকি কাজটা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারিল। 'আপনার হাত যদি বেশি চুলকায় কাজটা করার জন্য, তা হলে অবশ্যই করবেন, আমি মানা করার কে?'

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল গ্রীন, বিয়ের লেখাজোখায় লাগবে এ-রকম কিছু জিনিস এখনও আছে সেখানে। একটা কলম তুলে নিল সে, হাতেধরা কাগজের শূন্যস্থানে একটা নাম লিখল, কালি কিছুটা শুকানোর পর কাগজটা দেখাল ক্যারিলকে।

নামটা পড়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। বলল, 'হ্যাঁ, ওই নামের সঙ্গে আমার নামের মিল আছে বটে। এবার দয়া করে সার্চ করুন আমাকে, আপনার খায়েশ পূরণ করুন।' কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু কাগজ বের করল সে, বাড়িয়ে ধরল গ্রীনের দিকে।

ওগুলো নিল গ্রীন, চেহারায় একইসঙ্গে সন্তুষ্টি আর বিস্ময়।

এদিকে থতমত খেয়ে গেছেন লর্ড অস্টারমোর—কোনো প্রতিবাদ না-করে এত জলদি আত্মসমর্পণ করল ক্যারিল? লোকটা কি কাপুরুষ?

ক্যারিল খেয়াল করল, সে বিনা-বাক্যব্যয়ে "আত্মসমর্পণ" করেছে বলে ওর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া। ওদিকে রদারবাই'র চেহারায়, বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরও বর্ষার আকাশে যেভাবে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, সেভাবে খুশি ঝিলিক দিচ্ছে।

মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো পড়ছে গ্রীন। পড়ছে, আর সেই সঙ্গে বিড়বিড় করছে আপনমনে। 'হাহ্! এটা কী? একটা বিল! নস্যির বিল! স্যর, মাই লর্ড কার্টেরেটের কাছে একবার যদি নিয়ে যাই আপনাকে, নস্যি কত প্রকার ও কী কী, কীভাবে নিতে হয়,

BanglaBook.org

সব শিখিয়ে দেবেন তিনি। আর এটা কী? তামাকের বিল! হ্যাঁ, তামাক কীভাবে খেতে হয় তা-ও দেখিয়ে দেবেন তিনি।' টেবিলের উপর বিল দুটো ছুঁড়ে মারল গ্রীন। 'ধেৎ! বাজে কাজে সময় নষ্ট করছি নাকি? ...এটা আবার কী? কবিতা। কবিতা! মানে পদ্য? ...আপনি কবিতা লেখেন নাকি, স্যর?'

'কে কবিতা লেখে না, বলুন?' গলা খাঁকারি দিল ক্যারিল। 'দুনিয়ার সব মানুষই কবি—কেউ ছোট, কেউ বড়। আপনিও কখনও না কখনও লিখেছেন—পুরো একটা না-হলেও দু'-চারটা লাইন তো অবশ্যই, না? কবিতা পড়া আমার অভ্যাস বলতে পারেন, বিশেষ করে যখন বিচলিত হয়ে পড়ি তখন।'

একদৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রীন, কী বলবে বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর আবার উল্টাতে শুরু করল হাতের কাগজগুলো, সবগুলো দেখল একে একে। তারপর সবগুলোই ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের উপর। 'কী ভেবেছেন আপনি?' চেঁচিয়ে উঠল। 'ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে পারবেন আমাকে? এত সহজ?' চেহারা লাল হয়ে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন লর্ড অস্টারমোর। ওদিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিটা বিদায় নিয়েছে হর্টেনশিয়ার চোখ থেকে, এখন সেখানে খেলা করছে কৌতুক। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে সে ক্যারিলের দিকে।

'আমাকে এসব আজেবাজে কাগজ দেয়ার মানে কী?' আবারও গলা ফাটাল গ্রীন।

'দোষ কাগজের না,' নিরীহ গলায় বলল ক্যারিল, 'দোষ আপনার। আমার কাছে যা কাগজ ছিল দিয়েছি, ভালো বা মন্দ লাগা নির্ভর করে আপনার রুচির উপর। তারপরও, আমার পকেটের হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে—আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে সে। আগেই বলেছিলাম...'

'অনেক হয়েছে, আর না!' শুনে মনে হলো চেঁচাতে চেঁচাতে বাকশক্তিই হারিয়ে ফেলবে গ্রীন আজ। 'আমি কিন্তু হিয ম্যাজেস্টি'র সরকারের লোক!'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল ক্যারিল।

'কী বললেন?'

'আসলে...আরেকটু হলেই ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছিলাম হিয ম্যাজেস্টি'র সরকারকে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনার মতো একজন "সরকারি লোকের" সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় করতে পারলাম না কাজটা।'

দুম করে টেবিলে কিল বসিয়ে দিল গ্রীন। 'আপনি কি আমাকে নিয়ে তামাশা করছেন?'

আঙুলের ইশারায় টেবিলে-রাখা দোয়াতটা দেখিয়ে দিল ক্যারিল। 'আপনার কিলের চোটে বেচারা দোয়াতটা উল্টে পড়ে গেছে। হিয ম্যাজেস্টি'র সরকারের কতগুলো কালি নষ্ট হলো!'

'রাখুন আপনার কালি! আবারও বলছি, আমাকে ওসব বাজে কাগজ দেয়ার মানে কী?'

'আশ্চর্য তো! এক প্রশ্নের জবাব কতবার দেয়া যায়? আপনিই তো বললেন আমার কাছে যা কাগজ আছে সব দিতে।'

'আপনি কি পাগল, নাকি পাগলের ভান করছেন? লর্ড অস্টারমোরের জন্য যে-চিঠিটা নিয়ে এসেছেন সেটা চেয়েছি আমি।'

'ও...এতক্ষণে বুঝলাম,' মাথা নেড়ে সমব্যথীর দৃষ্টিতে গ্রীনের দিকে তাকাল ক্যারিল। 'বিশ্বাস করুন, যারপরনাই দুঃখিত আমি।'

'কেন?'

'কারণ আপনাকে হতাশ করতে হচ্ছে। একটা কথা আছে না—অতি আশা কাকের বাসা? আপনার আসলে হয়েছে সে-

BanglaBook.org

অবস্থা। আমার কাছে চিঠিটা আছে ভেবে নিয়ে অনেক বেশি আশা করে ফেলেছিলেন। আমার সামর্থ্যে যা কুলিয়েছে, বলা ভালো আমার পকেটের সামর্থ্যে যা কুলিয়েছে, সব দিয়েছি। তারপরও সন্তুষ্ট করতে পারিনি আপনাকে, আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়া তো পরের কথা।'

শূন্য দৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রীন, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, হিয লর্ডশিপের জন্য ফ্রান্স থেকে কোনো চিঠি নিয়ে আসেননি?'

মাথা নাড়ল ক্যারিল।

'তা হলে কেন এসেছেন ইংল্যাণ্ডে?'

'আচারব্যবহার শিখতে, স্যর,' বাউ করল ক্যারিল। 'বিশেষ করে সরকারি লোকদের কাছ থেকে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল গ্রীনের, ক্যারিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করল সে নিজের লোকদেরকে। গম্ভীর গলায় বলল, 'খোঁজো! খুঁজে বের করো কোথায় আছে।'

আঁতকে ওঠার ভান করে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ক্যারিল, হাত নেড়ে সরে যেতে বলছে টিপস্টাফদেরকে। সহসা কঠোর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা, কৌতুক বিদায় নিয়েছে চোখ থেকে। 'এক সেকেণ্ড!' বলল জোরগলায়, 'যত খুশি সার্চ করুন আমাকে—কোনো আপত্তি নেই আমার। কিন্তু সার্চ করার নামে আপনার টিপস্টাফরা তাদের নোংরা হাত দিয়ে ধরে নোংরা বানাবে আমাকে—উঁহুঁ, সেটা মেনে নেবো না। ...দেখুন দেখুন...আপনি বলামাত্র কেমন শকুনের মতো এগিয়ে আসছে ওরা আমার দিকে!'

'ঠিকই তো!' এবার চেঁচালেন লর্ড অস্টারমোর, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গ্রীনের দিকে। 'নোংরা গুপ্তচর কোথাকার!

ভদ্রলোকদের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয় জানো না? ভাগো এখান থেকে! সঙ্গে করে তোমার শকুনগুলোকেও নিয়ে যাও। নইলে আমার সহিসদেরকে ডেকে চাবুকপেটা করাবো তোমাদের সবাইকে।'

'এত বড় কথা!' গর্জে উঠল গ্রীন। 'জানেন আমি কে? আমি...'

'ওই শুয়োর!' মেজাজ বিগড়ে গেছে লর্ড অস্টারমোরের। 'তোর সাহস কত? আমার চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলিস? তুই জানিস আমি কে? আর তোর ওই পিস্তল নাচানি বন্ধ কর্!'

লালচে ভাব ছিল গ্রীনের দু'গালে এতক্ষণ, তুই-তোকারি শুনে উধাও হয়েছে। অবদমিত ক্রোধে কাঁপছে সে। 'আমি যদি...আমি যদি গিয়ে সব বলি মাই লর্ড কার্টেরেটকে, কী করবেন?'

'কী করবো তা দিয়ে তোর কী দরকার?'

'আমার প্রয়োজনের চেয়ে আপনার প্রয়োজনের কথা ভাবাটা কি ভালো না?'

'মিস্টার গ্রীন ঠিকই বলেছেন,' পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করল ক্যারিল। 'তিনি যদি গিয়ে সব বলেন মাই লর্ড কার্টেরেটকে, ক্ষতি হতে পারে আপনার, য়োর লর্ডশিপ। আপনার ব্যাপারে সন্দেহ জাগবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মনে। তারচেয়ে ভালো আমাকে সার্চ করুন মিস্টার গ্রীন। তবে তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, ডাকা হোক আমার পরিচারককে, সে আমার কাপড় তুলে দেবে তাদের হাতে যাতে তারা তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারে।' গ্রীনের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে কি নেই তা সার্চ শেষ হওয়ার পরই বোঝা যাবে,' গম্ভীর গলায় বলল গ্রীন, ইঙ্গিত করল ওর এক সহকারীকে। 'যাও, মিস্টার ক্যারিলের পরিচারককে নিয়ে এসো।'

'আরেক কাজ করতে পারেন,' পরামর্শ দেয়ার ঢং-এ বলল

BanglaBook.org

ক্যারিল, 'গ্রেপ্তার করতে পারেন আমাকে। তারপর নিয়ে যেতে পারেন লর্ড কার্টেরেটের কাছে। তখন তিনি যা ভালো বুঝবেন, করবেন।'

'আগে আপনার কাগজপত্র দেখি, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো আপনাকে গ্রেপ্তার করতে হবে কি হবে না,' অসহিষ্ণু গলায় বলল গ্রীন। 'আগেও বলেছি আবারও বলছি, লর্ড কার্টেরেটের আদেশ পালন করার জন্য এখানে এসেছি আমি। যথোপযুক্ত প্রমাণ না-থাকলে আপনাকে গ্রেপ্তার করবো কেন?'

সার্চ করা হবে ক্যারিলকে, কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি যাতে হতে না-হয় সেজন্য হর্টেনশিয়াকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন লর্ড অস্টারমোর। যাওয়ার আগে বলে গেলেন অপেক্ষা করবেন তাঁরা, ক্যারিলের সঙ্গে কী নাকি কথা আছে হিয লর্ডশিপের। হর্টেনশিয়া কিছু বলল না, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল ক্যারিলের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর পিছু নিল হিয লর্ডশিপের।

ইতোমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছে ক্যারিলের পরিচারক লেডাক, কোট আর ওয়েস্টকোট খুলে লোকটার মাধ্যমে ওগুলো দিল ক্যারিল গ্রীনকে।

প্রথমেই ওগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখল গ্রীন, সবগুলো পকেট হাতড়ে খালি করল। হাতা দেখল ভালোমতো, স্যাটিনের লাইনিং-এ কিছু লুকানো আছে কি না তা-ও দেখল। তবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে করল কাজটা, খেয়াল রেখেছে কোট আর ওয়েস্টকোটের কোনো ক্ষতি যাতে না-হয়। লাইনিং খুলেছে এমন কায়দায় যাতে সহজেই আবার সেলাই করে নেয়া যায়।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছে ক্যারিল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে গ্রীনের কাজ। ভাবছে, ওই লোক যদি আসলেই পেয়ে যায় চিঠিটা, তা হলে কী হবে? অন্যায়ভাবে লর্ড

BanglaBook.org

অস্টারমোরকে শেষ করে দিতে এসেছে ক্যারিল, সেই অন্যায়টা আর করা হবে না। ধরা পড়ে যাবে সে, হয়তো ওকে গ্রেপ্তার করবে গ্রীন, নিয়ে যাবে লর্ড কার্টেরেটের কাছে। তারপর? তারপর কী হবে জানে না ক্যারিল, জানতে চায়ও না। শুধু জানে, সব যদি শেষ হয়ে যায় এখন তা হলে ভালোই হয় একদিক দিয়ে। যে-কাজের দায়িত্ব গুরুভার হয়ে চেপে বসেছে ওর মনে, তা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু...সেক্ষেত্রে কী হবে ওর পালকপিতার? ওর নিজেরই বা কী হবে? আর লর্ড অস্টারমোর...

'এবার আপনার জুতো জোড়া, স্যর,' গ্রীনের ডাকে চিন্তার জাল ছিঁড়ল ক্যারিলের।

বিনা প্রতিবাদে জুতো খুলে দিল সে লোকটাকে।

সেলাই ছুটিয়ে স্প্যানিশ লেদার থেকে তলা আলগা করল গ্রীন, দেখে মনে হচ্ছে এসব কাজে যথেষ্ট দক্ষ সে। তলায় বিশেষ কায়দায় কিছু লুকানো আছে কি না দেখছে মনোযোগ দিয়ে। তারপর জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে ভালোমতো দেখল হিল দুটো।

'এবার আপনার ব্রিচেয,' সময় যত যাচ্ছে, দাবি তত জোরালো হচ্ছে গ্রীনের।

ওদিকে সুঁই-সুতো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লেভাক, যথাসম্ভব আগের মতো করে সেলাই করে দিচ্ছে ক্যারিলের কোট-ওয়েস্টকোটের লাইনিং।

ব্রিচেয খুলে দিল ক্যারিল, তারপর ওর চমৎকার হল্যাণ্ড শার্ট, স্টকিং, শেষে বাকি সবকিছু। এখন ওর পরনে জন্মদিনের পোশাক।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও সন্দেহজনক কোনো চিঠি বা কাগজ উদ্ধার করা গেল না ক্যারিলের কাপড়গুলো থেকে। একে একে ওগুলো ফিরিয়ে দেয়া হলো ওর কাছে, একে একে সেগুলো পরল

BanglaBook.org

সে। কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল গ্রীনের দিকে, লোকটা তখন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে।

'মন ভরেছে?' স্বভাবসুলভ কৌতুকের ঢং-এ জানতে চাইল ক্যারিল। 'নাকি আমার চামড়াও খুলে দেবো? হাড় আর মাংসের মাঝখানেও কিছু লুকিয়ে রাখা যায়, না?'

ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল গ্রীন, তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চিমটি কাটছে ঠোঁটে। 'আর কী কী আছে আপনার সঙ্গে?'

'উপরতলায়, আমার ঘরে, পোর্টম্যান্টল আছে। আস্তাবলে আছে আমার স্যাডল-পরানো ঘোড়া। আচ্ছা, ভালো কথা, আমার দাঁত দেখবেন নাকি? দু'-একটা দাঁত নকল কি না...সেগুলোর ভিতরে কোনো চিরকুট আছে কি না...' জুতো পরানোর জন্য পা দুটো লেডাকের দিয়ে বাড়িয়ে দিল ক্যারিল।

ওর উপর থেকে সরে গেছে গ্রীনের নজর, লেডাককে দেখছে সে এখন। বলল, 'আপনার পরিচারককেও একটু দেখা দরকার, স্যর।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। ...লেডাক, কাপড়চোপড় সব খুলে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে যাও মিস্টার গ্রীনের সামনে। আর হ্যাঁ, তোমার লাইনিংগুলো কিন্তু সেলাই করে নিতে হবে তোমাকেই।'

একটা কথাও বলল না লেডাক, কোনো ভাবান্তর নেই ওর কাঠপুতুলের-মতো চেহারায়।

ওকে যখন সার্চ করছে গ্রীন তখন বলে চলল ক্যারিল, 'জেনে সুখী হবে, লেডাক, এ-দেশে শুধু শুধু আসিনি আমরা। আর দেখো, আসার পর কী সম্মানটাই না দেয়া হচ্ছে আমাদেরকে! হিয় ম্যাজেস্টি'র সরকারের লোকজন আমাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যারপরনাই সচেষ্ট। এমন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করছি আমরা, যাতে আমাদের মনোরঞ্জনের কোনো কমতি নেই। এ-দেশ থেকে যখন ফিরে যাবো, তখন সেসব অভিজ্ঞতার কথা বুক

BanglaBook.org

ফুলিয়ে বলতে পারবো ফ্রান্সের লোকজনদের। এ-কথাও বলতে পারবো, যারা আমাদেরকে সুখ দিয়েছে তাদের একজন খানদানি বংশের।'

ওর শেষ কথাটা শুনে লাল হয়ে গেল রদারবাই'র চেহারা। 'আপনি কি আমার ব্যাপারে কিছু বললেন? আপনি কি আপনার চাকরের সঙ্গে আমাকে নিয়ে আলোচনা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন?'

ওর দিকে তাকাল ক্যারিল, চোখ পিটপিট করছে। 'ছি ছি, কী যে বলেন! আমি দুঃসাহস দেখাতে যাবো কেন, স্যর?'

এক পা আগে বাড়ল রদারবাই। 'আপনি সেই শুরু থেকে একের পর এক অপমান করে যাচ্ছেন আমাকে!'

'যে নিজে জামাকাপড় খুলে দিগম্বর সেজেছে, তার কি অন্য কাউকে অপমান করার সুযোগ আছে?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময়ও এটা না, জায়গাও এটা না। তবে জবাব নিশ্চয়ই দেবো আমি। এবং তার জন্য দরকার হলে খুঁজে বের করবো আপনাকে।'

'আপনাকে দেখে, আমি নিশ্চিত, যারপরনাই খুশি হবে লেডাক সেদিন। আমার মতো সে-ও আচারব্যবহার শিখছে কি না!'

অপমানটা গায়ে মাখল না রদারবাই। 'ফাঁকা বুলি আউড়ানো বাদে কিছু করতে পারেন কি না আপনি, দেখা যাবে সেদিন।'

'বোঝা গেল, য়োর লর্ডশিপ বুলি আউড়ানো বাদে অনেককিছু করতে পারেন। তবে, যদি কিছু মনে না-করেন, বুলি আউড়ানোয় আপনার দক্ষতা কিন্তু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য না। আর হ্যাঁ, বাক্যবিনিময় ছাড়া অন্য কোনো কাজে আমাকে খুঁজে বের করাটা যদি জরুরি মনে করেন, আগে দেখা করবেন লেডাকের সঙ্গে। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে সে আশা করি।'

BanglaBook.org

ক্যারিলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল রদারবাই কিছুক্ষণ, তারপর গালমন্দ করতে করতে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওর পিছু পিছু গেল গ্যাস্কেল।

পাঁচ

সার্চ করা হচ্ছে ক্যারিলকে—হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তে দেননি লর্ড অস্টারমোর। ওই ফরাসি লোকটার আত্মবিশ্বাস, সহজ-সাবলীল আচরণ সাহস জোগাচ্ছে তাঁকে। মনে মনে নিজেকে বলছেন, হয় লোকটার কাছে কোনো চিঠিই নেই, অথবা থাকলেও এমন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে, যে-জায়গার খোঁজ পাওয়া গ্রীনের মতো লোকের পক্ষে সম্ভব না।

কাজেই আপাতত ওই ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি। পাথরে বাঁধাই করা প্যাসেজ ধরে হর্টেনশিয়াকে নিয়ে ঢুকলেন তিনি পার্লারে, পথ দেখিয়ে দিলেন সরাইওয়ালি। মহিলা চলে যাওয়ার পর ঘুরে তাকালেন হর্টেনশিয়ার দিকে।

'বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা,' বললেন তিনি, 'ভীষণ বোকামি করে ফেলেছি।' অনেক সময়, বিশেষ করে যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকেন, তখন এক কথা দু'বার বলা তাঁর অভ্যাস।

কিছু না-বলে ধীর পায়ে হেঁটে জানালার কাছে গেল হর্টেনশিয়া, নিঃশব্দে বসে পড়ল একটা আর্মচেয়ারে। দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলল, একরাশ এলোমেলো চুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। 'আমি কি জানতাম?' বলল কান্নাজড়িত গলায়। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ক্রোধ, লজ্জা আর অনুতাপের কয়েক ফোঁটা অশ্রু। 'ঈশ্বর সাহায্য করুন সব মেয়েকে!' কিছুক্ষণ পর বলল তেতো কণ্ঠে।

এগিয়ে গিয়ে হর্টেনশিয়ার কাঁধে হাত রাখলেন লর্ড অস্টারমোর, মায়া লাগছে মেয়েটার জন্য। 'কী হয়েছিল বলো তো?'

তাঁর দিকে ঝট করে তাকাল হর্টেনশিয়া, চোখে বুনো দৃষ্টি। সংক্ষেপে বলল, 'মাই লেডি অস্টারমোর।'

মেয়েটার মুখে নিজের স্ত্রীর কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেছে হিয লর্ডশিপের, অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন মেয়েটার চেহারা থেকে। মনে মনে স্ত্রীকে খুবই অপছন্দ করেন তিনি। কারণ বিয়ের পর থেকে ওই মহিলা শাসন করে যাচ্ছেন তাঁকে, অথচ ছোট থেকে সবসময় হুকুম করে অভ্যাস তাঁর, কারও আদেশ পালন করতে চান না কখনোই। তাঁর অনুভূতি বা চাওয়াপাওয়ার দিকে কখনও খেয়াল করেননি হার লেডিশিপ, তাঁর ঔরসে একটা ছেলের জন্ম দিয়ে ভেবেছেন সব দায়িত্ব শেষ। তারপরও হিয লর্ডশিপ সবসময় বিশ্বস্ত থেকেছেন ওই কলহপ্রিয় রমণীর প্রতি, কারও কাছে কখনও কোনো অভিযোগ করেননি, আবার কেউ ওই মহিলার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ জানালে তাকে গালমন্দও করেননি।

কিন্তু এখন তিনি কী করবেন? কী করা উচিত? একটা বিষয়ে মিস হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ সরাসরি অভিযোগ করছে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে, এবং বিষয়টা গুরুতর। মেয়েটাকে পছন্দ করেন তিনি, মায়া করেন। ওদিকে স্ত্রীকে, এককথায় বলতে গেলে, ঘৃণা করেন; কিন্তু সামাজিকতার খাতিরে, নিজের নামযশের খাতিরে যাঁকে কিছু

BanglaBook.org

বলতে পারেননি কখনোই।

কাজেই এখন সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি সম্ভবত চুপ করে থাকা। তাই, কেন মাই লেডি অস্টারমোরের কারণে পালাতে বাধ্য হলো হর্টেনশিয়া—প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না লর্ড অস্টারমোর।

এদিকে হর্টেনশিয়া বুঝতে পারছে বেশি বলে ফেলেছে সে এবং ওই ব্যাপারে আর কিছু বলা উচিত না। তারপরও নিজের আবেগ সামলাতে না-পেরে বলে চলল, 'হার লেডিশিপ সবসময়...সবসময় বুঝিয়ে দিয়েছেন আমার অবস্থানটা কী। আমি যে গরিব সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে আঙুল দিয়ে। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে কখনও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেননি তিনি আমাকে। বাড়ির মালকিন যদি ওই বাড়িতে আশ্রিতা কারও সঙ্গে দিনের পর দিন ও-রকম ব্যবহার করতে থাকে, তা হলে চাকররাও তো আজ না-হোক কাল ওই একই কাজ করতে উৎসাহিত হবে, ঠিক না? ওই ঘটনাই ঘটেছে আমার বেলায়। অথচ...' আবেগ সামলাতে না-পেরে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা, 'আমার গরিব বাপটা মরার আগে আমাকে দিয়ে গেছেন আপনার কাছে, মাই লর্ড, ভেবেছিলেন বন্ধু হিসেবে আপনি হয়তো...' আর কিছু বলতে পারল না, মুখ ঢাকল দু'হাতে।

আগের চেয়েও বেশি বিব্রত বোধ করছেন হিয লর্ডশিপ, এক পা থেকে আরেক পা'র উপর শরীরের ভর বদল করলেন তিনি। 'চুপ, চুপ! তুমি যা বলছ তা হয়তো...হয়তো ঠিক না।'

চেহারা থেকে হাত সরাল হর্টেনশিয়া। 'আমি যা বলেছি সে-ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস করেন হার লেডিশিপকে, আপনার মতো তিনিও বলবেন, আমার কথা ঠিক না। কিন্তু য়োর লর্ডশিপ ভালোমতোই জানেন, বানিয়ে বলার মানুষ না আমি। তা ছাড়া হার লেডিশিপের ব্যাপারে মিথ্যা বলে লাভ কী আমার?'

BanglaBook.org

'কিন্তু...কী করেছে সে?' ইচ্ছা না-থাকার পরও জিজ্ঞেস করেই ফেললেন লর্ড অস্টারমোর।

'কী করেননি তিনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল হর্টেনশিয়া। 'উঠতে-বসতে কথার চাবুক মেরেছেন আমাকে। নিজের চাকর-চাকরানিদের দিকে যেভাবে তাকান, সে-দৃষ্টিতে দেখেছেন আমাকে সবসময়। কোনোকিছু জানতে চাইলে জবাব দেননি কখনও, কাঁধ ঝাঁকিয়ে এড়িয়ে গেছেন। আমার দোষ না-থাকার পরও গালমন্দ করেছেন অনেকবার। অথচ তাঁর কোন্ কথাটা শুনিনি আমি? তাঁর কোন্ কাজটা করে দিইনি?'

'ওর মাথাটা একটু গরম থাকে বেশিরভাগ সময়। তবে মনটা ভালো।'

'হ্যাঁ, কেমন ভালো তা এতদিনে ভালোমতো জানা হয়ে গেছে আমার,' হর্টেনশিয়ার গলায় উষ্মা।

'এখন তোমার কোনো কথা শুনবো না। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তোমার, ভালোমন্দ অনেক কথাই বলবে তুমি। তারচেয়ে বরং যা জানতে চেয়েছি প্রথমে, সে-প্রশ্নের জবাব দাও। তোমার এত বড় বোকামির কারণ কী?'

'কারণ? কারণ হার লেডিশিপ নরক বানিয়ে ছেড়েছেন আমার জীবনটাকে। এত অপমান করেছেন আমাকে যে, মনে হয় মনোবল বলে কিছু বাকি নেই আমার। ওই বাড়িতে আর থাকতে পারছিলাম না। আমি আর...আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ঝাড়ুর বাড়ি জুতোর বাড়ি খেয়ে খেয়েও পরের বাড়িতে থাকতে পারে অনেকে, আমি ওদের মতো না। দু'বেলার খাবার, খাবার না-বলে উচ্ছিষ্ট বলাই ভালো, আর ন্যাতাকানির মতো কাপড়ের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করাটা সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। আমিও একটা মানুষ...একটা মেয়েমানুষ...আর মেয়েদেরকে বেশি সহ্যক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেননি ঈশ্বর।'

BanglaBook.org

'তুমি বেশি কথা বলো,' বিরক্ত হয়ে গেছেন হিয লর্ডশিপ।

তিক্ত মন্তব্যটা গায়ে না-মেখে হর্টেনশিয়া বলে চলল, 'আমাকে পালানোর বুদ্ধি দেন আপনার ছেলে লর্ড রদারবাই, তাঁর সঙ্গেই পালাতে বলেন। কারণ...আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেন, আমাদের বিয়ে কখনোই মেনে নেবেন না আপনি, কাজেই যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। আজ না-হোক কাল জানতে পারতেন আপনি ব্যাপারটা, একদিন-না-একদিন রাগ কমে যেত আপনার, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতেন তখন। আপনার ছেলে আমাকে আরও কী বলেছেন, শুনবেন? বলেছেন, আমার প্রতি নাকি মায়াদয়া আছে আপনার মনে, কাজেই আমরা পালিয়ে বিয়ে করায় যত রাগই হোক না কেন আপনার, আমাদেরকে মেনে না-নিয়ে পারতেন না। ...হ্যাঁ, মস্ত বোকামি করে ফেলেছি—নিজের দুর্বিষহ অবস্থায় ভেবেছি, আপনার ছেলেকে বোধহয় ভালোবাসি, তাই তিনি ফুসলানোমাত্র...' আবারও দু'হাতে মুখ লুকাল সে, লজ্জা আর অনুতাপের অশ্রু দেখাতে চায় না হিয লর্ডশিপকে।

মেয়েটার আবেগ ছুঁয়ে গেছে লর্ড অস্টারমোরকে, ওর জন্য সহমর্মিতা অনুভব করছেন তিনি। দয়ালু ভঙ্গিতে একটা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মেয়েটার মাথায়। 'আমার ছেলেটা একটা শয়তান! এ-রকম একটা অপরাধের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত ওর।'

'শাস্তি?' ঠোঁট বাঁকিয়ে করুণ হাসি হাসল হর্টেনশিয়া। 'আমার মতো হাজার হাজার মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজে; তাদের কেউ কখনও ন্যায়বিচার পেয়েছে, নাকি পাবে? যারা অন্যায় করে তাদের ক'জনের শাস্তি হয়? শাস্তি চাইতে গেলে উল্টো আমারই অপমান বাড়বে।'

'কিন্তু...শাস্তি হবেই শয়তানটার, দেখে নিয়ো।'

'হয়তো। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন লর্ড রদারবাই,

BanglaBook.org

ঈশ্বর দেখবেন ব্যাপারটা।' বলে কেঁপে উঠল হর্টেনশিয়া, সম্ভবত অমঙ্গল আশঙ্কায়। 'আজ যদি মিস্টার ক্যারিল না-থাকতেন এখানে তা হলে...'

'মিস্টার ক্যারিল?' এতক্ষণে ওই ফরাসি ভদ্রলোকের কথা খেয়াল হলো হিয লর্ডশিপের, অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন তিনিও। চিঠিটা পেয়ে যায়নি তো লর্ড কার্টেরেটের গুপ্তচরটা? কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি হর্টেনশিয়াকে, কিন্তু বলতে পারলেন না—পার্লারের দরজাটা খুলে গেছে, যার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে এইমাত্র, সে-লোক ঘরে ঢুকছে সরাইওয়ালির পিছু পিছু।

ক্যারিলকে দেখে কেন যেন বিষাদের ছায়া বিদায় নিল হর্টেনশিয়ার চেহারা থেকে, চোখের পানি মুছল সে।

'তারপর?' ঘুরে ক্যারিলের মুখোমুখি হলেন হিয লর্ডশিপ। 'আশা করি কিছুই পায়নি ওরা?'

স্বভাবসুলভ সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ক্যারিল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে হর্টেনশিয়াকে দেখে নিয়ে তাকাল হিয লর্ডশিপের দিকে। বলল, 'যেহেতু বহাল তবিয়তে একা এখানে আসতে পেরেছি আমি, কাজেই হিয লর্ডশিপ যা ভাবছেন তা-ই ঘটেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে মিস্টার গ্রীন। অনেক আশা নিয়ে আমাকে পাকড়াও করেছিল সে, আশা পূরণ না-হওয়ায় মন ভেঙে গেছে ওর। তারপরও ওকে বলেছি লর্ড কার্টেরেটের কাছে নালিশ জানাবো এই হয়রানির জন্য।'

'কিন্তু...' সরাইওয়ালি বা হর্টেনশিয়ার সামনে বলা ঠিক হবে কি হবে না ভাবলেন হিয লর্ডশিপ, শেষে কৌতূহল দমাতে না-পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, 'তোমার কাছে কি আসলেই কোনো চিঠি নেই?'

ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটার দিকে তাকাল ক্যারিল, তারপর দি

BanglaBook.org

আর্লের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ টিপে বলল, 'য়োর লর্ডশিপ কি আসলেই কোনো চিঠি আশা করছেন? যদি তা করে থাকেন, আমাকে দূত মনে করার কোনো কারণ আছে কি? আমার মনে হয় আসলে ভুল হচ্ছে আপনার।'

ক্যারিলের চোখ টেপা দেখে এবং কথাগুলো শুনে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন হিয লর্ডশিপ, কিছু না-বলে তাকিয়ে থাকলেন একদৃষ্টিতে।

হর্টেনশিয়ার দিকে ঘুরে বাউ করল ক্যারিল। হাত তুলে জানালার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চমৎকার দৃশ্য।'

'আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ,' কিছুটা রুক্ষ গলায় বলল হর্টেনশিয়া।

'আর কতবার ধন্যবাদ দেবেন, বলুন তো? যতবার করবেন কাজটা, ততবার বীভৎস ঘটনাটা মনে পড়ে যাবে আপনার। তারচেয়ে ভালো যা হয়েছে ভুলে যান বেমালুম। আমাকে দেখুন না—ইতোমধ্যে ভুলে গেছি সব।'

'আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, মিস্টার ক্যারিল,' বলে উঠলেন হিয লর্ডশিপ। 'আমাদের ঘোড়ার-গাড়িতে করে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি শহরে, ইচ্ছা করলে আসিতে পারো।'

কিছু না-বলে ঘুরল ক্যারিল। ঘরের অন্যদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে, বলা ভালো দরজাসংলগ্ন দেয়ালের দিকে—কী-হোল দিয়ে কেউ যদি তাকায় ঘরের ভিতরে তা হলে যাতে দেখতে না-পায় ওকে। দেয়ালের কাছে পৌঁছে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, তারপর হঠাৎ একটানে খুলে ফেলল ওটা। হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে গেল গ্রীন—এতক্ষণ কী-হোলে চোখ রেখে দেখছিল কী হচ্ছে ঘরে। লোকটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই ওকে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে বাইরে পাঠিয়ে দিল

BanglaBook.org

ক্যারিল, তারপর উঁচু গলায় বলল, 'লেডাক! আমাদের মদপ্রস্তুতকারক বন্ধু উপযুক্ত জায়গায় লাথি খেয়ে আহত। আরও আহত হওয়ার আগেই তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও সরাইখানা থেকে!'

দেরি না-করে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা। হিয লর্ডশিপের ঘোড়ার-গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে ক্যারিল, আর ওর ঘোড়ার-গাড়িটা নিয়ে লেডাক আসছে পিছু পিছু।

ঘণ্টাখানেক পর, গোধূলির আলো তখন ফিকে হয়ে গেছে, ক্রোয়ডনে পৌঁছাল ওরা।

মেঘমুক্ত আকাশে ঝকঝক করছে পূর্ণিমার চাঁদ, আবহাওয়া শান্ত। রূপালী আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। হিয লর্ডশিপ জানালেন আজ রাতের মতো যাত্রাবিরতি করতে হবে, কারণ যারপরনাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। কথাটা ঠিক—এখানে আসার আগে শেষ কয়েক মাইল ক্যারিজের এককোনায় বসে থেকে শুধু ঝিমিয়েছেন। পথও খারাপ ছিল, তাই কথাবার্তা হয়নি বলা চলে। তা ছাড়া হিয লর্ডশিপের ক্যারিজ পুরনো আমলের, চাকার স্প্রিংগুলো দেখলে মনে হয় না সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ ব্যবহার করেন গাড়িটা।

বেলস নামের এক সরাইখানায় গিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। সাপারের অর্ডার দিলেন হিয লর্ডশিপ, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানালেন ক্যারিলকে। খাবার প্রস্তুত হতে একটু সময় লাগবে, তাই সুযোগ বুঝে পার্লারের সবচেয়ে আরামদায়ক চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণের মধ্যেই, সজোরে নাক ডাকাচ্ছেন।

সরাইখানার সঙ্গে একটা বাগান আছে, করার কিছু নেই দেখে সেখানে অলস পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে হর্টেনশিয়া। পূর্ণিমার চাঁদ

BanglaBook.org

আর শান্ত বাতাসে ফুলের সুবাস আকর্ষণ করছে ওকে। আপনমনে হাঁটছে সে, হারিয়ে গেছে আত্মচিন্তায়। বাগান পেরিয়ে কখন হাজির হয়েছে লনে বলতে পারবে না নিজেও। হঠাৎ খেয়াল করল, একা না সে—এক জোড়া মৃদু পদশব্দ যেন অনুসরণ করছে ওকে। ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ক্যারিল নামের লোকটা আসছে পিছু পিছু। তবে দেখে কেমন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে লোকটাকে। মনে হচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে কী যেন ভাবছে সে।

হ্যাঁ, ক্যারিলও আত্মচিন্তায় মগ্ন। সরাইখানার ভিতরে মন টিকছিল না ওর, তাই বেরিয়ে এসেছে খোলা হাওয়ায়। হর্টেনশিয়াকে বাগানের দিকে যেতে দেখে কী মনে করে পিছু নিয়েছে মেয়েটার। মেয়েটাকে থেমে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে যেন হুঁশ ফিরল ওর, ফিরে যাবে কি না ভাবছে। এমন সময় ওকে কিছুটা আশ্চর্য করে দিয়ে নরম গলায় বলে উঠল মেয়েটা, 'ইচ্ছা করলে আমার পাশাপাশি হাঁটতে পারেন।'

দ্রুত পায়ে মেয়েটার দিকে এগোতে লাগল ক্যারিল, এত জলদির কী আছে জানে না নিজেও। হর্টেনশিয়ার পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখন টের পেল, ওর মন যেন বশ্যতা স্বীকার করছে মেয়েটার ইচ্ছার কাছে, বিনয়ের ভাব জেগে উঠতে চাচ্ছে ওর ভিতরে আপনাআপনি। তাই কথা খুঁজে পেল না সে; কখনও লনের দিকে, আবার কখনও আকাশের থালার মতো চাঁদটার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল ধীর পায়ে।

BanglaBook.org

কথা খুঁজে পাচ্ছে না হর্টেনশিয়াও। শেষে কিছুটা নার্ভাস হয়ে বলেই ফেলল, 'আমার কৌতূহলী স্বভাবটা একটু বেশি, স্যর।'

মেয়েটার দিকে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ক্যারিল। 'আপনি যে একটু অন্যরকম, তা ইতোমধ্যেই বোঝা

হয়ে গেছে আমার।'

'আপনি কি কোনো কাজেই সিরিয়াস না?'

'অন্যরা যে-কাজ করতে গিয়ে সিরিয়াস হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আমি যদি সে-কাজ হেসেখেলে করতে পারি, তা হলে অসুবিধা কী?'

'আপনার কাছে জীবনটা বোধহয় কৌতুক ছাড়া আর কিছু না?'

'না, ঠিক তা না। আমার কাছে জীবনটা কৌতুকের চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু সেটা কী, নিজেও জানি না। তবে এটা জানি, জীবনকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখিনি কখনও। আর হ্যাঁ, আমি মনে করি হাসিঠাট্টা একটা গুণ, এটা থাকে না সবার। যার আছে, ধরে নিতে হবে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে পরিত্রাণের একটা উপহার পেয়েছে সে।'

'পরিত্রাণ? কীসের, স্যর?'

'হতে পারে পাপ থেকে পরিত্রাণ। হতে পারে জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে। ...একসময় বিষণ্ন একটা জীবন যাপন করতে হয়েছে আমাকে, যার ফলে হতাশ হয়ে পড়ি। হাসিতামাশাই সে-বিষণ্নতা আর হতাশা থেকে মুক্তি দিয়েছে আমাকে।'

'আপনার কথায়...কিছুটা হলেও তিক্ততা টের পাচ্ছি মনে হয়।'

'দেখলেন তো? যেইমাত্র সিরিয়াস কিছু বললাম, অমনি আমার কথা তেতো হয়ে গেল আপনার কাছে।'

নীরবতা। পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে, কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছে না হর্টেনশিয়া বোধহয়, ওদিকে চুপ করে আছে ক্যারিলও।

'একটু আগে বললেন,' একসময় বলল হর্টেনশিয়া, 'আমি অন্যরকম। কী রকম? বোকা?'

BanglaBook.org

'না, অন্যরকম। ...সুন্দরী, যে-সৌন্দর্যের প্রশংসা না-করে পারা যায় না।'

'বেমানান হয়ে গেল না প্রশংসাটা? আপনার মতো রসিক লোকের কাছ থেকে অন্যকিছু আশা করেছিলাম আসলে।'

'কোনো কোনো প্রশংসার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রশংসায়, রসিক আর রসহীন লোক এক। যেখানে সত্যকে অস্বীকার করার অথবা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, সেখানে সেটা স্বীকার করতেই হয়।'

'তা হলে, যদি বলতে বলি আমি বোকা কি না, কী জবাব দেবেন?'

হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষমাথায় এসে গেছে ওরা, সামনে সীমানানির্দেশক প্রিভিট ঝোপ। ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরল দু'জনে।

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যারিল বলল, 'বোকামি বা চালাকি কিন্তু আপেক্ষিক একটা বিষয়। যা-হোক, একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কি লর্ড রদারবাইকে ভালোবাসেন?'

'ধরুন বাসি, তো?'

'তা হলে আমি বলবো, আপনি বোকামি করছেন। আজ যা ঘটল, আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে...'

'আপনার কথা কি আবারও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না, স্যর?'

'উঁহুঁ, মোটেও না। বরং আমি বলবো সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। আপনি বোকা কি না সে-বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন, তা-ই জানাচ্ছি।'

নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ঠোঁট কামড়াল হর্টেনশিয়া। কেন যেন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না লোকটার সঙ্গে। কেন যেন থাকতেও ইচ্ছা করছে না লোকটার সঙ্গে। অথচ সে চলে

BanglaBook.org

যাক—এটাও চায় না ওর মন। অদ্ভুত ব্যাপার!

বাগানের আরেক প্রান্তে পৌঁছাল দু'জনে, আবার ঘুরল। 'আপনি আসলে ধরেই নিয়েছেন আমি একটা বোকা,' হর্টেনশিয়ার গলায় তিক্ততা, 'আর সে-অনুযায়ীই ব্যবহার করছেন আমার সঙ্গে।'

'আমার পক্ষে কাজটা কীভাবে সম্ভব, বলুন?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' স্বভাবসুলভ তামাশার ঢং-এ বলল ক্যারিল। 'কী হয়নি তা-ই বলুন।'

'কী সমস্যা?'

'আমার মনে হয় আমি ভালোবেসে ফেলেছি আপনাকে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হর্টেনশিয়া, ঝট করে মাথা তুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ক্রুদ্ধ গলায় জোরে বলল, 'আমাকে অপমান করছেন আপনি!'

কিছু না-বলে শুধু মাথা নাড়ল ক্যারিল।

হর্টেনশিয়া বলে চলল, 'আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তা-ই ঠিক—আসলেই আমাকে বোকা ভেবেছেন আপনি। আমি যা করেছি তার জন্য আপনার মনে হয়েছে আমি সামান্যতম সম্মান পাওয়ারও উপযুক্ত না, আমাকে যা খুশি তা-ই বলা যায়।'

'একটু ভেবে বলুন তো আপনার কথায় যুক্তি আছে কি না। কেউ যদি কাউকে ভালোবাসার কথা জানায়, তা হলে কি অপমান করা হয়?'

'আপনি ভালোবাসেন আমাকে?' আবারও ক্যারিলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া, চাঁদের রূপালী আলোয় মনে হচ্ছে রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা, রাগে জ্বলছে দু'চোখ। 'পাগল হয়ে গেছেন নাকি?'

BanglaBook.org

'পাগল হয়ে গেছি কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না আমি নিজেও। এমন কিছু সময় গেছে আমার জীবনে যখন মাঝেমধ্যে ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতাম নিজেকেই। কিন্তু এখন—পূর্ণিমার এই রাতটা, সুবাসে ভরা শান্ত বাতাসটা, ওই সময়গুলোর মধ্যে পড়ে না।'

'আপনি সিরিয়াস?'

'ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসার কথা জানাতে এক শ'ভাগ সিরিয়াস।'

হঠাৎ হেসে ফেলল হর্টেনশিয়া। 'মজা করছেন না তো? আমাদের পরিচয়...বড়জোর মাত্র চার ঘণ্টা আগে।'

'কাউকে হৃদয়ে ঠাঁই দেয়ার জন্য চার ঘণ্টাকে যথেষ্ট সময় বলে মনে করি আমি।'

'মনে করেন?' কথাটা ধরল হর্টেনশিয়া। 'তারমানে আমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসেন কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না আপনি?'

'একমাত্র মৃত্যু ছাড়া জীবনের আর কোন্ ঘটনার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমরা, বলতে পারেন?'

'না, পারি না। তবে এটা বলতে পারি, আপনার স্বভাবচরিত্র বোধহয় বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে।'

'আপনার কথা শুনে হিংসায় মরে যাচ্ছি! সারাজীবন চেষ্টা করেও নিজের স্বভাবচরিত্র বুঝতে পারলাম না, আপনি মাত্র চার ঘণ্টায় বুঝে ফেললেন? তা, কী বুঝতে পারলেন, একটু বলা যাবে?'

'অবশ্যই যাবে,' রাগে রীতিমতো কাঁপছে হর্টেনশিয়া, 'আপনি আসলে একটা...বেহায়া ভাঁড়! ফুলবাবুদের মতো পোশাক পরে আছেন, অথচ লজ্জাশরমের কোনো বালাই নেই আপনার। মানুষকে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা করে যারপরনাই মজা পান আপনি!'

BanglaBook.org

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে।

'নাহ্, মিলল না মনে হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ক্যারিল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হর্টেনশিয়া। 'কী মিলল না? আর কী শুনতে চান? দুঃসাহসী?'

'কেন, এত জলদি আপনার প্রেমে পড়ে গিয়ে কি যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিইনি? দুনিয়ায় যত প্রেমিক-প্রেমিকা আছে, তাদের কে কাকে প্রথম দেখায় ভালোবাসেনি, হর্টেনশিয়া?'

'আমার নাম উচ্চারণ করার অধিকার নেই আপনার, স্যর।'

'তা হলে এক কাজ করুন। আমার নাম উচ্চারণ করার অধিকার দিয়ে দিলাম আপনাকে, সে-নামে ডাকুন আমাকে।'

'আপনার যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় সে-ব্যবস্থা করছি, দাঁড়ান!' বলে প্রায় ছুটে চলে গেল হর্টেনশিয়া।

'শাস্তি?' উঁচু গলায় বলছে ক্যারিল যাতে শুনতে পায় মেয়েটা। 'শুধু ভালোবাসি বলেছি, আর তাতেই শাস্তি? কই, লর্ড রদারবাইকে তো কিছু করতে পারলেন না? তারমানে দুনিয়ায় শাস্তির বিধান শুধু সাধারণ মানুষদের জন্য? হিয লর্ডশিপরা সাত খুন করলেও সব মাফ?'

জবাব দিল না মেয়েটা, সরাইখানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যারিল, মুখ উঁচু করে চাঁদের দিকে তাকাল। পূর্ণিমার আলো আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

ছয়

বাগানে এখন একাই হাঁটছে ক্যারিল, আত্মচিন্তায় বিভোর।

আজ পর্যন্ত কতবার আত্মপরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে সে, একবারও পারেনি। অথচ হর্টেনশিয়া কত সহজেই বলে গেল চিনে ফেলেছে ওকে! আচ্ছা, ভালোবাসার কথা এত তাড়াতাড়ি জানানোটা কি বোকামি হয়ে গেছে? আরও সময় নেয়া উচিত ছিল?

মেয়েটা ধরেই নিয়েছে ওকে নিয়ে তামাশা করেছে ক্যারিল—বেশিরভাগ সময় যা করে সে। কী বলেছে মেয়েটা ওকে? বেহায়া ভাঁড়। এমন এক ফুলবাবু যার লজ্জাশরমের কোনো বালাই নেই। অন্যকে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা করে নাকি মজা পায় সে!

না, কথাটা ঠিক না। কাউকে যদি মন থেকে কখনও বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা করে থাকে ক্যারিল, তবে সেটা নিজেকেই করেছে। করবে না-ই বা কেন? আর দশটা মানুষের সঙ্গে নিজের তুলনা করলে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা ছাড়া অন্য কী আসতে পারে মনে? নামহীন একটা মানুষ সে আসলে—পিতৃপ্রদত্ত কোনো নাম নেই ওর, জন্মদাতার পরিচয়টাও জানতে হয়েছে আরেকজনের কাছ থেকে, যা সত্যি নাকি মিথ্যা তা ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না সম্ভবত। ঘটনাক্রমে পরিচয় হয়ে গেছে জন্মদাতার সঙ্গে, অথচ

BanglaBook.org

ওই লোকের ধ্বংস ডেকে আনার দায়িত্ব ওর কাঁধেই। নিয়তির কী পরিহাস! যেখানে নিয়তি মানুষকে নিয়ে উপহাস করতে পারে সবসময়, সেখানে ক্যারিল মাঝেমধ্যে একটু তামাশা করলেই দোষ?

আচ্ছা, হর্টেনশিয়া যদি ক্যারিলের অতীতের কথা জানতে পারে, যদি জানতে পারে ক্যারিল আসলে একটা জারজ সন্তান, তা হলে কী করবে? ভালোবাসাবাসির সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে—সে-রকম কোনো সম্পর্ক যদি আদৌ গড়ে ওঠে ওদের দু'জনে মধ্যে—সততার খাতিরে কথাগুলো বলা উচিত মেয়েটাকে, টের পাচ্ছে ক্যারিল। কিন্তু, আনমনে কবিতার চরণ আউড়াতে আউড়াতে যে-মেয়েকে দেখেছে সে এবং দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলেছে মন থেকে, যে-মেয়ে প্রথমবারের মতো প্রেমের সুবাস বয়ে এনেছে ওর চরম হতাশার জীবনে, সে-মেয়েকে কী করে বলা যায় কথাগুলো? আদৌ বলা যায় কি? তারচেয়ে, মেয়েটা যে ভুল বুঝে দূরে চলে গেল, সেটাই কি ভালো হলো না?

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ক্যারিল, নিজের উপরই করুণা হচ্ছে ওর। সত্যিই, যে হাসতে জানে, সে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে পরিত্রাণের একটা উপহার পেয়েছে বটে!

কখন যেন শিশিরে ভিজে গেছে বাগানের ঘাস, বুঝতে পারেনি ক্যারিল। এখন জুতো ভেজা ভেজা লাগাতে টের পেল ব্যাপারটা। লর্ড অস্টারমোরের ব্যাপারে স্যর এভারার্ডের কথাগুলো, প্রাচীন আলেকযান্দ্রিয়ার গণিতবিদ ইউক্লিডের মতো মনে হচ্ছে ওর কাছে। ইউক্লিড যেমন নিজের হাইপোথিসিস নিজেই প্রমাণ করতেন, স্যর রিচার্ডও তেমনই দায়িত্ব নিয়েছেন লর্ড অস্টারমোরকে দোষী সাব্যস্ত করার, এমনকী তাঁকে শাস্তি দেয়ারও। কিন্তু ত্রিশ বছর আগে ক্যারিলের মা'র সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল, তা কি নিশ্চিত করে জানার কোনো উপায় আছে?

BanglaBook.org

হর্টেনশিয়া...মিস উইনথ্রোপ যদি জানতে পারে ওসব ঘটনা, কী নামে ডাকবে ক্যারিলকে? ওর মনে কি দরদ জাগবে ক্যারিলের প্রতি? না-ও জাগতে পারে—নিজের প্রতিই তো কোনো দরদ নেই ক্যারিলের!

এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? স্যর রিচার্ড এভারার্ড। বছরের পর বছর ধরে ক্যারিলের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে ওর প্রতিই ওর বিতৃষ্ণা জাগিয়েছেন তিনি, যাতে লর্ড অস্টারমোরের উপর শোধ নিতে উদ্বুদ্ধ হয় সে। কিন্তু আজ রাতে, হর্টেনশিয়ার মুখ থেকে বেহায়া ভাঁড় কথাটা শোনার পর থেকে, সেই প্রতিশোধস্পৃহা আরও ফিকে হয়ে আসছে যেন, কাজটা আদৌ করতে পারবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে ক্যারিলের মনে।

'হর্টেনশিয়া...' বিড়বিড় করছে ক্যারিল, 'তোমার চোখে অপলক তাকিয়ে স্থাণু হয়ে রইবো আমরণ।' তারপর কেন যেন অন্য এক কবিতার একটা চরণ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে, 'নারী তুমি দীঘির জলে ছায়ার মতো, ডুবে মরছি আমি তোমায় ধরতে গিয়ে।'

'মিস্টার ক্যারিল?' সরাইওয়ালার ডাকে চমকে উঠল ক্যারিল। 'সাপার পরিবেশন করা হয়েছে, স্যর। আপনাকে খেতে ডাকছেন লর্ড অস্টারমোর।'

'কিছু মনে করবেন না, হঠাৎ করেই শরীরটা ভালো লাগছে না আমার। নিজের ঘরে যাচ্ছি আমি, শুয়ে পড়বো। আমার হয়ে একটু কষ্ট করে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারবেন হিয লর্ডশিপের কাছে?' বলে আর দেরি করল না ক্যারিল, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় লর্ড অস্টারমোর আর হর্টেনশিয়ার সঙ্গে দেখা হলো ওর। দেখে মনে হচ্ছে মেজাজ ভালো নেই হিয লর্ডশিপের, কথা তেমন একটা বলছেন না।

BanglaBook.org

ওদিকে আবেগহীন বলে মনে হচ্ছে হর্টেনশিয়াকে, সে-ও তেমন একটা কথা বলছে না ক্যারিলের সঙ্গে, মনে হয় দূরত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আলাপচারিতার দায়িত্ব নিতে হলো ক্যারিলকেই, খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এটা-সেটা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করে গেল সে।

নাস্তার পর দেরি না-করে রওয়ানা করল ওরা আবার। তবে এবারও অবস্থার খুব একটা উন্নতি নেই। একদিক দিয়ে ক্যারিজ চলতে শুরু করেছে, আরেকদিক দিয়ে ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছেন হিয লর্ডশিপ—নিজের জন্য আগে থেকেই ক্যারিজের একটা কোনা বেছে নিয়েছেন তিনি। ওদিকে ক্যারিলের চেয়ে পথের দু'ধারের বুনো ফুলে-ভরা ঝোপগুলোর উপর আকর্ষণ যেন বেশি হর্টেনশিয়ার, ক্যারিলের বকবকানি না-শোনার ভান করে বার বার তাকাচ্ছে সেদিকে। বেশ কয়েকবার এটা-সেটা জিজ্ঞেস করল ক্যারিল মেয়েটাকে, কিন্তু জবাব পেল না একবারও। শেষপর্যন্ত, উপায় না-দেখে, মুখ বন্ধ করল সে-ও।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর লণ্ডনের শহরতলীতে পৌঁছে গেল ওরা। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে, দি আর্লের লিঙ্কন ইন ফিল্ড-এর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল তাঁর ক্যারিজ।

নিজের জায়গায় আরাম করে বসে কৌতূহল নিয়ে দেখছে ক্যারিল পরিচারকদের কাজ। হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে ওরা, কার আগে কে সেবা করবে হিয লর্ডশিপের সে-প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন। কপালদোষে, অথবা স্বভাবদোষে সহায়সম্পত্তির অনেককিছুই খুইয়েছেন লর্ড অস্টারমোর, যতটুকু বাকি আছে তার সবটা যেন ঘষেমেজে ঝকঝকে করে তোলার চেষ্টা করেছে লোকগুলো তাঁর অনুপস্থিতিতে। ঘাড় ঘুরিয়ে হিয লর্ডশিপকে দেখল ক্যারিল। বুড়ো লোকটাকে দেখে কেন যেন মায়া হলো ওর, পানিহারানো বালুচর-জাগা কোনো নদীর কথা মনে পড়ল।

BanglaBook.org

ওল্ড প্যালেস য়ার্ড নামের সরাইখানায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যারিল আর লেডাকের, গলা চড়িয়ে লোকটাকে সেখানেই চলে যেতে বলল ক্যারিল। সে চলে যাওয়ার পর হিয লর্ডশিপ আর হর্টেনশিয়ার পিছু পিছু এগিয়ে চলল বাড়ির সদর-দরজার দিকে।

ভিতরের হল থেকে বেরিয়ে এল এক ভৃত্য, পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেল একটা চেম্বারে। ঘরটা আসলে লাইব্রেরি। মাঝেমধ্যে এখানে আসেন হিয লর্ডশিপ, বইয়ের পাতায় বুঁদ হয়ে পার করে দেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘরটা যথেষ্ট বড়, দামেস্ক থেকে আনা রেশমী কাপড় দিয়ে প্যানেল-করা পিলার আছে, বই রাখার আলমারিগুলোও দামি কাঠের। বড় বড় ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো আছে, ওগুলো খুললে যাওয়া যাবে টেরেসে, ওটার পরই দেখা যাচ্ছে একটা বাগান।

ঘরটাতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই পেটিকোটের দ্রুত খসখস আওয়াজ শুনতে পেয়ে একদিকে সরে দাঁড়াল ক্যারিল, বাউ করল। ঝড়ের গতিতে ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন লম্বা এক ভদ্রমহিলা। ভাব দেখে মনে হলো ক্যারিলকে বাড়ির চাকরের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেননি তিনি। কিন্তু ইতোমধ্যে খেয়াল করেছে ক্যারিল, ভদ্রমহিলা মধ্যবয়স্কা, রোগাটে, কিছুটা কুঁজো, বুটজুতোর মাথার মতো থুঁতনিটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। পাণ্ডুর দুই গালে লাল রঙের পাউডার ঘষেছেন তিনি ইচ্ছামতো, বেঢপ এক হেডড্রেসের কারণে ঘোড়াপ্রদর্শনীর কোনো ঘোটকীর কথা মনে পড়ে যায় তাঁকে দেখলে। বেঢপ কায়দায় চক্রাকারে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে পেটিকোট। অসঙ্গতিপূর্ণ পোশাক বলে দেয় কাপড়ের অপচয় করা হয়েছে ওটা বানাতে গিয়ে।

সাগরের বুকে যেভাবে আবির্ভাব ঘটে যুদ্ধজাহাজের, ঠিক সেভাবে হাজির হয়েছেন ভদ্রমহিলা এবং গোবরাটে দাঁড়িয়ে প্রথম

BanglaBook.org

গোলাবর্ষণ করলেন হর্টেনশিয়ার উপরই। 'তুই আবার এসেছিস?' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'কেন এসেছিস বল্! বেহায়া মেয়ে কোথাকার, তোর সঙ্গে একই ছাদের নীচে থাকবো আমি? কী ভেবেছিস, তোর নোংরামির খবর আসেনি আমার কানে?'

রক্ত সরে গেছে হর্টেনশিয়ার চেহারা থেকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হার লেডিশিপের দিকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ওর—নিজেকে সামলে রাখার জন্য সম্ভবত, ভাবল ক্যারিল। মেয়েটা বোধহয় পণ করেছে হার লেডিশিপের কোনো কথারই জবাব দেবে না। উদ্ভট বেশে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে হঠাৎ অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দিয়েছেন হার লেডিশিপ, তাই তাঁকে দেখে ড্রাগন ছাড়া অন্যকিছুর কথা মাথায় আসছে না ক্যারিলের।

'মাই লাভ...মাই ডিয়ার...' ঘা শুকানোর মলমের মতো মসৃণ গলায় বলতে শুরু করলেন হিয লর্ডশিপ, এক পা আগে বাড়লেন। হঠাৎ করেই চোখ পড়ল ক্যারিলের উপর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেল ক্যারিলকে যদি পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় হার লেডিশিপের সঙ্গে তা হলে তাঁর মেজাজের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। 'এই দেখো কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি...'

'আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলছি?' মুখ ঝামটা মারলেন হার লেডিশিপ, ক্যারিলের মনে হলো যুদ্ধজাহাজের বোমা এবার বর্ষিত হচ্ছে লর্ড অস্টারমোরের উপর। 'কোন সাহসে কথা বলতে এসেছ আমার সঙ্গে? তুমিই তো সব নষ্টের গোড়া। একজন স্ত্রীকে যেভাবে সম্মান করা উচিত একজন স্বামীর, কখনও সে-রকম কিছু করেছ তুমি? সংসারের খেয়াল রেখেছ? তোমার কারণেই লাই পেতে পেতে মাথায় চড়েছে মেয়েটা।'

'ওর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম...'

'আর বিয়ের আগে আমাকে কী কথা দিয়েছিলে, শুনি?' মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শকুনের চোখে যে-দৃষ্টি থাকে, হার

banglaBook.org

লেডিশিপের চোখে এখন ঠিক সে-দৃষ্টি।

'নাহ্,' বিড়বিড় করল ক্যারিল, 'ড্রাগন না, হার লেডিশিপ মনে হয় শকুন।'

'সব ভুলে গেছ?' বোমাবর্ষণ চলছে হার লেডিশিপের। 'আরেকজনের মেয়ের জন্য এত দরদ, নিজের বউয়ের জন্য কোনো দরদ নেই?'

ক্যারিলের মনে হচ্ছে, হার লর্ডশিপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা বাড়িতে। হলে একজন-দু'জন করে জড়ো হতে শুরু করেছে ভৃত্যরা, ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে—ব্যাপার কী জানতে চায়।

হর্টেনশিয়ার জন্য মায়া লাগছে ক্যারিলের, তাই লাইব্রেরির দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। আওয়াজ শুনে ঘুরলেন দ্য কাউন্টেস।

'এটা কে?' আবারও গলা ফাটালেন তিনি, শয়তানি দৃষ্টিতে দেখছেন ক্যারিলকে।

ভদ্রমহিলা যে দেখামাত্র অপছন্দ করেছেন ওকে, তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না কারোরই।

'সে...সে...একজন ভদ্রলোক। সে...' কোথায় আর কোন্ পরিস্থিতিতে পরিচয় হয়েছে ক্যারিলের সঙ্গে তা বললে দ্য কাউন্টেসের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে বুঝে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালেন হিয লর্ডশিপ, 'তোমার সঙ্গে তো প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ওর, মাই লাভ। সে মিস্টার ক্যারিল, মিস্টার জাস্টিন ক্যারিল। আর, স্যর, এই হলো মাই লেডি অস্টারমোর।'

অনেকখানি ঝুঁকে বাউ করল ক্যারিল।

জবাবে নাক সিঁটকালেন হার লেডিশিপ। 'তোমার কোনো আত্মীয় নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন স্বামীকে। 'দেখে তো গেঁয়ো ভূত

BanglaBook.org

বলে মনে হচ্ছে না!'

'দূর সম্পর্কের আত্মীয়,' জবাব দিলেন দি আর্ল। 'আজব ব্যাপার কী, জানো? গতকাল পর্যন্তও ওর পরিচয় জানতাম না আমি। ফ্রান্স থেকে এসেছে সে।'

'জ্যাকোবাইট নাকি?' ক্যারিলকে জিজ্ঞেস করলেন হার লেডিশিপ।

জবাব না-দিয়ে ভদ্রমহিলাকে আরেকবার বাউ করল ক্যারিল।

'হিয লর্ডশিপের সঙ্গে তোমার দরকারটা কী?'

'দরকারটা আসলে আমার না,' এমনভাবে বলছে ক্যারিল, শুনলে মনে হবে বিনয়ে গলে যাচ্ছে যেন, 'দরকারটা হিয লর্ডশিপের।'

ঘুরে স্বামীর মুখোমুখি হলেন দ্য কাউন্টেস। 'কী ঘটনা, বলো।'

'মাই লাভ, আস্তে আস্তে সবই বলবো তোমাকে। আসলে মিস্টার ক্যারিলের কাছে ঋণী আমরা। হর্টেনশিয়াকে বাঁচিয়েছে সে।'

'ওই বেশ্যাটাকে বাঁচিয়েছে?' আবারও নাক সিঁটকালেন হার লেডিশিপ। 'কেন, কী হয়েছিল, শুনি? একদল লোক ঘিরে ধরেছিল ওকে? সুখ নিতে চেয়েছিল ওর কাছ থেকে?'

'ম্যাডাম!' চিৎকার করে উঠল হর্টেনশিয়া, রাগে কাঁপছে রীতিমতো, বিবর্ণ হয়ে গেছে চেহারা। ঝট করে তাকাল দি আর্লের দিকে। 'মাই লর্ড, এই বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে। শুনলেন তো, আমার মুখের উপর, অপরিচিত একটা লোকের সামনে কত জঘন্য কথা বললেন হার লেডিশিপ?'

'মাই লাভ!' আরও এক পা আগে বাড়লেন হিয লর্ডশিপ, শান্ত করতে চান স্ত্রীকে। 'সিলভিয়া, মিনতি করছি তোমার কাছে,

BanglaBook.org

মুখ খারাপ কোরো না, মাথা ঠাণ্ডা করো। তোমার বাজে কথা লোকের কাছে তোমারই সম্মান কমাবে। ...হর্টেনশিয়া যা করেছে ভুল করেছে, মস্ত বোকামি হয়ে গেছে ওর। কিন্তু ভুল তো মানুষই করে, না? যা করেছে তার জন্য মনে চোট পেয়েছে বেচারী, যারপরনাই অনুতপ্ত এখন। তা ছাড়া, যা ঘটেছে তার সব দোষ ওর একার না।'

'তা হলে কার? আমার?'

'মাই লাভ! আমি কি তা বলেছি?'

'তুমি না-বললেও বুঝতে বাকি নেই আমার। ...হ্যাঁ, এখন তো হর্টেনশিয়ার কোনো দোষ থাকবেই না, থাকতে পারেও না। সে তো আবার তোমার...মাঝেমধ্যে আদর করে কী যেন বলো ওকে তুমি...লক্ষ্মী ঘুঘু! তা-ই না?'

'দেখো, সিলভিয়া,' রেগে যাচ্ছেন হিয লর্ডশিপও, 'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ! আমি বলিনি মেয়েটার কোনো দোষ নেই। দোষ আছে ওর, কিন্তু সব ওর একার না। যাও, গিয়ে তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখো কী করেছে সে।'

'আমার ছেলে! আমার ছেলে?' উত্তরোত্তর চড়ছে হার লেডিশিপের গলা, বাড়ির কাচের-জিনিসগুলোর জন্য মায়া হচ্ছে ক্যারিলের।

দি আর্লের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্য কাউন্টেসের রাগ একসময় পরিণত হলো লজ্জায়, অস্বাভাবিক নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'আমার ছেলে কি তোমার ছেলে না?'

'প্রায়ই এমন অনেক কাজ করে সে, যার জন্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমার, সে আমার ছেলে,' কঠোর গলায় জবাব দিলেন হিয লর্ডশিপ।

এবার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন দি আর্ল। এত বড় অপমান আছে কপালে, কখনও ভাবেননি বোধহয় দ্য কাউন্টেস, তাই দেখে মনে

BanglaBook.org

থেমে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তাঁর, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

'শয়তানটা ওর বংশের কলঙ্ক!' "প্রতিপক্ষ" চুপ হয়ে গেছে দেখে এতক্ষণে খুলতে শুরু করেছে হিয লর্ডশিপের জ্বালামুখ। 'কলঙ্ক হয়েই জন্মেছে সে, বাকি জীবন তা-ই থাকবে। যখন ছোট ছিল, সবসময় দেখতাম মিথ্যা কথা বলত আর চুরি করত। সময়ে সময়ে আমি যদি না বাঁচাতাম ওকে, তা হলে কতবার যে নিউগেটের জেলখানায় ঠাঁই হতো ওর! ফাঁসিও হতে পারত...কে জানে! দেখো, বয়স বাড়ছে ওর, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেপরোয়া ভাব আর লাম্পট্য। ঝগড়াটে আর মাতাল হিসেবে বদনাম কামিয়েছে সে ইতোমধ্যে। নিজের ছেলে বলে এতদিন দেখেও না-দেখার ভান করেছি, শুনেও ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছি। আমার স্নেহকে দুর্বলতা ভেবে আমার দিকেই হাত বাড়িয়েছে সে শেষপর্যন্ত। হর্টেনশিয়ার বাপ মরার আগে মা-হারানো মেয়েটাকে দিয়ে গেছে আমার কাছে, মেয়েটাকে ফুসলিয়ে...। অনেক সহ্য করেছি, আর না! ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবো আমি, দেখে নিয়ো। আমি বেঁচে থাকতে এই বাড়িতে আর পা দিতে পারবে না সে। ওর বেজন্মা বন্ধুদেরকে নিয়ে "হেল ফায়ার ক্লাব" খুলেছে না? সবগুলো বদমাশের ঠাঁই শেষপর্যন্ত নরকেই হবে, বলে রাখলাম!'

জোর করে ঢোক গিললেন হার লেডিশিপ। লাল পাউডারের কারণে আরও বেশি লাল দেখাচ্ছে তাঁকে এখন, কারণ দু'গাল ছাই বর্ণ ধারণ করেছে। 'তা হলে তোমার সহায়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, জানতে পারি? এই নষ্টা পাজি মেয়েটা? নিজের ছেলের জন্য শখ করে যে-বাড়ি বানিয়েছ, তা দখল করে বেশ্যাখানা বানাবে সে?'

'মাই লর্ড!' আরও একবার চেঁচিয়ে উঠল হর্টেনশিয়া, 'দয়া

BanglaBook.org

করুন! চলে যেতে দিন আমাকে!'

'হ্যাঁ, যা না!' ভেংচি কেটে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন হার লেডিশিপ। 'তোকে বেঁধে রেখেছে কে?'

'তবে তার আগে আমার মনে হয় আসল ঘটনা জানা উচিত আপনার,' বলে উঠল ক্যারিল এমন সময়।

'আসল ঘটনা?' আশ্চর্য হয়ে ক্যারিলের দিকে তাকালেন হার লেডিশিপ। 'তারমানে তুমি স্বেচ্ছায় বাঁচাওনি এই পাজি মেয়েটাকে? ঘটনাটা স্রেফ ঘটে গেছে?'

'আসলেই তা-ই, ম্যা'ম। ঘটনাটা স্রেফ ঘটে গেছে। এবং তাতে যারপরনাই উপকৃত হয়েছেন আপনার ছেলে।'

'আমার ছেলে উপকৃত হয়েছে! কীভাবে?'

'ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে গেছে তাঁর গলা।'

'ফাঁসির দড়ি...। মাথা ঠিক আছে তোমার? কার কথা বলছ তুমি? আমার ছেলের?'

'জী, ম্যা'ম, আমার মাথা ঠিকই আছে। এবং লর্ড রদারবাই'র কথাই বলছি আমি। মেইডস্টোনে অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ নামের এক সরাইখানায় এক লোককে ভুয়া যাজক বানিয়ে মিস হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি। ওটা তো আসলে বিয়ে না, বলা ভালো জালিয়াতি।'

চোখের পলক পড়ছে না হার লেডিশিপের। 'জালিয়াতি? বিয়ে?' হর্টেনশিয়াকে বিষদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে আবার ক্যারিলের দিকে তাকালেন তিনি। 'তারমানে দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি এতদিন? আমারটা খেয়ে আমারটা পরে আমার ছেলেকেই ফুসলিয়েছে এই মেয়ে?'

'ম্যা'ম, মিস উইনথ্রোপ যদি ফুসলাতেন আপনার ছেলেকে তা হলে ভুয়া যাজককে কিন্তু নিয়ে যেতেন তিনিই, আপনার ছেলে না। ঠিক না?'

BanglaBook.org

'এই খাণ্ডারনি কি জানত না ওই যাজক ভুয়া?' ছেলের দোষ স্বীকার করতে কিছুতেই রাজি না হার লেডিশিপ। 'একে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি।'

'ওহ্!' গুঙিয়ে উঠল হর্টেনশিয়া। 'আপনার মতো খারাপ মহিলা আর দেখিনি আমি। ঈশ্বর ক্ষমা করুন আপনাকে।'

'আর তোকে কে ক্ষমা করবে শুনি?'

'কারও ক্ষমার দরকার নেই আমার। আমি কোনো দোষ করিনি, পাপও করিনি। যা করেছি, তা আসলে আপনার অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে করা ভুল ছাড়া আর কিছু না। তা না-হলে আপনার দুশ্চরিত্র বদমাশ ছেলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালানোর মতো পাগল আমি না।'

রাগে দাঁতে দাঁত পিষলেন হার লেডিশিপ, বোঝা গেল নতুন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

'ম্যা'ম,' দ্য কাউন্টেসের মনোভাব বুঝে নিয়ে তড়িঘড়ি করে বলল ক্যারিল, 'আমি যতদূর জানি, সমস্যার সময় রাগ করলে সমস্যা কমে না, বাড়ে। ছেলেকে নিয়ে বিরাট সমস্যায় পড়েছেন আপনি।'

ভয় আর ক্রোধের মিশ্র-আবেগে কেঁপে উঠলেন হার লেডিশিপ। 'মানে?'

'মানেটা আপনি জানেন, তারপরও বলছি। আইন বলে, জালিয়াতির মাধ্যমে কোনো মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সম্ভ্রম হরণের চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে শুধু জালিয়াতির সঙ্গেই জড়াবে না আপনার ছেলের নাম, অপহরণের অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে পারেন তিনি। যেহেতু উভয়ক্ষেত্রেই পাকা সাক্ষী হাজির করতে পারবে বাদীপক্ষ, সেহেতু ফাঁসি যদি না-ও হয় লর্ড রদারবাই'র, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এড়াতে পারবেন না তিনি কিছুতেই।'

BanglaBook.org

ঝুলে পড়েছে হার লেডিশিপের চোয়াল। 'সাক্ষী?' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো তাঁর গলা দিয়ে।

'জী, সাক্ষী। প্রথম সাক্ষী আমি নিজেই। আরও একজন ছিল ওই সরাইখানায়, আপনাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর খাস গুপ্তচর। তা ছাড়া,' হাত তুলে বন্ধ দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যারিল, 'এ-বাড়ির ভৃত্যরা আছে, ওরাও অনেক কথা শুনেছে। একটা কথা জানেন নিশ্চয়ই—ঘরের শত্রু বিভীষণ?'

'ভৃত্যদের নিকুচি করি!' আরও একবার গলা ফাটালেন হার লেডিশিপ। 'ওই গুপ্তচরের কথা বলো। কে সে?'

'লোকটার নাম গ্রীন। যদি ওর বাপদাদার পরিচয় অথবা ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন, বলতে পারবো না, কারণ আর কিছু জানি না ওর ব্যাপারে।'

'ওকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'আগেই বলেছি, ম্যা'ম, আমি জানি না।'

লর্ড অস্টারমোরের দিকে তাকালেন হার লেডিশিপ। 'রদারবাই কোথায়?'

'জানি না। এবং জানতে চাইও না।'

'কিন্তু জানতে হবে। একইসঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে গ্রীন নামের ওই লোকটাকে। যত টাকা লাগুক ঘুষ দিয়ে হাত করতে হবে ওকে, যাতে কারও সামনে কিচ্ছু না-বলে সে আমার ছেলের বিরুদ্ধে। আমি চাই না অপমানিত হোক আমার মাসুম বাচ্চাটা, চাই না যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসি হোক ওর। যে-কোনো মূল্যে খুঁজে বের করতেই হবে ওদের দু'জনকে।' দরজার দিকে এগোতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালেন তিনি, ঘুরে তাকালেন হিয লর্ডশিপের দিকে। 'আশা করি ততক্ষণে এই শয়তান মেয়েটার ব্যাপারে কিছু একটা করবে তুমি। সব সমস্যা এই বজ্জাতটার জন্যই,' কথা শেষ করে পেটিকোটের খসখস আওয়াজ তুলে

BanglaBook.org

ঝড়ের গতিতে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, ওটা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড জোরে লাগালেন।

ক্যারিলের মনে হলো, দড়াম শব্দে যেন কেঁপে উঠল পুরো লাইব্রেরি।

সাত

পোশাকের ব্যাপারে একটু খুঁতখুঁতেই বলা যায় ক্যারিলকে। দিনে কয়েকবার পোশাক পাল্টানো ওর অভ্যাস। কাজটা করার তাগিদ অনুভব করছে সে, কিন্তু যে-সরাইখানায় গেছে লেডাক, সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না আপাতত। কারণ ডিনার সেরে যাওয়ার জন্য রীতিমতো মিনতি করে গেছেন হিয লর্ডশিপ—তাঁর স্ত্রীর যারপরনাই বাজে ব্যবহারের কারণে লজ্জিত হয়েই কি না কে জানে। অনুরোধটা ফেলতে পারেনি ক্যারিল, বলেছে উপস্থিত থাকবে ডিনারের সময়। সুতরাং হাতে আধঘণ্টার মতো সময় আছে।

আপাতত সে বসে আছে লাইব্রেরিতে, সামনে একটা খোলা বই। ওটার নাম জানে না, মানে খুলবার সময় দেখেছিল কিন্তু এখন মনে নেই; খোলা পৃষ্ঠার লেখাগুলোর উপরও চোখ নেই ওর। আবারও আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছে সে।

হিয লর্ডশিপের পিছু পিছু লাইব্রেরি থেকে চলে গেছে হর্টেনশিয়া, তবে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে ক্যারিলকে, এবং ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে বন্ধুত্বের হাসি হেসেছে

BanglaBook.org

একটুখানি—কেন কে জানে! তারমানে...মেয়েটা কি ক্যারিলের গতরাতের বোকামি ক্ষমা করে দিয়েছে?

হর্টেনশিয়ার কথা ভুলে গিয়ে নিজের অবস্থা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করছে ক্যারিল, পারছে না ঠিকমতো। একটু পর পর মেয়েটার কথা মনে পড়ছে ওর।

কী করার কথা ছিল, অথচ কী করছে সে? ইংল্যাণ্ডে পা দেয়ার পর থেকেই ঘটে চলেছে একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এমনকী প্রথম দেখাতেই ওর হৃদয়ের সবচেয়ে কোমল জায়গাটা দখল করে নিয়েছে হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ...

অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাল ক্যারিল। বিড়বিড় করে বলল, 'লর্ড অস্টারমোর।'

জন্মদাতার যে-চেহারা আর চরিত্র ওর মাথায় গেঁথে দিয়েছেন স্যর রিচার্ড এভারার্ড, তার সঙ্গে আসল মানুষটার বিস্তর ফারাক দেখা যাচ্ছে। ক্যারিল ভেবেছিল ভোগবিলাসী কোনো বুড়ো শয়তানের সঙ্গে মোলাকাত হবে, ব্যভিচার আর মদ্যপান যার প্রথম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দেখা হয়েছে এমন এক লোকের সঙ্গে, যে-লোক বন্ধুর মেয়ের সবরকমের দায়িত্ব নিয়েছেন পালকপিতার মতো, তাতে স্ত্রীর মন ভাঙবে নাকি জোড়া লাগবে, সে-পরোয়া করেননি।

স্ত্রী? দ্য কাউন্টেসকে যদি স্ত্রী বলা হয় তা হলে পৃথিবীতে যত আদর্শ স্ত্রী আছে সবাইকে অপমান করা হবে। লর্ড অস্টারমোরের জন্য করুণা হচ্ছে ক্যারিলের, মায়া হচ্ছে লোকটার জন্য—টের পেয়ে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল সে। ও-রকম একটা মহিলাকে নিয়ে এতগুলো বছর ধরে কীভাবে সংসার করছেন তিনি? সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমন এক ছেলে যাকে তার কৃতকর্মের জন্য নিজের সন্তান বলেই মানতে নারাজ লর্ড অস্টারমোর, যাকে কথায় কথায় ত্যাজ্যপুত্র করার হুমকি দেন তিনি। অথচ ছেলেটাকে কী বলেছেন

BanglaBook.org

তার লেডিশিপ? মাসুম। ওই ছেলে যদি মাসুম হয়, মাথা নাড়তে নাড়তে ভাবল ক্যারিল, তা হলে ইবলিশ শয়তানও মাসুম।

বেচারা লর্ড অস্টারমোর আসলে যেমন অসুখী একজন স্বামী, তেমন অসুখী একজন বাবা। এ-সব কি তাঁর যৌবনকালের পাপাচারের শাস্তি?

কে জানে!

কী করবে এখন ক্যারিল? দি আর্লের দুর্বলতা আর সরলতাকে প্রাধান্য দিয়ে যদি পালন না-করে অর্পিত দায়িত্ব, তা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ওর মা, স্যর রিচার্ড এবং তাঁর এত বছরের প্রশিক্ষণের সঙ্গে। কিন্তু...লর্ড অস্টারমোরের মতো প্রকৃতপ্রস্তাবে বোকা একটা লোকের উপর—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা যার নেই—শোধ নেয়া যায় কীভাবে?

ক্যারিলও রক্তমাংসের মানুষ, ওরও রাগ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসা নেই।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি, কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক সে-সিদ্ধান্তহীনতা পেয়ে বসছে ক্যারিলকে আরও বেশি করে। শুধু তা-ই না, অজানা একটা ভয় কাজ করছে ওর মনে। কীসের ভয় এটা?

হতে পারে, প্রকৃতপ্রস্তাবে আরেকজনের প্রতিহিংসার বাস্তবায়ন ঘটাতে গিয়ে কাউকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাওয়ার পরিণতির ভয়। হতে পারে, মা'র তথাকথিত নির্মম মৃত্যুর বদলা নিতে গিয়ে জীবিত বাবাকে শেষ করে দিতে চাওয়ার ভয়।

বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরাল ক্যারিল, জানালা দিয়ে তাকাল বাগানটার দিকে। বাইরে খেলা করছে গ্রীষ্মের শেষবিকেলের রোদ। আহ্, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ ছাড়া পৃথিবী কতই না সুন্দর! নিজের মনের গহীনে উঁকি দিল ক্যারিল। টের

BanglaBook.org

পেল, ভিতরটা কাঁপছে ওর; বুঝতে পারল যে-কাজ করতে এসেছে তা করবে না সে, করতে পারবে না আসলে। তারচেয়ে ভালো, যা ঘটছে ঘটুক, নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো দেখে যাবে সে। সময়মতো লণ্ডনে আসবেন স্যর রিচার্ড, হয়তো লোক মারফত খবর পাঠিয়ে দেখা করতে বলবেন ওকে, তখন ক্যারিল নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেবে তাঁকে।

'নিকট ভবিষ্যতে একটা ঝড় অপেক্ষা করছে আমার জন্য,' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল সে। 'কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাত হয়ে কাউকে শেষ করে দেয়ার চেয়ে, কিছু সময়ের ঝড় মোকাবেলা করা অনেক ভালো।'

উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ক্যারিল, বাইরে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, অদ্ভুত এক শান্তি অনুভব করছে সে এখন। বাকিটা ছেড়ে দেয়া যাক নিয়তির হাতে।

এমন সময় লাইব্রেরিতে ঢুকলেন লর্ড অস্টারমোর। 'আর কেউ নেই, আমাদের দু'জনকেই ডিনার করতে হবে।'

তাঁর কথাটা শুনে চমকে উঠল ক্যারিল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কিছু বলল না।

'রদারবাইকে খুঁজে বের করতে গেছে সিলভিয়া নিজেই। ...কোথায় আর যাবে শয়তানটা? নিশ্চয়ই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে কুখ্যাত কোনো শুঁড়িখানায়। বার বার বললাম সিলভিয়াকে, তোমার যাওয়ার দরকার কী...কোনো চাকরকে পাঠালেই তো হয়...কিন্তু কে শোনে কার কথা? গোঁয়ারগোবিন্দ বলে একটা কথা আছে না? আমার মনে হয় বেশিরভাগ মহিলা আসলে তা-ই। ...তোমার কী মনে হয়, মিস্টার ক্যারিল?'

'আমার কিছু মনে হয় না। তবে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের বেলায় ওই শব্দটার প্রয়োগ হতে শুনেছি মেয়েদের পক্ষ

BanglaBook.org

থেকে। ...কিছু মনে করবেন না...মিস উইনথ্রোপ কি যোগ দেবেন না আমাদের সঙ্গে?'

'সিলভিয়া যে-ব্যবহার করেছে ওর সঙ্গে...বেচারী নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে, এত ডাকাডাকি করলাম কিন্তু খুলল না। কে জানে...কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে হয়তো। কী আর করা? আমাদের দু'জনকেই বসতে হচ্ছে ডিনারের টেবিলে। ...চলো।'

অগত্যা লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে একাই বসতে হলো ক্যারিলকে। একটা ব্যাপার খেয়াল করে ভালো লাগল ওর কাছে: হিয লর্ডশিপের আর্থিক অবস্থা আগের মতো না-থাকার পরও আয়োজনের ক্রুটি করেননি তিনি, অল্প সময়ের মধ্যে অনেককিছুর ব্যবস্থা করে প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন ডাইনিংটেবিলটা।

খাওয়ার সময় খুব একটা কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর খানসামারা এসে পরিষ্কার করে দিল টেবিলটা, তারপর নিয়ে এল বিভিন্ন ফলের ডিশ আর চমৎকার পর্তুগিজ মদের সোরাহি।

চেয়ারে হেলান দিল ক্যারিল, একহাতে ওয়াইন-গ্লাস ধরে রেখে আরেকহাতের আঙুল চালাচ্ছে গ্লাসটার নীচের সরু অংশে। একদৃষ্টিতে দেখছে হিয লর্ডশিপকে। ভাবতে অবাক লাগে, ওই লোক ওর বাবা। ভাবতে মজাও লাগে, লোকটা জানে না কথাটা।

হায় নিয়তি!

'ইংল্যাণ্ডে কি অনেকদিন থাকার ইচ্ছা আছে, মিস্টার ক্যারিল?'

প্রশ্নটা শুনে চোখ পিটপিট করল ক্যারিল। 'ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে যে-কাজে এসেছি এখানে তা সফলভাবে করতে পারার উপর।'

'ফ্রান্সে কোথায় থাকো?'

BanglaBook.org

'ম্যালিনি, নর্ম্যাণ্ডি।'

কাচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ওয়াইন-গ্লাস পড়ে গেছে হিয লর্ডশিপের হাত থেকে, চুরমার হয়ে গেছে মেঝেতে পড়ে। মেহগনি কাঠে-বানানো ডাইনিংটেবিলের একটা অংশ ভেসে যাচ্ছে পর্তুগিজ মদে, মেঝেতেও পড়েছে অনেকখানি।

ছুটে এল একজন খানসামা, একনজর তাকিয়েই বুঝে নিল কী হয়েছে। সাবধানে সরিয়ে নিল ভাঙা গ্লাসের টুকরোগুলো, টেবিল আর মেঝের মদ পরিষ্কার করল, আরেকটা গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল হিয লর্ডশিপের হাতে। তারপর ডাইনিংরুমের দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল।

ঘরে এখন, আগের মতোই, হিয লর্ডশিপ আর ক্যারিল।

নীরবতা।

এবার লর্ড অস্টারমোর একদৃষ্টিতে দেখছেন ক্যারিলকে।

ওদিকে ক্যারিল টের পাচ্ছে, ওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।

চেহারায় স্বভাবসুলভ নির্বিকার ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে সে, কতখানি সফল হচ্ছে তা জানে না নিজেই। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনার আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত, মাই লর্ড।'

'তুমি...তুমি...ম্যালিনিতে থাকো?' অল্প অল্প তোতলাচ্ছেন হিয লর্ডশিপ, রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাঁর লালচে চেহারা। ক্যারিলকে জবাব দেয়ার সুযোগ না-দিয়ে আবারও বললেন, 'তুমি ম্যালিনিতে থাকো...আর...আর...তোমার নামও ক্যারিল?'

'জী,' ক্যারিল খেয়াল করল ওর হাতও কাঁপছে অল্প অল্প, ওর ওয়াইন-গ্লাসও পড়ে গিয়ে যাতে ভেঙে না-যায় সেজন্য টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সেটা। 'ব্যাপারটা কি অদ্ভুত মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'

BanglaBook.org

'তুমি ওখানে কীভাবে থাকো?' ক্যারিলের প্রশ্নটার জবাব না-দিয়ে আজব এক প্রশ্ন করলেন হিয লর্ডশিপ। 'ম্যালিনিতে একটা জমিদার পরিবার ছিল অনেক বছর আগে...ওদের কারও সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা আছে নাকি? ওরা কি তোমার মা'র দিকের...'

'পরিবারটার কথা শুনেছি,' গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছোট একটা চুমুক দিল ক্যারিল। 'তবে এটাও শুনেছি, ধারদেনা শোধ করতে না-পেরে ওরা নাকি ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। খানদানটার শেষ পুরুষ বংশধর নাকি মারা গেছে ইংল্যাণ্ডে।' দি আর্লের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল সে, কিন্তু সেখানে কী ভাব খেলা করছে বুঝতে পারল না। 'ঘটনাটার কয়েক বছর পরে আমার বাবা কিনে নেন পুরো জমিদারি।'

কথাটা মিথ্যা না, কারণ পালকপিতা স্যর রিচার্ড এভারার্ডের প্রতি ইঙ্গিত করেছে ক্যারিল।

স্বস্তির ছাপ পড়েছে লর্ড অস্টারমোরের চেহারায়, কারণ তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর নামের সঙ্গে ক্যারিলের নামের মিল থাকা, অথবা ক্যারিলের ম্যালিনিতে বসবাস করা কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া কিছু না। টের পেলেন, ম্যালিনি নামটা শুনে এত বছর পরও ধড়ফড় করছে বুকের ভিতরে, কেমন আটকে আটকে আসছে দম, অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করছে মনে। কীসের ভয় এটা?

জানেন না হিয লর্ডশিপ। তবে পুরো ব্যাপারটা আসলেই খুব অদ্ভুত, ভাবলেন তিনি।

'যদি কিছু মনে না-করেন,' লর্ড অস্টারমোর চুপ করে আছেন দেখে বলল ক্যারিল, 'কোনো সমস্যা হয়েছে কি না বলবেন? মনে হচ্ছে ম্যালিনির ওই পরিবারটার সঙ্গে কোনো একসময় পরিচয় ছিল আপনার?'

'আসলে...ছিল না বললে ভুল বলা হবে, আবার ছিল বললেও পুরোপুরি ঠিক বলা হবে না। ওই পরিবারের...দু'-একজনকে

BanglaBook.org

চিনতাম আর কী। ...হয়তো খেয়াল করেছ, আমার নামও ক্যারিল।'

'একজনের নামের সঙ্গে আরেকজনের নামের মিল থাকতেই পারে, তা-ই না? ...বললেন, ম্যালিনিদের দু'-একজনকে চিনতেন, তারমানে ওদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না?'

'আসলে তোমার নামটা শুনে আমার যৌবনকালের একটা বোকামির কথা মনে পড়ে গেছে,' ক্যারিলের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন হিয লর্ডশিপ।

'বোকামি?'

'হ্যাঁ। ভুলও বলতে পারো। কারণ ঘটনাটা যদি কোনোভাবে জানতে পারতেন আমার বাবা, একেবারে শেষ করে ফেলতেন আমাকে। খুব কঠিন মনের মানুষ ছিলেন তিনি, নীতির বাইরে এক পা-ও ফেলতে নারাজ।'

'আপনিও তো নীতির বাইরে কোনোকিছু করতে চান না। তারমানে আপনার বাবা আপনার চেয়েও শক্ত-মনের মানুষ ছিলেন?'

হেসে ফেললেন হিয লর্ডশিপ। 'তুমি আসলেই একটা রসিক লোক, মিস্টার ক্যারিল।' ক্যারিলকে তাজ্জব করে দিয়ে চোখের কোনা মুছলেন তিনি, কী কারণে সেখানে পানি চলে এসেছে তা তিনিই ভালো জানেন। 'আসলে ওই ব্যাপারে নীতির প্রশ্নের চেয়ে সম্মানের বিষয়টা মুখ্য ছিল। সেজন্যই বললাম, নিজের মান বাঁচাতে দরকার হলে আমাকে শেষ করে ফেলতেন বাবা, তবুও...।' এরপর খানিকটা নিচু গলায় বললেন, 'মেয়েটা তখন মরে গেল, ভালোই হলো একদিক দিয়ে।'

ক্যারিল টের পেল, ওর চেহারা কালো হয়ে গেছে, তারপরও সেখানে মেকি কৌতূহলের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'কে মারা গেল? কার কথা বলছেন?'

BanglaBook.org

'মেয়েটা। ও...তোমাকে তো বলাই হয়নি...ঘটনাটার সঙ্গে একটা মেয়ে জড়িত ছিল। সেজন্যই বললাম বোকামি হয়ে গেছে আমার, ভুল করে ফেলেছি। ওর নাম অন্তইনেত দে ম্যালিনি। কিন্তু...যা-ই হোক, সে মারা যায় শেষপর্যন্ত। এবং...এবং...মরে গিয়ে আমাকে বাঁচায়।'

'আপনার দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, নাকি?'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন হিয লর্ডশিপ, বোঝার চেষ্টা করছেন মুখোমুখি-বসা লোকটা উপহাস করছে কি না তাঁকে। সে-রকম কিছু মনে না-হওয়ায় বললেন, 'মেয়েটা যদি বেঁচে থাকত আর বাবা যদি টের পেতেন...ঈশ্বর...আসলেই শেষ করে ফেলতেন আমাকে!' ওয়াইন-গ্লাসের সবটুকু তরল গিলে ফেললেন ঢকঢক করে।

সাদা হয়ে গেছে ক্যারিলের ঠোঁট, স্থির বসে আছে সে। আবারও একদৃষ্টিতে দেখছে লর্ড অস্টারমোরকে। কিছুক্ষণ পর, হিয লর্ডশিপকে যারপরনাই চমকে দিয়ে, একথাবায় একটা ছুরি তুলে নিল টেবিল থেকে।

'কী...কী হলো?' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে দি আর্লের।

জবাব না-দিয়ে ছুরি চালিয়ে কোটের সবচেয়ে নীচের বোতামের সেলাই কেটে ফেলল ক্যারিল। তারপর ছুরিটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে বোতামটা ছুঁড়ে দিল হিয লর্ডশিপের দিকে। বলল, 'প্রসঙ্গ বদল করা যাক। বিদেশ থেকে একটা চিঠি আশা করছিলেন আপনি।'

'চিঠি?' টেবিলের উপর থেকে বোতামটা তুলে নিলেন হিয লর্ডশিপ, আগের চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। আড়চোখে ক্যারিলকে দেখে নিয়ে মনোযোগ দিলেন বোতামের উপর।

ওটা দেখতে হুবহু বোতামের মতো, কিন্তু আসলে তা না। বানানো হয়েছে বোতামের আকৃতিতে, খাঁটি রেশম দিয়ে, সোনার

BanglaBook.org

সুতোর কাজ আছে জায়গায় জায়গায়। জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন হিয লর্ডশিপ, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যারিলের দিকে। 'চিঠি?'

'য়োর লর্ডশিপ যদি বোতামটা কেটে খুলে দেখেন, হিয ম্যাজেস্টি'র চিঠিটা পেয়ে যাবেন।'

'ঈশ্বর!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লর্ড অস্টারমোরের। 'এভাবেই ধোঁকা দিয়েছ গ্রীন নামের শয়তানটাকে! তুমিই তা হলে সেই দূত?'

'জী, আমিই সেই দূত।'

'তা হলে আগে বললে না কেন?'

'আগে বলিনি, কারণ,' এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল ক্যারিল, 'আমার মনে হয়েছিল উপযুক্ত সময় আসেনি।' হিয লর্ডশিপ একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে বলল, 'বোতামটা খুলুন, মাই লর্ড।'

আট

একটা পেননাইফ দিয়ে বোতামের রেশমী কভার ছিঁড়ে ফেললেন হিয লর্ডশিপ, ভিতর থেকে বের করলেন ছোট্ট একটা প্যাকেট। সেটার ভিতর থেকে বের হলো কয়েক ভাঁজ-করা এক তা কাগজ। ভাঁজ খুলে কাগজটা মেলে ধরলেন তিনি চোখের সামনে, মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। পড়া শেষ করে তাকালেন ক্যারিলের দিকে।

Banglabook.org

অলস দৃষ্টিতে তাঁকেই দেখছে লোকটা।

কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন হিয লর্ডশিপ, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। চোরাচোখে তাকালেন দরজার দিকে, কুঁচকে গেছে ঘন ভ্রূ জোড়া। বললেন, 'চলো, লাইব্রেরিতে গিয়ে বসি। ওখানে আরেকটু আরামে কথা বলতে পারবো মনে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ক্যারিল। চিঠিটা ভাঁজ করলেন দি আর্ল, যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। এগোতে গিয়েও থমকে গেল ক্যারিল, "নকল" বোতামটার যা যা পড়ে আছে টেবিলের উপর সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঢোকাল পকেটে। তারপর হিয লর্ডশিপের পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করলেন দি আর্ল; ঘরটার পিছনে আরেকটা ঘর আছে, আটকে দিলেন ওটার দরজাও। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন, আবার ডুবে গেলেন হাতের চিঠিতে। ধীরেসুস্থে পড়া শেষ করে যখন চোখ তুলে তাকালেন, ততক্ষণে লাইব্রেরির একদিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যারিল।

'সন্দেহ নেই তুমি একজন গুপ্তচর,' বললেন হিয লর্ডশিপ। 'এবং আমার মনে হয় এই চিঠির বিষয়বস্তুর পুরোটাই তুমি জানো।'

'জী, মাই লর্ড, পুরোটাই জানি। এবং, যদি বেয়াদবি না নেন, আমার মনে হয় হিয ম্যাজেস্টি যা করবেন বলে কথা দিচ্ছেন আপনাকে তা করবেন ঠিক ঠিকই।'

'তা-ই নাকি?' হিয লর্ডশিপের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'সে-সুযোগ পাবেন হিয ম্যাজেস্টি?'

'পেতেও পারেন, আবার না-ও পেতে পারেন। তবে একটা কথা কী, জানেন? জুয়া খেলতে হলে বাজি ধরতে হয়। যতদূর শুনেছি, আপনি বড় একটা দান ধরেছিলেন এবং তাতে তেমন

BanglaBook.org

একটা লাভ করতে পারেননি। হিয মাজেস্টি'র চিঠি এখন আপনার জন্য সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য একটা সুযোগ।'

আশ্চর্য হয়ে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছেন দি আর্ল। 'তুমি তো দেখছি অনেক খবরই জানো!'

'যে গুপ্তচর যত বেশি খবর রাখে, সে তার পেশায় তত ভালো। জ্ঞানই আমাদের অস্ত্র।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন হিয লর্ডশিপ, আগের চেয়েও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চোখের সামনে মেলে ধরে রেখেছেন চিঠিটা, অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাচ্ছেন সেটার জায়গায় জায়গায়। 'কিন্তু, মিস্টার ক্যারিল,' বললেন বিড়বিড় করে, 'এটা এমন এক জুয়া যেখানে নিজের জীবন বাজি রাখতে হবে আমাকে।'

'এ-জুয়ায় বাজি ধরার জন্য আর কিছু আছে কি য়োর লর্ডশিপের?'

চোখ তুলে বিষণ্ন দৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকালেন দি আর্ল, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

'আমার কথাগুলোকে যদি আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের মতো না-ভাবেন,' বলে চলল ক্যারিল, 'তা হলে বলতে চাই, এ-জুয়ায় অংশ নেবেন কি না সে-সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকেই। যদি অংশ না-নেন, হিয ম্যাজেস্টি অন্য কোনো প্রস্তাব দেবেন হয়তো। আমার কী মনে হয়, জানেন?' আবারও ইতস্তত করল সে। 'আমার মনে হয়, এ-জুয়ায় যদি অংশ না-নেন আপনি, তা হলে সবদিক দিয়ে ভালো হয়।'

BanglaBook.org

কথাটা শুনে অহমিকায় আঘাত লাগল লর্ড অস্টারমোরের, আবারও কুঁচকে গেছে তাঁর ভ্রূ। 'তোমার সাহস বেশি, মিস্টার ক্যারিল। অনেক বেশি।'

'আমার যে-পেশা তাতে জ্ঞানের পরের অস্ত্রের নাম সাহস।'

ক্যারিলের চোখে চোখে তাকালেন হিয লর্ডশিপ। তাঁর দিকেই

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা, মনে হচ্ছে না ভয়ডর বলে কিছু আছে। আবারও আত্মচিন্তায় হারিয়ে গেলেন তিনি, এবার একদিকের গাল ঠেকিয়েছেন একহাতে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, আর কে কে জড়িত আছে এটার সঙ্গে? শুনেছি বিশপ আটারবারিও নাকি সন্দেহের বাইরে না?'

ঝুঁকে রাজার চিঠিটাতে তর্জনী দিয়ে টোকা মারল ক্যারিল। 'য়োর লর্ডশিপ যদি জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তা হলে আর কে কে অংশ নেবেন সে-খেলায় সেটা জানতে চাওয়ার কি দরকার আছে? খেলাটা আপনি খেলবেন কি খেলবেন না সেটাই হলো আসল কথা।'

'আমার সঙ্গে কোন্ সাহসে এভাবে কথা বলছ তুমি?' রেগে গেছেন হিয লর্ডশিপ। 'এই চিঠি নিয়ে যদি এখনই যাই কাছেপিঠের কোনো বিচারকের কাছে আর বলি, তুমি নিয়ে এসেছ এটা, তা হলে কী হবে তোমার জানো?'

'না, জানি না। মানে, নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে এটা জানি, এই চিঠি নিয়ে কাছেপিঠের কোনো বিচারকের কাছে যদি যান, আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর হুকুম দেবেন তিনি। কারণ একটু কষ্ট করে যদি আরেকবার পড়েন চিঠিটা তা হলে দেখবেন, মাসখানেক আগে হিয ম্যাজেস্টি'র কাছে বিশেষ একটা ব্যাপারে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন আপনি, সে-ব্যাপারে প্রাপ্তিস্বীকার করে কিছু কথা লেখা আছে।'

হিয লর্ডশিপের চোখ জোড়া যেন আপনাআপনি নিবদ্ধ হলো চিঠিটার উপর আবার। এতক্ষণে বুঝতে পারছেন তিনি কত বড় বিপদের মধ্যে আছেন। ভয়ে দম আটকে আসছে তাঁর।

মুচকি হেসে ক্যারিল বলল, 'য়োর লর্ডশিপ, আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তা হলে কাছেপিঠের বিচারকদেরকে বিরক্ত না-করে শান্তিতে ডিনার খেতে দিতাম।'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন হিয লর্ডশিপ। বেশিরভাগ বোকা লোক যে-রকম মাঝেমধ্যে টের পায় সে বোকা, তিনিও সে-রকম বুঝতে পারছেন বোকামি করে ফেলেছেন।

তাঁদের পিছনে দরজাটা খুলে গেছে নিঃশব্দে, আলখাল্লা আর উইম্পল পরিহিত অবস্থায় ভিতরে ঢুকলেন হার লেডিশিপ। গোবরাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তাঁর উপস্থিতি টের পায়নি ঘরের কেউই। ক্যারিলের শেষের কথাটা শুনে ফেলেছেন তিনি, তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেছে, বাকি কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে।

'কড়া ঘুম দিতে হবে আমাকে,' বললেন হিয লর্ডশিপ, 'তা না হলে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে না। আর মাথা ঠাণ্ডা না-হওয়া পর্যন্ত ঠিকমতো কিছু ভাবতেও পারছি না।'

ক্যারিলের শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, মৃদু একটা খসখস আওয়াজ শুনতে পেল সে। অন্য কেউ হলে চট করে ঘুরে তাকাত শব্দের উৎসের দিকে, কিন্তু সে ঘুরল ধীরেসুস্থে, পরম আলস্যে। হার লেডিশিপকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, বাউ করল। হিয লর্ডশিপ যাতে বেফাঁস কিছু বলে না-বসেন সেজন্য তাড়াহুড়ো করে বলল, 'কী সৌভাগ্য আমার! আবার দেখা হয়ে গেল হার লেডিশিপের সঙ্গে।'

সশব্দে ঢোক গিললেন লর্ড অস্টারমোর, পাই করে ঘুরে তাকালেন স্ত্রীর দিকে, ছাই বর্ণ ধারণ করেছে তাঁর চেহারা। তাঁর এই আচরণ দেখলে বাচ্চাছেলেও বুঝবে, কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। 'মাই...মাই লাভ!' তোতলাতে তোতলাতে বললেন; বুঝতে পারছেন না হাতেধরা চিঠিটা কোথায় লুকানো যায়, তাই সেটা নিয়ে "খাবলাখাবলি" করতে গিয়ে সেটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেললেন হার লেডিশিপের।

দু'পা এগিয়ে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল ক্যারিল, ওর

BanglaBook.org

পিঠ হিয লর্ডশিপের দিকে, মনে মনে প্রার্থনা করছে এই সুযোগে যাতে চিঠিটা কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারেন তিনি।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শিকার দেখলে যেভাবে জ্বলে ওঠে ঈগলের চোখ ঠিক সেভাবে জ্বলছে হার লেডিশিপের চোখ দুটো, মনে হচ্ছে এত দূর থেকেও পড়তে পারছেন তিনি কী লেখা আছে ওই চিঠিতে। তবে কী পড়তে পেরেছেন বা পারেননি তা বোঝা না-গেলেও এটা বোঝা গেল, কাগজটা যে খুব দামি আর দুষ্প্রাপ্য তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর।

'কী লুকানোর চেষ্টা করছ?' এক পা আগে বাড়লেন তিনি। 'তোমরা দু'জনে মিলে কী শয়তানি মতলব আঁটছ?'

'শ...শয়তানি মতলব, মাই লাভ?' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসছেন হিয লর্ডশিপ, সেই হাসি দেখে মনে হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত করছেন যেন, এ-মুহূর্তে যে-পরিমাণ ঘৃণা অনুভব করছেন হার লেডিশিপের প্রতি সে-রকম আর করেননি কখনোই। চিঠিটা এতক্ষণে চালান করতে পেরেছেন কোটের ভিতরের পকেটে, দেখে হার লেডিশিপের সন্দেহ আরও গাঢ় হলো।

'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরল কি না তোমাকে তুমিই ভালো জানো,' ভ্রূ কুঁচকে গেছে হার লেডিশিপের। 'কী শয়তানি শুরু করেছ...। যা-হোক, যা বলতে এসেছিলাম। রদারবাইকে নিয়ে এসেছি।'

'রদারবাই?' নামটা শোনামাত্র ভাবভঙ্গি বদলে গেল দি আর্লের; কয়েক মুহূর্ত আগেও যে-লোকের আচরণে হুজুর হুজুর ভাব ছিল, এখন তাঁকে দেখে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে। 'কী চায় সে এখানে? ওকে কি আমার বাড়িতে ঢুকতে মানা করিনি?'

'আমি নিয়ে এসেছি ওকে,' ধীরেসুস্থে বললেন হার লেডিশিপ।

BanglaBook.org

মন গলল না হিয লর্ডশিপের। 'তা হলে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, সেখানে রেখে এসো আবার। ওকে এই বাড়িতে দেখতে চাই না আমি। যে-বাড়িতে বেচারী হর্টেনশিয়া থাকবে, সেখানে থাকতে পারে না সে! এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না!'

গ্রীক পুরাণে সাপের-মতো-চুলওয়ালি তিন বোনের কথা বলা আছে, এদের চোখে চোখে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হয় যে-কেউ; হার লেডিশিপের চোখের দিকে তাকিয়ে সেই তিন বোনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ক্যারিলের। 'মুখ সামলে কথা বলো!' দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি। 'সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।'

'হিয লর্ডশিপের সঙ্গে আমারও বোধহয় সাবধান হওয়া উচিত,' পরিস্থিতি হালকা করা এবং নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য বলল ক্যারিল, এক পা সরে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দিল স্বামী-স্ত্রীকে। তারপর বাউ করল দু'জনের উদ্দেশ্যেই। 'আমার মনে হয় আপনাদের প্রেমালাপের সময় এখানে না-থাকাটাই ভালো আমার জন্য। ...য়োর লর্ডশিপ, বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করি আমি? ...প্রয়োজন নেই, না? ঠিক আছে তা হলে...কী আর করা? তবে ম্যা'ম, আমি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য, কোনো দরকার হলে ডাকবেন দ্বিধা না-করে,' লাইব্রেরির পিছনের ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল সে।

কিছুটা চমকে উঠতে হলো ওকে। কারণ এ-ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রদারবাই, ভ্রূ কুঁচকে আছে ওর। ক্যারিলকে দেখামাত্র চেহারা কালো হয়ে গেল ভাইকাউন্টের। 'তুমি এখানে কী করছ?' চিৎকার করে বলল সে।

'প্রশ্নটা,' দাঁত বের করে হাসার ভান করল ক্যারিল, 'আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন আপনার বাবা হার লেডিশিপকে। এবার

BanglaBook.org

আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া যাক। আমি আসলে আপনাদের খাদেম, স্যর, কোনো কাজে লাগা যায় কি না জানার চেষ্টা করছিলাম।' নিঃশব্দে হাসতে হাসতে এ-ঘর ছেড়েও বেরিয়ে গেল সে। পিছনে তখন রাগে ফুঁসতে শুরু করেছে রদারবাই।

অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই, তাই স্ট্রেটন হাউস থেকে বেরিয়ে এল ক্যারিল। একটা এক্কাগাড়ি ডেকে চড়ে বসল তাতে, চালককে বলল ওল্ড প্যালেস য়ার্ড সরাইখানায় যেতে। সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করার কথা লেডাকের।

ধীর গতিতে চলছে এক্কাগাড়ি। পথের দু'পাশের দৃশ্য দেখছে ক্যারিল, সেই সঙ্গে ভাবছে নিকট অতীতের কিছু ঘটনা।

লর্ড অস্টারমোরকে দেখে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাজ্জব হয়েছে সে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না ওই বোকাটে লোক কারও কোনো ক্ষতি করতে পারেন। তা হলে ওর মা'র সঙ্গে ও-রকম অন্যায্য ব্যবহার করলেন কী করে তিনি?

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারিল।

সাউথ সী কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছিলেন লর্ড অস্টারমোর, শেয়ার-কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাঁর নাম, ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রাজদ্রোহিতার মতো কাজের সঙ্গেও জড়িত হতে দ্বিধা করেননি।

আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে আরও একবার অভিযুক্ত হতে হয়েছিল তাঁকে।

এত বড় অন্যায় করার মতো দুঃসাহস কি থাকে একটা বোকাটে লোকের? নাকি তিনি আসলে ভীষণ ধূর্ত? বোকার অভিনয় করেন বেশিরভাগ সময়?

জানে না ক্যারিল।

তবে একটা বিষয়ে সে মোটামুটি নিশ্চিত, ভালোমতো

BanglaBook.org

চিন্তাভাবনা না-করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার দোষ আছে হিয লর্ডশিপের। এবং চট করে মাথা গরম হয়ে যায় তাঁর।

এ-রকম একটা লোকের উপর বদলা নেয়া যায় না, বরং এ-রকম লোকদেরকে দেখলে করুণা জাগে মনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যারিল।

নাটক জমে উঠেছে স্ট্রেটন হাউসে।

একপক্ষে ছেলেকে নিয়ে আছেন লেডি অস্টারমোর, অন্যপক্ষে লর্ড অস্টারমোর একা।

'সব দোষ তোমার, বাবা,' চিৎকার করে বলছে রদারবাই, 'মেয়েটাকে ফুসলানোর খায়েশ ছিল না আমার একটুও। কিন্তু পাছে আমাকে বঞ্চিত করো সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে, সে-ভয়ে পালাতে হয়েছে ওকে নিয়ে।'

'গর্দভ!' সমান তেজে চেঁচালেন দি আর্ল, 'কী ভেবেছিলি তুই? বিয়ে না-করে বিয়ের ভান করলে কিছুই টের পাবো না আমি? হর্টেনশিয়ার সঙ্গে মৌজফুর্তি করে বেড়ালে সব সম্পত্তি লিখে দেবো তোর নামে? তোর জ্বালা সহ্য করতে করতে কয়লা হয়ে গেছি। আর না! যা, যেদিকে খুশি চলে যা তুই। এখনই দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে। তুই আসলে ভদ্রলোকের মুখোশ পরা সাক্ষাৎ শয়তান। শেষবারের মতো বলছি বের হ আমার বাড়ি থেকে। নইলে কীভাবে বের করতে হবে তোকে তা ভালোমতোই জানা আছে আমার,' বলে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেলেন তিনি লাইব্রেরি থেকে।

ব্যথিত চোখে মা'র দিকে তাকাল রদারবাই। 'বাবা তো দেখছি রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে। আমাদের কারোরই কোনো কথা শুনল না! এবার বোধহয় বাড়ি থেকে ঠিক ঠিকই বের করে দেবে আমাকে। আসলে...বাবা আমাকে কোনোদিনও

BanglaBook.org

ভালোবাসেনি। আমার সঙ্গে উপযুক্ত বাবার মতো আচরণও করেনি কখনও।'

'তুই কি উপযুক্ত ছেলের মতো আচরণ করেছিস তাঁর সঙ্গে কখনও?' জিজ্ঞেস করলেন হার লেডিশিপ। জবাব না-পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'মাঝেমধ্যে বুঝি না কে বেশি বোকা—তুই নাকি তোর বাপ। কখনও ভেবে দেখেছিস, তোর রুটিরুজি যদি ছিনিয়ে নেয়া হয়, কীভাবে চলবি? হয় ভিক্ষা করতে হবে তোকে, নইলে নাম লেখাতে হবে কোনো ডাকাত দলে। শেষে মরবি ফাঁসিতে ঝুলে।'

'রাখো তোমার ফাঁসি!' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রদারবাই, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কার্পেটের দিকে।

'বেশি আদর পেতে পেতে আসলেই বাঁদর হয়ে গেছিস তুই। তোর সামনে কত বড় বিপদ, জানিস?'

'বিপদ! কীসের বিপদ?'

'মেইডস্টোনে গ্রীন নামের একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। তো?'

'যত জলদি পারিস খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে। তারপর টাকা দিয়ে হাত করতে হবে ওকে যাতে তোর বিরুদ্ধে কিছু না-বলে কারও কাছে।'

'আমার বিরুদ্ধে বলবে? তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কাজ বাড়িয়ে বসে আছিস, এখন তো না-বোঝারই কথা।'

'কাজ যদি বাড়িয়েও থাকি, তার সঙ্গে মিস্টার গ্রীনের সম্পর্ক কী? লোকটা অন্য এক কাজে গিয়েছিল ওখানে।'

'কী কাজে?'

'সে নাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লোক। খবর ছিল লর্ড কার্টেরেটের

BanglaBook.org

কাছে, ক্যারিল নামের লোকটা...যে এতক্ষণ ছিল বাবার সঙ্গে...গোপন এক চিঠি নিয়ে এসেছে। শয়তান ক্যারিলকে পাকড়াও করাই ছিল গ্রীনের উদ্দেশ্য। আমার...কী বলবো...বিয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর। যা-হোক, চিঠিটার জন্য আমার সামনেই ক্যারিলকে সার্চ করে গ্রীন, কিন্তু কিছুই পায়নি শেষপর্যন্ত।'

ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন লেডি অস্টারমোর, চোখ পিটপিট করছেন। হঠাৎ বললেন, 'এবার বুঝতে পেরেছি সব! দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার মেলানো হয়ে গেছে আমার!'

'কী বুঝতে পেরেছ? কীসের দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার বানালে?'

'বুঝতে পেরেছি, ক্যারিল আসলে একটা গুপ্তচর। এমন কোনো কায়দায় চিঠিটা লুকিয়েছে সে, হাজার খুঁজেও পায়নি গ্রীন। সোজাকথায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লোককে ধোঁকা দিয়ে চিঠিটা নিয়ে এসেছে সে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত! এবং সেটা দিয়েছে তোর বাবাকে। তাই তো বলি, আমাকে দেখে এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে! আমি নিশ্চিত, রাজদ্রোহিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তোর বাবা, আর ওই ক্যারিল একই দলের লোক।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রদারবাই। 'ঠিক বলেছ, মা! ঠিক বলেছ! দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে আসলেই চার হয়ে গেছে। এবার দেখো কী করি আমি। ফ্রান্স থেকে আসা শয়তানটা একহাত নিয়েছে না আমাকে? ঢিলের বদলে পাটকেলটা যদি না-মেরেছি তো আমার নাম রদারবাই না। একইসঙ্গে নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়বো বাবাকেও।'

ছেলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হার লেডিশিপ। 'তোর মাথার ঠিক আছে? জন্মদাতা বাপের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবি?'

'বিশ্বাসঘাতকতা? না, সে-রকম কিছু করবো না। তবে আমিও

BanglaBook.org

যে কিছু করার ক্ষমতা রাখি তা বুঝিয়ে দেয়ার দরকার আছে।'

'কিন্তু কিছু করে দেখিয়ে লাভ কী? তোর বাবা তো তোকে ত্যাজ্যপুত্র করার ঘোষণা দিয়েছে।'

'সেটা যাতে না-করতে পারে সে-চেষ্টা করতে হবে না?'

'কীসের চেষ্টা?'

'খোঁজখবর করবো, কিছু তথ্য জোগাড় করবো। সে-রকম কিছু পেলে বাবাকে বলবো, সব জেনে গেছি, উপযুক্ত প্রমাণও আছে। কাজেই বাবা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তা হলে...। বুঝতে পেরেছ?'

কিছু না-বলে চুপ করে থাকলেন হার লেডিশিপ।

'তবে শয়তান ক্যারিলকে আমি দেখে নেবোই,' বলে চলল রদারবাই। 'আসি এখন!' তাড়াহুড়ো করে হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় দিল। 'যত জলদি পারি খুঁজে বের করতে হবে মিস্টার গ্রীনকে।'

'তারপর?' অমঙ্গল আশঙ্কায় গলা কাঁপছে লেডি অস্টারমোরের।

'সবার আগে জানাবো, ওকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে ক্যারিল। বলবো, ফ্রান্স থেকে ভদ্রলোকের বেশে আসা লোকটা আসলেই গুপ্তচর। ব্যস, কাজ হয়ে যাবে তাতেই—ঘি পড়বে আগুনে, মেইডস্টোনে পরাজয়ের বদলা নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগবে গ্রীন। কান টানলে মাথা আসে—ক্যারিল শয়তান ঠিকমতো ফাঁদে পড়লে যারপরনাই ঘাবড়ে যাবে বাবা, তখন তাঁকে হাত করতে সুবিধা হবে আমার।'

ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন হার লেডিশিপ। 'তুই নিশ্চয়ই এমন কিছু করবি না যাতে কোনো ক্ষতি হবে তোর বাবার?'

হাসল রদারবাই। 'ভরসা রাখো আমার উপর। বাবার ক্ষতি হলে আমাদেরও ক্ষতি—সেটা কি আমি বুঝি না? আমার আসল উদ্দেশ্য তাঁকে ভয় দেখানো, যাতে তাঁর পিতৃত্ববোধটা চাঙ্গা হয়,'

BanglaBook.org

কথা শেষ করে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল সে।

নয়

ফুলবাবু সেজে থাকার স্বভাব আছে ক্যারিলের। সবসময় পরিপাটি পোশাক চাই ওর। এবং যখন যেখানে থাকবে, সে-জায়গা হতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। যেমন ওল্ড প্যালেস য়ার্ড। ওর মনটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই, তারপরও ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করছে সে; সবাইকে বলেছে প্রমোদভ্রমণে এসেছে লণ্ডনে, একঘেয়েমির কাজ আর ভালো লাগছিল না। কিছুদিন হাত-পা ছড়িয়ে থাকবে আরাম করে, দেখা করবে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে।

অক্সফোর্ডে পড়ার সময় স্টেপলটন আর হ্যারি কলিন্স নামের দু'জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় ওর, লর্ড অস্টারমোরের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ওদের সঙ্গে দেখা করেছে সে। ওদের কাছ থেকে উষ্ণ আতিথেয়তা পেয়ে সে তৃপ্ত।

ওদেরকে নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে লণ্ডনের এখানে-সেখানে। কখনও দিনের শুরুতে বা সন্ধ্যায় কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে, পায়ে হেঁটে কাজে যাচ্ছে অথবা কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে লোকেরা। কখনও গিয়ে ঢুঁ মারছে কোনো সার্কাস বা নাট্যশালায়। কখনও আবার মশগুল হচ্ছে কোনো কফিহাউসের আড্ডায়।

কিন্তু কর্তব্য বনাম বিবেকের দ্বন্দ্বে যে সবসময় কাতর,

BanglaBook.org

বিরহব্যথা যার মনে প্রবল, তার কাছে স্বর্গসুখও কিছু না। ফুলবাবু ক্যারিলের চেহারা তাই হাসিখুশি, মন বিমর্ষ। কাজেকর্মে সে স্থির, কিন্তু ওর শিরা-উপশিরায় অস্থিরতা। লর্ড অস্টারমোরের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে যে-চিঠি সেটা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল ওকে, হস্তান্তরিত হয়ে গেছে চিঠিটা। কিন্তু ক্যারিল টের পাচ্ছে, নিজহাতে গর্ত খুঁড়ে তাতে ওর জন্মদাতাকে ফেলে দেয়াটা ঠিক না—তাই বিবেকের মুহুর্মুহু দংশনে সে জর্জরিত।

এসব ভুলে থাকার একটাই উপায় আছে: গলাপর্যন্ত মদ গিলে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা, অথবা বিরতিহীন চিত্তবিনোদন। কিন্তু মদ ক্যারিলকে সেভাবে টানেনি কখনোই, সম্ভবত কোনোদিন টানবেও না। কারণ সে জানে, মানুষ মদ খায় না, মদ মানুষকে খায়। ওদিকে বিনোদনের খোঁজে গেলে চিত্ত কিছুসময়ের জন্য প্রফুল্ল হয় ঠিকই, কিন্তু সেই "কিছুসময়" অতিবাহিত হওয়ার পর ফাঁকা হয়ে যায় মাথা, ভোঁ ভোঁ করতে থাকে কান, শুকিয়ে আসে গলা। কারণ: হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ।

সরাইখানায় ওঠার পর প্রতিদিন সকালে সেইণ্ট জেমস'স পার্কে যায় ক্যারিল, দূর থেকে দেখে পদযাত্রায় ব্যস্ত লোকদেরকে, কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিতা কোনো যুবতীকে দেখলেই সে হর্টেনশিয়া কি না জানার জন্য আকুলিবিকুলি করতে থাকে ওর মন। সন্ধ্যায় সার্কাস বা নাট্যশালায় গিয়ে কোনো লাভ হবে না জেনেও অকারণেই মেয়েটাকে খোঁজে সে। কফিহাউসের আড্ডায় মজে গিয়েও বার বার টের পায় নিজের অন্যমনস্কতা।

উহ্, হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ! কী টানা টানা দু'চোখ ওর, কী তীব্র বিষাদময় দৃষ্টি সে-চোখে! বিদায় নেয়ার আগে চোখ জোড়া তেরছাভাবে তাকায়, বর্ষার আকাশে বিদ্যুচ্চমকের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি খেলা করতে থাকে সেখানে তখন। ও-রকম অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে আসলেই কি স্থাণু হয়ে থাকা যায়?

BanglaBook.org

অস্বস্তি বোধ করে ক্যারিল, টের পায় একধরনের উন্মত্ততা পেয়ে বসছে ওকে। আচ্ছা, হর্টেনশিয়ার চোখের সেই হাসিতে শুধুই কি বন্ধুত্ব ছিল? অন্য কিছু ছিল না?

আচ্ছা, মেয়েটার সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে না ওর?

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল লণ্ডনে আসার তৃতীয়দিন সকালে।

সেদিন নিজের ক্যারিজ ডেকে পাঠিয়েছেন মাই লেডি অস্টারমোর, স্বভাবসুলভ বাহারি রঙের বেঢপ পোশাক পরেছেন এবং চাকরানি মারফত হুকুম দিয়েছেন হর্টেনশিয়াকে যাতে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে পার্কে যায় সে।

মানুষ যা চায়, বেশিরভাগ সময়ই তা পায় না; এবং যা চায় না, বেশিরভাগ সময়ই তা পেতে হয় তাকে। বেচারী হর্টেনশিয়া! লণ্ডন ওর কাছে এক বিষাক্ত নগরী, এখানকার দৃশ্যগুলো অন্য কারও জন্য মনোমুগ্ধকর হতে পারে কিন্তু ওর জন্য অসহনীয়; সে যতই চায় স্ট্রেটন হাউসের এককোনায় অবরোধবাসিনীর মতো পড়ে থাকতে, ততই জনসম্মুখে হাজির হতে হয় ওকে। আর এখন তো ওর অবস্থা, ধরণী দ্বিধা হও, আমি ভিতরে ঢুকি—এ-রকম। যে-মহিলা কোনো মেয়েকে মুখের উপর বেশ্যা বলে গাল দিতে পারেন, তিনি ওই মেয়ের অনুপস্থিতিতে কী কী বলতে পারেন, তা কল্পনা করতে গিয়েও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মতো অবস্থা হয় হর্টেনশিয়ার।

কাজেই লেডি অস্টারমোরের হুকুম নিয়ে-আসা মহিলাকে হুঙ্কার দিয়ে ফেরত পাঠাল সে। কোনো লাভ হলো না। কিছুক্ষণ পরই ওর "অন্তঃপুরে" সশরীরে হানা দিলেন হার লেডিশিপ; তাঁর সেই বাহারি রঙের, বলা ভালো ডোরাকাটা বেঢপ কাপড়ে ভয়ঙ্কর নাচুনি তুলে যখন হাজির হলেন তিনি তাঁর স্বামীর ওয়ার্ডের কাছে, তখন দেখে মনে হলো হরিণের পালে সিংহী হামলা করেছে যেন।

BanglaBook.org

'কী শুনলাম আমি?' অনুমতির তোয়াক্কা না-করে তীর বেগে ঢুকে পড়েছেন তিনি হর্টেনশিয়ার ঘরে। 'এসব কী বলা হচ্ছে আমাকে? আমার বাড়িতে আমার হুকুমের ধার ধারে না, এত বড় বুকের পাটা কার? খবর দিয়ে চাকরানি পাঠাই তোর কাছে, আর তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করিস তুই—তোর বাপ কোন্ জায়গার জমিদার?'

হাতে একটা বই নিয়ে জানালার পাশে বসে ছিল হর্টেনশিয়া, হার লেডিশিপকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার ভুল হয়েছে, ম্যাডাম, ওই মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। আসলে ওকে বার বার বলছিলাম আমার শরীর ভালো না, বাইরে গেলে রোদের তাপে আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আমার কথায় কান না-দিয়ে জোড়াজুড়ি করেই যাচ্ছিল সে। বাধ্য হয়ে...'

'বাধ্য হয়ে ওকে ধমক দিবি? তুই এ-বাড়ির কে? তুই কি তোর লর্ডের মেয়ে, নাকি আমার ছেলের বউ? তা ছাড়া কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে শরীর খারাপ হয়ে যায় তোর—কেন?' সন্দেহের দৃষ্টিতে হর্টেনশিয়াকে আপাদমস্তক দেখলেন তিনি। 'খালি বাড়িতে একলা থাকতে চাস্—আবারও কোনো কুমতলব আছে নাকি? তারচেয়ে ভালো আমার সঙ্গে চল্, কারও হাত ধরে পালানোর চেয়ে রোদে পুড়ে কয়লা হওয়া অনেক ভালো।'

'শুধু শুধু সন্দেহ করছেন আমাকে, ম্যাডাম। আপনি ভালোমতোই জানেন, যা বলছেন তা ঠিক না।'

'হ্যাঁ, আমি যা বলি তার সবই বেঠিক, আর তুই যা বলিস তার সবই ঠিক, নাকি? আর একটা কথাও বলবি না, বোকা কোথাকার! তোর মনে যদি কুমতলব না-থাকে, সৎ লোকদেরকে এত লজ্জা পাওয়ার যদি কিছু না-থাকে তোর, তা হলে প্রমাণ করে দেখা সেটা—চল্ আমার সঙ্গে। যা, তোর হুড আর টিপেট নিয়ে আয়। তোর অপেক্ষায় সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আমার

BanglaBook.org

ক্যারিজ,' বাইরে চলে গেলেন তিনি।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া, ভাবছে হার লেডিশিপের কথাগুলো। একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন তিনি—যদি কোনোকিছু লুকানোর না-থাকে ওর, যদি আসলেই কুলটা না-হয়ে থাকে সে, তা হলে সমাজকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

তবে একটা কথা কারও কাছ থেকে না-শুনলেও জানে সে: ওকে নিয়ে কানাঘুষা চলছে।

ঠিক আছে, মুখোমুখি দাঁড়াবে সে সব অপমান-অসম্মানের, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে সাহসের সঙ্গে। লর্ড রদারবাই'র মা'র সঙ্গে যদি পার্কে যায় সে, তা হলে যারা ওর গীবত গাইছে তাদের থোঁতা মুখ কিছুটা হলেও ভোঁতা হবে।

আসলে ভুল ভেবেছে মেয়েটা। হার লেডিশিপের ইচ্ছা, সবার সামনে এমন কায়দায় অপমান করবেন হর্টেনশিয়াকে, যাতে মেয়েটার ঔদ্ধত্য আর একগুঁয়েমিতে ফাটল ধরে। চোখের সামনে দেখবে সে, ওকে নিয়েই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে লোকেরা, মুচকি মুচকি হাসছে ওর দিকে তাকিয়েই। এসব কতক্ষণ সহ্য করা সম্ভব হবে ওর পক্ষে?

ক্যারিজে ওঠার সময় খেয়াল করল হর্টেনশিয়া, চোখ সরু করে বাঁকা দৃষ্টিতে ওকেই দেখছেন হার লেডিশিপ, ঠোঁটের কোনায় শয়তানি হাসি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল মেয়েটা। কিন্তু কিছু বলল না সে, শুধু মন শক্ত করল।

BanglaBook.org

দিনটা রৌদ্রোজ্জ্বল, আবহাওয়া গরম। কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা অনেকেই ধীর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে পার্কের এখানে-সেখানে। কেউ কেউ অলস ভঙ্গিতে বসে আছে জায়গায় জায়গায়। গেটের কাছে ক্যারিজ ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পার্কের ভিতরে ঢুকলেন লেডি অস্টারমোর, তাঁর ঠিক পিছনেই হর্টেনশিয়া। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে এক চাকরও হাঁটছে পিছু পিছু।

হার লেডিশিপকে চিনতে পেরে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে পার্কের অলস লোকগুলোর মধ্যে। পুরুষরা হ্যাট সরিয়ে সম্মান জানাচ্ছে তাঁকে, তাঁর যুবতী সঙ্গিনীর দিকে চোরাচোখে তাকাচ্ছে কেউ কেউ। ইতোমধ্যে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে হর্টেনশিয়ার, তবে এখন পর্যন্ত শান্ত আছে সে, ডানে-বাঁয়ে না-তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে দেখছে।

প্রথম প্রথম হাসি চেপে রেখেছিল পার্কের অনেকেই, এখন মুখ টিপে হাসাহাসি করছে বেশ কয়েকজন। খারাপ খারাপ মন্তব্য করছে কেউ কেউ, এবং জোরেই বলছে কথাগুলো যাতে শুনতে পায় হর্টেনশিয়া। শুনে কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেল বেচারীর; যে-সাহস নিয়ে সব লজ্জার মুখোমুখি হবে বলে ভেবেছিল, কর্পূরের মতো উবে গেল সে-সাহস। 'ম্যাডাম,' বিড়বিড় করে কোনোরকমে বলল সে, 'দেখলেন তো, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হলো আপনাকে? চলুন ফিরে যাই আমরা।'

তিতা হাসি হাসলেন হার লেডিশিপ, আয়েশী ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তাঁর সঙ্গিনীর দিকে। 'কেন? এত জলদির কী আছে? যতটা কড়া হবে বলে ভেবেছিলাম, রোদ আসলে ততটা কড়া না। তারপরও, আমি চাই না কোনোকিছুতেই কোনো কষ্ট হোক তোর—চল্ দূরের ওই গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি। ওখানে ছায়া আছে, রোদ লাগবে না তোর সোনার শরীরে।'

'রোদে তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না আমার, ম্যাডাম।'

'তারমানে এখানে যাতে আসতে না-হয় সেজন্য মিথ্যা কথা বলেছিলি?'

জবাব দিল না হর্টেনশিয়া।

'কষ্টটা কেন হচ্ছে, জানতে পারি?'

কিন্তু এবারও কোনো জবাব দিল না হর্টেনশিয়া।

এমন সময় ভূতের মতো হাজির হলো রদারবাই, ওকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল হর্টেনশিয়া। লেডি অস্টারমোরের দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারল, মা-ছেলে মিলে যারপরনাই অপমান করার জন্য ওকে নিয়ে এসেছে পার্কে।

এক বন্ধুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আছে রদারবাই। তার লেডিশিপকে দেখে মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে নিল সে, বাউ করল দেখাদেখি একই কাজ করল ওর বন্ধুও। ওদের উদ্দেশ্যে একটুখানি হাসলেন হার লেডিশিপ। কিন্তু হর্টেনশিয়ার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে, লেডি অস্টারমোরের সঙ্গে ঠিকমতো তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছে না।

রদারবাই'র বন্ধুকে যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে সে, তখন ওকে দেখে অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসল লোকটা, উঁচু গলায় বলল, 'চার্লস তোমাকে কতবার বলেছি মেয়েদেরকে বেশি পাত্তা দিয়ো না—লাই পেলে মাথায় চড়ে ওরা। আমার কথা সত্যি হলো কি না দেখলে গেল বুধবার তোমার হাত ধরে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছাড়ল মেয়েটা, অথচ আজ, শনিবারে, মাত্র দু'দিন পর, তোমাকে দেখেও দেখছে না আসলে তোমার কাছ থেকে যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে, এখন কি তোমাকে দেখবে? এখন তো দেখবে নতুন কাউকে!'

প্রত্যুত্তরে কিছু একটা বলল রদারবাই, কিন্তু আশপাশে উপস্থিত লোকদের সম্মিলিত হাসির আওয়াজের নীচে চাপা পড়ে গেল সেটা।

ঝাঁ ঝাঁ করছে হর্টেনশিয়ার দু'কান, ওর মনে হচ্ছে ওর শরীরের সব রক্ত এসে জমা হয়েছে দু'গালে—রীতিমতো জ্বলছে গাল দুটো রাগে-ক্ষোভে পানি চলে এসেছে চোখে, কিন্তু বেচারী কাঁদতে পারছে না সবার সামনে।

এ-রকম বিনাপয়সার নাটক কি হরহামেশা দেখা যায় পার্কে

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলারা তাই হাতপাখা দিয়ে নিজেদেরকে বাতাস করতে করতে একদৃষ্টিতে দেখছেন হর্টেনশিয়াকে, সবার চেহারাতেই হাসি। ভদ্রলোকদের কেউ কেউ চশমা খুলে পরিষ্কার করার ভান করছেন, কিন্তু সবারই কান খাড়া।

হর্টেনশিয়ারা এখন যে-জায়গায় আছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে বেশ বড় ছায়া ফেলেছে বিশাল এক দেবদারু গাছ। সেটার নীচে একটা আসন পাতা, আর সে-আসনের আশপাশে জড়ো হয়েছে কয়েকজন। সে-আড্ডার মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন লেডি মেরি ডেলার—এককালের রূপের-রানি, হাজার পুরুষের স্বপ্নের রাজকুমারী। বয়স হয়েছে তাঁর, অথচ আশ্চর্য কোনো কায়দায় সে-সৌন্দর্যের অনেকখানি ধরে রেখেছেন আজও। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ পর্যন্ত বিয়ে করেননি। কাজেই এ-রকম কেউ পার্কে এলে তাঁর আশপাশে লোক জড়ো হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দুই বন্ধু স্যর হ্যারি কলিস এবং মিস্টার এডওয়ার্ড স্টেপলটনকে নিয়ে ওই জটলায় শামিল হয়েছে ক্যারিল। না, বিগতযৌবনা লেডি মেরি ডেলারের রূপসুধা পান করছে না সে, বরং কিছু কিছু লোক যে কতখানি বেহায়া হতে পারে তা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। মজা দেখানোর জন্য ওকে এখানে নিয়ে এসেছে কলিস, লোকটার সঙ্গে লেডি ডেলারের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

আজ যে-পোশাক পরেছে ক্যারিল তাতে ওকে আরও বেশি ফুলবাবু দেখাচ্ছে। ওর পরনে ঘুঘুরঙা কাপড়, কোটে সোনালি সুতোর ভারী কাজ। ওয়েস্টকোটটা সাদা কিংখাবের, তাতে ঝকমক করছে রত্নখচিত বোতাম। নেকক্লথটা এত সুন্দর যে, ও-রকম কোনোকিছু সারা য়োরোপে আছে কি না সন্দেহ। রুচির নিখুঁত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দেবদারুর ছায়ায়, মাথাটা একটুখানি কাত করে তাকিয়ে আছে বেহায়া ভদ্রলোকদের দিকে, একইসঙ্গে

BanglaBook.org

শুনছে কী বলছেন লেডি মেরি। হ্যাটটা চেপে ধরেছে বগলতলায়, অ্যাম্বাররঙা ছড়ির সোনার-পাতে-মোড়া মাথাটা ধরে আছে ডানহাতে।

যাদের চোখ অভিজ্ঞ, তারা দেখামাত্র বলতে পারে কে লণ্ডনের বাসিন্দা, আর কে বেড়াতে এসেছে সেখানে। লেডি মেরির থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিল, তারপরও ওই মহিলার চোখে ধরা পড়ে গেছে সে, ওকে দেখে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে তাঁর। তিনি এমন একটা মানুষ যিনি পুরুষদের মন ভেঙে দিয়ে মজা পান—কোনো খেলনা ভাঙলে ভাঙা খেলনাটা দেখে কোনো বাচ্চা যে-রকম মজা পায় অনেকটা সে-রকম। মজাটা পাওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত অনেক পুরুষের মন ভেঙেছেন তিনি, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় ভবিষ্যতেও ভাঙবেন।

ঠিক এ-মুহূর্তে কিছু বলছেন না তিনি, যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে দেখছেন ক্যারিলকে, যুবকটার মন নিয়ে খেলা করা যায় কি না ভাবছেন। একইসঙ্গে শুনছেন তাঁকে নিয়ে লেখা একটা কবিতা—তাঁর থেকে দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে ক্র্যাস্কে নামের এক পথকবি আবৃত্তি করছে সেটা। উপমা আর ছন্দ শুনে লেডি মেরি সিদ্ধান্ত নিলেন, পারিশ্রমিক হিসেবে বিশ গিনি দেবেন ক্র্যাস্কেকে।

হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল আবৃত্তি, কারণ লেডি অস্টারমোরের সঙ্গে হর্টেনশিয়াকে দেখতে পেয়েছে ক্র্যাস্কে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের আগে, তাই অখ্যাত ওই পথকবির কানেও গেছে রদারবাই-হর্টেনশিয়ার মুখরোচক গল্পটা, এ-কারণে হর্টেনশিয়াকে দেখামাত্র জবান বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন লেডি মেরি। তাকাল ক্যারিলও।

আবারও দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না তো? কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিতা

BanglaBook.org

ওই মেয়ে কি আসলেই হর্টেনশিয়া? না, এবার বোধহয় ভুল হচ্ছে না। কারণ চোখ যাকে দেখতে চায় তাকে ভুল করে দেখে ফেলতে পারে, কিন্তু যাকে দেখতে চায় না তাকে দেখতে পারে না প্রিয় মানুষটার পাশে। কাজেই হার লেডিশিপকে যখন দেখা যাচ্ছে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছেন স্বভাবসুলভ উদ্ধত ভঙ্গিতে, তখন তাঁর সঙ্গের মেয়েটা তাঁর স্বামীর ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কেউ না।

কিন্তু কী হয়েছে হর্টেনশিয়ার? ও-রকম কাঠপুতুলের মতো হাঁটছে কেন সে? না তাকাচ্ছে ডানে, না তাকাচ্ছে বাঁয়ে, দেখে মনে হচ্ছে জমিনের সঙ্গে সেঁটে গেছে ওর দৃষ্টি। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লাল দেখাচ্ছে ওর চোখমুখ।

আরে, বজ্জাতকুলশিরোমণি রদারবাইকেও দেখা যাচ্ছে! সঙ্গে সম্ভবত এক চামচা, দেখলে বাঁদর-নাচিয়ের দড়িতে-বাঁধা বাঁদরের কথা মনে পড়ে। মাকে কী যেন বলল বজ্জাতদের সর্দার, শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন হার লেডিশিপ। তিনিও কী যেন বললেন ছেলেকে। কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হর্টেনশিয়া, পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে। ওদের আশপাশের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা মজা পেয়ে হাসছেন, শুনতে না-পেলেও বোঝা যায় নিজেদের মধ্যে রসালো মন্তব্য করছেন তাঁদের কেউ কেউ।

দাঁতে দাঁত পিষল ক্যারিল। ঘটনা কী, অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না ওর। দুই বন্ধুকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল হর্টেনশিয়ার দিকে। হ্যাটটা চাপাল মাথায়।

ওকে দেখে চোখমুখ কঠিন হলো হার লেডিশিপের, চেহারা কালো হয়ে গেল রদারবাই'র, আর হর্টেনশিয়া কিছু একটা বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

'কিছু মনে করবেন না, মিস উইনথ্রোপ, আজকের দিনটা বোধহয় আপনার জন্য খুব একটা সুবিধার না,' যারা এতক্ষণ

BanglaBook.org

হাসিতামাশা করছিল মেয়েটাকে নিয়ে, তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল ক্যারিল।

সবাই চুপ। এমনকী হর্টেনশিয়াও কিছু বলল না। আড়চোখে তাকাল সে হার লেডিশিপের দিকে, তারপর মাথা নিচু করে থাকল।

ক্যারিল বলে চলল, 'সমাজে এমন কিছু লোক আছে, বুঝলেন, মিস উইনথ্রোপ, যারা ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকে বেশিরভাগ সময়, কিন্তু তাদের চেয়ে অভদ্র কাউকে চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবেন না।'

অস্বস্তির একটা গুঞ্জন উঠল আশপাশে।

'তাই তারা যখন নিজেরা দোষ করে, সে-দোষ ঢাকার শত চেষ্টা করে, অথবা সরাসরি অস্বীকার করে। কিন্তু একই দোষ অন্য কেউ করলে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যায় ঢাকঢোল নিয়ে, যতজনকে পারে খবরটা দেয়, যতদিন পারে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে। রুটি-মাখনের জন্য যাদেরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না, অন্যের গীবত গাওয়া ছাড়া সেগুলো হজম করবে কী করে ওরা, বলুন?'

আশপাশের ভদ্রলোকরা অকারণেই চশমা মুছছেন এখন। আর ভদ্রমহিলাদের হাতপাখা নাড়ার গতি বেড়ে গেছে আগের চেয়ে।

'আরও কথা আছে। যে-কাজ করা আপনার জন্য দোষ, সেটাই কিন্তু আরেকজনের জন্য গুণ—মজার না? কারণ একটাই—খানদান। যে যত উঁচু খানদানের, সমাজ তার জন্য তত নমনীয়; সে সবসময় তত বেশি ছাড় পায় তথাকথিত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের কাছ থেকে।'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল রদারবাই, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ক্যারিল। 'মাই লর্ড কি কিছু বলতে চেয়ে আমার কথার সত্যতাই প্রমাণ করতে চাচ্ছেন? কোনো দরকার নেই। আপনার ব্যাপারে অনেক কথাই জানা আছে আশপাশে উপস্থিত

BanglaBook.org

পারব।'

অপমানে কালো হয়ে গেল রদারবাই'র চেহারা, মুখ ঘুরিয়ে হেঁটে চলে গেল সে পার্কের বাইরে। ওর বন্ধুও দেখল অবস্থা সুবিধার না, তাই মানে মানে কেটে পড়ল। অপমানিত বোধ করছেন হার লেডিশিপও, বুঝতে পারছেন এখানে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ ক্যারিলের কথার হুল ফুটতে থাকবে তাঁর গায়ে। তাই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন হর্টেনশিয়াকে, 'তুই এখানে আরও থাকবি, না যাবি?'

'মিস উইনথ্রোপকে সসম্মানে স্ট্রেটন হাউসে পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি, য়োর লেডিশিপ,' চট করে কথাটা বলেই হার লেডিশিপকে বাউ করল ক্যারিল।

অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা হলো, পার্কে এখন হার লেডিশিপের থাকা না-থাকা সমান।

আর একটা কথাও না-বলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরলেন লেডি অস্টারমোর।

হর্টেনশিয়ার দিকে তাকাল ক্যারিল, ওর ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি। ভেবেছিল ওকে ধন্যবাদ দিয়ে কিছু বলবে মেয়েটা, কিন্তু সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, দেখে মনে হচ্ছে ক্যারিলের উপস্থিতি ভুলে গেছে বেমালুম।

হ্যাট খুলে বগলদাবা করল ক্যারিল, ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। যাতে শুধু হর্টেনশিয়া শুনতে পারে এমন গলায় বলল, 'আপনার হৃৎপিণ্ডটা পাথর দিয়ে বানানো কি না বুঝলাম না।'

চোখ তুলে তাকাল হর্টেনশিয়া, কিন্তু এখনও নিশ্চুপ।

'এখনও কি ক্ষমা করতে পারেননি আমাকে?' আবারও বলল ক্যারিল।

'আপনি যা করলেন, তার জন্য আমাকে কত গঞ্জনা শুনতে

BanglaBook.org

হবে, জানেন?' এতক্ষণে মুখ খুলল হর্টেনশিয়া।

'যাক, শেষপর্যন্ত কিছু বললেন! আমি তো ভেবেছিলাম আর কখনও বুঝি কথাই বলবেন না আমার সঙ্গে।'

'আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি কিন্তু।'

'জবাব আমিও পাইনি। অথচ প্রথমে প্রশ্ন করেছি আমিই।'

'কীসের ক্ষমা?'

'বেহায়াপনা করার জন্য ক্ষমা, ভাঁড়ামি করার জন্য ক্ষমা। সেটাই তো বলেছিলেন আমাকে, নাকি?'

'ক্ষমা করে দিলেই বা কী? যা ঘটেছে সে-রাতে তা কি কোনোদিন ভুলতে পারবো?'

'আমি আপনার ক্ষমা চাই, ঘটনাটা আপনি ভুলে যান তা তো চাই না!'

'একটু বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না?'

'আশা যখন করবোই, বেশি করলে সমস্যা কী? প্রকৃতি বা ঈশ্বর যা-ই বলুন, আমাকে বেহায়া বানিয়েছেন, আর জীবন আমাকে বানিয়েছে ভাঁড়। তাই বেশি আশা করাটাই হয়তো আমার জন্য স্বাভাবিক।'

'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'গঞ্জনা আপনার জন্য নতুন না, মিস উইনথ্রোপ। এবং কী কী গঞ্জনা যে শুনতে আর সহ্য করতে হয় আপনাকে, জানি আমি। কিন্তু যে-অপমান আপনার পাওনা না, কেন সেটা মাথা পেতে নেবেন? সে-রাতেও জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে, আজ আবারও বলছি। হিয লর্ডশিপরা কোনো দোষ করলে সেটা সমাজের কাছে কোনো দোষ না, দোষ আর অন্যায় শুধু আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষদের জন্য? ...কেন এসেছেন এই পার্কে জানি না, কিন্তু যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসে থাকেন, তা হলে আমি বলবো ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে আসা হয়েছে আপনাকে। এবং উদ্দেশ্যটা

BanglaBook.org

হয়তো এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে আপনার। যে-লোক দোষ করেছে তাকে সবার সামনে নির্দোষ প্রমাণ করবেন হার লেডিশিপ, আর ঘটনাটার ব্যাপারে সব জানার পরও চুপ করে থাকবো আমি—তা কি হয়?'

একদৃষ্টিতে ক্যারিলকে দেখছে হর্টেনশিয়া, কিছুক্ষণ পর হেসে ফেলল ফিক করে। 'আপনি আসলেই...'

'আসলেই?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল হর্টেনশিয়া।

আশপাশের সবার কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়ছে টের পেয়ে কথা আর না-বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ক্যারিল। বলল, 'পার্কের বাইরে আমার ক্যারিজ আছে, চলুন এগিয়ে দিই আপনাকে। সহিসকে ঠিকানা বললেই পৌঁছে দেবে জায়গামতো।'

হর্টেনশিয়াকে যখন ক্যারিজে তুলে দিয়ে ফিরতি পথ ধরবে ক্যারিল, তখন হঠাৎ করেই খেয়াল করল, পার্কের উল্টোদিকে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো এক লোক, একদৃষ্টিতে দেখছে ওকেই।

ভ্রূ কোঁচকাল ক্যারিল। পরিচিত মনে হচ্ছে না লোকটাকে?

হ্যাঁ, অবশ্যই পরিচিত।

মিস্টার গ্রীন।

গ্রীন? এখানেও চলে এসেছে লোকটা?

এখানে তো কোনো কাজ থাকার কথা না ওর। তারমানে...তারমানে সে কি আড়ালে থেকে অনুসরণ করছে ক্যারিলকে? সে কি সার্বক্ষণিক নজর রেখেছে ক্যারিলের উপর?

কবে থেকে করছে সে কাজটা? আরও কেউ কি আছে ওর সঙ্গে?

ক্যারিল দেখে ফেলেছে, তারপরও কোনো ভাবান্তর দেখা গেল

BanglaBook.org

না গ্রীনের চেহারায়। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে অলস সময় কাটানোর জন্য এসেছে।

হর্টেনশিয়াকে দেখে, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে খুশির স্রোত বয়ে যাচ্ছিল ক্যারিলের শিরা-উপশিরায়, গ্রীনকে দেখতে পেয়ে ভাটা পড়ল সে-স্রোতে, একইসঙ্গে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল ওর কপালে। চিন্তিত মনে যখন ফিরল সে ওল্ড প্যালেস য়ার্ডে, লেডাক জানাল, সরাইখানাটার আশপাশে সকাল থেকে দু'বার দেখেছে গ্রীনকে। শুধু তা-ই না, জরুরি এক কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল লেডাককে, ফিরে এসে দেখে, ওদের অনুপস্থিতিতে কে বা কারা যেন ঢুকেছিল কামরায়, সব তছনছ করে খুঁজেছে কিছু একটা।

কপালে চিন্তার ভাঁজটা নিয়েই ডিনার সেরে নিল ক্যারিল। তারপর জ্বলন্ত পাইপ দাঁতে কামড়ে কামরার এককোনায়, একটা আরামকেদারায় বসে পড়ল।

তারমানে হাল ছেড়ে দেননি লর্ড কার্টেরেট? ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গিয়েছিল গ্রীন, খেয়াল আছে ক্যারিলের, তা হলে লোকটা ফিরে এল কেন? আর এত তাড়াতাড়ি ক্যারিলকে খুঁজেই বা বের করল কী করে সে?

আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে না তো কেউ?

যদি উত্তরটা হ্যাঁ হয়, তা হলে লোকটা কে?

ভাইকাউন্ট রদারবাই?

জানে না ক্যারিল। খেয়াল করল, অদ্ভুত এক অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছে সে। সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত কিছুদিন ছায়া মাড়াবে না স্ট্রেটন হাউসের। লর্ড অস্টারমোরের বিচার-বিবেচনার উপর ভরসা করা যায় না, যে-কোনো সময় মারাত্মক কোনো ভুল করে ফেলতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে, যেহেতু ওঁৎ পেতে আছে শত্রুরা, ধরা পড়তে হবে নির্ঘাৎ। এমনকী কিং স্ট্রিটের বেল ট্যাভার্ন অথবা পলমলের কোকো-ট্রি রেস্তোরাঁতেও যাওয়া যাবে

BanglaBook.org

না—রাজনীতির আড্ডাখানা নামে খ্যাতি আছে দুটো রেস্তোরাঁরই। বন্ধুদের নিয়ে যদি যেতেই হয়, হোয়াইট'স-এ যাবে; সাধারণত সমাজের মাথারা আসা-যাওয়া করেন ওই রিসোর্টে, ওখানে গ্রীনের মতো টিকটিকিদের একবার ঢোকার আগে দশবার ভাবতে হবে।

দশ

হোয়াইট'স। পার্কে হর্টেনশিয়ার সঙ্গে ক্যারিলের দেখা হওয়ার তিন-চারদিন পর। সন্ধ্যাবেলা।

উপরতলার একটা ঘরে বসে হ্যারি কলিস, স্টেপলটন আর মেজর গ্যাসকয়েনের সঙ্গে কার্ড খেলছে ক্যারিল। ঘরে আরও দশ-বারোজন লোক আছে, কেউ একই খেলা খেলছে, কেউ আবার ঘোরাঘুরি করছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। যারা হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে দ্য ডিউক হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন আছেন। ভদ্রলোক হালকাপাতলা শরীরের, তাঁর কমনীয় চেহারায় মেয়েলি ভাব আছে। রূপালী ফিতাওয়ালা সবুজ রঙের স্যুট পরে আছেন তিনি। মাথায় পাউডারবিহীন পরচুলা।

BanglaBook.org

রদারবাই'র জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। ওর সঙ্গে ড্রুরি লেনে নাটক দেখতে যাওয়ার কথা আছে তাঁর। নাটকের পর বলড্যান্স দেখবেন দু'জনে, তারপর সাপার করবেন।

হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনের কণ্ঠ বেশ উঁচু, এবং জোরে কথা বলে তিনি মজাও পান। যা বলছেন তা সবাই শুনছে বুঝে খানিকটা গর্বও বোধ করেন।

একসময় ঘরে ঢুকল রদারবাই।

'এলে শেষপর্যন্ত!' ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দ্য ডিউক। 'আর এক মিনিট দেরি করলে তোমাকে ছাড়াই চলে যেতাম।'

কিন্তু রদারবাই কিছু বলল না, ঠিকমতো তাকালও না দ্য ডিউকের দিকে। ক্যারিলকে দেখতে পেয়েছে সে, এবং দেখামাত্র মাথায় রক্ত উঠে গেছে ওর। অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ, স্ট্রেটন হাউস, সবশেষে পার্ক—মনে পড়ে যাচ্ছে সবগুলো অপমানের স্মৃতি।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে। ভ্রূ জোড়া আপনাআপনি কুঁচকে গেছে ওর, জ্বলজ্বল করছে কালো দু'চোখ, লাল দেখাচ্ছে গাল দুটো।

ওর এই হঠাৎ পরিবর্তন নজর এড়াল না দ্য ডিউকের। কী হয়েছে জানতে চাইলেন।

'এমন একজনকে দেখছি,' উঁচু গলায় বলল রদারবাই, এখনও তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে, 'যাকে ভদ্রলোকদের আড্ডাখানায় দেখবো বলে কল্পনাও করিনি কখনও।'

কিন্তু এদিকে মনোযোগ নেই ক্যারিলের, খেলায় মগ্ন সে।

রদারবাই'র দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যারিলের দিকে তাকালেন দ্য ডিউক। তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন রদারবাই'র দিকে। 'কার সম্বন্ধে কী বলছ? ওই লোকের কাপড়চোপড় দেখেছ? যেমন দামি তেমন রুচিশীল। ...লোকটা কে?'

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' বলে আগে বাড়ল রদারবাই।

কুশল বিনিময় করতে করতে এগোচ্ছে রদারবাই। কেউ একজন এসেছে টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ক্যারিল, চোখাচোখি হয়ে গেল রদারবাই'র সঙ্গে।

'কী সৌভাগ্য আমার, স্যর,' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উঁচু গলায় বলল রদারবাই, আসলে ঘরের সবার নজর কাড়ল নিজের দিকে, 'এত চমৎকার একটা জায়গায় আবার দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

‘ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে যা দেয় আমাদেরকে,’ হাতের কার্ডগুলো উপুড় করে টেবিলে নামিয়ে রাখল ক্যারিল, ‘তা বেশিরভাগ সময় ভালোই হয়। ...য়োর লর্ডশিপ, দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিয়ের দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন?’

‘কেন, বিয়ে করতে যেতে পারি না?’

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ক্যারিল, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। ‘বিয়ে করতে যেতে পারেন কি না? কীভাবে প্রশ্নটার জবাব দেবো, বলুন? আপনার নিকট অতীত তো আপনার বিপক্ষেই কথা বলে, মাই লর্ড।’

গুঞ্জন আর চাপা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। অপমানে কালো হয়ে গেছে রদারবাই’র চেহারা।

‘তুমি বরং এই ভদ্রলোককে বাদ দিয়ে গ্যাসকয়েনের সঙ্গে কথা বলো, চার্লস,’ রদারবাইকে পরামর্শ দিলেন দ্য ডিউক নিচু গলায়, ‘ওকে চিনি আমি। এত খোঁচা মেরে কথা বলে না সে। ওই ফুলবাবুর সঙ্গে কথা বাড়াতে গেলে তোমার মানইজ্জত যাবে।’

কিন্তু পরামর্শটা শুনল না রদারবাই, শুনতে পারল না আসলে, ভোঁ ভোঁ করছে ওর কান। চেঁচিয়ে বলল, ‘বড় বড় কথা তো ভালোই বলতে পারো! কিন্তু যাদের সঙ্গে বসে কার্ড খেলছ, তাদের সঙ্গে বসার যোগ্যতাটুকুও কি আছে তোমার?’ তারপর সবার উদ্দেশ্যে বলল, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, এই লোক কে, জানেন আপনারা? সে একটা বেহায়া, আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের নাম রেখেছে, নিজেকে ক্যারিল বলে পরিচয় দেয় সবার কাছে।’

নীরবতা। উঠে দাঁড়িয়েছে আরও কয়েকজন, যারা হাঁটাচলা করছিল তারা থেমে দাঁড়িয়েছে। সবাই বুঝতে পারছে বিনাপয়সার নাটক জমে উঠতে যাচ্ছে।

রদারবাই’র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারিল। কিছুক্ষণ পর উঁচু গলায় বলল, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, এই লোক কে, জানেন

BanglaBook.org

আপনারা? এই লোক...থাক, তাঁকে বিশেষায়িত করার দায়িত্ব আপনাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। কবে, কোথায়, কীভাবে দেখা হলো আমাদের, সে-ঘটনা বলি, তা হলে কাজটা করতে সুবিধা হবে আপনাদের। প্রথমেই জেনে রাখুন, সহজসরল একটা মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।'

'জা...জালিয়াতির মাধ্যমে বিয়ে?' আঁতকে উঠলেন দ্য ডিউক।

চমকে উঠল আরও কয়েকজন। আশ্চর্য হয়েছে কেউ কেউ, কেউ আবার যা শুনছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'শয়তানের বাচ্চা!' ক্যারিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আগে বাড়ল রদারবাই। কিন্তু হোয়ার্টন, কলিস আর স্টেপলটন মিলে ধরে ফেললেন ওকে।

ক্যারিল আর রদারবাইকে ঘিরে এখন ছোটখাটো জটলা। রদারবাই'র পিত্তি যাতে জ্বলে যায় সেজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে শয়তানি হাসি হাসল ক্যারিল, ধীরেসুস্থে বসে পড়ল চেয়ারে। নামিয়ে-রাখা কার্ডগুলো তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যাতে রাগ আরও বাড়ে রদারবাই'র।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, চার্লস?' রদারবাই'র সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে বললেন দ্য ডিউক। 'ওই ভদ্রলোক এমন কিছু বলেছেন যা তোমার জন্য চূড়ান্ত অসম্মানজনক। এখন হয় তিনি যা বলেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন, ফিরিয়ে নেবেন তাঁর কথাগুলো, নইলে...'

'কোনো দরকার নেই দুঃখ প্রকাশ করার,' গলা ফাটাল রদারবাই, 'যা বলেছে সে তার জন্য ওকে নিজহাতে কুত্তার মতো খুন করবো আমি।'

'কুত্তার মতো মরার আগে,' হাতের তাসগুলোয় টোকা দিচ্ছে ক্যারিল, 'ভালোমানুষের মতো ওই ঘটনাটা জানিয়ে দিই

BanglaBook.org

আপনাদেরকে, ভদ্রমহোদয়গণ। এমন একজনের কাছ থেকে জানতে পারবেন আপনারা সেটা, যে নিজচোখে দেখেছে সব।'

'নিজচোখে?' সমস্বরে জানতে চাইল দু'-তিনজন। 'তারমানে আপনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে?'

'অবশ্যই। এবং দরকার হলে আরও সাক্ষী আনতে পারবো। সবাই আমার মতোই বলবে, প্রথমে অপহরণ এবং তারপর প্রতারণামূলক বিয়ের চেষ্টার সঙ্গে মাই লর্ড চার্লস রদারবাই ক্যারিল জড়িত।'

হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রদারবাই, ক্যারিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা যায়নি এখনও ওর। 'আপনারা কি ওই শয়তানটার কথাই শুনবেন?' আবারও চেঁচাল সে। 'আমার কোনো কথাই কি শুনবেন না? লোকটা একটা গুপ্তচর। সে একজন জ্যাকোবাইট। এখানে থাকার, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো অধিকার নেই ওর। হারামিটা এখানে ঢুকল কীভাবে?'

'নিজের যোগ্যতায়,' ফোড়ন কাটল ক্যারিল।

'আমি আর গ্যাসকয়েন দাওয়াত দিয়েছি ওকে,' মুখ খুলল স্যার হ্যারি কলিস। 'সে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ক্যারিলের বন্ধুদের দিকে তাকাল রদারবাই। যে অভিযোগ করেছিল সে ক্যারিলের বিরুদ্ধে, তা ভেস্তে যাওয়ায় থতমত খেয়ে গেছে।

রদারবাইকে ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে গেলেন হোয়ার্টন, ভ্রূ চুলকালেন। বললেন, 'হ্যারি, কিছু মনে কোরো না, তোমাদের বন্ধুকে তোমরা চেনো, আমরা কিন্তু চিনি না। আমার মনে হয় তাঁর ব্যাপারে জানা দরকার আমাদের। মিস্টার ক্যারিল কে? তিনি কোন্ অধিকারে সবার সামনে অপমান করছেন একজন লর্ডকে? তাঁর সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বই বা হলো কীভাবে?'

'অক্সফোর্ডে পড়ার সময় থেকে বন্ধুত্ব আমাদের। স্টেপলটন,

BanglaBook.org

গ্যাসকয়েন, ক্যারিল আর আমি—আমরা চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু তা-ই না, বললে আরও পনেরো-বিশজনকে খবর দিয়ে আনতে পারবো, যারা খুব ভালোমতো চেনে ক্যারিলকে। এবং যাদের কথা বলছি তারাও আমাদের সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়েছে। যা-হোক, মিস্টার ক্যারিল থাকে ফ্রান্সে, নর্ম্যাণ্ডির ম্যালিনিতে জমিদারি আছে ওদের। আমি আর স্টেপলটন কয়েকবার গিয়েছিও সেখানে। ...সে একজন জ্যাকোবাইট, হোয়াইট'স-এ ঢোকার কোনো অধিকারই নেই ওর—মাই লর্ড রদারবাই'র এসব অসত্য বক্তব্য খণ্ডনের জন্য আর কিছু বলার দরকার আছে?'

'অসত্য?' খেঁকিয়ে উঠল রদারবাই। 'আপনি আমাকে মিথ্যুক বলছেন, স্যর?'

'আহ্, চার্লস!' বিরক্তি প্রকাশ করলেন হোয়ার্টন, 'একসঙ্গে ক'টা সমস্যার সমাধান করবো আমরা বলো তো? আগে মিস্টার ক্যারিলের ব্যাপারটা ফয়সালা করতে দাও।'

তাঁর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল রদারবাই। 'আপনি ওই শয়তানটার পক্ষ নিচ্ছেন নাকি, য়োর গ্রেস?'

মাথা নাড়লেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। 'আমি কারও পক্ষই নিচ্ছি না। আমি এই রিসোর্টের প্রেসিডেন্ট, আমার সামনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, সেটা নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করার দায়িত্ব তো আমার উপরই বর্তায়, নাকি?'

তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে রদারবাই, রাগে কাঁপছে দু'ঠোঁট। 'যে-মানহানি হলো আমার, সেটার মীমাংসা করতে পারবেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?'

জবাব না-দিয়ে ক্যারিলের দিকে তাকালেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। 'মিস্টার ক্যারিল, স্যর হ্যারি যে-প্রশংসাপত্র দিলেন আপনার, স্বীকার করছি হোয়াইট'স-এর সেবা পাওয়ার উপযুক্ত আপনি। কিন্তু হিয লর্ডশিপ রদারবাই'র ব্যাপারে এমন কিছু কথা

বলেছেন আপনি একাধিক লোকের উপস্থিতিতে, যা মেনে নেয়ার মতো না। কারণ যে-অভিযোগ করেছেন আপনি তাঁর বিরুদ্ধে, তা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এবং যাঁদের সামনে বলেছেন কথাগুলো তাঁরা সবাই আপনার বন্ধু না যে, সেগুলো চেপে রাখবে। আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি, বুঝতে পেরেছেন আশা করি। এবার ফিরিয়ে নিন আপনার কথাগুলো, সবার সামনে স্বীকার করুন যা বলেছেন রাগের মাথায় বলেছেন, ওগুলো সত্যি না।'

সশব্দে নস্যির কৌটা বন্ধ করল ক্যারিল। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল, কিছু একটা বলবে।

কিন্তু সুযোগটা যাতে না-পায় সে সেজন্য আবারও আগে বাড়ার চেষ্টা করল রদারবাই। আবারও ওকে জাপ্টে ধরে রাখতে হলো।

'আহ্, চার্লস, তুমি কী শুরু করলে বলো তো?' হোয়ার্টনের বিরক্তি বাড়ছে। 'তুমি যদি মিস্টার ক্যারিলকে কথাই বলতে না-দাও, আমরা ধরে নেবো, তিনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন; সবার সামনে ওগুলো শোনার সাহস নেই বলে এ-রকম করছ তুমি। সেটাই কি চাও?'

শান্ত হয়ে গেল রদারবাই। ঘন ঘন দম নিচ্ছে সে, পাণ্ডুর হয়ে গেছে চেহারাটা। দু'চোখ থেকে রাগ ঠিকরে পড়ছে যেন। এ-রকম অগ্নিমূর্তি দেখা যায় না সাধারণত।

স্বভাবসুলভ উপহাসের সুরে "অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ"-এর ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করল ক্যারিল। ঘটনার বর্ণনা শেষ করে তাকাল হোয়ার্টনের দিকে, তাঁকে ছোট্ট একটা বাউ করে বলল, 'আপনি যা বলেছেন বুঝতে পেরেছি। তাই আবারও বলছি, আমি যা বললাম তার একটা বর্ণও মিথ্যা না। এবং কোনো কথাই রাগের মাথায় বলিনি। বরং হিয লর্ডশিপ যা বলেছেন আমার বিরুদ্ধে, তার সবই মনগড়া।'

BanglaBook.org

রদারবাই যা করেছে, তা যদি টম বা জোন্স নামের আটপৌরে কোনো লোক করত, কেউ মাথাই ঘামাত না। কিন্তু যাকে এত ভালো বলে জানে সবাই, যাকে এত উঁচু বংশের সন্তান বলে শ্রদ্ধা করে, সে-লোক নিজের লালসা চরিতার্থ করার জন্য নিজের বাবার ওয়ার্ডকেই বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ঘরছাড়া করেছে, এবং মেয়েটাকে বিয়ে করে যাতে কোনো জটিলতায় পড়তে না-হয় সেজন্য ভণ্ড যাজক এনে, বিদেশি সাক্ষীর উপস্থিতিতে নাটক করার চেষ্টা করেছে। এমন এক অসহায় মেয়েকে নিজের শিকারে পরিণত করেছে সে, এ-পৃথিবীতে আপন বলে যার কেউ নেই, যার হয়ে প্রতিবাদ জানাতে অথবা বিচার চাইতে পারবে না কেউ।

ক্যারিল আর রদারবাই বাদে যারা আছে ঘরে, তাদের সবার চোখে ঘৃণার দৃষ্টি, মুখে "ছি" শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছে না তারা, কিন্তু চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কী বলতে চাচ্ছে।

রদারবাই'র দিকে তাকালেন হোয়ার্টন, ওর চোখে চোখে তাকাতেও লজ্জা করছে তাঁর। বললেন, 'মিস্টার ক্যারিল যা বললেন, তুমি তা মেনে নিচ্ছ, চার্লস?'

অপমানে কালো হয়ে গেছে রদারবাই'র চেহারা, দেখে মনে হচ্ছে দুর্দমনীয় ক্রোধে এখনই জ্ঞান হারাবে সে। 'না!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, 'কুত্তাটা যা বলেছে, সব মিথ্যা! যদি সাহস থাকে, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াক সে আমার মুখোমুখি, আমাকে হারিয়ে প্রমাণ করুক সে মিথ্যুক না।'

গা-জ্বালানো হাসি হাসল ক্যারিল। 'আমি যে মিথ্যুক না, তা প্রমাণ করার আরও ভালো কোনো উপায় যদি থাকে, তা হলে তলোয়ারের দরকার কী?'

'যেমন?' জানতে চাইলেন হোয়ার্টন।

'সাক্ষী।'

'ভালো বলেছ, ক্যারিল,' সমর্থন করল স্টেপলটন।

BanglaBook.org

'কীসের সাক্ষী?' চেঁচিয়ে উঠল রদারবাই। 'আমি কোনো সাক্ষী মানি না। তুই যেমন মিথ্যুক, তোর সাক্ষীরাও তা-ই।'

'মিথ্যুক তুমি, মিস্টার চার্লস,' শান্ত গলায় বলল ক্যারিল, এতগুলো লোকের সামনে রদারবাইকে তার উপাধিসহ সম্বোধন না করে যারপরনাই অপমান করেছে, 'এবং মিথ্যুক বলেই সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাও। কাজেই তুমি একটা কাপুরুষও। সেজন্যই তো কোনো মেয়ের মন জিতে নিয়ে তাকে বিয়ে করার বদলে মেয়েটাকে ফুসলিয়ে ঘরছাড়া করো।'

'কী?' চেঁচিয়ে উঠে আবারও ক্যারিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল রদারবাই।

এবং আরও একবার বাধাগ্রস্ত হলো সে। এবার এগিয়ে এসে ওকে জাপ্টে ধরেছেন দ্য ডিউক।

'ছাড় আমাকে, ছাড়!' এতগুলো লোকের সামনে তুই-তোকারি করল সে হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনকে, 'এটা আমার ব্যাপার, তোর না! শালা নিমকহারাম কোথাকার, একচোখা বদমাশ!'

জীবনেও এত অপমানিত হননি হোয়ার্টন, চেহারা কালো হয়ে গেল তাঁর। রদারবাইকে ছেড়ে দিলেন তিনি, বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। মেজর গ্যাসকয়েন উঠে গিয়ে যোগ দিল হ্যারি কলিস আর স্টেপলটনের সঙ্গে, তিনজনে মিলে শক্ত করে ধরে রাখল রদারবাইকে, যাতে সে দৃষ্টিকটু কিছু করতে না পারে।

মিনিট দশেক আগেও যে-লোক ছিল বন্ধুর মতো, সবার সামনে তাঁকে যারপরনাই অপমান করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সব সম্পর্ক ছিন্ন করল রদারবাই।

যার মাথায় রক্ত উঠে গেছে, তার এতকিছু বুঝবার সময় নেই। তাই ক্যারিলের উদ্দেশ্যে আবারও হুঙ্কার ছাড়ল রদারবাই, 'কাপুরুষ আমি না, কাপুরুষ তুই। আর সেজন্যই ডুয়েল লড়তে ভয় পাচ্ছিস আমার বিরুদ্ধে।'

BanglaBook.org

চুপ করে আছে ক্যারিল। রাগ হচ্ছে ওরও, কিন্তু তা দমিয়ে রেখেছে সে। ভাবাবেগহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে রদারবাই'র দিকে।

'কী হলো, কাপুরুষ?' রদারবাই'র চেঁচানি থামেনি। 'চুপ করে আছিস কেন?'

'চুপ করে আছি, কারণ, যা বলার বলে দিয়েছি আমি।'

জবাবটা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন দ্য ডিউক; কেন, তা তিনিই ভালো জানেন।

'যা বলার বলে দিয়েছিস, না?' বলল রদারবাই।

মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। 'কেন, শোনোনি? কালা নাকি?'

হাতের সামনে একটা মোমবাতি জ্বলছে, ছোঁ মেরে ধাতব মোমদানিটা তুলে নিল রদাবারই—ক্যারিলের দিকে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু ওর মোমবাতি-ধরা হাতে প্রচণ্ড আঘাত করল হ্যারি কলিস, প্রথমে মোমবাতি, তারপর মোমদানিটা পড়ে গেল মেঝেতে।

এবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হ্যারি কলিসের দিকে তাকাল রদারবাই। 'এর জন্য মূল্য দিতে হবে তোমাকে, বলে রাখলাম। আমার বন্ধুরা যদি একবার খবর পায়...'

'খবরটা কীভাবে পাবে ওরা বুঝতে পারছি না,' মুখ খুলল ক্যারিল, 'তুমি নিজেই তো বন্দি এখানে! আর যদি পায়ও, ওদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করবো আমরা। ...কী বলো, বন্ধুরা, করবো না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই,' হ্যারি কলিস, স্টেপলটন, গ্যাসকয়েনসহ আরও কয়েকজন বলে উঠল একসঙ্গে।

বিড়বিড় করে ওদের সঙ্গে সুর মেলালেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনও, তবে তা শুনতে পেল না কেউ।

'কাপুরুষটাকে ছেড়ে দাও, বন্ধুরা,' উদাত্ত আহ্বান জানাল ক্যারিল, 'দরকার হলে বেরিয়ে যাওয়ার দরজাটা দেখিয়ে দাও

BanglaBook.org

ওকে। অনেকক্ষণ থেকে চুলকাচ্ছে আমার পা, সে আরও দেরি করলে যে-কোনো সময় কষে লাথি মারতে পারি ওর পশ্চাদ্দেশে।'

এবার হা হা করে হেসে উঠল সবাই।

'আর ডুয়েল লড়ার যদি এতই খায়েশ থাকে ওর,' বলে চলল ক্যারিল, 'তা হলে কবে কোথায় কখন লড়তে চায় জানাতে বলো। আমি হাজির থাকবো সময়মতো।'

ছেড়ে দেয়া হলো রদারবাইকে।

মাথা নিচু করে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। উধাও হয়ে গেছে ওর সব ক্রোধ, ওকে দেখে এখন পরাজিত সৈনিক বলে মনে হচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে থামল সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘরের লোকগুলোকে।

উপহাসের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। কারও কারও দৃষ্টিতে করুণা। লোকগুলো এতদিন যাকে ভদ্রলোক বলে জানত, তাদের চোখে আজ সে একজন দুর্বৃত্ত। উন্মোচিত হয়ে গেছে ওর ভদ্রতার মুখোশ, আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে-কথাটাই যেন জানিয়ে দিচ্ছে সবাই। কাল সকালে এসব নিয়ে আলোচনা হবে সারা শহরে, তারপর একসময় সমাজের উঁচু মহলে, তারপর...

সবকিছুর জন্য দায়ী ফ্রান্স-থেকে-আসা ওই শয়তানটা।

ওকে নিজের হাতে খুন করতেই হবে রদারবাইকে।

দরজার হাতলে হাত রাখল সে, আস্তে আস্তে ঘুরাল সেটা। শান্ত গলায় কিন্তু সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'লিঙ্কন ইন ফিল্ড। আগামীকাল সকাল সাতটা। সেইন্ট ক্লেমেন্ট ডেনের ঘড়ির সামনে।' হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনের দিকে তাকাল। 'আজ যে-আতিথেয়তা পেলাম হোয়াইট'স-এ, তা ভুলবো না কোনোদিন। ক্যারিলের সঙ্গে হিসাব চুকাই আগে, তারপর মীমাংসা করবো ওটার। আমার চলে যাওয়ার মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া না।'

দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল দ্রুত, সিঁড়িতে শোনা গেল ওর প্রায়-ছুটন্ত পদশব্দ।

'সময় নষ্ট করে লাভ নেই, বন্ধুরা,' আবারও উদাত্ত আহ্বান ক্যারিলের গলায়, 'এসো, খেলা চালিয়ে যাই। নেড, এবার তোমার দান।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ক্যারিলের দিকে। নিমকহারাম শব্দটা বাজছে তাঁর কানে।

ঠিকই বলেছে রদারবাই, ভাবলেন দ্য ডিউক, চলে যাওয়া মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া না।

খেলা শেষ করে সরাইখানায় ফিরতে ফিরতে একটু দেরিই করে ফেলল ক্যারিল। এবং ফেরামাত্র লেডাক জানাল, স্যর রিচার্ড এভারার্ড অপেক্ষা করছেন ওর জন্য।

স্যর রিচার্ড? এখানে? কী এমন জরুরি কাজ পড়েছে যে, ক্যারিলকে ডেকে না-পাঠিয়ে নিজেই হাজির হয়ে গেছেন তিনি? তাঁর আসা মানেই হলো এমন এক কর্তব্যের কথা মনে পড়া, যা ভুলে থাকার জন্য সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে ক্যারিল।

বিস্ময় আর বিতৃষ্ণা একইসঙ্গে পেয়ে বসল ওকে।

ঘরে ঢুকল সে, ওকে দেখামাত্র দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন স্যর রিচার্ড, বুকে টেনে নিলেন ওকে।

কুশলাদি বিনিময়ের পর দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়লেন দুটো চেয়ারে।

'কী খবর বলো? কেমন চলছে সব?'

চেহারা গম্ভীর হলো ক্যারিলের। 'লর্ড অস্টারমোরের কথা যদি বলেন, চিঠিটা দিয়েছি তাঁকে। আর আমার কথা যদি বলেন,' থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, 'তা হলে বলবো চিঠিটা না-দিলেই ভালো

BanglaBook.org

হতো, এসবের সঙ্গে না-জড়ালেই ভালো করতাম আমরা।'

'কেন?'

'কাজটা বোঝা হয়ে চেপে বসেছে আমার উপর। চেষ্টা করেও কিছুতেই ভুলতে পারছি না, লর্ড অস্টারমোর আমার বাবা।'

'আর তোমার মা?'

'লর্ড অস্টারমোরের যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন এতদিন আমার কাছে, তিনি যদি সত্যিই সে-রকম হতেন, হয়তো দ্বিধা করতাম না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বিস্মিত হতে হয়েছে আমাকে।'

'তা-ই নাকি? তা লর্ড অস্টারমোরকে কী রকম মনে হয়েছে তোমার?'

'দুর্বলচেতা। একটু বোকাটে। বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কোনোকিছুর মূল্যায়ন করার চেয়ে আবেগ কাজে লাগান তিনি বেশিরভাগ সময়। আর...জীবনের কোনো মানে তাঁর কাছে আছে বলে মনে হয়নি।'

'ব্যস? এটুকু দেখেই সব ভুলে গেলে? ওরকম কোনো লোক যদি কাউকে খুন করে তা হলে কি তাকে ফাঁসি দেবেন না আদালত?'

উঠে পায়চারি শুরু করল ক্যারিল। 'না, সব ভুলিনি। কিছুই ভুলিনি আসলে। আমি...আসলে...আমার কথা বোঝাতে পারিনি আপনাকে, এখনও পারছি না। লর্ড অস্টারমোর যদি কাউকে খুন করেন, তা হলে আদালত তাঁকে ফাঁসি দেবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁসির দড়িটা পরাবে কে—জল্লাদ না আমি? স্যার রিচার্ড, আমি তাঁকে ফাঁসি দিতে পারবো না। আমি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। তিনি যদি আমার বাবা না-ও হতেন, তবুও কাজটা করতে পারতাম না আমি। ভদ্রলোক হিসেবে বড় করেছেন আমাকে আপনি, সবরকমের ভদ্রতাজ্ঞান দিয়েছেন, এখন আমার পক্ষে কারও বুকে ছুরি চালানো সম্ভব না।'

BanglaBook.org

'অস্টারমোরের কী কপাল! যে-মেয়ে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসল, তাকে ফেলে চলে গেল, কেউ কিছু করতে পারল না। যে-ছেলে তার জারজ সন্তান, তাকে পাঠানো হলো বদলা নিতে, অথচ ছেলেটা বলছে বাবার বুকে ছুরি চালাতে পারবো না। দারুণ!'

জারজ সন্তান শব্দটা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেছে ক্যারিলের। বলল, 'আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, যেসব ঘটনা নিয়তিনির্ধারিত, সেসব বিষয়ে বদলার দায়িত্ব নিয়তির হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত। দেখুন না, ইতোমধ্যেই যারপরনাই ভুগেছেন লর্ড অস্টারমোর, তাঁর কপালে আরও কত ভোগান্তি বাকি আছে কে জানে! আমার মাকে পরিত্যাগ করে বিয়ে করেছেন তিনি খানদানি এক মহিলাকে, যিনি, আমার মনে হয় না, একদিনের জন্যও সুখশান্তি দিতে পেরেছেন তাঁকে। ওই মহিলার গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে, যাকে প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অভিশাপ দেন লর্ড অস্টারমোর, কথায় কথায় ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তাঁর উপর, আমার মনে হয়, মা'র অভিশাপ ঠিকমতোই লেগে গেছে। কাজেই এত কষ্ট করে কিছু করার দরকার নেই আমাদের। তারপরও, যদি আপনি চান করবেন কাজটা, যদি আমাকে আসলেই ভালোবেসে থাকেন, তা হলে আমার অনুরোধ, আমার বদলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিন।'

'যদি তোমাকে আসলেই ভালোবেসে থাকি মানে?' থতমত খেয়ে গেছেন স্যর রিচার্ড। 'এতদিন পর এটা কী বললে, জাস্টিন?'

থতমত খেয়ে গেছে ক্যারিলও। বুঝতে পারছে, বলতে গিয়ে বেশি বলে ফেলেছে। অনেকটা অনুশোচনার ঢং-এ বলল, 'লর্ড অস্টারমোরের পারিবারিক অবস্থা কতটা ভয়াবহ, বোঝাতে পারছি না আপনাকে। তিনি যদি মারা যান, আমার মনে হয় না মিস উইনথ্রোপ ছাড়া অন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের-পানিও ফেলবে।'

BanglaBook.org

'ওর মতো একটা লোকের জন্য কারোরই চোখের-পানি ফেলা উচিত না। ...মিস উইনথ্রোপ কে?'

'লর্ড অস্টারমোরের ওয়ার্ড। চমৎকার একটা মেয়ে। ওর মতো মিষ্টি চেহারার কাউকে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

চোখ জোড়া সরু হলো স্যর রিচার্ডের। 'কথা শুনে মনে হচ্ছে মেয়েটার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও হয়ে গেছে তোমার?'

জবাব না-দিয়ে "অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভের" ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল ক্যারিল।

সব শুনে তিতা হাসি হাসলেন স্যর রিচার্ড, মাথা ঝাঁকাচ্ছেন আস্তে আস্তে। 'যেমন বাপ তেমন ছেলে। আপেল গাছে আপেল ছাড়া আর কোন্ ফল ধরবে, বলো? কিন্তু...মেয়েটার ব্যাপারে আরও কিছু বলো তো। ওই দুই নরকের-শয়তানের সঙ্গে ওরকম একটা মেয়ে জুটল কী করে?'

'আসলে...আমিও খুব বেশি কিছু জানি না মিস উইনথ্রোপের ব্যাপারে। তারপরও, যতটুকু জানতে পেরেছি, বলছি। ওর বাবা আর লর্ড অস্টামোরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল এককালে। মা-মরা মেয়েটাকে অন্য কারও কাছে দিয়ে যেতে সাহস পাননি লোকটা মরার আগে। তাই ওর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করেন লর্ড অস্টারমোরকেই। সেই থেকে মেয়েটা স্ট্রেটন হাউসেই আছে। ওকে নিজের মেয়ের মতোই আদর করেন লর্ড অস্টারমোর। আর হর্টেনশিয়াও...মানে, মিস উইনথ্রোপও বাবার মতোই দেখে তাঁকে।'

'হর্টেনশিয়া?' ভ্রূ উঁচু করলেন স্যর রিচার্ড। 'ওর পুরো নাম হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ? তুমি তা হলে মেয়েটাকে ওর নাম ধরে ডাকো?'

'আসলে...' কী বলবে বুঝতে পারছে না ক্যারিল, 'আপনি জিজ্ঞেস করলেন, তাই...। মেয়েটা লম্বা না, মাঝারি উচ্চতার।

BanglaBook.org

হালকাপাতলা শরীর। ঘন কালো চুল মাথায়। চেহারাটা...অন্যরকম সুন্দর, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আর চোখ দুটো...খুবই বিষণ্ন, দেখলেই মায়া জাগে, মনে হয় মেয়েটা দুঃখী। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ যদি নরকেও যায়, ভাববে, সে বুঝি স্বর্গে আছে।'

একদৃষ্টিতে ক্যারিলকে দেখছিলেন স্যর রিচার্ড, হর্টেনশিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওর চেহারায় ভাবের যে-পরিবর্তন হয়েছে তা তাঁর নজর এড়ায়নি। 'তুমি কি মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলেছ, জাস্টিন?'

থমকে গেল ক্যারিল, স্যর রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল। পালকপিতার সঙ্গে কোনোদিন মিথ্যা বলেনি সে, আজও বলতে পারবে না।

'বলো, জাস্টিন, তুমি কি ভালোবেসে ফেলেছ মেয়েটাকে?'

চুপ করে আছে ক্যারিল। আস্তে আস্তে দৃষ্টি নত করল সে।

যা বুঝবার বুঝে নিলেন স্যর রিচার্ড। 'মেয়েটাও কি তোমাকে ভালোবাসে?'

'জানি না,' মৃদু স্বরে বলল ক্যারিল, এখনও তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

'ও...এ-ই তা হলে আসল ঘটনা। এ-ই তা হলে বদলা নিতে না-পারার আসল কারণ!'

চোখ তুলল ক্যারিল। 'বদলা নিতে না-পারার সঙ্গে হর্টেনশিয়ার কী সম্পর্ক?'

'আসলেই বোঝোনি, নাকি বুঝেও না-বুঝবার ভান করছ? অস্টারমোরকে শেষ করতে গিয়ে ভালোবেসে ফেলেছ লোকটার ওয়ার্ডকে, এখন তোমার মনে ভয়, যদি অস্টারমোরের কিছু হয়ে যায় তা হলে হর্টেনশিয়ার কী হবে।'

'না...দয়া করে ভুল বুঝবেন না! হর্টেনশিয়াকে দেখে বুঝতে

BanglaBook.org

পেরেছি, আমার সঙ্গে কত বড় অন্যায় করেছেন লর্ড অস্টারমোর—কোনো মেয়েকে বলার মতো নামই নেই আমার। বিশ্বাস করুন, লর্ড অস্টারমোরের ব্যাপারে...'

'চুপ করো, জাস্টিন। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে কীভাবে বোকা বানাই, না?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যর রিচার্ড। 'তোমার মনে হচ্ছে এসবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই হর্টেনশিয়ার, কিন্তু আসলে হর্টেনশিয়াই হচ্ছে একনম্বর কারণ। এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। যে-ছেলে বদলা নেয়ার কথা বলে আমার সঙ্গে এল ইংল্যাণ্ডে, হঠাৎ করেই বেঁকে বসল সে—এসব শুধু শুধু হয়নি। কোথাকার কোন্ মেয়েকে দেখেছ তুমি, তা-ও বেশি হলে দু'-তিনবার হয়তো, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মা'র প্রতি কর্তব্যের কথা ভুলে গেছ। ওহ্, জাস্টিন, তোমাকে কত শক্ত মনের মানুষ ভেবেছিলাম!'

'আপনার কথাটা ঠিক না।'

'প্রমাণ দাও তা হলে।'

কিন্তু প্রথম দেখাতেই যে নিজের হৃদয় সমর্পণ করেছে অচেনা-অজানা এক মেয়ের কাছে, সে কী প্রমাণ দেবে? তাই পালকপিতার দাবি মেটাতে না-পেরে চুপ করে থাকল ক্যারিল।

'ও...' ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন স্যর রিচার্ড, 'তা হলে সেই মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ভুলে যাবে তোমার মা'র কথা, যে-অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তোমার মাকে সে-কথা?'

'না, ভুলবো না,' চিৎকার করে উঠল ক্যারিল। 'দয়া করে আর মানসিক যন্ত্রণা দেবেন না আমাকে।' তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আগামীকাল যাবো লর্ড অস্টারমোরের কাছে। রাজা জেমসের চিঠির কোনো জবাব দেবেন কি না জানতে চাইবো।'

জ্বলে উঠল স্যর রিচার্ডের দু'চোখ, তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়েই বিদায় নিল। 'বিশপ আটারবারি'র

BanglaBook.org

সঙ্গে দেখা করেছি আমি। আমাকে বার বার তাগাদা দিয়েছেন তিনি, বলেছেন হাতে সময় খুব কম। যা করার জলদি করতে হবে। আর আমাদের পরিকল্পনার জাল এখন এতদূর ছড়িয়ে গেছে যে, ইচ্ছা করলেও পিছু হটা সম্ভব না। ...নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কী বোঝাতে চাচ্ছি?'

'স্যর রিচার্ড, এ-বিষয়ে আর কিছু বলবেন না আজ রাতে,' শুনে মনে হলো যেন মিনতি করছে ক্যারিল। 'শুধু বিশ্বাস করুন, যা করবো বলে কথা দিয়েছি, সে-কাজ করবো শেষপর্যন্ত। কিন্তু আজ রাতে সে-বিষয়ে আর কিছু বলবেন না দয়া করে।'

ক্যারিলের অবস্থা দেখে মায়া হলো স্যর রিচার্ডের, কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দিলেন না তিনি। বরং উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। 'ঠিক আছে, চলি তা হলে। আগামীকাল অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করে আমার কাছে যাবে তো?'

'কেন, আপনি থাকবেন না এখানে?'

'না। তোমার এখানে জায়গা কম, গাদাগাদি করতে চাই না। তা ছাড়া জ্যাকোবাইট হিসেবে কুখ্যাতি আছে আমার, চাই না তোমাকেও সন্দেহ করুক কেউ। মেইডেন লেনের এক কোনায়, গোল্ডেন ফ্লিচ নামের দোকানটার উপরতলায় ছোটখাটো একটা বাসা নিয়েছি আপাতত, এখন থেকে ওখানেই থাকবো। যা-হোক, অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করার পর, কী বলল সে জানানোর জন্য যেয়ো আমার বাসায়,' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ক্যারিলের দিকে। 'গুডনাইট, জাস্টিন।'

হাতটা ধরে আলতো করে চাপ দিল ক্যারিল। রদারবাই'র সঙ্গে ওর ডুয়েলের কথাটা স্যর রিচার্ডকে বলবে কি না ভাবল, কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে এবং আরও একগাদা উপদেশ শুনতে হতে পারে ভেবে চেপে গেল শেষপর্যন্ত।

তাই শুধু বলল, 'গুডনাইট।'

BanglaBook.org

হায় নিয়তি! কে জানত, পিতা-পুত্র এভাবে আর কোনোদিন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে পারবে না একজন আরেকজনকে।

ওল্ড প্যালেস য়ার্ড থেকে বের হয়ে এসেছেন স্যর রিচার্ড। বাসায় ফেরার তাড়া অনুভব করছেন। আসলেই, রাত হয়ে গেছে অনেক। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হলেন তিনি। তারপর কোনোদিকে না-তাকিয়ে সোজা হাঁটা ধরলেন মেইডেন লেনের উদ্দেশে।

দেয়ালের ছায়ার সঙ্গে মিশে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিল মানবমূর্তিটা। এবার যেন প্রাণ পেল সে, সচল হলো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভ্যস্ত পায়ে অনুসরণ করছে সে স্যর রিচার্ডকে, কিছু বুঝতেই দিচ্ছে না তাঁকে।

চ্যারিং ক্রশ পার হলেন স্যর রিচার্ড, তারপর দ্য স্ট্র্যাণ্ড ঘুরে মোড় নিলেন বেডফোর্ড স্ট্রিটের দিকে। নিশ্চিন্ত মনে এসে হাজির হলেন মেইডেন লেনে।

ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না, দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর বাসাটা চিনে নিল নিঃশব্দ অনুসরণকারী।

এগারো

সকাল সাতটা। লিঙ্কন ইন ফিল্ড।

দিনের এই সময়ে জায়গাটা ডুয়েলের জন্য সুবিধাজনক, তারপরও একটা অসুবিধা আছে—স্ট্রেটন হাউস থেকে দেখা যায় জায়গাটা। রাগের মাথায় এ-জায়গার নাম বলে ফেলেছে রদারবাই,

BanglaBook.org

তখন অসুবিধাটার কথা খেয়াল ছিল না ওর।

সেইন্ট ক্লেমেন্ট ডেনের ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা বাজছে, এমন সময় হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন আর মেজর গ্যাসকয়েনকে সঙ্গে নিয়ে লিঙ্কন ইন ফিল্ডের পার্কে ঢুকল ক্যারিল। একটা কোচে করে এসেছে ওরা, ওদের অপেক্ষায় পর্তুগাল রো'র কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

গাছের সারির মধ্য দিয়ে হাঁটছে ওরা, প্রতিপক্ষ এসেছে কি না দেখার জন্য ডিউককে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল মেজর। এতে করে সময় কিছুটা বাঁচবে। একপাশে সরে দাঁড়াল ক্যারিল, বুক ভরে দম নিচ্ছে, রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটার সজীবতা অনুভব করার চেষ্টা করছে।

মন ভার হয়ে আছে ওর, কিছুটা বিচলিতও বটে। স্যর রিচার্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ভালো ঘুম হয়নি গত রাতে। পালকপিতার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে জেনেবুঝে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে কি না জন্মদাতা পিতাকে, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এখনও। কর্তব্যবোধ যে-পথে যেতে বলছে ওকে, বিবেক এখনও যেতে বলছে তার উল্টো পথে। মা'র নিষ্ঠুর মৃত্যুর বদলা নেয়া উচিত, বুঝতে পারছে সে, কিন্তু কাজটা করতে গেলে যে-মানুষটা সারা-পৃথিবীতে ওর একমাত্র আত্মীয়, সারা পৃথিবীতে একমাত্র যে-মানুষটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে ওর, তাঁর সঙ্গে ছিন্ন করতে হবে সব সম্পর্ক।

BanglaBook.org

অপরপক্ষে রদারবাই যত খারাপই হোক না কেন, হর্টেনশিয়ার সঙ্গে সে যা-ই করে থাকুক না কেন, লোকটা ওর ভাই। কথাটা রদারবাই'র জানা নেই, কিন্তু ক্যারিল জানে। বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইকে আঘাত করতে পারবে সে তলোয়ার দিয়ে?

ঘাসেছাওয়া জমিন ধরে আবার হাঁটতে লাগল ক্যারিল। শিশির জমে আছে এখনও, মুক্তোর মতো চমকাচ্ছে থেকে থেকে। আচ্ছা,

এই ডুয়েলটা কি কোনোভাবে এড়ানো যায় না? এমন কোনো ঘটনা কি ঘটতে পারে, যার কারণে ভেস্তে যায় পুরো ব্যাপারটা?

'লোকটা আসছে না কেন?' গ্যাসকয়েনের উঁচু গলার আওয়াজে চিন্তার জাল ছিঁড়ল ক্যারিলের। 'কাল রাতে গলা পর্যন্ত গিলেছে নাকি? এখনও উঠতে পারেনি ঘুম থেকে?'

'রাস্তায় কিন্তু ইতোমধ্যেই লোকজন বেরিয়ে পড়েছে,' বললেন হোয়ার্টন। 'হিয লর্ডশিপ যদি আরও দেরি করে, ওর জন্য শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো কি না সন্দেহ আছে আমার। এখানে কোনো ডুয়েল হচ্ছে—খবর পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে শহরের অর্ধেক লোক। এতগুলো লোকের সামনে লড়াই করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'ওরা কারা?' একপাশে সরে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে তাকাল গ্যাসকয়েন যাতে ভালোমতো দেখতে পারে। 'আহ্! ওই যে আসছে ওরা!' বেড়া পার হয়ে ভিতরে আসছে তিনজন লোক, ইশারায় দেখিয়ে দিল ওদেরকে।

লর্ড রদারবাই'র সঙ্গের দু'জনের একজনের নাম মেইনওয়ারিং—এক রক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন। লোকটা বিশালদেহী, দেখামাত্র ষাঁড়ের কথা মনে পড়ে। আরেকজন ফ্যালগেট—উদ্ধত আর অমিতব্যয়ী এক যুবক।

এখনও ঘুম লেপ্টে আছে ফ্যালগেটের দু'চোখে। 'শালা ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়েছিস মারামারি দেখানোর জন্য,' হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে বলল সে ওর বন্ধু রদারবাইকে, দু'জনই "হেল ফায়ার ক্লাবের" সদস্য। 'আজ সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে থাকতে হবে,' পকেট থেকে রুমাল বের করে ভ্রূ'র ঘাম মুছল।

'কাজ শুরু করতে পারি আমরা?' ষাঁড়ের মতোই হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল মেইনওয়ারিং, ক্যারিলদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ওরা তিনজনে।

BanglaBook.org

'জী,' জবাব দিলেন হোয়ার্টন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'দেরি?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল ফ্যালগেট। 'কেন, আপনাদের বীর যোদ্ধার বোধহয় কবরে শোওয়ার জন্য তর সহ্য হচ্ছে না?'

'না,' বলল গ্যাসকয়েন, 'আসলে সময় বাঁচাতে চাচ্ছি। যা-হোক, ইতোমধ্যে চারপাশে নজর বুলিয়েছি, কাউকে দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় গাছের সারির নীচে ওই জায়গাটা ভালো হবে।'

সরু চোখে জায়গাটার দিকে তাকাল মেইনওয়ারিং। 'আমারও তা-ই মনে হয়। ওখানে রোদ লাগবে না।'

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' চেঁচিয়ে বলল রদারবাই, সঙ্গীদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'নিশ্চয়ই ওখানে কোনো-না-কোনো ফাঁদ পেতেছে ওরা আমার জন্য। তারচেয়ে বরং ঘাসেছাওয়া জায়গাটা ভালো।'

'কিন্তু ওখানে কোনো আড়াল নেই,' বললেন দ্য ডিউক। 'স্ট্রেটন হাউস থেকে সরাসরি দেখা যাবে জায়গাটা।'

'দেখা গেলে কী হবে?' ভেংচি কাটার মতো করে বলল রদারবাই। 'কে কী দেখল না-দেখল তার পরোয়া করি না আমি। নাকি আপনি চান না কেউ দেখে ফেলুক আপনার বন্ধু ডুয়েল লড়ছে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা লুটছেন আপনি?'

ওর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন দ্য ডিউক। তারপর গ্যাসকয়েনকে বললেন, 'আমাদের বোধহয় সরে যাওয়াই ভালো। যা করার করুক ওরা দু'জন।'

'মেইনওয়ারিং!' দরকার না-থাকার পরও আবারও চেঁচাল রদারবাই, 'আমার তলোয়ারগুলো ঠিক আছে কি না দেখো তো! আর ফ্যালগেট, এদিকে এসো! একটু ঠিকঠাক করে দাও আমার কাপড়।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার নিচু গলায় দুই সঙ্গীর উদ্দেশ্যে

BanglaBook.org

বলল ক্যারিল, 'এটা কি কোনোভাবেই এড়ানো যায় না?'

'এড়াতে চান!' যারপরনাই বিস্মিত হয়েছেন হোয়ার্টন।

গ্যাসকয়েনও ঘুরে তাকিয়েছে ক্যারিলের দিকে। 'কী বলতে চাও?'

'বলছি, ডুয়েল কি লড়তেই হবে?'

হোয়ার্টনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্যাসকয়েন, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তিত ভঙ্গিতে থুঁতনি চুলকাল। বলল, 'না, ডুয়েল লড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে হিয লর্ডশিপের কাছে মাফ চাইতে হবে তোমাকে। সবার সামনে স্বীকার করতে হবে, হিয লর্ডশিপের ব্যাপারে জেনেবুঝে মিথ্যা কথা বলেছ তুমি। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছ, সব বানোয়াট। স্বীকার করে নিতে হবে, তুমি নিজে একটা মিথ্যুক। বলতে হবে, মেইডস্টোনে যা ঘটেছে সে-ব্যাপারে কোনো দোষ ছিল না হিয লর্ডশিপের। আশা করি এসবের কোনোটাই করবে না তুমি?'

'আসলে...ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চাচ্ছি না আমি,' ক্যারিলের গলা এখনও নিচু। 'ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্য ডুয়েল লড়াটা ঘৃণা করি আমি।'

ওকে একদৃষ্টিতে দেখছেন হোয়ার্টন। সম্পূর্ণ শান্ত ক্যারিল, নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে ওর। তারমানে ডুয়েল লড়তে না-চাওয়ার পিছনে ওর উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, অন্তত এটা নিশ্চিত, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চাচ্ছে না সে আসলেই। 'সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, মিস্টার ক্যারিল,' মনে করিয়ে দিলেন তিনি। 'জলদি সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে। আরেকটা কথা। আপনি যদি এখন ডুয়েল না-লড়েন, তা হলে শুধু আপনিই বদনামী হবেন না, যে-মেয়েটার ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন সে-ও বদনামী হবে।'

'ঈশ্বরের দোহাই,' গ্যাসকয়েনের কণ্ঠে বিরক্তি, 'তোমার কী

BanglaBook.org

হয়েছে বলো তো, ক্যারিল?'

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ক্যারিল। 'কিছুও না। গ্যাসকয়েন, হিয লর্ডশিপের বন্ধুর কাছে গিয়ে তলোয়ারগুলো একটু দেখে এসো।'

যেন পাষাণভার নেমে গেছে বুক থেকে, এ-রকমভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেল গ্যাসকয়েন। ওদিকে হোয়ার্টনের সহযোগিতায় কোট আর ওয়েস্টকোট খুলে ফেলল ক্যারিল, জুতো জোড়াও খুলে লাথি মেরে সরিয়ে দিল দূরে। খানিকটা ঝুঁকে একদিকে কাত হয়ে দাঁড়াল, সাদা হল্যাণ্ড শার্ট আর মুক্তোরঙা প্যান্টে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে এখন।

ওর হাতে একটা তলোয়ার ধরিয়ে দিল গ্যাসকয়েন।

কিছুক্ষণ পর ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল রদারবাই। উইগ খুলে ফেলেছে সে, বড় একটা রুমাল বেঁধেছে মাথায়, উত্তেজনায় কাঁপছে কিছুটা। খেয়াল করলে সেই কাঁপুনি দেখা যায় ওর তলোয়ারের ফলাতেও।

ডুয়েলের শুরুতে ভদ্রতাসূচক নিয়ম হচ্ছে, দুই লড়িয়ে একজন আরেকজনের মুখোমুখি দাঁড়াবে, সম্মান জানাবে পরস্পরকে। কিন্তু ক্যারিল বাউ করলেও সে-কাজের কাছ দিয়েও গেল না রদারবাই, বরং প্রতিপক্ষ অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে ভেবে তাকে গেঁথে ফেলার নিয়তে দ্রুত আগে বাড়ল। এক সেকেণ্ডের জন্য বাকি চারজনের মনে হলো ডুয়েল শেষ, ক্যারিলের খেল্ এখানেই খতম। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে প্রায় অলৌকিক দক্ষতায় ডান পায়ের উপর ভর রেখে শরীরটা পাক খাওয়াল ক্যারিল, দেখলে যে-কেউ ওকে একজন অসি-লড়িয়ে না-বলে বলবে ড্যান্সিংমাস্টার।

কোনো তাড়াহুড়ো নেই ওর, রদারবাইকে এভাবে হামলা করতে দেখে ভয়ও পায়নি, যেন আগে থেকেই জানত এ-রকম কিছু ঘটতে পারে। সে যখন পাক খেয়ে সরে যাচ্ছে তখন ওর গা

BanglaBook.org

...বেরিয়ে গেল রদারবাই'র তলোয়ারের ফলা, সেটা ক্যারিলের ...পাশে ফুটো করল সকালের শান্ত বাতাসকে।

আচমকা আঘাত করেছে, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, তাই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে রদারবাই'র, ক্যারিলের নাগালের মধ্যে ...চলে গেছে সে। ওদিকে চরকির মতো পাক খেয়ে পজিশন নিয়ে ফেলেছে ক্যারিল, এখন সে আছে সুবিধাজনক অবস্থায়।

কিন্তু...বেশি সময় নিয়ে ফেলছে না ক্যারিল? ইচ্ছা করলেই ...কোপ মারতে পারে সে রদারবাইকে, কিন্তু করছে না কাজটা। অন্ততপক্ষে জুতসই একটা খোঁচা মারতে পারে অনায়াসে, তা-ও করছে না। বরং হাসছে মিটিমিটি! হাতেধরা তলোয়ারটা দোলাচ্ছে ...বেত দোলানোর মতো করে, সময় দিচ্ছে রদারবাইকে, একইসঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ফ্যালগেটের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। বিড়বিড় করে কী ...যেন বলল মেইনওয়ারিং, ঠিক বোঝা গেল না।

ওদিকে গ্যাসকয়েনও বিড়বিড় করছে, ওর চেহারা বলে দিচ্ছে ডুয়েলের শুরুতেই এত চমৎকার একটা সুযোগ হাতছাড়া করায় যারপরনাই বিরক্ত সে ক্যারিলের উপর।

উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরেছেন হোয়ার্টন, কী ঘটছে বুঝবার চেষ্টা করছেন।

ভারসাম্য ফিরে পেল রদারবাই, সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

দুই অসি-লড়িয়ে এখন একজন আরেকজনকে দেখছে, নতুন হামলার আগে যাচাই করে নিচ্ছে হয়তো। তারপর আবারও, আগের মতো হঠাৎ করে, হামলা করল রদারবাই।

বিপজ্জনকভাবে কিন্তু হালকা মেজাজে একের পর এক আঘাত ঠেকাচ্ছে ক্যারিল; এমন ভঙ্গিতে তলোয়ার চালাচ্ছে সে যে, দেখলে মনে হয় ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন শিক্ষক। আসলে একটা ফ্রেঞ্চ স্কুলে শেখা অসিলড়াইয়ের রক্ষণাত্মক কায়দাগুলো প্রয়োগ করছে

BanglaBook.org

সে, যত জলদি সম্ভব বিরক্ত করে তুলতে চাচ্ছে ওর প্রতিপক্ষকে।

রদারবাই নিজেও ভালো সোর্ডম্যান, অসিলড়াইয়ের কায়দাকানুন জানা আছে ওরও; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল, ওর চেয়ে অনেক ভালো লড়িয়ে ক্যারিল, অন্তত রক্ষণাত্মক কায়দাগুলোতে। একের পর এক আঘাত ঠেকিয়ে যাচ্ছে লোকটা অবলীলায়। সময় যত যাচ্ছে, রদারবাই'র তত মনে হচ্ছে ক্যারিলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করা অসম্ভব।

যা চেয়েছিল ক্যারিল ঠিক তা-ই করতে পারল—নাচিয়ে ছাড়ল সে রদারবাইকে, বার বার আঘাত করতে গিয়েও শেষপর্যন্ত কিছুই করতে না-পারায় রদারবাই'র বিরক্তি রূপ নিল ক্রোধে, আক্রমণের সহজ কায়দাগুলো বাদ দিয়ে গায়ের জোর প্রয়োগ করতে লাগল সে। কোনো লাভই হলো না—ক্যারিল তো পরের কথা, ওর শার্টের একটা সুতোও ছিঁড়তে পারল না রদারবাই।

হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল সে মাটিতে। ঘেমে গেছে ওর পুরো শরীর, রোদে চকচক করছে ঘামেভেজা চেহারাটা। জোরে জোরে দম নিতে নিতেই বলল, 'শালা ফরাসি কুত্তা!' হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মারল মাটিতে যাতে মনোযোগ নষ্ট হয় প্রতিপক্ষের। তারপর 'পারলে ঠেকা এবার,' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারিলের উপর।

কিছুই বলল না ক্যারিল, আগের মতোই অবলীলায় ঠেকাচ্ছে সে রদারবাই'র একের পর এক আঘাত। লোকটাকে আঘাত করার অনেক সুযোগ পেয়েছে সে, কিন্তু কাজে লাগায়নি একটাও। বরং সামলে নেয়ার সুযোগ দিচ্ছে রদারবাইকে বার বার, কখনও দূরে সরে যাচ্ছে যাতে কিছুটা হলেও দম নিতে পারে লোকটা।

সময় কোন্‌দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে টেরই পাচ্ছে না কেউ। একজন দু'জন করে উৎসুক দর্শক জমতে শুরু করেছে ওদের আশপাশে। এমনকী স্ট্রেটন হাউসের ব্যালকনিতে কখন এসে

দাঁড়িয়েছেন দি আর্ল, কখন তাঁর পাশে গিয়েছেন লেডি অস্টারমোর, তা-ও জানে না ওরা।

হাস্যকর ডুয়েলটা কিছুক্ষণ দেখলেন লর্ড অস্টারমোর, তারপর মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন বাড়ির ভিতরে। কিছুক্ষণ পরই তাকে দেখা গেল বাইরের রাস্তায়, কামানের গোলার মতো ছুটে আসছেন পার্কের দিকে। পিছন পিছন হন্তদন্ত হয়ে আসছে দু'জন চাকর।

এদিকে অসিলড়াই চলছে। আসলে লড়াই চলছে না-বলে বলা ভালো টলমল করছে রদারবাই, হাঁপাচ্ছে সমানে, একইসঙ্গে টের পাচ্ছে বাতাসের জন্য কাতরাচ্ছে ওর ফুসফুস দুটো, অনেক ভারী মনে হচ্ছে তলোয়ারটাকে। কিন্তু ক্যারিলের কিছুই হয়নি, এবং এতক্ষণে আক্রমণ করেছে সে। আশ্চর্য দ্রুততায় ও দক্ষতায় একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করছে প্রতিপক্ষের উপর, ঠেকাতে গিয়ে দম নেয়ার অবকাশটুকুও পাচ্ছে না রদারবাই। সময় যত যাচ্ছে তত ভারী হয়ে আসছে ওর মাথা, বুঝতে পারছে জীবনের শেষসময় ঘনিয়ে আসছে ওর।

তারপরও ওর রাগ কমেনি একটুও, সিদ্ধান্ত নিল ক্যারিলকে না-মেরে মরবে না।

একের পর এক হামলা করতে করতে বোধহয় অসতর্ক হয়ে গেছে ক্যারিল, অন্তত রদারবাই'র তা-ই মনে হচ্ছে; একটা সুযোগ দেখতে পেল সে। শরীরের অবশিষ্ট সব শক্তি একত্রিত করে চলে গেল পাল্টা আক্রমণে। ক্যারিলের কাছে গিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে তলোয়ার তুলল, কিন্তু কাজটা না-করে নিচু হলো ঝট করে, ফলাটা ক্যারিলের পেটে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য লাফিয়ে আগে বাড়ল। এবং ওর পরিকল্পনা সফল হতে যাচ্ছে টের পেয়ে একটা মুহূর্তের জন্য একটুখানি হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোনায়।

কিন্তু ওই এক মুহূর্ত পরই বিদায় নিল হাসিটা। অদ্ভুত কিছু

BanglaBook.org

একটা হয়েছে। এবং ঘটনাটা কীভাবে ঘটল সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই রদারবাই'র।

শেষমুহূর্তে—কীভাবে জানে না রদারবাই, সারাজীবনেও এত চমৎকার কোনো রক্ষণাত্মক কায়দা দেখেনি সে—তলোয়ার নামিয়েছে ক্যারিল, হাতের নিখুঁত মোচড়ে নিজের শরীর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে সে প্রতিপক্ষের রক্তলোলুপ তলোয়ারটাকে, পরক্ষণেই নিজের তলোয়ার দিয়ে প্রচণ্ড এক কোপ মেরেছে ওটাতে। ফলে রদারবাই'র হাত থেকে ছুটে গিয়ে ওর পা'র কাছ থেকে ফুট দেড়েক দূরে মাটিতে আছড়ে পড়ল অস্ত্রটা।

মূর্তির মতো জমে গেছে রদারবাই। ভয়ের ঠাণ্ডা ঘাম নামতে শুরু করেছে ওর কপাল বেয়ে। দম বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

ধীরে ধীরে নামছে ক্যারিলের তলোয়ার। ফলাটার সঙ্গে যেন আঠার মতো আটকে গেছে রদারবাই'র চোখ দুটো। নামছে ফলাটা, এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের গলার দিকে। শেষপর্যন্ত রদারবাই'র গলা থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরে স্থির হলো সেটা।

স্থির হয়ে আছে রদারবাইও, নড়ছে না একদম। নড়ছে না তলোয়ারটাও, এমনকী ক্যারিলও। উপস্থিত দর্শকরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রদারবাই'র দৃষ্টি এখন চকচকে ফলাটা ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে ক্যারিলের জ্বলজ্বলে দু'চোখের উপর নিবদ্ধ। আশ্চর্য, ফরাসি লোকটার চেহারায় প্রশান্ত গাম্ভীর্য, কিন্তু ঠোঁটের কোনায় বরাবরের মতো সেই তাচ্ছিল্যের হাসি!

মনে হচ্ছে সময় আর সারা-পৃথিবী যেন থেমে গেছে।

একজন লোক খুন করার জন্য, আরেকজন লোক মারা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

মাথার অনেক উপরে নীল আকাশে উড়তে উড়তে ডেকে উঠল একটা পাখি, কিন্তু রদারবাই তা শুনতে পেল না। নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারে যাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়

BanglaBook.org

বোধহয় কাজ করে না।

তাই রদারবাই'র সামনে এখন শুধু একটা চকচকে ফলা আর এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ।

'আরও লাগবে, স্যর?' বিনীত ভঙ্গিতে কিন্তু চরম উপহাসের সঙ্গে বলল ক্যারিল, ধীরে ধীরে তলোয়ার নামাচ্ছে।

জবাব দিল না রদারবাই। দেয়ার মতো কোনো জবাব নেই ওর মুখে।

'আমার মনে হয় আর লাগবে না, যথেষ্ট হয়েছে। ইচ্ছা করলে পরপারে পাঠাতে পারতাম আপনাকে, কিন্তু তা হলে বেয়াদব অবস্থায় মারা যেতেন আপনি। তারচেয়ে বরং প্রাণভিক্ষা দিলাম, আশা করি যা শিখেছেন তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারবেন।'

রদারবাইকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে জেগে উঠছে যেন—কিছুই বুঝতে পারছে না। এতক্ষণ ধরে চেপে-রাখা দম সশব্দে ছাড়ল সে, বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। ভয় কেটে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছা করছে ফরাসি লোকটাকে। লাল হয়ে গেছে ওর দু'গাল, কোনো এক উন্মত্ততায় জ্বলতে আরম্ভ করেছে চোখ দুটো।

ওকে হারিয়ে দিয়েছে লোকটা? হারানোর পর বেয়াদব বলেছে? এত বড় অপমান? এখন বন্ধুমহলে মুখ দেখাবে কী করে সে?

উল্টো ঘুরে চলে যাচ্ছে ক্যারিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘাড় ঘুরিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আশা করি তলোয়ারটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, মাই লর্ড। আমার রক্ত খেতে চেয়েছিল বেচারা, পারেনি, এখন এত অবহেলায় যদি পড়ে থাকে তা হলে মনে আরও কষ্ট পাবে।'

কথাটা শুনে আরও লাল হলো রদারবাই'র চেহারা, ওদিকে উপহাসের হাসি হাসলেন হোয়ার্টন। থু করে একদলা থুতু ফেলল

BanglaBook.org

গ্যাসকয়েন। বিস্ময়ের ছাপ এখনও মুছে যায়নি দু'জনের চেহারা থেকে।

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সবই দেখল রদারবাই। ক্যারিলের দিকে তাকাল আরেকবার। তারপর তলোয়ারটা নেয়ার জন্য ঝুঁকল। ওটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটা মুহূর্ত, এখনও অগ্নিদৃষ্টিতে দেখছে ক্যারিলকে—দুই সঙ্গীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, টুকটাক কথা বলছে ওরা নিজেদের মধ্যে, শোনা না-গেলেও আলোচনার বিষয় কী তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

হঠাৎ কী হয়ে গেল রদারবাই'র তা নিজেও বলতে পারবে না—ছুট লাগাল সে ক্যারিলের পিছু পিছু, ওর মনের ইচ্ছাটা স্পষ্ট লেখা আছে চেহারায়।

ঢোক গিলল ফ্যালগেট, অসহায় ভঙ্গিতে বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কী ঘটতে যাচ্ছে। ওদিকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল মেইনওয়ারিং, দৌড় দিয়েছে সে-ও, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে—যা ঘটতে চলেছে তা ঠেকাতে চায়।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ষাঁড়ের মতো বিশালদেহী লোকটার নড়ে উঠে দৌড়ে যেতে যে-সময় লাগল, ততক্ষণে চোরের মতো নিঃশব্দে ক্যারিলের পিছনে চলে এসেছে রদারবাই। কেউ কিছু বুঝবার বা করার আগেই হাতেধরা তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিল সে অসতর্ক ক্যারিলের পিঠে।

ক্যারিলের প্রথমে মনে হলো, কেউ প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে ওর দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে। ব্যাপার কী জানার জন্য ঘুরতে যাচ্ছিল সে, যারপরনাই তাজ্জব হয়ে দেখল, একটা তলোয়ারের ইঞ্চি তিনেক বেরিয়ে এসেছে ওর শার্ট ফুঁড়ে। পরমুহূর্তে, কেউ একজন টেনে তলোয়ারটা বের করে নেয়ায়, প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। মনে হচ্ছে আহত জায়গাটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে ঝলসে যাচ্ছে

BanglaBook.org

পুরো শরীর। কেশে উঠল ক্যারিল, মাথাটা ঘুরাচ্ছে ওর। টলে উঠে আছড়ে পড়ল সে মেজর গ্যাসকয়েনের বাড়িয়ে-দেয়া হাতে।

ওর মনে হচ্ছে ওর বোধশক্তি কাজ করছে না ঠিকমতো—একবার জ্ঞান হারাচ্ছে আর পরমুহূর্তেই ফিরে পাচ্ছে যেন, সে জানে ভূমিকম্প হচ্ছে না তারপরও ঘাসেছাওয়া জমিনটা কাঁপছে চোখের সামনে। গাছের সারি ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারের বাড়িগুলো, এমনকী গাছগুলোও যেন আন্দোলিত হচ্ছে অদ্ভুত কোনো উদ্দীপনায়। আশপাশে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কারা যেন, নাকি অসংলগ্ন আওয়াজ করছে কে জানে—কখনও বাড়ছে শব্দের তীব্রতা, কখনও কমছে। কখনও আবার গুঞ্জনের মতো একটানা বোঁ বোঁ শুনতে পাচ্ছে কানে।

এ কী! কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিতা আশ্চর্য সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয় সামনে? পটলচেরা বাদামি চোখে একদৃষ্টিতে কাকে দেখছে মেয়েটা? ক্যারিলকে? বমি বমি লাগছে ক্যারিলের, দুলছে সবকিছু, কিন্তু...কিন্তু...মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কী করে? ক্যারিল মোটেও চায় না সেই প্রিয়দর্শিনী আড়ালে চলে যাক, কিন্তু ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কালো একটা পর্দা নেমে এসে মেয়েটাকে ঢেকে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। আর...আর...এত পিপাসাই বা লাগছে কেন হঠাৎ করে?

জ্ঞান হারানোর আগে গলা ফাটিয়ে হর্টেনশিয়াকে ডাকতে চাইল ক্যারিল, পারল না।

BanglaBook.org

ততক্ষণে তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেছে ওর আশপাশে।

ক্যারিলের পিঠ থেকে তলোয়ারটা টেনে বের করেছেন হোয়ার্টন, তাঁর ইচ্ছা করছে ওটা দিয়ে এককোপে রুদারবাই'র ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দিতে। এমনকী ক্যাপ্টেন মেইনওয়ারিংও ক্ষেপে গেছে, মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়েছে সে

রদারবাইকে, সেই সঙ্গে সমানে গালমন্দ করছে। ওদিকে বিমূঢ় ফ্যালগেটের কপাল বার বার ঘেমে যাচ্ছে, বার বার রুমাল ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে, বিড়বিড় করে বলছে সে, 'আর যদি কখনও কোনো ডুয়েল দেখতে আসি!'

'ডাকাত কোথাকার!' চিৎকার করে বলল রক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন, ধরাশায়ী রদারবাই'র পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে। 'এবার কী হবে, জানো? সবার সামনে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে তোমাকে। এবং হত্যাকাণ্ডটার সাক্ষী হিসেবে শাস্তি পেতে হবে আমাদেরকেও। ঈশ্বর! কেন যে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে!'

'এখন আর আফসোস করে লাভ কী?' মেইনওয়ারিং-এর হাত ধরে টেনে লোকটাকে ভাইকাউন্টের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন দ্য ডিউক। 'ওঠো, রদারবাই।'

আস্তে আস্তে, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়াল রদারবাই। বিদায় নিয়েছে ওর একটু আগের প্রচণ্ড ক্রোধ, ওকে দেখে মনে হচ্ছে যা করেছে তার বীভৎসতা দেখে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে। ঘাসেছাওয়া জমিনের উপর নিস্তেজ-হয়ে-পড়ে-থাকা ক্যারিলের দিকে তাকাল সে, তারপর হঠাৎ টলে উঠে লুটিয়ে পড়ল মেজর গ্যাসকয়েনের পায়ের কাছে। বিস্ফারিত চোখে দেখছে ক্যারিলের রক্তশূন্য সাদা চেহারাটা, বন্ধ হয়ে যাওয়া দু'চোখ। দেখছে, তাজা লাল রক্ত বের হয়ে আসছে লোকটার ক্ষতস্থান থেকে, সাদা হল্যাণ্ড শার্টটা লাল থেকে আরও লাল হয়ে যাচ্ছে সে-রক্ত শুষে শুষে।

BanglaBook.org

রক্তশূন্য হয়ে গেল রদারবাই'র চেহারাও, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে, আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

ওকে দেখলে করুণা জাগার কথা যে-কারও মনে, কিন্তু দ্য ডিউকের মন গলল না। যারপরনাই নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি রদারবাইকে, এবং কিছুক্ষণ দেখার পর শীতল গলায় বললেন,

'মিস্টার ক্যারিল যদি মারা যান, মাই লর্ড, কসম খাচ্ছি, তোমাকে যাতে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় সে-ব্যবস্থা করবো আমি। তোমাকে ফাঁসিকাঠে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত আমার নাওয়া-খাওয়া সব হারাম।'

এমন সময় শোনা গেল ছুটন্ত পদশব্দ—কারা যেন দৌড়ে আসছে। শোনা গেল জোরে জোরে দম নেয়ার আওয়াজও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন দ্য ডিউক, এবং লর্ড অস্টারমোরকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিলেন নিজেকেই। হাঁপিয়ে গেছেন হিয লর্ডশিপ, আর ছুটতে পারছেন না, আরও বেশি লাল দেখাচ্ছে তাঁর লালচে চেহারাটা। তাঁর ঠিক পিছনে আছে দু'জন চাকর, ওদেরকে ছাড়িয়ে আরেকটু পিছনে জনা বিশেক কৌতূহলী লোক—ঘটনা কী জানার জন্য আসছে।

'লোকটা কি মরে গেছে?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন দি আর্ল, নিজের ছেলের দিকে একবার তাকালেনও না। 'মরে গেছে লোকটা?'

ক্যারিলের রক্তপাত ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে তখন গ্যাসকয়েন, মুখ না-তুলে জবাব দিল, 'এখন সবই ঈশ্বরের হাতে। তবে আমার মনে হয় মারা যাচ্ছে লোকটা।'

কথাটা শোনামাত্র রাগে চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল লর্ড অস্টারমোরের, পাঁই করে ঘুরলেন তিনি রদারবাই'র দিকে। একটু আগেও যে-চেহারা লালচে ছিল সেখান থেকে রক্ত সরে গেছে এখন, প্রচণ্ড ক্রোধে বেঁকে-যাওয়া মুখটা কাঁপছে। ডান হাত তুললেন তিনি, দেখে মনে হলো এখনই বুঝি ছুটে গিয়ে চড়থাপ্পড় মারতে শুরু করবেন ছেলেকে, কিন্তু নিজের উপর জোর খাটিয়ে সামলে নিলেন। 'শয়তান!' হাঁপাচ্ছেন তিনি, 'সব দেখেছি আমি! সব দেখেছি! খুন করেছিস তুই ওকে। ঈশ্বরের শপথ, মিস্টার ক্যারিল যদি মারা যায়, নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি পরাবো তোর

BanglaBook.org

গলায়।'

এতক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে ছিল রদারবাই, সবাই গালমন্দ করছে দেখে আবারও হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল ওর অহংবোধ। এবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, যেন কিছুই হয়নি এ-রকম ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দাও ফাঁসি, দেখি পারো কি না। পরোয়া করি না!'

ইতোমধ্যে ক্যারিলের দিকে এগিয়ে গেছে মেইনওয়ারিং, ঝুঁকে দেখছিল ওকে। ক্ষতের ব্যাপারে উপস্থিত সবার চেয়ে বেশি জানে সে, অলক্ষুণে ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এখান থেকে ডাক্তারখানা অনেক দূরে, মিস্টার ক্যারিলকে সে-পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ ঝাঁকি লেগে রক্তক্ষরণ বেড়ে যাবে।'

'আমার সঙ্গে লোক আছে,' বললেন লর্ড অস্টারমোর, 'আমরা ধরাধরি করে স্ট্রেটন হাউসে নিয়ে যেতে পারবো মিস্টার ক্যারিলকে।' ঘাড় ঘুরালেন তিনি দুই চাকরের দিকে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী, গেঁয়ো ভূতেরা? জলদি এসো, হাত লাগাও।'

আগে বাড়ল দুই চাকর।

উৎসুক জনতার ভিড় আরও বেড়েছে, এবং সময় যত যাচ্ছে তত বাড়ছে। তবে বরাবরের মতোই তাদের সবাই নীরব দর্শক, এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করার মতো সাহস বা ইচ্ছা নেই কারোরই। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, যাঁদেরকে লর্ড বা ভাইকাউন্ট বা ডিউক বলে জানে তাঁদের মতো উঁচু-ঘরের লোকদের মারামারি-খুনাখুনি দেখছে মঞ্চনাটকের মতো, এসব নিয়ে পরে রসালো আলোচনা করবে নিজেদের মধ্যে।

দুটো আলখাল্লা জোগাড় করল মেইনওয়ারিং, সেগুলো কায়দা করে বিছিয়ে একটা স্ট্রেচারের মতো বানিয়ে ফেলল ক্যারিলের

BanglaBook.org

জন্য। ওটার একপ্রান্ত ধরল নিজে, আরেকপ্রান্ত ধরতে বলল গ্যাসকয়েনকে। হিয লর্ডশিপের দুই চাকরও হাত লাগাল। চারজনে মিলে ধরাধরি করে, রাস্তায় জড়ো-হওয়া উৎসুক কিন্তু সাহায্যবিমুখ লোকদের সামনে দিয়ে সংজ্ঞাহীন ক্যারিলকে নিয়ে চলল স্ট্রেটন হাউসের দিকে।

ডাক্তার ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে এক সহিসকে। পালিয়ে গিয়ে কোনো গোপন আস্তানায় আশ্রয় নেয়ার চিন্তা খেলা করছিল রদারবাই'র মনে, ওকে একরকম জোর করে স্ট্রেটন হাউসে নিয়ে এলেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। ভয় দেখিয়ে বললেন, কাজটা যদি না-করে সে তা হলে এখনই নিয়ে যাবেন ওকে আদালতে। কথাটা শুনে উচ্চবাচ্য বন্ধ হয়ে গেল রদারবাই'র।

স্ট্রেটন হাউসের ভিতরটা ঠাণ্ডা, সেখানে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন হার লেডিশিপ, সঙ্গে হর্টেনশিয়া। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দু'জনেরই চেহারা, কিন্তু দু'জনের চোখে দু'রকমের অভিব্যক্তি।

'এসব কী?' এতগুলো লোককে বাড়ির ভিতরে দেখামাত্র গলা ফাটালেন হার লেডিশিপ। 'ওই লোকটাকে এখানে নিয়ে আসছ কেন তোমরা?'

'কারণ,' লৌহকঠিন গলায় জবাব দিলেন লর্ড অস্টারমোর, 'এই লোক মারা গেলে তোমার ছেলেও বাঁচবে না—ফাঁসিতে ঝুলতে হবে শয়তানটাকে।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন হার লেডিশিপ, হাত রাখলেন বুকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু...ওরা তো ডুয়েল লড়েছে?'

'হ্যাঁ, তবে ডুয়েল শেষে লোকটাকে খুন করার জন্য হামলা করেছে তোমার ছেলে। এখানে যারা আছে তাদের সবাই দেখেছে ঘটনাটা। ...আমার মাথায় এখনও ঢুকছে না কাজটা কীভাবে

BanglaBook.org

করতে পারল শয়তানটা। ইচ্ছা করলে ওকে শেষ করে দিতে পারত মিস্টার ক্যারিল, কিন্তু তা না-করে প্রাণভিক্ষা দিয়েছে ওকে, অথচ সুযোগ পাওয়ামাত্র লোকটার পিঠে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছে সে!'

'মিথ্যা কথা!' আবার চেঁচালেন হার লেডিশিপ, এবার রক্তশূন্য দেখাচ্ছে তাঁর ঠোঁট দুটোও। ঘুরলেন তিনি কাছেই-দাঁড়িয়ে-থাকা রদারবাই'র দিকে, শার্ট আর ব্রিচেস পরে খালিপায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—ডুয়েল লড়ার সময় যে-অবস্থায় ছিল। 'তুই কিছু বলছিস না কেন?'

দেখে মনে হচ্ছে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে রদারবাই। 'মা,' কোনোরকমে বলল সে, 'এখন এসব কথা থাক।'

'কিন্তু এসব কি সত্যি? যা বলা হচ্ছে তোর নামে তা কি ঠিক?'

জবাব না-দিয়ে ঘুরে আরেকদিকে তাকাল রদারবাই, হতাশার ছাপ ওর চোখেমুখে।

ওকে ঝড়ের গতিতে পাশ কাটিয়ে ক্যারিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হার লেডিশিপ, ইতোমধ্যে একটা সেট্‌ল্‌-এ শুইয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। 'হয়েছে কী লোকটার?' ক্ষ্যাপার মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন হার লেডিশিপ, কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিচ্ছে না। ভিনদেশী একটা লোকের অনাকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য মৃত্যু যেন বিয়োগান্ত কোনো নাটকের মতো প্রভাব বিস্তার করেছে সবার মনে, তাই চুপ করে আছে সবাই। 'কেউ কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?' আবারও চেঁচালেন হার লেডিশিপ। 'মরে গেছে নাকি লোকটা?'

তাঁর দিকে তাকালেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। 'এখনও মরেনি। তবে...শেষপর্যন্ত কী হয় বলা যাচ্ছে না। ওর জীবন এখন ঈশ্বরের হাতে।'

সেট্‌ল্‌টার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন হার লেডিশিপ—তাঁর

BanglaBook.org

পা দুটো যেন তাঁর শরীরের ভার বহন করতে পারছে না। 'বাঁচাতে হবে লোকটাকে,' আতঙ্ক পেয়ে বসেছে তাঁকে। 'যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে। ডাক্তার কোথায়? আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন তাঁর? ...কিছুতেই মরতে পারবে না এই লোক! কিছুতেই না!'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বাকিরা; কখনও দেখছে হার লেডিশিপকে, কখনও ক্যারিলকে। সুযোগ বুঝে এককোনায় সরে গেছে রদারবাই, চুপ করে আছে সে-ও। ওর পিছনে ভিতরের-হলে-যাওয়ার তিন ধাপের সিঁড়ি, সেখানে বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া। সাদা হয়ে গেছে বেচারীর চেহারা, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহত আর অজ্ঞান ক্যারিলের দিকে, বুঝতে পারছে মারা যাচ্ছে লোকটা। গভীর মায়া টের পাচ্ছে সে ক্যারিলের প্রতি...আবেগটা হয়তো মায়ার চেয়েও বেশি কিছু। লোকটার জন্য কিছু একটা করার তাড়না অনুভব করছে, কিন্তু সবার সামনে লজ্জায় কাছেও যেতে পারছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কারণেই হয়তো, সবার আগে দেখতে পেল, নড়ছে ক্যারিলের চোখের পাতা, তারপর হঠাৎ করেই চোখ খুলল লোকটা।

'কী...কী হয়েছে?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল ক্যারিল।

এতক্ষণ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যারা, তাদের অনেকের মাঝেই ব্যস্ততা দেখা দিল এখন।

'খবরদার! নড়াচড়া কোরো না, জাস্টিন,' বলল গ্যাসকয়েন, ক্যারিলের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'গুরুতর আহত তুমি। চুপচাপ শুয়ে থাকো। ডাক্তার ডেকে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে।'

'আহ্!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল ক্যারিল, তারপর আবার খুলল। 'মনে পড়েছে।' ওর কণ্ঠ এখনও দুর্বল। 'আঘাতটা আসলেই গুরুতর। তলোয়ারটা ঢুকে গিয়েছিল

BanglaBook.org

আমার পিঠ দিয়ে। মনে পড়েছে! অনেক রক্ত হারিয়েছি আমি, না? ...ডাক্তার এলেই কী, না-এলেই বা কী? মারা যাচ্ছি আমি সম্ভবত, ঠিক না? ...ভালো!'

'না, স্যর, না!' মুখ খুললেন দ্য কাউন্টেস। 'তুমি মারা যাচ্ছ না। তোমাকে বাঁচানোর সবরকমের চেষ্টা করবো আমরা।'

তিতা হাসি খেলে গেল ক্যারিলের ঠোঁটের কোনায়। 'য়োর লেডিশিপের গুণগান সারাজীবন গেয়েও শেষ করতে পারবো না আমি। আপনার মতো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে আমার—ভাবলেও কলিজা ঠাণ্ডা হয়।' একটানা এটুকু বলেই হাঁপিয়ে গেল সে, তাই দম নেয়ার জন্য থামল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওর কথায় কী আছে—আন্তরিকতা নাকি শ্লেষ। তারপর, ওকে ঘিরে-থাকা লোকগুলোকে হতভম্ব করে দিয়ে, নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল হঠাৎ করেই।

সে হাসছে, কারণ ওর মনে হচ্ছে, যে-কাজের দায়িত্ব নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে, সে-কাজের গুরুভার থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। জীবনটা একটা ধাঁধায় পরিণত হয়েছিল ওর জন্য, কারণ পরিচয় না-থাকার পরও শেষ করে দিতে হবে ওর জন্মদাতাকে, তা ছাড়া এমন একটা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে সে যার মন পাওয়া যাবে না কোনোদিনও। ধাঁধাটার সমাধান করতে পারছিল না ক্যারিল। কিন্তু আজ, গুরুতর আহত অবস্থায় যখন শুয়ে আছে সে, তখন কে যেন বার বার নিঃশব্দে বলছে ওকে, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, সব চুকেবুকে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ফুরিয়ে যাচ্ছে সব বঞ্চনা আর অপ্রাপ্তি।

আসলে মৃত্যু বোধহয় কখনও কখনও জীবনের সমাপ্তিই না শুধু, জীবনের পূর্ণতাও—জীবনের সব সমস্যার সমাধান।

'মাই লর্ড রদারবাই কোথায়?' জানতে চাইল সে।

ওকে ঘিরে-থাকা লোকগুলো সরে দাঁড়াল আবার, জায়গা করে

BanglaBook.org

দিল যাতে দেখা যায় রদারবাইকে। লোকটাকে দেখতে পেয়ে উপহাসের হাসি হাসল ক্যারিল। বলল, 'এ-জীবনে যত বন্ধু পেয়েছি, আপনি তাদের মধ্যে সেরা।' কাছেপিঠে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোকে অনুরোধ করল, 'তাঁকে কাছে আসতে দাও।'

ঘুমের ঘোরে যেভাবে হাঁটে লোকে, সেভাবে হেঁটে ক্যারিলের কাছে গেল রদাবাই। ধরা গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না,' বলল ক্যারিল। 'গ্যাসকয়েন, আমাকে ধরে একটু তোলো তো।' রদারবাই'র দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'মাই লর্ড, আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম। একটা...না, আসলে দুটো সমস্যা মড়কের মতো জেঁকে বসেছিল আমার উপর, ওগুলো থেকে আমাকে মুক্তি দিলেন আপনি। অন্য কোনো উপায়ে ওগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।' দ্য ডিউকের দিকে তাকাল। 'আপনারা সবাই দেখেছেন, যা ঘটেছে তা আসলে দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু না।'

'আমরা সবাই দেখেছি যা ঘটেছে তা আর যা-ই হোক, দুর্ঘটনা না,' জোর গলায় বললেন লর্ড অস্টারমোর।

'তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভুল দেখেছেন আপনারা সবাই। কী ঘটেছে তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে?' স্বভাবসুলভ হেঁয়ালির হাসি হাসছে ক্যারিল, শরীরের ভর ছেড়ে দিয়েছে গ্যাসকয়েনের দু'হাতে।

'তুমি বেশি কথা বলছ,' বলল গ্যাসকয়েন।

'তাতে সমস্যার কিছু দেখি না,' বিদ্রূপের হাসিটা লেগেই আছে ক্যারিলের ঠোঁটের কোনায়। 'কিছুক্ষণ পর তো চিরদিনের জন্য জবান বন্ধ হয়ে যাবে আমার।'

সদরদরজাটা খুলে গেল এমন সময়, কালো কাপড় পরিহিত এক ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর মাথায় পরচুলা, হাতেধরা

BanglaBook.org

ছড়িটার হাতল সোনার পাতে মোড়া। আবারও সরে গিয়ে লোকটাকে ক্যারিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল সবাই।

ততক্ষণে হর্টেনশিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে ক্যারিলের, মনে মনে নিজের ভাগ্যকে হাজারবার ধন্যবাদ দিচ্ছে সে—মরার আগে দেখে যেতে পারছে প্রিয় চেহারাটা। ওর ঠোঁটের কোনায় এখনও লেপ্টে আছে হাসি, তবে সেটা এখন আর ব্যঙ্গের না, বরং অতৃপ্ত কোনো বাসনার কারণে সে-হাসি একইসঙ্গে বিষণ্ন আর ব্যাকুল।

'চমৎকার!' হর্টেনশিয়ার করুণায়-ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ক্যারিল, 'জীবনের কী দারুণ সমাপ্তি!'

সবাই ভাবল, হেঁয়ালি আবার পেয়ে বসেছে ক্যারিলকে।

কিন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কারণে শুধু হর্টেনশিয়া বুঝতে পারল, কথাগুলো ওকে উদ্দেশ্য করেই বলেছে ক্যারিল।

চোখ বন্ধ করল ক্যারিল, বলা ভালো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল ওর চোখ দুটো, জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়ল সে গ্যাসকয়েনের বাহুতে। ডাক্তার ভদ্রলোক ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজের কাজে, ক্যারিলের ক্ষতস্থান থেকে খুব সাবধানে সরাচ্ছেন অস্থায়ী ব্যাণ্ডেজ।

হর্টেনশিয়ার গলা বেয়ে একটা ফোঁপানি উঠে আসছিল, হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ঘুরল সে, দৌড় দিল নিজের ঘরের দিকে।

BanglaBook.org

বারো

সুখ কী?

ক্যারিল এখন যে-অবস্থায় আছে সেটাকে কি সুখ বলা যায়? যদি যায়, তা হলে সে নিঃসন্দেহে সুখী।

লর্ড অস্টারমোরের বাগানে, প্রিভিট ফুলের নিকুঞ্জে, একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে। মাথার নীচে আর দু'পাশে বালিশ। আশপাশে লাইলাক আর ল্যাবার্নামের গাছও আছে, ফুল ধরেছে সেগুলোতে, বাতাসে সুঘ্রাণ। তাকিয়ে তাকিয়ে ঝকঝকে বাগানটা দেখছে ক্যারিল। কখনও দেখছে অনতিদূরের ছোট্ট লেকটা। সেখানে সকালের রোদে ঝিকমিক করছে পানি, কখনও মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে গোটা কয়েক পদ্ম।

শুকিয়ে গেছে ক্যারিল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর গায়ের রঙ। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ অনুযায়ী টানা চার সপ্তাহ শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে ওকে। সেদিনের সেই ডুয়েলের পর, আজ এই নিয়ে তিন দিনে তিন বার ঘরের বাইরে বের হয়েছে, বলা ভালো বাইরে আনা হয়েছে ওকে। পুরোপুরি না-শুকালেও অনেকখানি শুকিয়ে গেছে ওর ক্ষত। লেডাকের সহায়তায় যতখানি সম্ভব ফুলবাবু সেজেছে সে। এখন ওর পরনে ফুল-আঁকা গাঢ় নীল স্যাটিনের একটা ড্রেসিংগাউন, কোমরের কাছে ওটা খুলে রেখেছে সে, তাই দেখা যাচ্ছে আকাশি নীল ব্রিচেস আর মুক্তোরঙা স্টকিংস। পায়ে হীরের-বাকল বসানো লাল হীলওয়ালা স্প্যানিশ-

BanglaBook.org

চামড়ার চমৎকার জুতো। ওর বাদামি চুলগুলো সময় নিয়ে সযত্নে আঁচড়ে দিয়েছে লেডাক—যেন বাগানে না, রাজদরবারে যাচ্ছে সে।

কাজেই সবকিছু মিলিয়ে অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করছে ক্যারিল। নিজেকে সুখী বলে মনে হচ্ছে ওর।

কিন্তু সুখী মনে হওয়া আর আসলেই সুখী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্যারিল ভেবেছিল, ওর পিঠ দিয়ে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছে রদারবাই, কাজেই মারা যাবে সে—সব জ্বালাযন্ত্রণা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু কীসের কী! নিয়তি মরতে দিতে চায় না ওকে, তাই গুরুতর আহত হওয়ার পরও বেঁচে গেছে সে; এবং যত সুস্থ হচ্ছে, মনের সেই জ্বালাগুলো, সেই দ্বিধাগুলো তত পেয়ে বসছে ওকে। তাই জুনের এই সকালটা, গ্রীষ্মের এই চমৎকার আবহাওয়াটা ভালোও লাগছে ওর, আবার পুরোপুরি লাগছেও না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, পদ্মগুলোর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হাসি হাসল। গত দু'দিন ওকে বাইরে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর হর্টেনশিয়াও এসেছে, সঙ্গ দিয়েছে, একঘেয়েমি যাতে না-পেয়ে বসে ওকে সেজন্য সঙ্গে-করে-নিয়ে-আসা বই পড়ে শুনিয়েছে। কিন্তু পড়ার কাজটা কিছুক্ষণ চলার পরই মেয়েটার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছা পেয়ে বসেছে ক্যারিলকে, এবং সে এটা-সেটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করায় দেখা গেছে জবাব দিতে উৎসাহের কমতি নেই হর্টেনশিয়ারও।

আজ এখনও আসছে না কেন মেয়েটা? আজ এত দেরি করছে কেন?

চমৎকার এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। সৌহার্দ্য বলতে যা বোঝায়, ওদের দু'জনের সম্পর্কটা এখন হয়তো ঠিক তা-ই। নিজের স্বভাবসুলভ হেঁয়ালি আর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করছে ক্যারিল—চায় না ওর কোনো কথায় সামান্যতম কষ্টও পাক মেয়েটা।

BanglaBook.org

আশ্চর্য হয়ে টের পেল ক্যারিল, হর্টেনশিয়ার জন্য যত অপেক্ষা করছে সে, আস্তে আস্তে তত ধৈর্যহারা হচ্ছে। রোদেভরা সকালটার ঝকঝকে ভাব মুছে যাচ্ছে যেন, কেমন মেঘলা মনে হচ্ছে দিনটাকে। প্রিভিট, লাইলাক বা ল্যাবার্নাম—কোনোটারই সুবাস ভালো লাগছে না আর। মনে হচ্ছে অনতিদূরের লেকে পানি না, চিকচিক করছে বরফ; বাতাসে পদ্ম না, ঘাস দোল খাচ্ছে যেন। অদ্ভুত এক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে ক্যারিলকে।

এই অস্থিরতার নাম কী?

বিরক্ত হয়ে তাকাল সে লেডাকের দিকে। ওর কাছেই আছে লোকটা, ছোট একটা টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখছে কয়েকটা বই। টেবিলটার উপর ক্যারিলের জন্য ওষুধও রাখা আছে। এমনকী একটা ফুলদানিতে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে কিছু ফুল। ক্যারিলের খিদা লাগলে যাতে চটপট খেয়ে নিতে পারে সেজন্য মিষ্টিজাতীয় খাবার আছে। আছে ক্যারিলের পাইপ আর তামাকের কৌটাও।

'লেডাক?' ডাকল ক্যারিল।

'জী?' বইগুলো সাজানো শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল লেডাক।

'ইয়ে...আজ মিস উইনথ্রোপ আসছে না কেন বলতে পারো?'

'জানি না, মসিঁয়ে। তবে...'

'তবে কী?'

'তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি ইতোমধ্যে,' লেডাকের ঠোঁটের কোনায় লাজুক হাসি।

'কী?'

'আপনাকে...মানে...আমার মনে হয়...একটু অন্য চোখে দেখেন মিস উইনথ্রোপ।'

'বুঝলে কীভাবে?'

'আপনি যখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তখন, যমে-মানুষে

BanglaBook.org

টানাটানি বলে না...সে-রকম অবস্থা ছিল আপনার—একবার জ্ঞান আসে, একটু পরই কয়েক ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান হয়ে যান। দিনরাত আপনার সেবা করছিলাম আমি। কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ, একটানা কতক্ষণ খাটুনি করা সম্ভব আমার পক্ষে? ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন মিস উইনথ্রোপ, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন নিজে থেকেই। রাতের পর রাত জেগে আপনার শুশ্রূষা করেছেন তিনি। তিনি যদি ওভাবে সেবা না-করতেন তা হলে হয়তো...' কথাটা শেষ না-করে থেমে গেল লেডাক, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'একদিন কী দেখলাম, জানেন, মসিঁয়ে?'

'কী?'

'সে-রাতে আপনার অনেক জ্বর এসেছিল। ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সমানে প্রলাপ বকছিলেন আপনি। কী একটা কাজে যেন...পানির গামলা আনতে বোধহয়...ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম আমি। ফিরে এসে দেখি, আপনার পাশে বসে আপনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস উইনথ্রোপ, টপ টপ করে পানি পড়ছে তাঁর চোখ দিয়ে।'

কিছু বলল না ক্যারিল। কিছু বলতে পারল না আসলে। বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা আন্দোলন টের পাচ্ছে সে, নিজেও জানে না কেন জ্বালা করছে দু'চোখ।

যে-পথ ধরে আসে হর্টেনশিয়া সেদিকে তাকাল সে চাতকপাখির দৃষ্টিতে। পথটা খাঁ খাঁ করছে যেন।

কিন্তু মেয়েটা এলেই কী, না-এলেই বা কী? ভালোবাসার কথা একবার বলেছে ক্যারিল মেয়েটাকে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। এখন ওর প্রতি যে-আবেগ দেখাচ্ছে হর্টেনশিয়া তা করুণা ছাড়া আর কী? মেয়েটাকে কি কোনোদিন বলতে পারবে ক্যারিল, ওর কোনো নাম নেই আসলে? কোনোদিন কি বলতে পারবে, সে আসলে একটা জারজ সন্তান? ধোঁকা দিয়ে হয়তো অনেক কাজই

BanglaBook.org

করা যায়, কিন্তু নাম-পরিচয় গোপন করে কাউকে ভালোবাসা যায় কখনও?

ক্যারিল কি তা পারবে?

'লেডাক, তামাক ভরে পাইপটা দাও তো আমাকে,' বিরক্তিতে ভরে গেছে ক্যারিলের মন।

'মসিঁয়ে না একটু আগে ধূমপান করলেন?'

'একটু আগে ধূমপান করেছি তো কী হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল ক্যারিল। 'আমার বয়স যত বাড়ছে, ধূমপানের চাহিদাও তত বাড়ছে। পাইপ দাও জলদি!'

'মসিঁয়ে, ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার আপনাকে...'

'আরে রাখো তোমার ডাক্তার! জাহান্নামে যাক শয়তানটা!'

'মসিঁয়ে কি অন্য কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে আমার উপর রাগ করছেন?' লেডাকের ঠোঁটের কোনায় মধুর হাসি।

যেহেতু প্রশ্নটার জবাব হ্যাঁ সেহেতু কিছু বলল না ক্যারিল। চুপ করে তাকিয়ে থাকল লেডাকের দিকে।

'যখন আমাদের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, তখন ডাক্তাররা আমাদের কাছে সন্ন্যাসীদের মতো...বরং তারচেয়েও বেশি...ফেরেশতাদের মতো। আর যেইমাত্র জানে বেঁচে যাই আমরা, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররা খারাপ হয়ে যান? তাঁরা শয়তান হয়ে যান?'

কড়া গলায় লেডাককে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ক্যারিল, কিন্তু পারল না। নিমেষে বদলে গেছে ওর কঠোর মনোভাব। বাঁ দিকে, নিকুঞ্জে ঢোকার আরেকদিকের সরু প্রবেশপথে, হঠাৎ উদয় হয়েছে হর্টেনশিয়া এবং মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে ক্যারিল। ওর মনে হচ্ছে, মৃদুমন্দ হাওয়া যেভাবে দোল দিয়ে যাচ্ছিল পদ্মগুলোকে, বাগানের ঘাসগুলো যেন সেভাবে মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটা। ধবধবে সাদা পোশাকে স্বর্গীয় কোনোকিছু বলে

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে ওকে।

এবার মধুর হাসি ফুটে উঠল ক্যারিলের ঠোঁটের কোনায়।

এবং তা দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল লেডাক।

ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে হর্টেনশিয়া, মাথাটা কাত হয়ে আছে একদিকে। চোখে অদ্ভুত এক দ্যুতি, ঠোঁটে মুচকি হাসি। কাঁধের সঙ্গে ধবধবে সাদা ঘাড়ের সংযোগস্থলে যেন পরম সোহাগে লুটোপুটি খাচ্ছে একগুচ্ছ উদ্দাম কালো চুল।

'গতকালের চেয়ে আরও সুস্থ দেখাচ্ছে আপনাকে, স্যর,' কাছে এসে বলল মেয়েটা। 'এভাবে সব ঠিক থাকলে পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশিদিন লাগবে না আপনার।'

'এই সেবাযত্ন বাদ দিয়ে কে পুরোপুরি সেরে উঠতে চায়, বলুন?' দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল ক্যারিল।

কথাটা শুনে হর্টেনশিয়ার দুধসাদা চেহারায় লালচে আভা খেলে গেছে, আড়চোখে লেডাকের দিকে তাকাল সে। সাহায্য করার জন্য ছুটে গেল ক্যারিলের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে উঠে বসেছে ক্যারিল, এমনকী কারও সাহায্য ছাড়াই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। হারানো স্বাস্থ্যের কিছুটা হলেও ফিরে পেয়ে গর্ব বোধ করছে।

অভিযোগ জানানোর ঢং-এ হর্টেনশিয়া বলল, 'দেখুন, আপনি যদি এ-রকম একরোখার মতো যা মন চায় তা-ই করেন, তা হলে আমি চলে যাবো। আর আসবো না।'

'আর আপনি যদি চলে যান, তা হলে আমিও আমার সরাইখানার পথ ধরবো, তা-ও আবার পায়ে হেঁটে।'

'আপনার কি মরার সাধ হয়েছে?'

'হয়েছিল। কিন্তু এখন মরবো কি না, সে-বিষয়েও আমি দ্বিধান্বিত।'

অপলক চোখে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া, দৃষ্টিতে হতাশা। 'আমি কী করলে আপনি স্থির হবেন, বলুন তো?'

BanglaBook.org

'সবার আগে স্থির হতে হবে আপনাকে। চলে যাবো...আর আসবো না—এসব কথা একদম উচ্চারণ করা যাবে না আমার সামনে। ...লেডাক, মিস উইনথ্রোপের জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এসো,' কথাটা এমনভাবে বলল ক্যারিল, যেন বাগানে চেয়ারের কোনো অভাব নেই।

আসলে বাগানে আর কোনো চেয়ার নেই। তাই চেয়ার আনতে সেই যে গেল লেডাক, সহসা ফিরে এল না।

ক্যারিল ইচ্ছা করে লেডাককে সরিয়ে দেয়ায় হেসে ফেলল হর্টেনশিয়া, এতক্ষণ যে-টুলে বসে ছিল লেডাক সেটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। সন্তুষ্ট হয়ে ওকে বাউ করল ক্যারিল, ওর মুখোমুখি বসে পড়ল নিজের আরামকেদারায়।

'এভাবে কষ্ট করে বসে না-থেকে শুয়ে পড়া উচিত আপনার,' বলল হর্টেনশিয়া।

'শুয়ে পড়লেই বরং বেশি কষ্ট হবে আমার।'

'কেন?'

'কারণ আপনাকে ঠিকমতো দেখতে পারবো না।'

আবারও লালচে আভা খেলে গেল হর্টেনশিয়ার গালে। কিছু বলল না সে।

'আজ সকালে একটু হাঁটাচলা করেছি,' প্রসঙ্গ বদলাল ক্যারিল। 'বাগানে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল আমাকে, তখন একা একা হেঁটে ঘরে গেছি, ফিরেও এসেছি নিজে নিজেই।'

'কেন করলেন কাজটা?' হর্টেনশিয়ার দৃষ্টিতে রাগ।

'কারণ টানা প্রায় এক মাস শুয়ে থাকতে থাকতে আমার পা দুটো ঠিক আছে নাকি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে জানার দরকার ছিল।'

'তা, কী জানতে পারলেন?'

'জানতে পারলাম, ঠিকই আছে। তবে বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি

BanglaBook.org

করতে পারি না, কাহিল লাগে।'

'ডাক্তার কিন্তু আপনাকে...'

'ডাক্তার?' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল ক্যারিল। 'একগাদা উপদেশ দেয়ার দরকার ছিল তাঁর, কাজটা করেছেন তিনি। সবগুলো উপদেশ শোনার দরকার কী আমার?'

আবারও চুপ করে থাকল হর্টেনশিয়া, দৃষ্টি নত করেছে। টের পাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে সে। যত সুস্থ হয়ে উঠছে সামনে-বসা লোকটা, তত বেশি গোয়ার্তুমি পেয়ে বসছে তাকে।

'আপনাকে ধন্যবাদ,' আন্তরিকভাবে বলল ক্যারিল।

ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল হর্টেনশিয়া। 'কেন?'

'যখন গুরুতর অসুস্থ ছিলাম তখন কীভাবে সেবাযত্ন করেছেন আমার, শুনলাম লেডাকের কাছ থেকে।'

'লোকটা...বেশি কথা বলে,' অস্বস্তি বোধ করছে হর্টেনশিয়া।

'হয়তো। তবে আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে না কখনও। অন্তত আপনার ব্যাপারে বানিয়ে কিছু বলেনি নিশ্চয়ই?'

'জানি না,' লাজুক হাসি হর্টেনশিয়ার ঠোঁটের কোনায়। 'আমার ব্যাপারে না জানি আরও কত কিছু বলেছে সে আপনাকে। কিন্তু আপনি যে কত বড় উপকার করেছেন আমার, তা কি বলেছে?'

'না তো! কীসের উপকার? আমি জীবনে কারও কোনো উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ে না!'

'আপনি আমার...ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। বদনাম হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন আমাকে। শহরের তথাকথিত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা আমার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছিল, ওদেরকে ঠেকিয়েছেন আপনি। আমার কারণেই ডুয়েল লড়েছেন মাই লর্ড রদারবাই'র সঙ্গে, এবং আমার কারণেই মরতে বসেছিলেন আরেকটু হলে। সবচেয়ে বড় কথা, ডুয়েলে মাই লর্ড রদারবাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, আমার ব্যাপারে যা দাবি করেছেন

BanglaBook.org

তা সত্য।'

'বাদ দিন এসব। কারণ এগুলো নিয়ে যত ভাববেন, মন তত খারাপ হবে। ...আমাদের দুঃখকষ্টগুলো আসলে আবর্জনার মতো। ওগুলো নিয়ে যত ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, তত দুর্গন্ধ ছড়াবে। তা ছাড়া কে না জানে ডাঁশের কাজই হচ্ছে কামড় দেয়া, মানুষের রক্ত শুষে নেয়া? ওটা ছাড়া আর কী পারে সে? স্বীকার করছি কামড় খাওয়ার পর প্রথম প্রথম একটু জ্বালাযন্ত্রণা হয়, কিন্তু কামড়ের কথা ভুলে যেতেও সময় লাগে না। কাজেই এসব একদম ভুলে যান।'

'কিন্তু ভুলে যেতে চাইলেই কি ভোলা যায়? আপনি জানেন না আপনি যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন কী ব্যবহার করেছেন হার লেডিশিপ।'

নড়েচড়ে বসল ক্যারিল। 'কী?'

'আপনাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা সেটা। ডাক্তার ভদ্রলোক তখনও বলেননি আপনার বিপদ কেটে গেছে পুরোপুরি। আপনাদের ডুয়েল নিয়ে তখনও তুমুল আলোচনা চলছে সারা শহরে। একদিন কথা নেই বার্তা নেই, আমার ঘরে গিয়ে হাজির হার লেডিশিপ। জোরাজুরি করতে লাগলেন যাতে বাইরে যাই তাঁর সঙ্গে। সন্দেহ নেই, আবারও সবার সামনে আমাকে অপমান করতে চাচ্ছিলেন তিনি। তখন আপনি শয্যাশায়ী, কাজেই কে ঠেকাবে সেটা? যা-হোক, জোর করে আমাকে ভক্সহলে নিয়ে গেলেন তিনি। তারপর কী হলো বলুন তো?'

'কী হলো?'

'হার লেডিশিপ ভেবেছিলেন যারপরনাই অপদস্থ করবেন আমাকে, উল্টো নিজেই অপমানিত হলেন। আমার প্রসঙ্গে কথা তুলতেই উপস্থিত লোকেরা যা-তা শুনিয়ে দিল তাঁকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে। অনেকেই বলতে গেলে ঘিরে ধরেছিল আমাকে, সান্ত্বনা

BanglaBook.org

দিচ্ছিল।'

'এসব দেখে হার লেডিশিপ কী করলেন?'

'ফেরার পথে তুচ্ছ কারণে রেগে আগুন হয়ে গেলেন এক চাকরের উপর, বেচারাকে মারতে মারতে হাতপাখা ভেঙেই ফেললেন। বিনা কারণে চাকরি খেলেন আরেকজনের। খোলস ছাড়ার পর সাপের যে-অবস্থা হয়, সেদিন তাঁর অবস্থাও হয়েছিল সে-রকম—যেন বুঝতে পারছিলেন না কাকে রেখে কাকে ছোবল দেবেন।'

'তারপর?'

'অদ্ভুত এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি। মুখোশপরা ভদ্রমানুষদের ভালোমতোই চেনা হয়ে গেছে আমার—এ-জীবনে কম দেখিনি তাঁদেরকে। তাই বুঝতে পারছিলাম না আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার কারণ কী। হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন ঘটনাক্রমে। তাঁর কাছ থেকে সব জানতে পারলাম, স্যর,' এমন দৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া যে, মনে হচ্ছে আর কিছু বলার দরকার নেই।

কিন্তু ক্যারিলের ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'কী জানতে পারলেন হিয গ্রেসের কাছ থেকে?'

'জানতে পারলাম, হোয়াইট'স-এ কী করেছেন আপনি। মেইডস্টোনে যা ঘটেছে তা সবার সামনে বলে দিয়েছেন। তারপর ঘটল ডুয়েলের ঘটনাটা। যারপরনাই অপদস্থ হলেন মাই লর্ড রদারবাই—সেটাই তাঁর প্রাপ্য। এদিকে আমি ফিরে পেলাম আমার হারানো সম্মান। কাজেই যখন আপনি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন তখন যদি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি, তা হলে তা আর এমন কী? আপনার জন্য যা করেছি আমি তারচেয়ে, আমার জন্য যা করেছেন আপনি সেটা কি অনেক বেশি না?' উজ্জ্বল চোখে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া।

BanglaBook.org

ক্যারিলও মেয়েটাকে দেখছে নির্নিমেষ। হঠাৎ হেসে ফেলে বলল সে, 'আমি আপনার সম্মান বাঁচিয়েছি, আর আপনি বাঁচিয়েছেন আমার জীবন। কোনোটাই কোনোটার চেয়ে কম না,' বলতে বলতে আনমনে টেবিলটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে, পাইপ নিতে চায়। কিন্তু হর্টেনশিয়া সামনে আছে মনে পড়ায় ওর বাড়ানো হাতটা থমকে গেল। মেয়েটার উপস্থিতিতে ধূমপান করাটা ঠিক হবে কি না ভাবছে।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে টেবিলের দিকে তাকাল হর্টেনশিয়া। তারপর পাইপ আর তামাকের কৌটা তুলে নিল। 'বাগানে ঢোকার সময় শুনলাম ধূমপান নিয়ে কথা বলছেন লেডাকের সঙ্গে। আমি...' বাকিটা বলার আগে আরও একবার লাল হলো মেয়েটার দু'গাল, 'তামাক ভরে দিই আপনার পাইপে?'

ক্যারিলের ভ্রূ দুটো উঁচু হয়ে গেল। 'ধন্যবাদ, আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু...ধোঁয়ায় অসুবিধা হবে না আপনার?'

'আপনি যে-তামাক ব্যবহার করেন তা খুব দামি, ওটা পুড়লে যে-গন্ধ বের হয় তা ভালোই লাগে আমার।'

'তা-ই নাকি?' হর্টেনশিয়ার হাত থেকে পাইপ আর তামাকের কৌটা নিল ক্যারিল। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'তা হলে তো আমাকে ধূমপানের মাত্রা বাড়াতে হবে দেখছি!'

হেসে ফেলল হর্টেনশিয়া। 'ঘ্রাণটা মাঝেমধ্যে পাই বলেই হয়তো ভালো লাগে। নিয়মিত পেলে হয়তো...'

'হয়তো?'

'কিছু না,' মাথা নাড়ল হর্টেনশিয়া, উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তামাকভরা পাইপে অগ্নিসংযোগ করল ক্যারিল, তারপর বুক ভরে টেনে নিল সুগন্ধী ধোঁয়া, শেষে নাকমুখ দিয়ে ছাড়ল গলগল করে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর ক্যারিল বলল,

BanglaBook.org

'সপ্তাহখানেকের মধ্যে হয়তো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবো আমি। আশা করছি ততদিনে ফিরে যাওয়ার মতো শক্তি চলে আসবে শরীরে।'

কথাটা শোনামাত্র বিষাদের গাঢ় ছায়া পড়ল হর্টেনশিয়ার হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। 'ফিরে যাবেন?'

'একদিন না একদিন তো যেতেই হবে,' প্রসঙ্গটা হর্টেনশিয়ার ভালো লাগছে না বুঝতে পারার পরও বলল ক্যারিল। 'আপনাদের বাড়িতে আমাকে দয়া করে যে-ক'টা দিন থাকতে দিয়েছেন, সেটাই আমার জন্য অনেক বেশি।'

'আমাদের বাড়ি?' কথাটা ধরল হর্টেনশিয়া। 'দয়া করে থাকতে দিয়েছি?'

'ভাবছি ফ্রান্সে চলে যাবো যত জলদি সম্ভব,' মেয়েটার একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না ক্যারিল।

'ফ্রান্সে কোথায় থাকেন আপনি?' মলিন হয়ে গেছে হর্টেনশিয়ার সুন্দর চেহারাটা।

'ম্যালিনিতে। ওটা নর্ম্যাণ্ডির সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। আমার মা জন্মেছিলেন সেখানে। মারাও গেছেন ওই জায়গায়।'

'আপনার মা'র কথা এখনও মনে পড়ে আপনার, না?'

'সত্যি বলতে কী, চেষ্টা করলেও মা'র কথা মনে করতে পারি না আমি। কারণ তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স বিশ, আর আমার বেশি হলে দুই।'

চুপ হয়ে গেল হর্টেনশিয়া, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

চুপ করে আছে ক্যারিলও, ধূমপান করছে একটানা। চিন্তার ছাপ পড়েছে ওর গম্ভীর চেহারায়। ওর মা'র কথা শুনে চুপ হয়ে গেছে হর্টেনশিয়া, এবং ব্যাপারটা ভালো লেগেছে ওর কাছে। মেয়েটা আর দশজনের মতো মনভুলানো সান্ত্বনার বুলি আউড়ায়নি, বরং নীরবতার মাধ্যমে সমবেদনা জানিয়েছে। আরও বড় কথা,

BanglaBook.org

ক্যারিলের বলার ঢং-এ হয়তো বুঝতে পেরেছে, আরও কিছু বলবে সে। এমন কিছু, যা হর্টেনশিয়াকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে অপ্রীতিকর কোনো সত্যের মুখোমুখি।

'মা আসলে...যতদূর শুনেছি...ভীষণ চোট পেয়েছিলেন মনে,' আরও একবার নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ক্যারিল, 'আর সেটাই তাঁর মরণ ডেকে আনে। তিনি মারা যাওয়ার দুই-আড়াই বছর আগে তাঁকে ছেড়ে চলে যান আমার বাবা। আমার সহজসরল মা'র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তখন, দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি, তাই ভেঙে পড়ে তাঁর স্বাস্থ্যও। রোগে-শোকে ভুগতে ভুগতে মারা যান বেচারী।'

'কী করুণ!' এবার মন্তব্য না-করে পারল না হর্টেনশিয়া, ওর চেহারায় অকৃত্রিম বেদনা।

'হ্যাঁ, যে বা যারা চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখেছেন আমার মাকে, তাঁরা জানেন আসলেই কতখানি করুণ মা'র মৃত্যু। তাই মাকে দাফন করার পর তাঁর জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।'

'আপনার বাবা?'

'আসছি তাঁর কথায়। মা'র একটা বন্ধু ছিল—মহৎপ্রাণ চমৎকার এক লোক। মাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি, পবিত্র ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা-ই। আমার বাবার স্বভাবচরিত্র আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি, তাই সবসময় খোঁজ রাখতেন মা'র। যখন জানতে পারেন মাকে নিঃস্ব অবস্থায় ফেলে চলে গেছেন বাবা, তখন নিঃস্বার্থ বন্ধুর মতো গিয়ে দাঁড়ান তিনি মা'র পাশে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল মা'র মন, সেটাকে জোড়া লাগানোর সবরকমের চেষ্টা করেন। কিন্তু...। যা-হোক, মরার আগে ওই লোকের কাছে আমাকে দিয়ে যান মা, আমাকে নিজের ছেলের মতোই বড় করে

BanglaBook.org

তোলেন তিনি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাতে বাবা-মা'র অভাব কখনও টের না-পাই আমি।' থামল ক্যারিল, কী যেন চিন্তা করল কিছুক্ষণ, তারপর স্বভাবসুলভ হেঁয়ালির হাসি হেসে বলল, 'আচ্ছা, এসব কথা কেন বলছি আপনাকে? আমিই না কিছুক্ষণ আগে বললাম আমাদের দুঃখকষ্টগুলো আবর্জনার মতো, ওগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে শুধু দুর্গন্ধই ছড়ায়? তা ছাড়া আপনাকে এসব বলে লাভটাই বা কী? আজ বাদে কাল ভুলে যাবেন আপনি সব।'

হাত বাড়িয়ে ক্যারিলের একটা হাত ধরল হর্টেনশিয়া, আলতো করে চাপ দিল। 'না, ভুলবো না। যদি বন্ধু ভেবে থাকেন আমাকে, তা হলে আপনার কষ্টের কথাগুলো বলুন। আপনার দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে নিন আমার সঙ্গে।'

কথাটা শুনে কিছুটা যেন নরম হলো ক্যারিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, 'যে-ভদ্রলোক আমার পালকপিতা, একটাই লক্ষ্য ছিল তাঁর জীবনে—আমার মা'র নিষ্ঠুর মৃত্যুর বদলা নেয়া। সে-কাজে যা যা দরকার হয়, সব শিখিয়ে-পড়িয়ে বড় করেছেন তিনি আমাকে, অথবা শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। জীবন থেকে ত্রিশটা বছর এভাবেই চলে গেছে আমার। যখনই কোনো আমোদফুর্তি করতে গেছি, ক্রীড়া-কৌতুকে মেতেছি, তখনই আমাকে সতর্ক করে দিয়ে মা'র মৃত্যু আর শোধের কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। একটাবার ভেবে দেখার চেষ্টা করুন আমার অবস্থা। আর দশটা ছেলে যেভাবে বড় হয়, সেভাবে বড় হতে পারিনি আমি—সেভাবে বড় হতে দেয়া হয়নি আমাকে। আর দশটা কিশোর যেভাবে সবার সঙ্গে মেশে, সেভাবে সবার সঙ্গে মিশিনি। আর দশটা যুবক যেসব আমোদফুর্তি করে, সেসব থেকে বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত রাখা হয়েছে আমাকে। উদ্দেশ্য একটাই: প্রতিশোধ।'

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল হর্টেনশিয়া। 'শেষপর্যন্ত কী হলো?

BanglaBook.org

বদলা নিতে পেরেছেন আপনার বাবার উপর?'

'না।'

আশ্চর্য হয়ে ভ্রূ কোঁচকাল হর্টেনশিয়া। 'কেন?'

'দুর্বলতা।'

'দুর্বলতা! কীসের?'

'মানসিক। বাবার উপর শোধ নেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন আমার পালকপিতা, জালটা গুটিয়ে নেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কিন্তু বিবেকের কাছে হার মেনেছি আমি শেষপর্যন্ত। ওভাবে কাউকে ফাঁসানোটা ভদ্রতা বলে মনে করিনি। আমার একদিকে কর্তব্যের যন্ত্রণা, আরেকদিকে বিবেকের তাড়না। তাই মাই লর্ড রদারবাই যখন তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন আমার পিঠে, বিশ্বাস করুন, যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম।'

'তারমানে,' হর্টেনশিয়ার চেহারায় আতঙ্ক, 'আপনার পালকপিতা আসলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন আপনাকে? তাঁর কাছে আপনি মানুষ না, একটা অস্ত্র?'

'হয়তো,' টান দিতে গিয়ে টের পেল ক্যারিল নিভে গেছে পাইপটা, হাত বাড়িয়ে নামিয়ে রাখল ওটা টেবিলের উপর। 'কিন্তু অস্ত্র যখন টের পেল সে আসলে একটা মানুষ, যখন বুঝল শোধের চেয়ে ক্ষমা বড়, যখন অনুভব করল যান্ত্রিকতার চেয়ে ভালোবাসা দামি, তখন...' থেমে গেল সে।

'কী বললেন?' ক্যারিলের চোখে চোখে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া।

মাসখানেক আগের এক পূর্ণিমা রাতের কথা মনে পড়ে গেল ক্যারিলের। মনে পড়ল, সে-রাতে হর্টেনশিয়ার পাশাপাশি হাঁটছিল সে এ-রকম এক বাগানে। সে-রাতে...

মাথা নেড়ে বলল সে, 'কিছু না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হর্টেনশিয়া বলল, 'আপনি ফিরে

BanglaBook.org

যাওয়ার পর, আপনার পালকপিতা যদি আবারও নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায় আপনাকে? এ-রকম একটা মানুষ কিছুতেই মহৎপ্রাণ হতে পারে না...'

'দয়া করে এভাবে বলবেন না, মিস উইনথ্রোপ। আপনি জানেন না মানুষটা আমার মা'র জন্য, আমার জন্য কতকিছু করেছেন। তিনি আসলেই মহৎপ্রাণ। শুধু মা'র মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেননি কখনোই। প্রতিশোধের ব্যাপারটা গেঁথে গেছে তাঁর মাথায়, সেটা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। অদ্ভুত এক গোঁড়ামি বলা যায় এটাকে। যা-হোক, যেমনটা বলেছেন—আমার মনে হয় না আমার পালকপিতা আবারও তাঁর স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারবেন আমাকে। কারণ সুযোগ বার বার আসে না। যে-সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা তা নষ্ট হয়েছে। হিয...আমার বাবা এখন আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন।'

নীরবতা।

হর্টেনশিয়ার চেহারার উপর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে ক্যারিল। কিন্তু হর্টেনশিয়া তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে। ভাবছে, মাত্র একমাসেই কতখানি বদলে গেছে খেয়ালি আর বিদ্রূপপূর্ণ চোখ দুটো! বিষাদ আর বেদনার সার্বক্ষণিক একটা ছায়া দেখা যায় সেখানে আজকাল। প্রচণ্ড করুণা অনুভব করছে সে মানুষটার প্রতি। মনে হচ্ছে, এখনও যেন মানুষটাকে চিনতে পারেনি। টের পাচ্ছে, চিনতে না-পারার কারণে যে-ধাঁধা কাজ করছে ওর মনে, সেটার জন্য মানুষটা আপন থেকে আরও আপন হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। এবং একটু আগে যে-কাহিনি শোনাল লোকটা, সেটা ওদের মাঝখানের দূরত্ব অনেক কমিয়ে দিয়েছে যেন।

হর্টেনশিয়া উপলব্ধি করছে, অদ্ভুত লোকটার উপর অনেক নরম হয়ে গেছে ওর মন।

BanglaBook.org

আচ্ছা, যে-গল্প শোনাল লোকটা, তা না-বললেও পারত, তা হলে বলল কেন? কিছুক্ষণ ভাবল হর্টেনশিয়া, কিন্তু প্রশ্নটার কোনো উপযুক্ত জবাব না-পেয়ে বলল, 'মিস্টার ক্যারিল, যদি একটা প্রশ্ন করি, জবাব দেবেন?'

উত্তর না-দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল ক্যারিল।

'লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে কি...আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে আপনার বাবার?'

ক্যারিলের চেহারার একটা পেশীও কাঁপল না। 'কেন?'

'কারণ আপনার নাম ক্যারিল।'

'আমার নাম?' তিতা হাসি হাসল ক্যারিল। 'এই পৃথিবীর অনেকেরই তাদের নামের ব্যাপারে অধিকার আছে, যাদের নেই আমি তাদের একজন।'

'মানে?'

'আমার বাবা আসলে,' তিতা হাসি হাসল ক্যারিল, 'এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন যে, ছোটখাটো অনেককিছু করার কথা হয়তো মনেই থাকত না তাঁর। তাই আমার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বেচারীকে বিয়ে করার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। কাজেই...বুঝতেই পারছেন...আমি এমন এক বাবা-মা'র সন্তান যাঁদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক ছিল না। তাই যখন বড় হলাম, বাবার-দেয়া কোনো নাম না-থাকায় আমার ইচ্ছেমতো নাম রাখার স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম। তখন কেন যেন ক্যারিল নামটা পছন্দ হয়ে গেল, আর ওটাই রেখে দিলাম নিজের জন্য।' তীব্র মর্মবেদনায় ভরা দৃষ্টিতে হর্টেনশিয়ার দিকে তাকাল ক্যারিল। 'মিস উইনথ্রোপ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভালোবাসার যোগ্য কোনো মেয়েকে যদি পাইও কখনও, তাকে বলার মতো নিজের কোনো নাম নেই আমার।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে হর্টেনশিয়া, অপলক তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে। নিচু গলায় বলল, 'এজন্যই কি...যেদিন আমরা সবাই ভেবেছিলাম মারা যাচ্ছেন আপনি...বলেছিলেন...জীবনের কী দারুণ সমাপ্তি?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। খেয়াল করল, আবেগ লুকানোর জন্য চোখ নামিয়ে নিয়েছে হর্টেনশিয়া—তাকিয়ে আছে নীচের দিকে, সাদা হয়ে গেছে ওর গাল দুটো, ফোঁপানি আটকানোর চেষ্টা করছে, কোলের উপর রাখা আঙুলগুলো কচলাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর, চোখ না-তুলেই বলল মেয়েটা, 'আপনি যদি কখনও কাউকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেন, আপনার নামে কী আসে-যায়? আপনি মানুষ হিসেবে কেমন, আপনার আচারব্যবহার কেমন, সেগুলোই কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ না?'

'নামে কী আসে-যায়?' আবারও তিতা হাসি হাসল ক্যারিল। 'নামে কী আসে-যায় তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে? নামে, অন্যকথায় বংশপরিচয়ে, কিছু যায়-আসে বলেই খানদানি কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারি না আমি। সমাজের কাছে একটা মানুষ, মানুষ হিসেবে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার বংশপরিচয়টা তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই কাউকে মনে ধরলেও ভালোবাসার প্রস্তাব দিতে পারি না।'

'তারপরও,' হাত কচলানো বন্ধ হয়ে গেছে হর্টেনশিয়ার, এখনও নীচের দিকে তাকিয়ে আছে, 'একবার কাউকে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে। এবং সারাজীবন মনে থাকবে। কিন্তু যখন বলেছিলাম কথাটা, ভুলে গিয়েছিলাম বংশপরিচয় বলে কিছু নেই আমার। কারণ, তখন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, আশপাশের পরিবেশে একধরনের পাগলামি। একরকম বেপরোয়া ভাব কাজ করছিল আমার ভিতরে, তাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি নিজেকে।

BanglaBook.org

তখন যে-কথাটা শুনিয়ে দিয়েছেন আমাকে, সেটাই শোনা উচিত ছিল আমার। আরেকটা কথা,' ছড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারিল, 'সে-রাতের ঘটনাটা পরে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝেছি, আসলেই বেহায়াপনা করে ফেলেছিলাম—একজন ভদ্রমহিলাকে যতটুকু সম্মান দেখানো উচিত, তা দেখাতে পারিনি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল হর্টেনশিয়া, কিন্তু পারল না—নিকুঞ্জে ঢোকার প্রবেশপথের কাছ থেকে উঁচু গলায়, উপহাস করার ঢং-এ বলে উঠল কেউ, 'তবে তোমাকে যথেষ্টর চেয়েও বেশি সম্মান দেখাচ্ছি আমি, স্যর—মরতে মরতেও বেঁচে গেছ, সেইসঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠছ অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে।'

একইসঙ্গে ঘুরে তাকাল ক্যারিল আর হর্টেনশিয়া।

লেডি অস্টারমোর।

তেরো

অহঙ্কারী ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে একটুখানি কাত হয়ে আছে হার লেডিশিপের, নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, স্পষ্ট তাচ্ছিল্য আর অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ক্যারিলের দিকে এবং সে-দৃষ্টি গোপন করার কোনো চেষ্টাই করছেন না।

ক্যারিল টের পেল, শক্ত হয়ে গেছে ওর শরীর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল সে, বাউ করল হার লেডিশিপের উদ্দেশ্যে। বলল, 'মরতে মরতে বেঁচে গেছি—সেটা বোধহয় একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে আপনার ছেলের জন্য, না?'

BanglaBook.org

জবাব না-দিয়ে হর্টেনশিয়ার দিকে তাকালেন হার লেডিশিপ, এক কদম আগে বাড়লেন। হাতপাখা দিয়ে জোরে বাতাস করছেন নিজেকে, বাতাসের ধাক্কায় থেকে থেকে নড়ে উঠছে তাঁর লম্বা হেডড্রেসের কয়েকটা পালক। শীতল গলায় বললেন, 'তুই কী করছিস এখানে?'

ঝট্ করে চোখ তুলল হর্টেনশিয়া, সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আমি, ম্যাডাম? আমি...আসলে...বাগানে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। হঠাৎ দেখি, এখানে আছেন মিস্টার ক্যারিল। ভাবলাম একটু কথা বলি তাঁর সঙ্গে—কেমন আছেন জিজ্ঞেস করি। তিনি চাইলে বই পড়ে শোনাতাম।'

'ও...কুশলাদি বিনিময়, না?' হার লেডিশিপের কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ। 'বই পড়ে শোনানো? মেইডস্টোনের সুখস্মৃতি যায়নি তা হলে এখনও! নিজের মানসম্মানের প্রতি কোনো খেয়াল নেই তোর—কোনোদিন ছিলও না, তোর মরা বাপের কথাও ভুলে গেছিস। যা করার আমাকেই করতে হবে দেখছি!'

ঠোঁট কামড়াল হর্টেনশিয়া, লাল হয়ে গেছে দু'গাল, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে।

'হার লেডিশিপ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন,' পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মুখ খুলল ক্যারিল, 'আমার দেখভাল করে আপনাকে যারপরনাই কৃতজ্ঞ করেছেন মিস উইনথ্রোপ?'

'কৃতজ্ঞ করেছে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে হার লেডিশিপের। 'আমাকে?'

'জী, আপনাকে। কারণ আমি মরলে তো আপনার ছেলেও মরত, তা-ই না? এ-রকম অনেক লোক আছে যারা উপকারীর উপকার স্বীকার করা তো পরের কথা, বরং উপকারীকে অপমান করতে পারলে খুশি হয়। আমি তাদের মতো না। তাই আপনার ছেলের হয়ে আমিই ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম মিস উইনথ্রোপকে।'

BanglaBook.org

বিষদৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকালেন হার লেডিশিপ। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারিল, হাসল। 'আমি বরং বলবো, পাগলামি বলতে যা-কিছু ছিল আমার ভিতরে, আপনার ছেলে আমার পিঠে যে-ফুটো তৈরি করেছে, সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে সেসব।' একটু আগে যে-চেয়ারে বসে ছিল সে, ইশারায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'কেন শুধু শুধু নিজের পা দুটোকে কষ্ট দিচ্ছেন, য়োর লেডিশিপ? বসুন না?'

'বসতে আসিনি আমি। একটা কথা বলতে এসেছি।'

'হুঁ...বুঝতে পারলাম।'

'কী?'

'বুঝলাম, একটা কথা বলতে এসেছেন, কিন্তু বলছেন না—তারমানে কথাটা অনেক লজ্জার।'

একদৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছেন লেডি অস্টারমোর, যেন আগুন ঝরছে তাঁর দু'চোখ থেকে। 'তুমি আমার কত বড় ক্ষতি করেছ, জানো না, মিস্টার ক্যারিল।'

'ক্ষতি! আপনার কাপুরুষ ছেলেকে প্রাণভিক্ষা দিতে গিয়ে আরেকটু হলে পরপারে চলে গিয়েছিলাম, আর আপনি বলছেন ক্ষতি করেছি?'

'আমার সহজসরল বাচ্চাটাকে এখন দু'চোখে দেখতে পারে না ওর বাবা। ওদের দু'জনের মধ্যে এমন এক দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা সম্ভবত কোনোদিনও ঘুচবে না। এবং এ-সবের জন্য তুমিই দায়ী।'

'মিস্টার ক্যারিল দায়ী!' না-বলে পারল না হর্টেনশিয়া। 'তা হলে মাই লর্ড রদারবাই...'

'চুপ কর্, পাজি মেয়ে কোথাকার! ভুলিয়েভালিয়ে আমার ছেলেটার সর্বনাশ করেছিস, আবার কথা বলছিস? তুই-ই যত নষ্টের গোড়া।'

BanglaBook.org

'ম্যাডাম, আপনি আবারও অপমান করছেন আমাকে,' চোখ জ্বলছে হর্টেনশিয়ার।

'আমারও তা-ই মত,' বাগানে এসে ঢুকেছেন লর্ড অস্টারমোর।

গত এক মাসে তাঁর সেই আপেলরঙা চেহারা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, অনেকখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে দু'গাল, এমনকী হঠাৎ দেখলে মনে হয় চর্বিমাংসও কিছুটা খসেছে তাঁর শরীর থেকে। আসলে দুশ্চিন্তায়-উদ্বেগে দিন দিন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে তাঁর।

কাছাকাছি এসে তাকালেন তিনি হার লেডিশিপের দিকে। 'আবারও শুরু করেছ তুমি? এতিম মেয়েটাকে অপমান না-করলে পেটের ভাত হজম হয় না? বেচারীকে গালমন্দ না-করলে শান্তি পাও না?'

'বেচারী?' সশব্দে নাক টানলেন হার লেডিশিপ। চোখ তুলে এমন ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকালেন যে, দেখে মনে হলো তাঁর পক্ষে সাফাই গাইবেন বিধাতা। কিন্তু সে-রকম কিছু না-ঘটায় আবার বললেন, 'বেচারী, না? এই হারামজাদী বেচারী হলে দুনিয়াতে বেচারী বলে কেউ নেই।'

'চুপ করো! উঠতে-বসতে এত অপমান করো বলেই তো...। সবকিছুর একটা সীমা আছে।'

'জ্ঞান দিতে এসো না, বুঝলে? নিজের ছেলের সঙ্গে কী করেছ তুমি সেটা ভাবো আগে।'

রাগে লাল হয়ে গেল হিয লর্ডশিপের চেহারা, দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। 'আমার কোনো ছেলে নেই। তবে এমন এক লম্পট, মদ্যপ আর গুণ্ডা আছে এই শহরে যার নামের সঙ্গে মিল আছে আমার নামের এবং যে একদিন নিজেকে লর্ড অস্টারমোর বলেই পরিচয় দেবে। ...মিনতি করি তোমার কাছে, ওর কথা আর

BanglaBook.org

কখনও বোলো না আমার সামনে। এতদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে শয়তানটাকে থাকতে দিয়েছি আমার বাড়িতে, আজ এখান থেকে চলে যাবে সে যেখানে খুশি সেখানে, চাকরদেরকে বলে রেখেছি। এতদিন মিস্টার ক্যারিলের কারণে থাকতে দিয়েছি ওকে—যদি কিছু হয় এই ফরাসি ভদ্রলোকের তা হলে যাতে ওই শয়তানটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি আদালতে।'

অক্ষম ক্রোধে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে হার লেডিশিপের চেহারা, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন তিনি। তখন লেডাক ঢুকল বাগানে, হাতে ধাতুনির্মিত একটা ট্রে, তাতে ক্যারিলের জন্য এক বাটি স্যুপ, এক ফ্লাস্ক মদ আর একটা চিঠি।

লেডাক একটু বোকাসোকা হলেও এতগুলো লোককে দেখে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিল মোটামুটি, চোখের ইশারায় চিঠিটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ক্যারিলের, তারপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। দেরি না-করে চিঠিটা নিল ক্যারিল, খামের গায়ে স্যর রিচার্ড এভারার্ডের হাতের-লেখা দেখতে পেয়ে ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হার লেডিশিপ।

'কী ব্যাপার?' শিকার ফাঁদে ধরা পড়তে যাচ্ছে দেখলে শিকারী যে-রকম খুশি হয়, সে-রকম চাপা উল্লাসের সুর লেডি অস্টারমোরের গলায়, 'চিঠিটা পড়বে না, মিস্টার ক্যারিল?'

'এ-রকম অনেকে আছে,' ক্যারিলের কণ্ঠে পরিহাস, 'যারা গরম খাবার খেতে পারে না, ঠাণ্ডা করে খায়। আমিও অনেকটা সে-রকম—মাত্র-আসা চিঠি পড়তে পারি না। তাই ওটা রাখলাম পকেটে,' ওর দিকে ন্যাপকিন বাড়িয়ে দিয়েছে লেডাক, সেটা নিল।

'নাকি চিঠি যে পাঠিয়েছে সে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না তোমার কাছে?' সন্দেহ যায়নি হার লেডিশিপের। 'অথবা...চিঠিটা আসলে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের সামনে পড়তে ভয় পাচ্ছ?'

BanglaBook.org

'সন্দেহ যাদের মনের ভিতরে রোগ হিসেবে জেঁকে বসে,' বাটি থেকে খানিকটা স্যুপ চামচ দিয়ে তুলল ক্যারিল, 'তারা বেশিদিন বাঁচে না। হার লেডিশিপ নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যসচেতন?'

'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই স্বাস্থ্যসচেতন, পাশাপাশি অন্যান্য অনেক বিষয়েও সচেতন। যেমন, শুধু হাতের লেখা দেখেই বলে দিতে পারি তোমার কাছে গত ছ'দিনে পাঁচ-পাঁচটা চিঠি পাঠিয়েছে যে, সে একটা মেয়ে। কি, কথাটা অস্বীকার করতে পারবে, মিস্টার ক্যারিল?'

চামচের স্যুপটুকু সময় নিয়ে খেল ক্যারিল—স্বাদটা পুরোপুরি উপভোগ করতে চাচ্ছে যেন। বলল, 'গত ছ'দিনে পাঁচটা কেন, কোনো মেয়ে যদি পঞ্চাশটা চিঠি পাঠাত আমাকে তা হলে কার কী আসত-যেত? তবে একটা ব্যাপারে আপনার প্রশংসা করতেই হয়। আপনি আসলেই গৃহস্থালি অনেক কাজে অনেকের চেয়ে বেশি সচেতন। আপনাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে হিয লর্ডশিপ যারপরনাই ধন্য।'

'শুনলে তোমরা, শুনলে?' অভিযোগ করার ব্যাপারে স্বামীকে পাশে পাবেন না বুঝে, একটু আগে যাকে গালমন্দ করছিলেন সেই হর্টেনশিয়ার দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকালেন হার লেডিশিপ। 'লোকটা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না! প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে বরাবরের মতো।'

জবাবে অলস ভঙ্গিতে আঙুল মটকাতে লাগলেন লর্ড অস্টারমোর, ওদিকে ঘুরে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল হর্টেনশিয়া।

সঙ্গী জোটাতে যে ব্যর্থ হয়েছেন হার লেডিশিপ, সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সশব্দে স্যুপ খেতে লাগল ক্যারিল।

'ঠিক আছে,' রাগে মাটিতে ছড়ি ঠুকলেন লেডি অস্টারমোর, 'পকেটে চিঠি নিয়ে থাকো এখানে, মিস্টার ক্যারিল। সময় এলে ঠিকই বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল,' বলে আর দেরি করলেন

না, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। কিন্তু কী মনে হতে থামলেন, লর্ড অস্টারমোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যাবে না?'

মাথা ঝাঁকালেন হিয লর্ডশিপ। 'মিস্টার ক্যারিলের সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

'পরে বললে হয় না?'

'না, হয় না। তুমি যাও।'

বাঁকা হাসি হাসলেন হার লেডিশিপ। 'যদি না-যাই?'

'না, না, দয়া করে চলে যাও, সিলভিয়া।'

আবার সন্দেহ পেয়ে বসল হার লেডিশিপকে, সরু চোখে কিছুক্ষণ দেখলেন তাঁর স্বামীকে। তারপর বললেন, 'মিস্টার ক্যারিলের সঙ্গে মিলে রহস্যজনক কিছু একটা করছ তুমি, ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু জেনে রাখো, একদিন-না-একদিন ঠিকই জানতে পারবো সব। সেদিন...' বাকিটা না-বলে হাঁটা ধরলেন বাড়ির উদ্দেশে।

খানিকটা হেঁটে গিয়ে টুলে বসে পড়লেন হিয লর্ডশিপ। নুয়ে পড়েছে তাঁর দু'কাঁধ, দেখে মনে হচ্ছে একইসঙ্গে তাঁর মন আর শরীরের উপর চেপে বসেছে কোনো গুরুভার।

'খাবেন নাকি এক গ্লাস?' হাতের ইশারায় মদের ফ্লাস্কটা দেখিয়ে দিয়ে বলল ক্যারিল। 'আপনার সেলারেরই মদ, যদি খেতে রাজি থাকেন তা হলে মেজবানের ভূমিকা পালন করতে পারি।'

চোখ উজ্জ্বল হলো হিয লর্ডশিপের, দেখে ক্যারিল বুঝল আসলেই কোনো একটা সমস্যা হয়েছে তাঁর। ইশারায় মদ পরিবেশন করতে বলল সে লেডাককে। একটা গ্লাস মদে পূর্ণ করে হিয লর্ডশিপের কাছে নিয়ে যাওয়ামাত্র হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন তিনি, একচুমুকে খালি করে ফেললেন গ্লাসটা।

ক্যারিল বলল, 'লেডাক, তুমি এখন যাও। লেকে কিছু গোল্ডফিশ আছে, ওগুলো দেখো গিয়ে। দরকার লাগলে ডাকবো

BanglaBook.org

তোমাকে।'

চলে গেল লেডাক।

নীরবতা।

এখনও ঝুঁকে বসে আছেন হিয লর্ডশিপ, কনুইয়ের ভর রেখেছেন হাঁটুর উপর, চেহারায় গাম্ভীর্য। বেশ কিছুক্ষণ পর সোজা হয়ে বসলেন, সরাসরি তাকালেন ক্যারিলের দিকে। বললেন, 'আগেও কয়েকবার ভেবেছি বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু তোমার শারীরিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না, তাই সাহস পাইনি। এখন নিশ্চয়ই...আমার কথাগুলো শোনার মতো যথেষ্ট সুস্থ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। 'এখানে আমার যে-যত্ন করলেন আপনারা, সেটার জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'এখানে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। তোমার যে-অবস্থা করেছে রদারবাই, তার দায় কিছুটা হলেও আমাদের উপর বর্তায়। যা-হোক,' গলা নামালেন হিয লর্ডশিপ, 'প্রায় প্রতিদিনই চিঠি আসছে তোমার নামে। ওসবের সঙ্গে কি রাজা জেমসের কোনো সম্পর্ক আছে?'

'সরাসরি নেই,' গলা নামাল ক্যারিলও, 'তবে পরোক্ষভাবে আছে।'

'কী মনে হয় তোমার—পুরোপুরি সুস্থ হতে আর কতদিন লাগবে? মানে...আর কতদিনের মধ্যে যাত্রা করতে পারবে?'

'আশা করছি এক সপ্তাহ।'

'ভালো,' মাথা ঝাঁকালেন দি আর্ল। 'ঈশ্বর করুক তা-ই যেন হয়। ...আমার হয়ে রাজার কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তোমার।'

গম্ভীর হয়ে গেছে ক্যারিলের চেহারা, কালক্ষেপণ করার জন্য থুঁতনি চুলকানোর ভান করছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'চিঠি...মানে

BanglaBook.org

রাজার চিঠির জবাবে যেটা লিখেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি আমি।'

কিছু বলছে না ক্যারিল। স্যুপের স্বাদটা মরে গেছে ওর মুখের ভিতরে, ভালো মদটাও কেমন তিতা লাগছে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দি আর্ল বললেন, 'তোমার কাছে যে-চিঠিগুলো আসছে, সেগুলো পড়ে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ ইদানীং কী ঘটেছে বা ঘটছে?'

'ওগুলোকে...আসলে ব্যক্তিগত চিঠি বলা যায়। সাম্প্রতিক ঘটনার ব্যাপারে তেমন কিছু নেই কোনোটাতেই। তারচেয়ে ভালো আপনিই বলুন, আপনার কাছ থেকেই জানি।'

'বিশপ আটারবারির সঙ্গে দেখা করেছি আমি,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ বললেন হিয লর্ডশিপ।

চমকে ওঠার মতো খবর।

এবং কিছুটা হলেও চমকে উঠল ক্যারিল। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

'আমার মনের খবর জানেন বিশপ,' বলে চললেন হিয লর্ডশিপ। 'তাঁর কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, রাজার কাছ থেকে কিছুদিন আগে এক এজেন্ট এসেছিল। লোকটাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন রাজা, আমাদের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হবে আপাতত। কারণ উপযুক্ত সময় নাকি আসেনি এখনও। কিন্তু এ-রকম অদ্ভুত আদেশে যারপরনাই বিরক্ত হয়েছেন আটারবারি। আমাকে বলেছে, দরকার হলে রাজার জন্য রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করবেন।'

'তারমানে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনবেন তিনি,' বলল ক্যারিল।

'না। তুমি অসুস্থ ছিলে, গত একমাসে যা ঘটেছে তার অনেককিছুই জানো না। আমাদের পক্ষ থেকে একটু দেরি হওয়ায়

BanglaBook.org

ঘাবড়ে গেছেন রাজা জেমস, কিন্তু আমি বলবো, আটারবারি যা করতে চাচ্ছেন তা ঠিকই আছে। কারণ এ-রকম সুযোগ বার বার আসবে না। দেশের আর্থিক অবস্থা এখন ভালো না, অথচ মন্ত্রীরা এটা করবো সেটা করবো বলে জনগণের মন ভোলাচ্ছেন বার বার। সবাই জানে, সাউথ সী কেলেঙ্কারির কারণে বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে সরকার। আমরাও বার বার বোঝানোর চেষ্টা করছি রাজা জেমসকে, এই ওলটপালট অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছে সবাই। আপাতত মনে হচ্ছে, স্রোত আমাদের অনুকূলেই বইছে। এখন যদি আমরা ভাটার জন্য অপেক্ষা করি, হয়তো সারাজীবনই অপেক্ষা করে থাকতে হবে।'

'আপনি তো দেখছি এ-বিষয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন!'

'সাউথ সী কেলেঙ্কারিতে বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে আমার, সেই সঙ্গে পুরো দেশের। এখনকার সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা নেই। কাজেই আমি যদি রাজা জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকি, আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?' বাঁকা হাসি হাসলেন লর্ড অস্টারমোর। 'মনে রেখো, রাজা যায় রাজা আসে, কিন্তু জনগণের ভাগ্য বদলায় না। ভাগ্য শুধু তাদেরই বদলায়, যারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সুবিধাটা নিতে পারে। সুতরাং রাজা জেমসই এখন আমার একমাত্র আশা। তিনি মসনদে বসতে পারলে আর্থিকভাবে যেমন লাভ আমার, তেমনই যে-কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হতে পারে আমাকে তা থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

মুচকি হেসে বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল। কিন্তু কিছু বলল না।

'আমার কথা শুনে আমাকে কী ভাবছ জানি না,' বলে চললেন হিয লর্ডশিপ। 'আসলে এই শয়তানির সঙ্গে না-জড়িয়ে উপায় ছিল না আমার। আমি একজন লর্ড। সারাজীবন আয়েশ করেছি।

BanglaBook.org

শেষবয়সে এসে এমন এক ক্ষতি হলো আমার, টাকাপয়সা যা ছিল তার প্রায় সবই গেছে, সেই সঙ্গে সম্মানটুকুও যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ত্যাজ্যপুত্র ত্যাজ্যপুত্র বলে যতই চেঁচাই, আমি মরলে পরে আমার যা আছে সবই পাবে রদারবাই। যখন ভাবি, উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে তার সামান্য অংশ দিয়ে যেতে পারছি ছেলেটাকে, তখন মনটাই খারাপ হয়ে যায়। সে-কারণেই এত বড় ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করিনি। যদি কাজ করার মতো বয়স থাকত আমার এখনও, বিশ্বাস করো, এ-পথে পা বাড়াতাম না। কিছু একটা করে নিজের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতাম। যদি বিশ্বাসঘাতকতা না-করি বর্তমান রাজার সঙ্গে, কিছুদিন পর আমাকে হয় ভিক্ষা করতে হবে নইলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। এককালের লর্ড পরিণত হবে সবার করুণার পাত্রে।'

চুপ করে আছে ক্যারিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হিয লর্ডশিপের দিকে।

দি আর্লও চুপ করে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলবেন কি বলবেন না সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন। শেষপর্যন্ত নিচু গলায়, ফ্যাকাসে চেহারায়, অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, 'লর্ড কার্টেরেটের আগে যে-লোক ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল, তার নাম ক্র্যাগ্স। লোকটা আত্মহত্যা করেছিল, জানো? নিজেই গুলি করেছিল নিজেকে।' ক্যারিল কিছু বলবে কি না শোনার জন্য থামলেন তিনি।

কিন্তু ক্যারিল কিছু বলল না, আগের মতোই চুপ করে তাকিয়ে আছে।

'সাউথ সী কোম্পানি যখন গঠিত হয় তখন বিশ হাজার পাউণ্ড বিনিয়োগ করার ঘোষণা দিই আমি। ওই এক ঘোষণাতেই, শুধু আমার নামের কারণে, হু হু করে বাড়তে থাকে শেয়ারের দাম। কিন্তু টাকাটা দিয়ে নিজের প্রভাব খাটিয়ে কৌশলে আর গোপনে

BanglaBook.org

সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও করি। তখন ক্র্যাগ্‌সের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম, তাই সে-কাজে ব্যবহার করি ওকে। কিন্তু ততদিনে ফাঁস হয়ে গেছে আমাদের চালাকি, জানাজানি হয়েছে সরকারি আমলা-মন্ত্রীরা জড়িত কেলেঙ্কারিটার সঙ্গে, তাই শেয়ারবাজারে ধস নামল। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে আমাদের মতো উদ্যোক্তারা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কেউ কম কেউ বেশি। এদের মধ্যে দ্য ডিউক অভ হোয়ার্টনও ছিল। রোখ চেপে গেল লোকটার, কসম খেল কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করবেই। ওর সেই খোঁড়াখুঁড়ির কারণেই মানসম্মানের ভয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় ক্র্যাগ্‌স। আমার কপাল ভালো, তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেই নাটের গুরু ভেবেছিল হোয়ার্টন, তাই ক্র্যাগ্‌স মারা যাওয়ায় তদন্ত-মামলা ইত্যাদির ইতি টানে। কিন্তু ইদানীং শুনছি সেসব তদন্ত আর মামলা পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তা-ও আবার আমার ছেলে শয়তান রদারবাই'র কারণেই।'

'লর্ড রদারবাই'র কারণে! কেন?'

'কারণ হোয়ার্টনের মনে সন্দেহ জেগেছে, ক্র্যাগ্‌সের পেছনেও কেউ-না-কেউ ছিল। ক্র্যাগ্‌সসহ যে ছ'-সাতজন চরম অপমানিত হয়েছে এবং বলতে গেলে ধ্বংস হয়ে গেছে, ওরা ছাড়া আরও লোকও নাকি আছে।'

'কিন্তু...লর্ড রদারবাই...'

'হোয়ার্টনের সঙ্গে আগে যে-রকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল চার্লসের, তা যদি থাকত, তা হলে এত দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাতে হতো না আমাকে। কিন্তু হোয়াইট'স-এ...ঘটনাটা তুমি জানো...যা করেছে আমার ছেলে হোয়ার্টনের সঙ্গে, তারপর নাকি ওর ধ্বংস ডেকে আনার কসম খেয়েছে লোকটা। সবাই জানে, রদারবাইকে ধ্বংস করতে হলে আগে ধ্বংস করতে হবে আমাকে।'

চুপ করে আছে ক্যারিল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

BanglaBook.org

'অশান্তির আগুন যখন লাগে, সবদিকেই লাগে একসঙ্গে। হোয়ার্টনের ব্যাপারটা কীভাবে যেন আঁচ করতে পেরেছে সিলভিয়া, অথবা হয়তো খবর পেয়েছে কারও কাছ থেকে। কিন্তু আমাকে এ-ব্যাপারে "দৌড়ঝাঁপ" করতে না-দেখে সন্দেহ করছে, নির্বাসনে-থাকা রাজার সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করছি আমি তলে তলে। ওর সন্দেহের কথাটা দু'-একবার বলেছেও আমাকে। আমি অবশ্য প্রতিবারই অস্বীকার করেছি। আর তোমাকে তো...তোমাকে সে রাজা জেমসের এজেন্ট ছাড়া আর কিছু মনেই করে না। সে বলে, তোমার সঙ্গে আমার সখ্যতার নাকি একটাই মানে—আমরা দু'জন কাজ করছি একসঙ্গে, এক উদ্দেশ্যে। শুধু তা-ই না, কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় বলেছে, তোমার-আমার হৃদ্যতার রহস্য ভেদ করেই ছাড়বে, দরকার হলে কাজে লাগাবে রদারবাইকে।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক, মাই লর্ড,' হাত বাড়িয়ে নস্যির কৌটা নিল ক্যারিল। 'সরাইখানায় ফিরে যাই আমি, চিঠি চালাচালির ব্যাপারটা স্থগিত থাকুক আপাতত। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না-হওয়া পর্যন্ত কিছু করতে যাওয়াটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।'

'শাঁখের করাতের মধ্যে পড়লাম দেখছি—কিছু করলেও বিপদ, না-করলেও বিপদ!'

'মাই লর্ড, যদি কিছু মনে না-করেন, এখন আপনার বড় বিপদের নাম দ্য ডিউক হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। কেন জানেন? মাস সাতেক আগের একটা কেস আবার দাঁড় করাতে চাচ্ছেন তিনি, যেখানে হয়তো তেমন কোনো প্রমাণই নেই আপনার বিরুদ্ধে, আবার হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রমাণ আছে। যা যা প্রমাণ আছে, সেগুলো কি গোপনে গোপন করার চেষ্টা করতে পারেন না আপনি? সে-কাজ করতে গিয়ে, রাজা জেমসের পক্ষ থেকে যে-সাহায্য পাওয়ার কথা বলছেন তা পেতে যদি একটু

BanglaBook.org

দেরিও হয়, নিশ্চয়ই খুব বেশি অসুবিধা হবে না?'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন লর্ড অস্টারমোর। 'তারপরও, রাজার কাছে যে-চিঠিটা পাঠানোর কথা ছিল, সেটা নিয়ে কথা বলবো তোমার সঙ্গে। আরেকটু সেরে ওঠো তুমি, ভ্রমণ করার মতো শক্তি আসুক শরীরে।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চলে যাচ্ছেন ধীর পায়ে।

নস্যির কৌটা হাতে নিয়ে বসে আছে ক্যারিল। কেন যেন নস্যি নিতে ইচ্ছা করছে না। কৌটাটা নামিয়ে রাখল সে। ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিলেন স্যর রিচার্ড, সেটা গুটিয়ে নেয়ার দায়িত্ব ছিল ক্যারিলের উপর। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে জালটা গুটিয়ে আসছে ওর চারদিকেই। যদি তা-ই হয়, সে-জাল টানার দায়িত্ব এখন কার উপর?

কল্পনার চোখে হার লেডিশিপ আর রদারবাই'র চেহারাটা দেখতে পেল ক্যারিল।

তারমানে, ওরা কি ফিরতে দেবে না ওকে ফ্রান্সে?

BanglaBook.org

চোদ্দ

রদারবাইকে নিজের খাসকামরায় নিয়ে গিয়ে দরজা আটকিয়ে দিয়েছেন হার লেডিশিপ।

রদারবাই'র পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক–আজ, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে সে। ওর ইচ্ছা দেশ ছেড়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। একটা এতিম মেয়েকে ফুসলিয়ে বাড়িছাড়া করা, প্রতারণার মাধ্যমে

মেয়েটাকে বিয়ের অভিনয় করা, দ্য ডিউক হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টনকে যারপরনাই অপমান করা এবং ডুয়েলে হেরে গিয়ে প্রতিপক্ষের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করার কারণে ছি ছি পড়ে গেছে ওর নামে সারা শহরে। ভদ্রলোকদের কোনো আড্ডায় যাওয়া সম্ভব না ওর পক্ষে এখন।

ওর মা'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে। লম্বা হালকাপাতলা শরীরটা কেমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি, সামনের দিকে কিছুটা বেরিয়ে আছে ঠোঁট চাপা ক্রোধের কারণে।

টয়লেট-টেবিলের পাশে, গিল্টি-করা আর্মচেয়ারে বসে আছেন হার লেডিশিপ, ডিউক অভ হোয়ার্টন যে সাউথ-সী-কেলেঙ্কারির কেসটা পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছেন তা বলছেন ছেলেকে।

দ্য ডিউকের নাম শুনে দাঁতে দাঁত পিষল রদারবাই, বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'তোর বাবার পথে বসার মানে কী, জানিস?' মূল ঘটনা বলার পর জিজ্ঞেস করলেন হার লেডিশিপ। 'আমাদেরও পথে বসা—তোর আর আমার।'

তিতা হাসি হাসল রদারবাই, কাঁধ ঝাঁকাল। 'বাবা আর নতুন করে পথে কী বসবেন? তিনি তো অনেক আগে থেকেই পথে বসে আছেন। সাউথ সী কোম্পানিসহ আরও কয়েকটা অতিমূল্যায়িত কোম্পানির শেয়ারে ধস নামায় যে-টাকা খুইয়েছেন, তারপর আর কিছু বাকি আছে তাঁর? তা ছাড়া আজও বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়ার সময় বলেছেন, তিনি মরার পর তাঁর একটা পেনিও ছুঁতে পারবো না আমি।'

'ওসব কথার কথা, বাদ দে এখন। হোয়ার্টনের কী করবি, সেটা বল্। মাস সাতেক আগের মীমাংসিত একটা কেস নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে লোকটা। আগেরবার মিস্টার ক্র্যাগ্সের যে-অবস্থা হয়েছিল, এবার যদি তোর বাবার সে-রকম

কিছু হয়, আমাদেরকে তো ভিক্ষা করতে হবে!’

এক হাতের তালুতে আরেকহাত দিয়ে ঘুসি মারল রদারবাই। ‘একটা উপায় আছে।’

‘কী?’

নিজের তলোয়ারের বাঁটে চাপড় মারল রদারবাই। ‘ইচ্ছাকৃতভাবে ঝগড়া বাধিয়ে বসি নিমকহারামটার সঙ্গে। খুব একটা কঠিন হবে না কাজটা। এমনিতেই মেজাজ গরম হয়ে আছে ওর, কাজেই আমি যদি ডুয়েলের কথা বলি, মনে হয় না প্রত্যাখ্যান করবে। তখন...’

‘ক্যারিলের সঙ্গে যা করেছিস, তাতে তোর কি মনে হয়, তোর সঙ্গে ডুয়েলে রাজি হবে পাগল ছাড়া অন্য কেউ?’

রদারবাই চুপ।

‘তুই আসলে একটা বোকা, চার্লস। মাঝেমধ্যে এমন সব কাজ করিস, যার কারণে কথাটা বলতেই হয় ইচ্ছা না-থাকার পরও। ডুয়েলের চেয়ে বরং চেষ্টা করে দ্যাখ্ জ্যাকোবাইট ক্যারিলকে ফাঁসানো যায় কি না। যদি করা যায় কাজটা, এবং যদি সেটা ফলাও করে প্রচার করা সম্ভব হয়, সবার নজর ঘুরে যাবে আরেকদিকে। তবে সাবধান, তোর বাবাকেও কিন্তু সন্দেহ হয় আমার—নির্বাসিত রাজাকে সাহায্য করতে চাচ্ছে সে। কিন্তু তুই যদি বর্তমান রাজাকে সাহায্য করতে পারিস, তা হলে বিনিময়ে তিনি কি কিছু করবেন না আমাদের জন্য?’

‘তোমাকে বলতে হবে না, মা, ইতোমধ্যে গ্রীনকে লাগিয়ে দিয়েছি আমি ক্যারিলের পেছনে। শয়তানটা তো মরতে মরতেও মরল না, আহত হয়ে পড়ে থাকল আমাদের বাড়িতেই, তাই ওদের দলের কাজকর্মও মনে হয় স্থগিত থেকেছে গত একমাস। লর্ড কার্টেরেটের কাজ যেমন করছে গ্রীন, আমার কাজও করছে একইভাবে, আর সেজন্য মোটা অঙ্কের ঘুষও দেয়া হচ্ছে ওকে।’

BanglaBook.org

‘বিশেষ কিছু জানতে পেরেছে লোকটা?’

‘হ্যাঁ, পেরেছে, কিন্তু সেটা বিশেষ কিছু না।’

‘কী?’

‘জনৈক এভারার্ড নামের এক লোকের সঙ্গে ভালো খাতির আছে ক্যারিলের। আমার সঙ্গে যেদিন ডুয়েল লড়ল সে, তার আগের রাতে ওই লোক গিয়েছিল ক্যারিলের সরাইখানায়, বেশ কিছুক্ষণ থেকেছে। ক্যারিল লণ্ডনে পা দেয়ার সপ্তাহখানেক পর থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে শহরে। ওর পুরো নাম স্যর রিচার্ড এভারার্ড। অনেকেই বলে, লোকটা একজন জ্যাকোবাইট। রাজা জেমসের প্যারিস এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। ওর এখানে আসার খবর পেয়ে চমকে গেছে গ্রীন, যতদূর শুনেছি নড়েচড়ে বসেছেন লর্ড কার্টেরেটও, কিন্তু ঠিক কী কাজে এসেছে লোকটা সে-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না-হয়ে কিছু করতে চাচ্ছেন না।’

‘কেন?’

মুচকি হাসল রদারবাই। ‘চুরি করা যার অভ্যাস, তাকে দেখামাত্র কি পাকড়াও করা হয়? যদি করা হয়, তা হলে কোন্ বাড়িতে ঢুকবে সে, কী চুরি করবে কিছুই জানা যাবে না। এভারার্ড আর ওর দলের লোকদের মতলব কী, সে-ব্যাপারে এখনও পাকা খবর নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে। তাই আপাতত দড়িতে ঢিল দিচ্ছে ওরা। তবে এ-ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই, ক্যারিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে এভারার্ডের।’

উজ্জ্বল হয়ে উঠল হার লেডিশিপের চোখ জোড়া। ‘আজ নিজের চোখে দেখেছি, লেডাক একটা চিঠি দিল ক্যারিলকে। আগেও ব্যাপারটা খেয়াল করেছি আমি কয়েকবার। আমার কী মনে হয়, জানিস? আমার মনে হয়, ওই এভারার্ডই নিয়মিত চিঠি পাঠাচ্ছে ক্যারিলের কাছে। ...ক্যারিল লোকটা সাংঘাতিক চালাক—আমি অন্যভাবে জানতে চাইলাম বিষয়টা, কিন্তু ফাঁদে পা

BanglaBook.org

দিল না সে!'

'চালাক হোক আর যা-ই হোক, ফাঁদ পাতা আছে ওর জন্য। এবং কাল না-হোক পরশু তাতে ধরা পড়তেই হবে ওকে। নিশ্চিন্ত থাকো, একদিকে স্ট্রেটন হাউস ছাড়বে সে, আরেকদিকে ওদের দলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উঠেপড়ে লাগবে এভারার্ড। তখন...' দাঁতে দাঁত পিষল রদারবাই, 'আশা করছি দুটোকেই একসঙ্গে গেঁথে ফেলবে গ্রীন।'

'কাজেই তোর প্রতি আমার পরামর্শ, আর কোনো পাগলামি করিস না আপাতত, ক'টা দিন মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখ্। চোখ-কান খোলা রেখে জানার চেষ্টা কর্ কোথায় কী ঘটছে। গ্রীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি নিয়মিত। লোকটা যাতে কিছুতেই হাতছাড়া না-হয়। রাজার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের খবর নিশ্চিতভাবে জানতে পারামাত্র লর্ড কার্টেরেটের সঙ্গে যোগাযোগ করবো আমরা।'

হার লেডিশিপের শেষের কথাটা বুঝতে পারেনি রদারবাই, তাই তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে।

'উফ্, মাঝেমধ্যে তোকে নিয়ে পারি না, চার্লস! না-বুঝিয়ে বললে কি কিছুই বুঝতে পারিস না? ...কিনে নিবি তুই গ্রীনকে, বলবি যদি পয়সা চায় লোকটা, তা হলে যা জানতে পারবে এভারার্ড-ক্যারিলের ব্যাপারে তা আগে লর্ড কার্টেরেটকে না-জানিয়ে তোকে জানাতে হবে। তখন খবরটা নিয়ে "দর কষাকষি" করবো আমরা মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে, বলবো, মন্ত্রী সাহেব, সাউথ সী কেলেঙ্কারির ব্যাপারে হোয়ার্টনদের মুখ বন্ধ করুন আগে, তারপর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মুখ খুলবো আমরা।'

'কিন্তু...যদি হিতে বিপরীত হয়? যদি জানা যায় বাবাও একজন জ্যাকোবাইট? তখন তো আমাদের আমও যাবে, ছালাও যাবে!'

'তোর মতো একটা ছাগলকে পেটে ধরেছিলাম, ভাবতেও অবাক লাগে। যদি জানা যায়ও তোর বাবা জ্যাকোবাইট, সেটা

জানাজানি হতে দিবি কেন? স্রেফ চেপে যাবি খবরটা, গ্রীনও যাতে মুখ খুলতে না-পারে সে-ব্যবস্থা করবি। সাউথ সী কেলেঙ্কারির ব্যাপারে আগেরবার যেমন বেঁচে গেছে তোর বাবা, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এবারও যেন সে-রকমই হয়। মনে রাখবি, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এভারার্ড আর ক্যারিল, আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ওই দু'জনই যত নষ্টের গোড়া।'

দু'হাত পিছমোড়া করে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগল রদারবাই। 'ক্যারিলের উপর এমনিতেও রেগে আছে গ্রীন। কারণ, ওর সন্দেহ ওকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে ক্যারিল মেইডস্টোনে। তা ছাড়া ওকে এমন এক লাথি মেরেছে ক্যারিল যে, যেখানে লাথি খেয়েছে সেখানে নাকি এখনও ব্যথা ওঠে মাঝেমধ্যে। ...ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'

'সবার আগে যে-কাজটা করবি তা হলো, দেশ ছেড়ে যাওয়া তো পরের কথা, লণ্ডন ছেড়ে যাওয়ারও চিন্তা বের করে দিবি মাথা থেকে। তোর বাবা তোকে চলে যেতে বলেছে—এটা নতুন কিছু না, কিন্তু এই শহরে নিশ্চয়ই যাওয়ার মতো জায়গার অভাব নেই তোর? লোকে হয়তো দু'-চারদিন বাঁকা বাঁকা কথা বলবে, কিন্তু বড় কিছু পাওয়ার আশায় দাঁতে দাঁত চেপে সেসব সহ্য করতে হবে তোকে।'

'ঠিক আছে, কাছাকাছিই কোথাও থাকার চেষ্টা করবো তা হলে। লোক মারফত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, মা।'

'চলে যাওয়ার আগে বার বার একই কথা বলিস,' হার লেডিশিপের কণ্ঠে একইসঙ্গে মাতৃস্নেহ আর বিরক্তি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ক্যারিলের সঙ্গে হর্টেনশিয়ার বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানিস?'

ফাঁকা দৃষ্টিতে হার লেডিশিপের দিকে তাকাল রদারবাই, পায়চারি বন্ধ হয়ে গেছে। 'বিশেষ সম্পর্ক?'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালেন লেডি অস্টারমোর। 'প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক। দু'জনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখলাম বাগানে।'

'ঘনিষ্ঠ অবস্থায়?'

'দেখে মনে হলো...যাকে বলে...দু'জনে দু'জনার।'

'তা-ই নাকি?' হাসার চেষ্টা করল রদারবাই, কিন্তু হাসিটা ঠিকমতো ফুটল না ওর কালো-হয়ে-যাওয়া চেহারায়। ঢোক গেলার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তা-ও পারছে না।

ছেলের এই পরিবর্তন নজর এড়াল না লেডি অস্টারমোরের। 'ঈশ্বর! তুই কি এখনও...তুই কি আসলেই মেয়েটাকে...' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি, 'তুই যে এত বড় বোকা, জানতাম না, চার্লস।'

'বোকামি, মা?'

'কেন, ভুলে গেছিস? ওই মেয়ের কারণে কি ইতোমধ্যে যথেষ্ট ভুগিসনি তুই? মেয়েটার কারণে কি এখনও ভুগছিস না? যদি আসলেই ভালোবেসে থাকিস মেয়েটাকে, তা হলে যখন সুযোগ পেয়েছিলি তখন বিয়ের অভিনয় করলি কেন? ওকে ঠিক ঠিকই বিয়ে করে তোর বাপের মুখোমুখি দাঁড়ালি না কেন?'

চেহারা আরও কালো হলো রদারবাই'র। এক হাতের তালুতে আরেক হাত দিয়ে ঘুসি মারল সে। দোষ করলে তা স্বীকার করার মতো মানুষ না সে, তাই দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কে বলেছে তোমাকে হর্টেনশিয়াকে ভালোবাসি আমি?' জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দড়াম করে আটকে দিল দরজাটা।

একা বসে থাকলেন হার লেডিশিপ, রাগে ফুঁসছেন।

সিঁড়ি বেয়ে নামছে রদারবাই, হঠাৎ দেখল, নীচের হল পার হচ্ছে হর্টেনশিয়া। কী মনে হলো ওর কে জানে, উত্তেজিত হয়ে উঠল

BanglaBook.org

আচমকা, একেকবারে দু'ধাপ করে লাফিয়ে নামতে লাগল। মনের ভিতরে ধিকি ধিকি আগুনের মতো জ্বলছে চাপা ক্রোধ। 'হর্টেনশিয়া! হর্টেনশিয়া!' উঁচু গলায় ডাকল সে।

ডাক শুনে থেমে দাঁড়াল মেয়েটা।

গত এক মাসে রদারবাই'র সঙ্গে বলতে গেলে কোনো কথাই বলেনি হর্টেনশিয়া। যতক্ষণ পেরেছে, নিজের ঘরেই থেকেছে মেয়েটা, জরুরি কোনো কাজ না-থাকলে বাইরে আসেনি। ওদিকে রদারবাই'রও প্রায় একই অবস্থা। বাপের ভয়ে একরকম গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে ওকে বেশিরভাগ সময়। দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ না-হওয়ায় শান্তিতেই ছিল মেয়েটা, তিক্ত অতীত ভুলে থাকতে পেরেছিল। তাই আজ রদারবাই'র মুখে নিজের নাম শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল ওর।

ভালোবাসা কী অদ্ভুত! মাত্র এক মাস আগেও রদারবাইকে ভালোবাসত হর্টেনশিয়া, অথবা ভাবত লোকটা ভালোবাসে তাকে। কিন্তু যেদিন জানতে পারল ভালোমানুষের মুখোশ-পরা লোকটা আসলে প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নিতে চায় ওর সতীত্ব, সেদিনই ওর সেই আবেগ পরিণত হলো ঘৃণায়। রদারবাই'র জন্য ভালোবাসা বা ভালোলাগা বলতে যা ছিল ওর মনে, সব মরে গেছে সেদিনই। এখন লোকটার নাম শুনলেও প্রচণ্ড বিরক্তিতে ভরে যায় ওর মন, লোকটার চেহারা কল্পনা করলেও রি রি করে শরীর।

তারপরও লোকটা ডাকামাত্র থেমে দাঁড়িয়েছে সে। কারণ হাজার হোক, সে এই বাড়ির আশ্রিতা।

সিঁড়ি বেয়ে নামল রদারবাই, হলের ডানদিকের একটা ছোট ঘরের দরজা খুলল। মাথা নেড়ে ইশারায় সে-ঘরে ঢুকতে বলল হর্টেনশিয়াকে। মুখে বলল, 'চলে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই,' ওর কণ্ঠে একইসঙ্গে আদেশ আর অনুরোধ।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

BanglaBook.org

রদারবাই'র দিকে। লোকটার কথামতো কাজ করবে কি না ভাবছে। কথায় আছে, যে মিথ্যুক, সে সবসময়ই মিথ্যুক, আর যে প্রতারক, সে সবসময়ই প্রতারক। যে লোক আগে একবার প্রতারণা করে মেয়েটার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, সে যে আবারও তা করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

যারা বছরের পর বছর ধরে হুকুম পালন করে, হুকুম পালন করাটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়; হয়তো সে-কারণেই ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঘরটাতে ঢুকল হর্টেনশিয়া।

জানালাগুলোর পর্দা সরিয়ে রাখা হয়েছে, রোদ অনেকখানি ঢুকে পড়েছে ঘরে, আলোর কোনো অভাব নেই তাই। বাগানের দিকে খোলে, এ-রকম কয়েকটা জানালাও খুলে রাখা হয়েছে। পলিশ-করা মেঝের দু'-তৃতীয়াংশ ঢেকে রেখেছে হালকা সবুজ কার্পেট, সেটার জায়গায় জায়গায় গোলাপি রঙের গোলাপের নকশা। দেয়ালগুলো সাদা, একদিকে গিলটি-করা বড় একটা আয়না। এককোনায় একটা ডালাখোলা পিয়ানো, কী-গুলোর উপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সুর-লেখা কয়েকটা পাতা। আরেককোনায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কিছু গোলাপ, ঘরের বাতাসে তাই সুবাস। দু'-তিনটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ারও আছে।

এই ঘর হর্টেনশিয়ার খুব আপন। এতিম হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে সে এ-বাড়িতে, সেজন্য প্রায় প্রতিদিনই কটু কথা শুনতে হয়েছে লেডি অস্টারমোরের কাছ থেকে; তাই যখন মন বেশি খারাপ হতো তখন এখানে এসে আশ্রয় নিত সে। কখনও মাথা নিচু করে বসে থাকত পিয়ানোর সঙ্গের চেয়ারে, কখনও আবার কোনো খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখের পানি ফেলত নীরবে। কখনও মন ভালো থাকলে অপটু হাতে পিয়ানোটা বাজানোর চেষ্টাও করেছে।

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রদারবাই।

হর্টেনশিয়া ততক্ষণে এগিয়ে গেছে পিয়ানোর দিকে, সঙ্গের চেয়ারটাতে বসে পড়েছে বাদ্যযন্ত্রটার দিকে পিঠ দিয়ে, দু'হাত কোলের উপর।

ওর দিকে এগিয়ে গেল রদারবাই, কাছে গিয়ে পিয়ানোটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল। পরচুলা পরিহিত লোকটাকে উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন পরাজিত কোনো সৈনিক, যে হেরে গেছে অথচ যার মনে যুদ্ধের ইচ্ছা বাকি আছে এখনও।

'আসলে...' বলতে শুরু করেই থেমে গেল রদারবাই, কথা খুঁজে পাচ্ছে না সম্ভবত, অথবা মনের কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। 'স্ট্রেটন হাউস ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। তাই ভাবলাম যাওয়ার আগে বিদায় বলে যাই তোমাকে।'

'ভালো,' সংক্ষেপে বলল হর্টেনশিয়া, খেয়াল রেখেছে যাতে চোখাচোখি না-হয় সামনে-দাঁড়ানো লোকটার সঙ্গে।

'ভালো?' ভ্রূ কুঁচকাল রদারবাই, আরেকটু ঝুঁকল মেয়েটার দিকে। 'কেন ভালো? মিস্টার ক্যারিলকে মনে ধরেছে বলে?'

এবার চোখ তুলে রদারবাই'র দিকে তাকাল হর্টেনশিয়া, ওর দৃষ্টিতে কোনো ভয় নেই। 'ব্যাপারটা আপনার জন্য ভালো হয়েছে, সেজন্য বললাম ভালো।'

'ও...তারমানে এখনও আমার ভালোমন্দের দিকে খেয়াল আছে তোমার?'

'আমি চাই না অন্তত ফাঁসিতে ঝুলে মারা যান আপনি।'

'তা হয়তো চাও না, কিন্তু যদি বলি আমাকে দেখতে চাও না এই বাড়িতে, তা হলে?'

'আপনাকে এই বাড়িতে দেখতে চাওয়া না-চাওয়ার আমি কে?'

নিঃশব্দে শয়তানি হাসি হাসল রদারবাই। 'আমাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পেছনে তোমারও ভূমিকা আছে, অস্বীকার

BanglaBook.org

করতে পারো? অথচ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

কথাটা শোনামাত্র লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল হর্টেনশিয়া। 'মাই লর্ড, আমার মনে হয় না আমাকে আর কিছু বলার আছে আপনার।'

'কিন্তু আমার মনে হয় আছে,' চিৎকার করে উঠল রদারবাই, একলাফে এসে দাঁড়াল হর্টেনশিয়ার সামনে, মেয়েটার পথ রোধ করল যাতে দরজার দিকে যেতে না-পারে সে। 'কী মনে করো—শুধু বিদায় বলার জন্য নিরালায় ডেকে এনেছি তোমাকে?'

জবাব না-দিয়ে ঢোক গিলল হর্টেনশিয়া, এক কদম পিছিয়ে গেল।

'আমি আসলে তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমি চাই তুমি যাতে বলো, তোমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ।' হর্টেনশিয়ার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রদারবাই। 'যতক্ষণ পর্যন্ত কথাটা বলবে না, আমি উঠবো না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম আমি,' আবেগের ছোঁয়া নেই হর্টেনশিয়ার কণ্ঠে।

'এত জলদি! এত জলদি বলে ফেললে কথাটা! আসলে মন থেকে বলোনি তুমি। তাই মানতে পারলাম না, আমাকে আসলেই ক্ষমা করেছ।'

'মাই লর্ড, যদি কিছু মনে না-করেন একটা কথা বলি। আপনি আর আপনার মা যে-রকম মানুষ, আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করা পৃথিবীর কারও পক্ষেই সম্ভব না। তারপরও বলছি, আপনাকে মন থেকে ক্ষমা করে দিলাম।'

'আসলেই?' সাপ যেভাবে ছোবল দেয়, সেভাবে দ্রুত দু'হাত বাড়িয়ে হর্টেনশিয়ার একটা হাত ধরল রদারবাই, কিন্তু টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা, আরও একটুখানি সরে দাঁড়াল।

'তুমি...তুমি আমাকে কোনো অভিশাপ দেবে না তো?' কণ্ঠ কাঁপছে রদারবাই'র, অভিশাপের ভয়েই সম্ভবত।

BanglaBook.org

'না, অভিশাপ দেবো কেন?'

'আমি যা করেছি তোমার সঙ্গে তার জন্য?'

তিতা হাসি হাসল হর্টেনশিয়া। 'আফসোস, আপনি আমার সঙ্গে কী করেছেন তা যদি আসলেই জানতেন! যদি আসলেই বুঝতেন! ...না, আপনাকে অভিশাপ দেবো না। বরং ধন্যবাদ দেবো।'

'ধন্যবাদ দেবে!'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ দেবো। কারণ বোকার মতো নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছিলাম আমি, আপনি আমার ভুল ভাঙিয়েছেন। নিজের সম্মান হারিয়ে আমি শিখেছি, বড়লোকদের বাড়িতে যারা আশ্রিতা, তাদের সেভাবেই থাকতে হয়, কখনও সে-বাড়ির বউ হতে চাওয়ার স্বপ্ন দেখাও ঠিক না। আমি অন্ধ ছিলাম, আপনি আমার চোখ ফুটিয়েছেন। আপনি আমাকে আমার মিথ্যা মোহ আর ভুল ধারণা থেকে বাঁচিয়েছেন। কাজেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবো না তো কাকে দেবো?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রদারবাই। আবার কুঁচকে গেছে ওর ভ্রূ, ক্রোধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে দু'চোখে।

'আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনো দেনাপাওনা আছে বলে মনে হয় না,' বলল হর্টেনশিয়া। 'মেইডস্টোনে আপনাকে চিনেছি আমি, আপনিও আমাকে চিনতে পেরেছেন, আশা করি। এবং আমাদের এই পরিচয়, পরিচিত মানুষ থেকে অপরিচিত মানুষে পরিণত করেছে আমাদেরকে। ...বিদায়, মাই লর্ড।'

চলে যাওয়ার জন্য কিছুটা সরে গিয়ে এক পা আগে বাড়াল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে আবারও ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল রদারবাই, দু'হাত এমন ভঙ্গিতে ঝুলছে যেন এখনই থাবা দিয়ে ধরবে কাউকে। 'আমি কি একবারও বলেছি আমাদের কথা শেষ?'

জবাব দিল না হর্টেনশিয়া, থেমে দাঁড়িয়েছে।

BanglaBook.org

'আমি জানি তোমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছি আমি,' বলে চলল রদারবাই, 'কিন্তু আমি যা করেছি তা শুধরাতে চাই। কারণ আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি, হর্টেনশিয়া। দয়া করে ভুল শুধরানোর সুযোগ দাও আমাকে।'

করুণ হাসি হাসল হর্টেনশিয়া। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, মাই লর্ড।'

'কেন?' হাপরে দম দিলে যেভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, রদারবাই'র চোখ দুটো সেভাবে জ্বলে উঠল যেন; চোখের পলকে থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে মেয়েটার একটা হাত। 'কেন অনেক দেরি হয়ে গেছে?'

'যেতে দিন আমাকে!' অনুরোধ না, যেন হুমকি দিল হর্টেনশিয়া, রদারবাই'র হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য মোচড়ামোচড়ি করছে।

'আমি তোমাকে বউ বানাতে চাই, হর্টেনশিয়া—বিয়ে করা বউ।'

কথাটা শুনে মোচড়ামোচড়ি বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটার, রদারবাই'র চোখে চোখ রেখে উপহাসের হাসি হাসল সে। 'কথাটা আগেও একবার বলেছিলেন আপনি, মাই লর্ড। আমি বোকা তো, তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম সেটা এবং যে-কোনোভাবেই হোক সুযোগ হারিয়েছেন আপনি। আপনাকে সে-সুযোগ আর দিতে চাই না।'

'ওভাবে বোলো না, হর্টেনশিয়া, ওভাবে বোলো না। একটু বুঝবার চেষ্টা করো। তোমাকে আসলেই ভালোবাসি আমি।'

'কী ভালো যে বাসেন আমাকে তা বোঝা হয়ে গেছে আমার, আর বুঝতে চাই না।'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে?' উত্তরোত্তর বাড়ছে রদারবাই'র রাগ। 'নাকি সুযোগ পেয়ে এক হাত নিচ্ছ?'

BanglaBook.org

'যেখানে জলহস্তির কামড়ের মতো চেপে ধরেছেন আমার হাত, সেখানে এক হাত নেয়ার সুযোগ কই? ...ছাড়ুন, মাই লর্ড, ব্যথা পাচ্ছি। যা চুকেবুকে গেছে তা নিয়ে কথা বলে লাভ কী? যেতে দিন আমাকে।'

তারপরও হর্টেনশিয়ার হাত ছাড়ল না রদারবাই। অপলক তাকিয়ে আছে সে মেয়েটার দিকে, দৃষ্টিতে একইসঙ্গে আকুতি আর নিষ্ঠুরতা। তারপর হঠাৎ করেই, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেভাবে চাপা গর্জন করে মাংসাশী প্রাণী সেভাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, হর্টেনশিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে—বুকের সঙ্গে পিষে মারতে চাচ্ছে বেচারীকে। জ্বলছে ওর চোখ দুটো, অবদমিত বাসনায় জ্বলজ্বল করছে চেহারাটাও, মেয়েটার মুখের খুব কাছে নিয়ে গেছে নিজের মুখ।

প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে হর্টেনশিয়া, এবং তা বাড়তে বাড়তে রূপ নিচ্ছে আতঙ্কে। 'যেতে দিন আমাকে,' কাতরানি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে, নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণে যুঝছে, 'মাই লর্ড, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, ছেড়ে দিন!'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, হর্টেনশিয়া,' মেয়েটার কপালে, গালে, ঠোঁটে সমানে চুমু খাচ্ছে রদারবাই, 'আমি তোমাকে চাই।'

হর্টেনশিয়ার মনে হচ্ছে, আবারও প্রতারিত হওয়ার লজ্জার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সতীত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে সে। সর্বশক্তিতে জাপটে ধরেছে ওকে রদারবাই; নড়তে পারা তো পরের কথা, ঠিকমতো দমও নিতে পারছে না সে। 'কুত্তা!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল কোনোরকমে, প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে ঝাড়া মেরে ছাড়িয়ে নিল একটা হাত, ঠাস্ করে চড় মারল রদারবাই'র চেহারায়। 'শুয়োর! কাপুরুষ!'

কিন্তু ওই চড় খেয়ে কিছুই হলো না কামোন্মত্ত রদারবাই'র।

BanglaBook.org

ঠেলতে ঠেলতে হর্টেনশিয়াকে নিয়ে গেছে সে পিয়ানোটার দিকে, বাদ্যযন্ত্রটার উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে মেয়েটা। রদারবাইকে আবারও চড় মারল হর্টেনশিয়া। গালে না-লেগে সেটা লাগল রদারবাই'র চোখে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, হর্টেনশিয়াকে পেঁচিয়ে ধরে-রাখা হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গেল আপনাআপনি। সুযোগটা কাজে লাগাল মেয়েটা, দু'হাতে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রদারবাই'র বুকে, লোকটা টলে উঠতেই লাফিয়ে সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

'তুই যাবি এখান থেকে?' হর্টেনশিয়ার দু'চোখ জ্বলছে বাঘিনীর মতো। 'নাকি সাহায্যের জন্য চিৎকার করবো আমি?'

আহত চোখটাকে একহাতে চেপে ধরে আরেক চোখ দিয়ে হর্টেনশিয়ার দিকে তাকাল রদারবাই। টের পাচ্ছে জাপ্টাজাপ্টি করার কারণে পরচুলাটা আলগা হয়ে গেছে ওর। যেহেতু নিখুঁত পরচুলা উঁচু বংশের ভদ্রলোকদের পরিচয় বহন করে সেহেতু আরেক হাত দিয়ে সেটা ঠিক করল সবার আগে। তারপর আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'তারমানে আমাকে ঘৃণা করো তুমি? তারমানে আমাকে বিয়ে করবে না? কেন?'

'কারণটা বলতে আমি বাধ্য না,' কিছুটা শান্ত হয়েছে হর্টেনশিয়া, তারপরও হাঁপাচ্ছে এখনও। 'আপনি কি যাবেন এখন?'

একচুল নড়ল না রদারবাই। 'তুমি কিন্তু একবার বলেছিলে আমাকে ভালোবাসো।'

'কথাটা ঠিক না। তখন আমার মনে হয়েছিল আমি বোধহয় ভালোবাসি আপনাকে। আসলে বেশিরভাগ মেয়ে যা করে আমিও তা-ই করেছিলাম—ভালোবাসা কী তা না-জেনেই ভালোবাসার কথা বলে ফেলেছিলাম। আর ওটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, সবচেয়ে বড় লজ্জা। দয়া করে আর কথা বাড়াবেন না, মাই লর্ড, চলে যান।'

BanglaBook.org

আহত চোখ থেকে হাত সরাল রদারবাই, প্রচণ্ড আঘাতে ইতোমধ্যে লাল হয়ে গেছে চোখটা। ক্রূর হাসি হাসল সে, তারপর দাঁতে দাঁত পিষল। 'কোনো ভুল করোনি তুমি, হর্টেনশিয়া। তুমি ঠিকই ভালোবেসেছিলে আমাকে। কিন্তু এখন ভালোবাসতে রাজি নও, কারণ ক্যারিল নামের ওই ফরাসি বেহায়া ভাঁড়টা ফুসলিয়েছে তোমাকে। ডালপাতা বেয়ে বাগানের ফুলের দিকে যেভাবে এগিয়ে যায় শুঁয়োপোকা, ঠিক সেভাবে তোমার দিকে এগিয়ে এসেছে সে।'

'গীবত গাওয়া যাদের স্বভাব,' আহত হাত ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে হর্টেনশিয়া, 'তারা প্রয়োজনে লোকের পিঠে ছুরিও মারতে পারে। কথাটা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন আপনি।'

যে যত বদমাশই হোক না কেন, সত্যের মুখোমুখি যখন হয় তখন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। হর্টেনশিয়ার কথাটা শুনে ঠিক সে-অবস্থা হলো রদারবাই'র। কিন্তু নিজের অপ্রস্তুত অবস্থা সামলে নিল সে প্রচণ্ড ক্রোধ দিয়ে, তারপর একসময় রাগও নিয়ন্ত্রণ করল। বলল, 'লোকটা কে, জানো?'

'আমার জানার কোনো দরকার আছে কি?'

'আমি বলছি, শোনো। ওই শালা একটা গুপ্তচর—একটা জ্যাকোবাইট গুপ্তচর। আমি যদি জায়গামতো গিয়ে বলে দিই কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি হবে ওর।'

'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, জানেন তো? আপনাকে আগে একবার বিশ্বাস করে ঠকেছি, আরেকবার ঠকতে চাই না।'

হর্টেনশিয়াকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে হাসল রদারবাই। 'আমার কথা বিশ্বাস না-হলে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো হারামজাদাটাকে,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে, কিন্তু দরজার দিকে কয়েক পা এগোনোর পর থামল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'তোমার পিরিতের

BanglaBook.org

নাগরকে বলে দিয়ো, ওকে যদি ফাঁসিতে না-ঝুলিয়েছি তা হলে আমার নাম রদারবাই না।' কথা শেষ করে হাঁটা ধরল আবারও, দরজার কাছে পৌঁছে একটানে খুলল সেটা, তারপর ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ঘরের ভিতরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া, তাকিয়ে আছে খোলা দরজাটার দিকে। কেন যেন শীত শীত লাগছে ওর। অজানা একটা ভয় একটু একটু করে পেয়ে বসছে ওকে, এবং সে-কারণে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছে সে।

শেষের কথাটা কি ভয় দেখানোর জন্য বলেছে লর্ড রদারবাই? নাকি আসলেই...

এখনই সব কথা বলার জন্য একছুটে গিয়ে মিস্টার ক্যারিলের কাছে হাজির হতে ইচ্ছা করছে হর্টেনশিয়ার। হ্যাঁ, সব কথা। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে যে-জঘন্য ব্যবহার করে গেল লর্ড রদারবাই, সেটাও। মেয়েটার জানতে ইচ্ছা করছে, মিস্টার ক্যারিল আসলেই গুপ্তচর কি না। জানাতে ইচ্ছা করছে, নিজের অজান্তেই ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে ফরাসি লোকটা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কথাগুলো বলার কী অধিকার আছে হর্টেনশিয়ার? সে কোন্ সাহসে ফরাসি লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি জ্যাকোবাইট গুপ্তচর?

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে হর্টেনশিয়া, ওর মুখ থেকে প্রশ্নটা শুনে বরাবরের মতো উপহাসের হাসিতে ভরে গেছে মিস্টার ক্যারিলের চেহারা, ভ্রূ উঁচু করে তীব্র তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছে সে মেয়েটাকে আপাদমস্তক, ভাবছে মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে কি না।

কিন্তু...লোকটাকে যদি সতর্ক করতে না-পারে সে শেষপর্যন্ত? লর্ড রদারবাই যা বলে গেল তার একটা কথাও যদি জানাতে না-পারে? যদি...সত্যিই ফাঁসি হয়ে যায় লোকটার?

আশ্চর্য হয়ে টের পেল হর্টেনশিয়া, বার বার চেষ্টা করেও ঢোক

BanglaBook.org

গিলতে পারছে না সে। হাত-পা কাঁপছে ওর—কারণ কী বুঝতে পারছে না। গলা বেয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে ফোঁপানি, চেষ্টা করেও সেটা ঠেকানো যাচ্ছে না। এবং লর্ড রদারবাই'র পাশবিক আচরণেও যা হয়নি, এবার তা-ই হচ্ছে—নোনা অশ্রুর কারণে জ্বলতে শুরু করেছে দুই চোখ।

কেন এ-রকম হচ্ছে? ফরাসি লোকটার জন্য এত কষ্ট কেন হচ্ছে হর্টেনশিয়ার?

কোনো এক পূর্ণিমার রাতে, বেলস নামের এক সরাইখানার বাগানে কী বলেছিল লোকটা ওকে? লর্ড রদারবাই'র পাশবিক আচরণে কথাটা এত বেশি করে মনে পড়ছে কেন?

তা হলে কি হর্টেনশিয়াও...

খোলা দরজাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, কিন্তু দেখছে না কিছুই। যারপরনাই ক্লান্তি অনুভব করছে সে। নিজের ঘরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছে, কিন্তু ফিরতে ইচ্ছা করছে না কেন যেন।

টপটপ করে পানি পড়ছে ওর দু'চোখ দিয়ে।

স্ট্রেটন হাউসের কাছেই "পর্তুগাল রো" নামের এক সরাইখানায় উঠল রদারবাই। লোক মারফত খবর পাঠাল গ্রীনের কাছে।

BanglaBook.org

লাশের সন্ধান পেলে যেভাবে হাজির হয় শকুন, সেভাবে চটজলদি উপস্থিত হলো গ্রীন।

লোকটার কুঁতকুঁতে দুই চোখ জ্বলজ্বল করছে, গোলগাল চেহারাটা ভরে আছে চাপা হাসিতে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে মানুষশিকারের চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই, এবং আজ নয়তো কাল সে-কাজটাই করতে যাচ্ছে সে।

'জাল ফেলেছি আমি,' হাত কচলাতে কচলাতে তোষামুদির ঢং-এ বলল লোকটা, 'এবার শুধু দড়ি টানার পালা।'

'ভালো,' ইতোমধ্যে মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে গেছে রদারবাই, কিন্তু যত গিলছে ওর পিপাসা তত বাড়ছে যেন, তাই নিজের জন্য আরও মদ ঢালল গ্লাসে। 'শুধু খেয়াল রেখো, জাল গুটানো হলে যাতে কিছু ধরা পড়ে।'

'ধরা পড়বে না মানে? ধরা পড়তেই হবে! ধরা না-পড়ে যাবে কই? আর শুধু ওই ভাঁড়টাকেই না, নাটের গুরু স্যর রিচার্ড এভারার্ডকেও ধরবো এবার।'

'ভালো,' আবারও বলল রদারবাই, মাথা কিছুটা ঝিমঝিম করছে ওর, নেশা পেয়ে বসছে। 'আর কাকে কী করবে না-করবে জানি না। আমি শুধু ভাঁড়টাকে চাই। এবং যা চাই তা যদি করে দেখাতে পারো, উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। ...আচ্ছা, কেউ কি জানে লণ্ডনে আছে এভারার্ড? আমার তো মনে হয় না। তা হলে তোমাদের এত সাবধানতা কীসের?'

'লোকটা গভীর জলের মাছ। একটুখানি ঢেউয়ের আভাস যদি পায়, জলের আরও গভীরে চলে যাবে। তারপরও আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছি না। লোকটার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে।'

'হুঁ। খেয়াল রেখো, চেষ্টা করতে গিয়ে বেশি দেরি যাতে না-হয়। আর আমি যেভাবে বলি সেভাবে যদি কাজ করো, তোমারই লাভ হবে। স্ট্রেটন হাউস থেকে আজ বাদে কাল বিদায় নেবে ক্যারিল, এবং ওর ওস্তাদ এভারার্ডের সঙ্গে দেখা করবে। দোয়া করি তোমার গ্রেফতারি পরোয়ানাটা যাতে প্রস্তুত হয়ে যায় ততদিনে। তখন শুধু ইশারা করবো আমি, আর চমৎকার কোনো এক রাতে সদলবলে হানা দেবে তুমি এভারার্ডের আস্তানায়।' গ্লাসের মদ ঢক ঢক করে শেষ করল রদারবাই। 'ওদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ যদি পাও তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি না-

BanglaBook.org

পাও, সেক্ষেত্রে অন্তত ক্যারিলকে ফাঁসানোর ব্যবস্থা করতে পারবে না?'

'পারবো না মানে?' নিষ্ঠুর হাসিতে ভরে গেছে গ্রীনের চেহারা। 'কী ভেবেছেন—এত জলদি ভুলে গেছি মেইডস্টোনের ঘটনাটা? আমাকে নাকানিচুবানি খাইয়ে ছেড়েছে লোকটা, আমি তার বদলা নেবো না? আমাকে এত জোরে লাথি মেরেছে যে, ঠিকমতো হাঁটতে পারিনি দু'সপ্তাহ। সে-লাথির জবাব দেবো না?'

'আমি চাই আরও লাথি মারুক সে,' খালি গ্লাসে আবারও মদ ঢালছে রদারবাই, পিটপিট করছে চোখ।

'জী?' নেশার ঘোরে উল্টোপাল্টা বকছে কি না রদারবাই, সন্দেহ হচ্ছে গ্রীনের।

'ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে যখন ঝুলে পড়ে কেউ,' ব্যাখ্যা করল রদারবাই, 'শুনেছি তখন নাকি দু'পা ছুঁড়তে থাকে সমানে। আমি চাই ঠিক সে-অবস্থা হোক শয়তানটার।'

পরদিন সকালবেলা।

বেশ ভালো লাগছে ক্যারিলের, আগের মতো দুর্বলতা অনুভব করছে না। ঠিক করল, স্ট্রেটন হাউসের পাট চুকিয়ে ফিরে যাবে ওল্ড প্যালেস য়ার্ডে।

চলে যাওয়ার আগে হিয লর্ডশিপের সঙ্গে দেখা করার জন্য লাইব্রেরিতে গেল সে।

'আরও দু'-একটা দিন থেকে গেলে পারিতে,' হিয লর্ডশিপের কণ্ঠে যেন মিনতি। 'অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে না-জানিয়ে ফ্রান্সে যাবো না। ইতোমধ্যে চিঠিটা হয়তো লিখে ফেলতে পারবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকালেন হিয লর্ডশিপ। 'একটা...কী বলবো...খসড়া

BanglaBook.org

চিঠি লিখে রেখেছি আমি, পড়ে দেখে বলো কোনো সংশোধনীর দরকার আছে কি না।' ডেস্কের ডানদিকের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললেন তিনি, হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফাঁকা জায়গাটায়। হাতড়ালেন কিছুক্ষণ, স্প্রিং-জাতীয় কিছু একটার উপর একসময় হাত পড়ল তাঁর, ওটা চাপ দিতেই খুলে গেল ছোট্ট একটা গোপন-ড্রয়ার।

তাঁর কাজটা খেয়াল করল ক্যারিল।

গোপন ড্রয়ারের ভিতর থেকে দুটো চিঠি বের করলেন লর্ড অস্টারমোর। একটা রাজা জেমসের, আরেকটা সে-চিঠির জবাব—হিয লর্ডশিপের নিজহাতে লেখা। দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে, নিঃশব্দে পড়লেন কিছুক্ষণ, তারপর বাড়িয়ে দিলেন ক্যারিলের দিকে।

ওটা হাতে নিল ক্যারিল, পড়তে লাগল।

স্যর রিচার্ড এভারার্ডের পাতা ফাঁদে সরল বিশ্বাসে পা দিয়েছেন লর্ড অস্টারমোর। সাবধানতা অবলম্বনের কোনো চেষ্টাই করেননি তিনি, গোপন করেননি নিজের পরিচয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দরকার হলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি আছেন ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে—কথাটা বলেছেন একাধিকবার।

পড়া শেষ করে চিঠিটা ফিরিয়ে দিল ক্যারিল। গম্ভীর হয়ে গেছে ওর চেহারা।

'আসলে...আমি চেয়েছি হিয ম্যাজেস্টি যাতে জানতে পারেন তাঁর প্রতি কতখানি অনুরক্ত আমি।'

'তারপরও আমার মনে হয় আপনার নাম-পরিচয় এতটা খোলাখুলিভাবে লেখাটা ঠিক না। কিছু মনে না-করলে একটা কথা বলি। এই চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলুন, তারপর ধীরেসুস্থে আরেকটা চিঠি লিখুন।'

'শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। এই গোপন-ড্রয়ারের কথা জানে না কেউই। এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে চিঠিটা,' রাজা জেমসের

BanglaBook.org

চিঠির সঙ্গে নিজের লেখা চিঠিটা রেখে দিলেন তিনি জায়গামতো, তারপর আগের মতো করে লাগিয়ে দিলেন ড্রয়ারটা।

'আমি আসি তা হলে,' বলল ক্যারিল। 'কিছু জানতে পারলে জানাবো আপনাকে,' লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল।

হল ধরে হাঁটছে সে। যত এগোচ্ছে, তত যেন ধীর হচ্ছে ওর চলার গতি। চলে যেতে ইচ্ছা করছে না আসলে। কথাটা ঠিক হলো না, হর্টেনশিয়ার সঙ্গে দেখা না-করে যেতে ইচ্ছা করছে না।

এত বড় বাড়িটা গিলে খেয়েছে নাকি মেয়েটাকে? কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন ওর? কোথায় হারাল সেই বিষাদমাখা চেহারা আর বিষণ্ন দুই চোখ?

বাড়ির খানসামাদের সঙ্গে এমন কোনো সখ্যতা গড়ে ওঠেনি ক্যারিলের যে, ওদেরকে অনুরোধ করলে হর্টেনশিয়ার কাছে গিয়ে বলবে, ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় ক্যারিল। বেহায়া ভাঁড় শব্দটাও এমনভাবে জেঁকে বসেছে ওর মনে যে, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে কাউকে কিছু বলতেও পারছে না। কাজেই যত হাঁটছে, ক্যারিলের পা দুটো তত বিদ্রোহ করছে যেন, আহত হয়ে যে-ঘরে পড়ে ছিল এতদিন সেখানে ফিরে যেতে চাচ্ছে মন বার বার। কিন্তু যে-বাড়ি ওর ঠিকানা না, যে-বাড়ির কর্তাকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়ার কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ওর উপর, সুস্থতা লাভ করার পরও সে-বাড়িতে থাকার কোনো যুক্তি আছে কি?

নাহ্, হর্টেনশিয়ার সঙ্গে দেখা হবে না সম্ভবত। চলে যাওয়ার আগে প্রিয় মুখটা বোধহয় দেখতে পারে না ক্যারিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। প্রকৃতপক্ষে মাত্র কয়েকটা দিন হর্টেনশিয়ার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পেরেছে, কিন্তু এবার?

নিয়তি বোধহয় আবারও বিচ্ছেদের অদৃশ্য দেয়াল তুলে দিতে চাচ্ছে ওদের দু'জনের মধ্যে।

BanglaBook.org

পনেরো

পাঁচ দিন পর।

আরও ভালো হয়েছে ক্যারিলের অবস্থা, প্রায় আগের মতো সুস্থতা ফিরে পেয়েছে সে। যেদিনের কথা বলা হচ্ছে সেদিন রাতের বেলায় চ্যারিংক্রস থেকে তাড়াহুড়ো করে স্যর রিচার্ডের মেইডেন লেনের বাড়িতে এল সে। খেয়াল করল, চ্যাণ্ডস স্ট্রীট আর বেডফোর্ড স্ট্রীটের কোনায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে তিন-চারজন লোক। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না খুব একটা। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করল না, লোকগুলো হানা দিতে পারে স্যর রিচার্ডের বাসায়।

দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হচ্ছে সে, উল্টোদিক থেকে তাড়াহুড়ো করে-আসা এক লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগল এমন সময়। বিড়বিড় করে কী যেন বলল লোকটা, ক্ষমা প্রার্থনা করল সম্ভবত, তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিল ক্যারিলকে।

কিন্তু চলে না-গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যারিল।

'আহ্, মিস্টার গ্রীন!' যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, এমন গলায় বলল ক্যারিল। 'কী খবর? সার্চ করার নামে কাউকে ন্যাংটা করার জন্য খুঁজছেন নাকি?'

থতমত খেয়ে গেছে গ্রীন, কী করা বা বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না, তাই দাঁত বের করে হাসল। 'মেইডস্টোনের ঘটনাটা বোধহয়

BanglaBook.org

ভুলতে পারেননি এখনও?'

হাসল ক্যারিলও। 'আমার জায়গায় আপনি থাকলে, এবং আমার সঙ্গে যা করা হয়েছে ঠিক তা-ই যদি করা হতো আপনার সঙ্গে, তা হলে ভুলতে পারতেন?'

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল গ্রীন, কিছু বলল না।

'আজ যার দিকে হাত বাড়িয়েছেন আপনি আর আপনার বন্ধুরা,' হাতের ছড়ি তুলে দূরের সেই তিন-চারজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যারিল, 'তার খবর আছে মনে হচ্ছে।'

'আমার বন্ধু?' যেন বিরক্ত হয়েছে এমন গলায় বলল গ্রীন। 'না, য়োর অনার, আমার কোনো বন্ধু নেই।'

'নেই? তা হলে বোধহয় ভুল হয়েছে আমার। আশা করি আমার উপর রাগ করেননি? আসলে কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার আগে আপনি যেভাবে ছটফট করেন, ওদেরকেও সেভাবে ছটফট করতে দেখেছি তো, তাই ভাবলাম ওরা আপনার বন্ধু। ...আসি তা হলে, কেমন?' স্যর রিচার্ডের বাসার নীচে একটা হাতমোজার-দোকান আছে, ওটার পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে, সেদিকে এগোল ক্যারিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে গ্রীন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সিঁড়ি বেয়ে ধীরেসুস্থে উপরে উঠছে ক্যারিল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তারপর চাপা শিস দিয়ে ডাকল এক সহচরকে। লোকটা কাছে আসার পর বলল, 'জেরি, মিস্টার ক্যারিলের মাথা কত ঠাণ্ডা দেখলে?'

BanglaBook.org

'আমি কীভাবে দেখবো?' পাল্টা প্রশ্ন করল জেরি। 'সে যখন কথা বলছিল আপনার সঙ্গে তখন কি ছিলাম এখানে?'

বিরক্ত হয়ে জেরির দিকে তাকাল গ্রীন। 'কখনও কখনও কোনো জায়গায় না-থেকেও খেয়াল করতে হয় অনেককিছু। তোমাদের সবাইকে রাস্তায় দেখেছে লোকটা, সন্দেহ করেছে। আর

আমার সঙ্গে তো ধাক্কা লেগেই গেল! তারপরও দেখো, মাথা একটুও গরম করেনি সে! নিশ্চিন্তে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে! ...স্যর রিচার্ড বাসায় আছে না?'

'আছে,' বলল শক্তপোক্ত গড়নের জেরি, সে যে একজন গুপ্তচর তা যেন বুঝতে না-পারে কেউ সেজন্য ইচ্ছা করে ছেঁড়া জামা পরেছে। 'গত দু'ঘণ্টা ধরে পাহারা দিচ্ছি আমি। এই দু'ঘণ্টায় একবারের জন্যও বাইরে বের হয়নি লোকটা।'

'ভালোই হয়েছে তা হলে,' আবারও দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল গ্রীন। 'দুটোকেই একসঙ্গে বড়শিতে গেঁথে ফেলার সুযোগ পাওয়া গেছে। মনে রেখো, এটাই আমাদের শেষ সুযোগ হতে পারে। কাজেই খুব সাবধান! দু'জনই, বিশেষ করে ফুলবাবু সেজে-থাকা ক্যারিল কিন্তু খুবই ধূর্ত। ওর লাথিতে কিন্তু...' যে-জায়গায় ক্যারিলের লাথি খেয়েছিল, আনমনে সেখানে হাত দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল গ্রীন, 'সাংঘাতিক জোর।'

'আমি সাবধানেই আছি,' জানিয়ে দিল জেরি।

'পিস্তল সঙ্গে আছে না?'

বেঢপভাবে ফুলে-থাকা একটা পকেটে টোকা দিল জেরি, তিনকোনা হ্যাটের আড়াল থেকে চোখ টিপল গ্রীনের উদ্দেশ্যে। 'পিস্তল ছাড়া কখনও কোনো অপারেশনে যাই না আমি। ...যদি কিছু মনে না-করেন, একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'দুই ঘুঘুকে কিছুক্ষণ সময় দিই আমরা। ওদের মন থেকে সন্দেহ দূর হোক, খোশগল্পে মেতে উঠুক ওরা। পরে আচমকা ঘরে ঢুকে দু'জনের টুঁটি চেপে ধরবো একসঙ্গে।'

কিছু না-বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল গ্রীন।

BanglaBook.org

স্ট্রেটন হাউসে থাকার সময় স্যর রিচার্ডের কাছ থেকে শেষ যে-চিঠি পেয়েছিল ক্যারিল, তাতে বলা হয়েছিল, লণ্ডন ছাড়তে যাচ্ছেন স্যর রিচার্ড, তবে সপ্তাহটা শেষ হওয়ার আগেই ফিরে আসবেন। বিশপ আটারবারির সঙ্গে দেখা করাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফিরে এসেছেন তিনি, আর এসেই খবর পাঠিয়েছেন ক্যারিলের কাছে—জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চান। তাই দেরি না-করে চলে এসেছে ক্যারিল।

এতদিন পর ক্যারিলকে দেখে খুশি সামলে রাখতে পারলেন না স্যর রিচার্ড, বুকে টেনে নিলেন পালকপুত্রকে। তাঁর চেহারায় অকৃত্রিম স্নেহ, বুড়ো চোখ চিকচিক করছে আনন্দের অশ্রুতে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিলেন তিনি নিজেকে, হালকা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন ক্যারিলকে। ওকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, 'রক্তশূন্যতায় ভুগছ নাকি? এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কিছুটা শুকিয়েও গেছ মনে হচ্ছে?'

'আমার কথা বাদ দিন,' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ক্যারিল। 'আপনার খবর বলুন। বিশপ আটারবারির কী অবস্থা?'

চেহারায় মেঘ জমল স্যর এভারার্ডের। 'কোনো লাভ হলো না মাথামোটা লোকটার কাছে গিয়ে। আমার কোনো কথা কানেই তুললেন না তিনি। আমার মনে হয় প্রথম থেকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন তিনি আসলে, এক পা এগোলে দু'পা পিছিয়ে আসেন। তাই আমি যা-ই বললাম এবার, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথাই বললেন, এখন পর্যন্ত সবুজ-সংকেত পাননি রাজা জেমসের কাছ থেকে, কাজেই নতুন করে কিছু করা যাবে না। আরে বাবা, হিয হাইনেস কি সবুজ-সংকেত নিয়ে বসে আছেন? আগে কিছু একটা করতে হবে...তারপর জানাতে হবে তাঁকে...তারপরই না অনুমতি মিলবে, নাকি? যত্তোসব! এই বুড়ো বয়সে এত কষ্ট করে খামোকা গেলাম লোকটার কাছে। যা-হোক, মেহমানদারিতে কোনো ত্রুটি

করেননি বিশপ, যথেষ্ট খাতিরযত্ন করেছেন আমাকে।'

বিশপ আটারবারি ভড়কে গেছেন, জানতে পেরে কেন যেন ভালো লাগছে ক্যারিলের। ষড়যন্ত্রটা শুরু থেকেই পছন্দ হয়নি ওর, এবং এখন সেটা আস্তে আস্তে ভেস্তে যাচ্ছে টের পেয়ে অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করছে সে। বিশপ আটারবারিকে ছাড়া কিছু করতে পারবেন না রাজা জেমস, আবার স্যর রিচার্ডকে ছাড়া কিছু করতে পারবেন না বিশপ আটারবারি। কাজেই...

'তোমার খবর বলো,' স্যর এভারার্ডের কথায় কিছুটা চমকে উঠল ক্যারিল। 'শয়তান রদারবাই'র কী অবস্থা?'

'ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন লর্ড অস্টারমোর। একদিক দিয়ে চিন্তা করলে উচিত সাজাই হয়েছে ওর। পুরো শহরে ছি ছি পড়ে গেছে ওর নামে, কেউ কেউ ওকে গলাকাটা দস্যু নামে ডাকতে শুরু করেছে। আরেকটু হলে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো ওকে। তবে আমার ধারণা, স্ট্রেটন হাউসের কাছেপিঠেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে সে—ওর মা'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে না? ...ওর জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম, জানেন? দু'-এক বছরের জন্য ঘুরতে বেরিয়ে পড়তাম, চেষ্টা করতাম য়োরোপের সব ক'টা দেশ দেখে ফেলার। এত অপমান মাথায় নিয়ে শহরে থাকা যায়?'

কিছুটা রাগী দৃষ্টিতে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছেন স্যর রিচার্ড। 'একটা কথার জবাব দাও তো। শয়তানটাকে ন্যায্য ডুয়েলে খতম করার সুযোগ পেলে তুমি, কিন্তু তারপরও ছেড়ে দিলে কেন?'

'সে আমার ছোট ভাই,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল ক্যারিল। 'কথাটা আমি জানি, সে জানে না। কী মনে হয় আপনার—সে যদি জানত কথাটা, ডুয়েল লড়ত আমার সঙ্গে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যর রিচার্ড। 'আসলে ব্যর্থতা আমারই। এত বছর ধরে চেষ্টা করলাম, তারপরও তোমার মনটাকে

BanglaBook.org

পাথরকঠিন বানাতে পারলাম না।' নিজের চর্বিমাংসবিহীন চেহারাটায় হাত বুলালেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, 'আর অস্টারমোর? সবচেয়ে বড় শয়তানটার কী অবস্থা?'

আবারও খেয়াল করল ক্যারিল, লর্ড অস্টারমোরের ব্যাপারে স্যর এভারার্ডের ও-রকম মন্তব্যে খুশি হতে পারেনি সে, বরং খারাপ লেগেছে কথাটা। বলল, 'তাঁর কোন্ খবর জানতে চান?'

'রাজা জেমসের কাছে যাচ্ছ তুমি, জানিয়েছ ওকে?'

'স্যর রিচার্ড, ওই কথাটা লর্ড অস্টারমোরকে বলাটা কি আসলেই জরুরি?' অসহিষ্ণু গলায় বলল ক্যারিল। 'সুযোগ এসেছিল আমাদের হাতে, এবং আমরা সে-সুযোগ নষ্ট করেছি। এখন আমার কথা হচ্ছে, ওসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না-করাটাই ভালো। করলে কী হবে, জানেন? একদিন-না-একদিন ধরা পড়বেন লর্ড অস্টারমোর, এবং কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যেভাবে সাপ বেরিয়ে পড়ে সেভাবে বিশপ আটারবারির সন্ধানও পেয়ে যাবে আমাদের শত্রুরা। আর বিশপ যে-রকম দুর্বলচেতা, জেরার মুখে আপনার নাম বলে দিতে দেরি করবেন না তিনি।'

স্যর রিচার্ডের রাগ আরও বেড়েছে, এখন রীতিমতো জ্বলছে তাঁর দু'চোখ। 'তা হলে কী করতে চাও?'

'চলুন ফিরে যাই ফ্রান্সে।'

'এতগুলো বছর চেষ্টা করার পর, এতদূর আসার পর, সব এভাবে ফেলে রেখে চলে যাবো?' মাথা নাড়লেন স্যর রিচার্ড, তিতা হাসি হাসলেন। 'তুমিই বলো, খালিহাতে ফিরে যেতে পারবে? যে-লোক তোমার মা'র মৃত্যুর জন্য দায়ী, যে-লোক তছনছ করে দিয়েছে তোমার জীবনটাও, তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার পরও ছেড়ে দেবে?'

কী করবে, অথবা কী করতে চায়, তা বলে দেয়ার খুব ইচ্ছা করল ক্যারিলের, কিন্তু নিজেকে সামলাল সে। কারণ কাজটা করলে

BanglaBook.org

বরাবরের মতোই ওকে ভুল বুঝবেন স্যর রিচার্ড, বরাবরের মতোই ক্ষেপে যাবেন। প্রতিশোধের যে-গোঁড়ামি পেয়ে বসেছে তাঁকে, তা থেকে তাঁকে বের করে আনার সাধ্য নেই ওর।

ক্যারিল যদি বলে ষড়যন্ত্র কতখানি ঘৃণা করে সে, যদি বলে লর্ড অস্টারমোরকে সামনাসামনি দেখে মায়া পড়ে গেছে প্রকৃতপ্রস্তাবে সহজসরল আর অসহায় মানুষটার উপর, যদি বলে এখন সব বাদ দিয়ে হর্টেনশিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে যেতে চায় ওই লোকের কাছে, তা হলে...

থাক, আর ভাবতে চায় না ক্যারিল। কথাগুলো জানতে পারলে এই বুড়ো বয়সে সহ্য করতে পারবেন না স্যর রিচার্ড, এবং হয়তো দেখা যাবে শোক সামলাতে না-পেরে মারাই পড়বেন শেষপর্যন্ত।

'স্যর রিচার্ড, একটা কথা কিন্তু ঠিক—আমরা যতদিন থাকবো ইংল্যাণ্ডে, আমাদের বিপদ তত বাড়বে। আপনার মতো আমিও টের পাচ্ছি, সতর্ক হয়ে উঠছে আমাদের শত্রুরা, এবং যে-কোনো সময় যে-কোনোকিছু করে বসতে পারে ওরা।'

'বিপদের ভয় তোমার থাকতে পারে, ক্যারিল, আমার নেই। সারাজীবন বিপদ নিয়ে খেলা করেছি আমি।'

'যে-লোক সারাজীবন সিংহের খেলা দেখায়, সে-সিংহের হাতে তার মারা পড়ার ঘটনা কিন্তু অস্বাভাবিক না। বিপদ আপনার কত কাছে চলে এসেছে, হয়তো জানেন না আপনি। এখানে আসার আগে দেখলাম, কাছাকাছিই সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে লর্ড কার্টেরেটের তিন-চারজন লোক। দেখা হয়েছে জনৈক মিস্টার গ্রীনের সঙ্গে, যে-লোক মেইডস্টোনে সার্চ করেছিল আমাকে। যদিও কোনো লাভ হয়নি ওর, কিন্তু আমার ধারণা তারপর থেকে আমার উপর সবসময় চোখ রেখেছে গুপ্তচরটা। আর আমার উপর চোখ রাখা মানে কিন্তু আপনার উপরও চোখ রাখা। কাজেই যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবেন ইংল্যাণ্ড থেকে, আমার বিবেচনায়

BanglaBook.org

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তা তত ভালো হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন স্যর রিচার্ড। 'খালিহাতে চলে যাওয়ার জন্য আসিনি আমি...'

কে যেন টোকা দিল বন্ধ দরজায়, কথা থামালেন স্যর রিচার্ড। ভিতরে ঢুকল তাঁর খাস পরিচারক বেন্টলি। কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লোকটার চেহারা, বড় বড় হয়ে আছে দু'চোখ—কোনো কারণে ভয় পেয়েছে সম্ভবত। বলল, 'স্যর রিচার্ড, কয়েকজন লোক এসেছে, জোর করে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে ভিতরে। বলছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

বেন্টলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ক্যারিল। 'ওরা কি স্যর রিচার্ডের নাম বলেছে?'

জবাব না-দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল বেন্টলি।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল ক্যারিল। আর ওদিকে উঠে দাঁড়ালেন স্যর রিচার্ড। বললেন, 'গিয়ে বলো, এখন ব্যস্ত আছি আমি, কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। জিজ্ঞেস করো ওরা কেন এসেছে। যদি বেশি জোরাজুরি করে, আগামীকাল আসতে বলে দাও।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে যে এখনই দেখা করতে হবে আমাদের, স্যর রিচার্ড!' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল গ্রীনের কণ্ঠ। 'কারণ বিষয়টা খুবই জরুরি।' বেন্টলিকে একধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ওর পিছনে দেখা যাচ্ছে আরও দু'জনকে।

'বেন্টলি!' রেগে গেছেন স্যর রিচার্ড, 'ঘাড় ধরে বের করে দাও বেয়াদপ লোকটাকে। কত বড় বেহায়া সে—কারও বাসায় ঢোকার আগে যে অনুমতি নিতে হয় তা-ও জানে না!'

ঘাড়ে না, গ্রীনের কাঁধে হাত রাখল বেন্টলি। কিন্তু বান মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল গ্রীন, এবং আশ্চর্য দ্রুততায় পকেট থেকে বের করল এক তা কাগজ। বলল, 'আমি সরকারি লোক,

BanglaBook.org

কারও বাসায় ঢোকার জন্য অনুমতি লাগে না আমার। কারণ যখন যার বাসায় যাই, ওয়ারেন্ট নিয়েই যাই।'

'ওয়ারেন্ট?' রাগ বাড়ছে স্যর রিচার্ডের। 'কীসের ওয়ারেন্ট?'

'পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্টেরেটের সই-করা ওয়ারেন্ট, স্যর রিচার্ড।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গ্রীনের দিকে হাঁটা ধরল ক্যারিল, ওকে আসতে দেখে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'পা পিছিয়ে গেল গ্রীন আপনাআপনি। 'দূরে থাকুন, স্যর,' হুমকি দিল সে, 'তা না-হলে খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি। ...এই তোমরা কোথায় গেলে? জেরি! বেটি!'

"আর্তনাদটা" শোনামাত্র জেরি, বেটি এবং আরও দুই ষণ্ডা দৌড়ে এসে হাজির হলো দরজার কাছে, কিন্তু গোবরাট পার হয়ে বেশি ভিতরে ঢুকল না। স্যর রিচার্ডের দিকে তাকাল ক্যারিল, কিন্তু ওকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে গ্রীন বলে উঠল, 'স্যর রিচার্ড, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আইন আমাদের পক্ষে। এবং এটা বুঝতেও নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না, নিজেদের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিনি আমরা, বরং কারও-না-কারও আদেশ পালন করতে এসেছি। কাজেই আমাদের কাজে বাধা দিয়ে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনবেন না আশা করি। ...আত্মসমর্পণ করুন, স্যর রিচার্ড!'

জবাবে, যে-রাইটিংটেবিলের পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন স্যর রিচার্ড, ঝুঁকে সেটার একটা ড্রয়ার খুললেন একটানে, ভিতর থেকে বের করলেন একটা পিস্তল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির-শব্দে কেঁপে উঠল সারা ঘর।

আওয়াজটা এসেছে দরজার কাছ থেকে, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল ক্যারিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল, ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে জায়গাটা। এদিকে টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়লেন স্যর রিচার্ড, কিন্তু থাকতে পারলেন না সেখানে, পিছলে পড়ে গেলেন

BanglaBook.org

মেঝেতে।

তাঁকে পিস্তল বের করতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল জেরি, তাঁর নিয়ত ভালো না অনুমান করে নিয়ে পকেট থেকে দ্রুতগতিতে পিস্তল বের করে গুলি করেছে তাঁকে।

থতমত খেয়ে গেছে সবাই, ওভাবেই কাটল কয়েকটা মুহূর্ত।

দরজার কাছে বাতাসে পাক খাচ্ছে জেরির পিস্তলের ধোঁয়া, বারুদপোড়া গন্ধে ভরে গেছে পুরো ঘর।

হঠাৎ স্যর রিচার্ডের দিকে ছুট লাগাল ক্যারিল, বেদনা আর উদ্বেগে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। কাছে গিয়ে বেন্টলির সহায়তায় ধরাধরি করে তুলল স্যর রিচার্ডকে।

'কুত্তা!' পালকপিতার বুকের ক্ষতটা একনজর দেখে গাল দিল ক্যারিল জেরিকে। 'এটা কী করলি তুই?'

'আমি...আমি...' তোতলাচ্ছে জেরি, 'খুবই দুঃখিত। আসলে...তিনি পিস্তল বের করলেন, তাই আমিও ভাবলাম...। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'তোর দুঃখ নিয়ে জাহান্নামে যা, হারামজাদা,' স্বভাববিরুদ্ধভাবে আবারও গলা ফাটাল ক্যারিল, রাগে দু'চোখ জ্বলছে ওর। 'তুই খুন করেছিস আমার বাবাকে!'

'এটা কী করলে, জেরি?' নিচু গলায় বলল গ্রীন, কল্পনাও করেনি এত ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে পরিস্থিতি।

'আমার কী দোষ?' সাফাই গাইছে জেরি। 'তা ছাড়া ধরা পড়লে এমনিতেও ফাঁসি হতো রাজদ্রোহী লোকটার।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতে থাকবে?' এবার গ্রীনের উদ্দেশ্যে চেঁচাল ক্যারিল। 'কাউকে পাঠাও, ডাক্তার নিয়ে আসুক!'

যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে এমনভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গ্রীন, কিন্তু সে কিছু বলা বা করার আগে জেরি নিজেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডেকে আনতে।

বেন্টলির সহায়তায় স্যর রিচার্ডের রক্তভেজা ওয়েস্টকোট আর শার্ট খুলে ফেলেছে ক্যারিল। ফোঁপাচ্ছে বেন্টলি, দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছে সে স্যর রিচার্ডের কাছে, প্রভুভক্ত কুকুরের চেয়েও বেশি ভালোবাসে ওর মনিবকে। তাড়াতাড়ি একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া এনে দিল সে ক্যারিলকে, ওটা দিয়ে স্যর রিচার্ডের বুকের ডানপাশটা চেপে ধরল ক্যারিল, জেরির গুলির আঘাতে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেখানেই। সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল গ্রীন, কিন্তু ক্যারিল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে 'যা সর্, হারামি,' বলতেই সভয়ে পিছিয়ে এল।

ক্যারিল আর বেন্টলি মিলে ধরাধরি করে প্রায় অচেতন স্যর রিচার্ডকে নিয়ে এল পাশের কামরায়। এখানে একটা বিছানা আছে, সেটাতে বাঁদিকে কাত করে শুইয়ে দিল ওরা স্যর রিচার্ডকে—রক্তপাত যতখানি সম্ভব কমাতে চাচ্ছে। এখন ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্যকিছু করার নেই।

মিনিটের পর মিনিট পার হচ্ছে। পাগলপারা হয়ে গেছে ক্যারিল, ওর মনে হচ্ছে যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে তবুও ডাক্তার আসছে না। এবং যত সময় যাচ্ছে তত মুষড়ে পড়ছে সে, একইসঙ্গে বাড়ছে ওর ক্রোধ।

শেষপর্যন্ত এলেন ডাক্তার—ছোটখাটো বয়স্ক এক লোক, হালকাপাতলা শরীর, মাথায় বেশ বড় ধূসর পরচুলা, খাড়া নাকের উপর হর্নরিম্‌ড্ চশমা। প্রথমে গ্রীনের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর, কী হয়েছে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল লোকটা তাঁকে। তারপর, স্যর রিচার্ড যে-ঘরে শুয়ে আছেন সেখানে ঢুকলেন তিনি, হ্যাট আর ছড়িটা এককোনায় রেখে এগিয়ে এলেন।

তাঁকে জায়গা করে দেয়ার জন্য একপাশে সরে দাঁড়াল ক্যারিল আর বেন্টলি।

ঝুঁকে পড়ে স্যর রিচার্ডের ক্ষতস্থান দেখলেন কিছুক্ষণ ডাক্তার,

তার নাড়ি পরীক্ষা করলেন, বুলেটটা কোন্‌দিক দিয়ে ঢুকে কী ক্ষতি করেছে অনুমান করে নিলেন। শেষে মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে করতে বললেন, 'অবস্থা খুব শোচনীয়। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য ভালো, কিন্তু আঘাতটা গুরুতর।'

'বাঁচবে তো?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল ক্যারিল।

থুঁতনিটা বুকের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ক্যারিলের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'বাঁচবে...'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' চেপে-রাখা দম ছাড়ল ক্যারিল।

'আর বেশি হলে এক ঘণ্টা,' শেষ করতে না-পারা কথাটা শেষ করলেন ডাক্তার। 'শুনলাম আহত লোকটা নাকি একজন জ্যাকোবাইট?'

ক্যারিলের আশা মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হয়েছে চরম হতাশায়, তার উপর ডাক্তারি বাদ দিয়ে ডাক্তার রাজনীতিতে মনোনিবেশ করায় লোকটাকে ঘুসি মারতে ইচ্ছা করছে ওর। জোর করে ইচ্ছাটা দমন করল সে।

'খুবই শোচনীয়,' তোতাপাখির মতো আবার বললেন ডাক্তার।

'শোচনীয় হয়েছে তো কী হয়েছে?' রাগ সামলাতে না-পেরে তর্কে লিপ্ত হলো ক্যারিল। 'ব্যবস্থা নিন আপনি, দেখুন কিছু করা যায় কি না।'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'বুকের ডানদিকে গুলি লেগেছে, এবং আমার ধারণা ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে শিরদাঁড়ায় আটকে গেছে বুলেট। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ খুব বেশি না-হলেও রোগীর অবস্থা মারাত্মক। একটু পরই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে রক্ত আসতে শুরু করবে। ...আমি কেন, পৃথিবীর সেরা ডাক্তারও চাইলে কিছু করতে পারবে না মনে হয়।'

নীরবতা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিল। আস্তে আস্তে প্রশমিত হচ্ছে

BanglaBook.org

ওর রাগ। কিন্তু প্রচণ্ড এক হতাশা, গাঢ় এক বিষাদ গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে। বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন, গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠতে চাচ্ছে কিছু একটা, ফোঁপানি চেপে রাখতে গিয়ে আটকে আসছে দম। এ-জীবনে ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে তেমন কিছুই চায়নি সে, আজ মনে মনে বার বার বলছে, ওর পালকপিতাকে যেন এভাবে ছিনিয়ে নেয়া না-হয়...

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন স্যর রিচার্ড, এবার খুললেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। ডাক্তারকে দেখলেন—অপরিচিত চেহারাটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর, দেখলেন অতি-বিশ্বস্ত ভৃত্যকে, সবশেষে নজর পড়ল পালকপুত্রের উপর। অত্যন্ত দুর্বলভাবে হাসলেন একটুখানি।

ক্যারিলের শার্টের হাতা ধরে মৃদু টান দিলেন ডাক্তার, ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কিছুটা দূরে। নিচু গলায় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যর, আমি খুবই দুঃখিত। আসলেই কিছু করার নেই বুড়ো লোকটার জন্য। সময় ঘনিয়ে এসেছে তাঁর। ক্ষতস্থান থেকে বুলেট বের করে নেয়ার মতো যথেষ্ট সময় নেই হাতে।'

কিছু বলল না ক্যারিল, পানি জমতে শুরু করেছে ওর চোখে, বেদনায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল ডাক্তারকে।

তাঁর হ্যাট-ছড়ি তুলে দেয়া এবং তাঁকে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে গেল বেণ্টলি। এভাবে চলে যাওয়ার আরও একটা কারণ থাকতে পারে লোকটার: হয়তো বাইরে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদবে কিছুক্ষণ, যা করতে পারছে না ক্যারিলের সামনে।

বেশ কয়েক মিনিট পর যখন ফিরে এল সে, ততক্ষণে স্যর রিচার্ডের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ক্যারিল, পালকপিতার একটা হাত তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। দুর্বল আর চাপা গলায় ওর সঙ্গে কথা বলছেন স্যর রিচার্ড, দম নেয়ার জন্য

BanglaBook.org

একটু পর পরই থামতে হচ্ছে তাঁকে, কাশছেন বার বার।

'মাতম করার কিছু নেই, জাস্টিন,' বলছেন স্যর রিচার্ড। 'এমনিতেও অনেক বয়স হয়েছিল আমার, সময় ঘনিয়ে এসেছিল। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে—ওরা যদি আমাকে ধরে নিয়ে যেত তা হলে লোক জানাজানি হতো, বুড়ো বয়সে চরম অপমান সহ্য করতে হতো আমাকে, এবং কে জানে...হয়তো ফাঁসিতে ঝুলতে হতো শেষপর্যন্ত। ওরা...ওরা হয়তো ছাড় দিত না এমনকী তোমাকেও। এখন...ওরা নিজেদের স্বার্থেই সব ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করবে হয়তো। ভালোই হয়েছে...তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল সব।'

কিছু না-বলে পালকপিতার হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল ক্যারিল, টপটপ করে পানি পড়ছে ওর চোখ দিয়ে।

হাত বাড়িয়ে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন স্যর রিচার্ড, কিন্তু পারলেন না। 'আস্তে আস্তে আমার কথা ভুলে যাবে তুমি, জাস্টিন। গত ত্রিশটা বছর ধরে...ভালো বন্ধু ছিলাম আমরা, না?'

'বাবা!' আরও কিছু বলতে চাইল ক্যারিল, কিন্তু ফোঁপানির কারণে রুদ্ধ হলো কণ্ঠ।

আবারও দুর্বল হাসি হাসলেন স্যর রিচার্ড। 'আহ্! কতদিন পর...না, না, কত বছর পর ওই ডাক শুনলাম তোমার মুখ থেকে! নিজে যেদিন বাবা হবে সেদিন বুঝবে, ওই ডাক শোনার জন্য এ-রকমভাবে একবার কেন, এক শ'বার মরা যায়! তুমি...আমার ছেলে না-হয়েও তারচেয়ে বেশি কিছু ছিলে আমার জন্য। তুমি খুব ভালো, জাস্টিন।'

একটা গ্লাসে কিছুটা ওষুধ নিয়ে বিছানার কাছে এল বেণ্টলি, ডাক্তার চলে যাওয়ার আগে ওষুধটার কথা বলে গেছেন সম্ভবত।

ঢক ঢক করে ওষুধটুকু খেয়ে নিয়ে স্যর রিচার্ড বললেন, 'আর

BanglaBook.org

কতক্ষণ আছে, জাস্টিন?'

জবাব দিল না ক্যারিল।

যা বুঝবার বুঝে নিলেন স্যর রিচার্ড। বলে চললেন, 'কোনো অভিযোগ নেই আমার। আমি সুখী। বিশ্বাস করো, জাস্টিন, আমি সুখী। যাকে ভালোবাসলাম তাকে পেলাম না, সেই আক্ষেপে একরকম ছন্নছাড়ার মতো কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। প্রতিশোধের নেশায় সবসময় ছুটে বেড়ালাম এক ভূতের পেছনে। আজ সব শেষ হতে চলেছে।'

ক্যারিল বা বেন্টলি কেউ কিছু বলল না।

'প্রতিশোধের ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলেই ভালো করতাম। কোন্ অন্যায়ের জন্য কাকে কোন্ শাস্তি দিতে হবে তা তাঁর চেয়ে ভালো কে জানে? আফসোস, জীবন দিয়ে কথাটা বুঝতে হলো আমাকে। যত যা-ই হোক, অস্টারমোর তোমার বাবা, ওর গায়ে হাত তুলবার জন্য তোমাকে পাঠানোটা ঠিক হয়নি। যদি সম্ভব হয়, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

'ক্ষমার কথা বোলো না, বাবা।'

'কিন্তু আমার যে ক্ষমা পাওয়ার দরকার আছে!'

'সেটা আমার কাছ থেকে না। বাবা, আমি ছোটো থাকতে যেভাবে আমার দেখভাল করেছিলে, ভেবেছিলাম তুমি আরেকটু বুড়ো হলে ঠিক সেভাবে দেখাশোনা করবো তোমার। কিন্তু কিছুই হলো না!'

সন্তুষ্টিতে ভরে গেল স্যর রিচার্ডের চেহারা, কিছু একটা বলতে চাইলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, কাশতে শুরু করলেন হঠাৎ। কাশি থামার পর দেখা গেল রক্ত উঠে এসেছে তাঁর মুখে। পরম যত্নে সে-রক্ত মুছিয়ে দিল ক্যারিল, আরও একটু ওষুধ আনার ইশারা করল বেন্টলিকে।

'ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ হবে না, বেন্টলি,' বাধা দিয়ে

BanglaBook.org

বললেন স্যর রিচার্ড। 'তারচেয়ে আমি যা বলি শোনো। অনুগত ভৃত্যের মতো আমার সেবা করেছ এতদিন, এখন জাস্টিনের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি তোমার উপর। দেখে রেখো ওকে।'

কিছু বলল না বেণ্টলি, বলতে পারল না আসলে—ভেঙে পড়েছে নিঃশব্দ কান্নায়।

'এবার যাও, বেণ্টলি,' আরও কিছুক্ষণ কাশার পর বললেন স্যর রিচার্ড, 'জাস্টিনের সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

সরে গেল বেণ্টলি।

'যে-ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করেছিলাম,' অত্যন্ত নিচু গলায় বলে চললেন স্যর রিচার্ড, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠ, 'তার নীচের ড্রয়ারে একটা লেদারকেস আছে। ওটার ভিতরে তোমার জন্য কিছু কাগজপত্র আছে।'

'কীসের কাগজ?'

'তোমার জন্মসনদ আর তোমার মা'র মৃত্যুসনদ। তোমার পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম আমাদের পরিকল্পনা সফল হলে অস্টারমোরকে ওগুলো দেখিয়ে ওর কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেবো। কিন্তু...। যা-হোক, সনদগুলোর আর কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। পুড়িয়ে ছাই কোরো ওগুলো, তা না-হলে শত্রুদের হাতে পড়লে ক্ষতি করতে পারে তোমার।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল।

আবারও কেশে উঠলেন স্যর রিচার্ড, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে দম বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর, আবারও রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। অবস্থা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না বেণ্টলি আর, ছুটে এল।

কোনোরকমে সামলে নিলেন স্যর রিচার্ড, আঁকড়ে ধরেছেন তিনি ক্যারিলকে, ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে চোখেমুখে—এখনও কিছু

BanglaBook.org

বলার বাকি আছে যেন। কাশি পুরোপুরি থামার পর বললেন, 'বেণ্টলির সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার কোরো না, জাস্টিন। তুমি আমার উত্তরাধিকারী। প্যারিস থেকে আসার আগে তোমার নামে সব লিখে দিয়ে দিয়েছি, দলিলদস্তাবেজ বুঝে নিয়েছে আমাদের উকিল। ...এত অন্ধকার লাগছে কেন? বেণ্টলি, মোমবাতি জ্বালাওনি?' ক্যারিলকে আঁকড়ে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছেন তিনি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নিজের পায়ের দিকে—যেন সেখানে হাজির হয়েছে কেউ হঠাৎ করে। কষ্টেভরা চেহারাটা পাল্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠছে সেখানে। 'এ-কী!' হর্ষোৎফুল্ল গলায় বলে উঠলেন, 'অন্তই...'

যে-প্রিয়তমাকে আপন করে পাননি কখনও, তার নামটা একটুখানি উচ্চারণ করে প্রসন্ন চিত্তে মারা গেলেন তিনি।

ষোলো

ভিতরের কামরায় যখন মারা যাচ্ছেন স্যর রিচার্ড, বাইরের ঘরে তখন দুই চ্যালাকে নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে গ্রীন। স্যর রিচার্ডের রাইটিংটেবিলটাই ওদের প্রধান লক্ষ্য। ওখান থেকে যদি এক টুকরো কাগজও খুঁজে পাচ্ছে কেউ, সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা মিলে বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেটার উপর, শকুনের দৃষ্টিতে পরখ করছে সেটাকে।

জেরিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রীন, বলেছে ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে যাতে খুনের মামলা দায়ের করা না-

BanglaBook.org

হয় ওর বিরুদ্ধে এবং সব শোনার পর যাতে ওর পক্ষ নেন লর্ড কার্টেরেট। তা না-হলে ওর ফাঁসি ঠেকানো যাবে না।

একটা চিরকুট লিখে সেটা চার নম্বর চ্যালাকে দিয়ে রদারবাই'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রীন, জানতে চেয়েছে ক্যারিলের বিরুদ্ধে যে-ষড়যন্ত্রের জাল পাতার কথা ছিল তা আসলেই পাতবে, নাকি কাজ বাদ দিয়ে সটকে পড়বে সময় থাকতে থাকতে।

এখনও জবাব আসেনি রদারবাই'র পক্ষ থেকে, তাই সঙ্গে-করে-আনা ওয়ারেন্টের "মর্যাদা রাখতে" খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রীন। এখন সে হাজির হয়েছে স্যর রিচার্ডের লাশ যে-ঘরে আছে সে-ঘরে। প্রথমেই বিছানা থেকে নামিয়েছে লাশটা, ভালোমতো উল্টেপাল্টে দেখেছে তোষক-জাজিম-বালিশ। বাধা দেয়নি ক্যারিল বা বেণ্টলি, আসলে বাধা দেয়ার মতো অবস্থা নেই ওদের। কোনো লাভ হয়নি গ্রীনের, স্যর রিচার্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই পায়নি সে এখন পর্যন্ত।

তাই সময় যত যাচ্ছে চেহারা তত কালো হচ্ছে ওর। কারণ লর্ড কার্টেরেটকে দিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করানো হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রমাণই যদি না-পায় তা হলে যারপরনাই বিরক্ত হবেন মাননীয় মন্ত্রী, তখন স্যর রিচার্ডকে খুন করার জোরালো অভিযোগ উঠবে জেরির বিরুদ্ধে।

সে-পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবে গ্রীন?

ক্যারিলের সনদগুলো ইতোমধ্যে দেখেছে সে, কিন্তু কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কে কবে জন্ম নিল, অথবা কে কবে মরল, তা দিয়ে ওর কী?

যা-হোক, শেষপর্যন্ত চেহারা কালো করেই বিদায় নিতে হলো ওকে স্যর রিচার্ডের ভাড়া-বাসা থেকে। লর্ড রদারবাইকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না এখন, বুঝতে পারছে সে, তাই পিঠ বাঁচাতে লর্ড কার্টেরেটের কাছে গিয়ে হাজির হলো প্রথমেই। বলা বাহুল্য,

BanglaBook.org

অতিরঞ্জিত বিবরণ দিল পুরো ঘটনার, বিশেষ করে যখন রাইটিংটেবিলের ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করছিলেন স্যর রিচার্ড, সেটার। বার বার জোর দিয়ে বলল, যা করেছে জেরি, আত্মরক্ষার তাগিদেই করেছে, যারা গিয়েছিল গ্রীনের সঙ্গে তাদের সবাইকে বাঁচানোর জন্য করেছে।

না-হাসার জন্য এমনিতেই বদনাম আছে লর্ড কার্টেরেটের। গ্রীনের বক্তব্য শুনে তাঁর গম্ভীর চেহারা আরও গম্ভীর হলো। প্রথমে ইচ্ছামতো গালমন্দ করলেন তিনি গ্রীনকে, তারপর বললেন, 'তোমাদের কথামতো কাজ করাটাই ভুল হয়েছে। তোমরা আসলে...কী বলবো...গর্দভ একেকটা, বরং গর্দভের চেয়েও খারাপ। স্যর রিচার্ড মামুলি কোনো লোক ছিলেন না। তাঁকে এভাবে...। বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই ঘাঁটাঘাঁটি করবেন হিয ম্যাজেস্টি, তখন কী জবাব দেবো আমি তাঁকে? বিনা প্রমাণে যা শুরু করেছ তোমরা...। প্রথমে বললে, ক্যারিল নামের এক লোক যাচ্ছে লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করতে, কী নাকি এক সাংঘাতিক চিঠি আছে লোকটার কাছে। কই, আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পেরেছ সে-চিঠি? আজ পর্যন্ত ফাঁসাতে পেরেছ লর্ড অস্টারমোরকে? তোমাদের বোকামির জন্য পরিস্থিতি আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন। আরও বড় কথা, আমাকে জিজ্ঞেস না-করেই সখ্যতা গড়ে তুলেছ গুণ্ডা রদারবাই'র সঙ্গে, সারা শহর যার নামে ছি ছি করছে, আরেকটু হলে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে ঝুলে পড়ত যে-লোক। তোমার এত তাড়াহুড়ো কেন, বলো তো? ঘুষ খেয়েছ নাকি রদারবাই'র কাছ থেকে?'

গ্রীনের চোখের-ভাষা যাতে পড়তে না-পারেন লর্ড কার্টেরেট, সেজন্য দৃষ্টি নত করল সে। কিছু বলল না।

'চুপ করে আছো কেন, ছাগল কোথাকার?' গর্জে উঠলেন লর্ড কার্টেরেট। 'এসব কথা জানাজানি হলে, এসব নিয়ে রাজদরবারে

BanglaBook.org

কড়া সমালোচনা হলে, কী অবস্থা হবে ভেবেছ একবারও? আমার বিপক্ষে যারা আছে তারা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে, ঘি ঢালবে হিয ম্যাজেস্টির অসন্তোষের আগুনে, শেষপর্যন্ত মন্ত্রিত্ব হারাবো আমি। যদি তা হয়,' দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি, 'চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলবো নিজের হাতে। কথাটা মনে রেখো।'

'মনে থাকবে, য়োর অনার,' চোখ না-তুলেই বলল গ্রীন। 'তবে এবারের মতো...'

'যা বের হ এখান থেকে, শুয়োর কোথাকার!' আগের চেয়েও জোরে চেঁচালেন লর্ড কার্টেরেট। 'এবারের মতো কী করতে হবে সে-জ্ঞান তোর কাছ থেকে নিতে হবে আমাকে?'

আর কিছু না-বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল গ্রীন, মাথা হেঁট হয়ে গেছে ওর।

বাইরে উদ্বিগ্ন চেহারায় অপেক্ষা করছিল জেরি, গ্রীনকে দেখে ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল খবর কী।

সর্বশক্তিতে লোকটার গালে একটা চড় মারতে ইচ্ছা করছে গ্রীনের, কিন্তু স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে ইচ্ছাটা দমন করল সে জোর করে। স্যর রিচার্ডকে যদি গুলি না-করত লোকটা তা হলে আজ এত অপমানিত হতে হতো না গ্রীনকে লর্ড কার্টেরেটের কাছে।

তাই জেরির অনুচ্চারিত প্রশ্নটার জবাব না-দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

মুখে যতই গালমন্দ করুন না কেন, আড়ালে থেকে ঠিকই কলকাঠি নাড়লেন লর্ড কার্টেরেট—যতটা না জেরি বা গ্রীনকে রক্ষা করার জন্য, তারচেয়ে বেশি নিজের চামড়া বাঁচাতে। ওদিকে রদারবাই দেখল গ্রীনকে যদি হারায় সে তা হলে ক্যারিলের উপর বদলা নেয়ার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাবে, কাজেই আবারও মা'র কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এসে খরচ করতে হলো ওকে।

BanglaBook.org

শেষপর্যন্ত ক্ষমতা আর টাকার কাছে, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের বেশিরভাগ অবিচারের মতো, হার মানল ন্যায়বিচার—নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়ে ধামাচাপা দেয়া হলো স্যর রিচার্ড এভারার্ডের হত্যাকাণ্ডটাকে, এবং সে-সময়ের আরও বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনার নীচে আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল সেটা।

যেদিন রদারবাই'র কাছে চিরকুট পাঠিয়েছিল গ্রীন, সেদিন সেটা ঠিকমতো ঠিক-জায়গাতেই পৌঁছেছিল, কিন্তু জবাব দিতে দেরি করে ফেলেছিল রদারবাই। কারণ ওর মা তখন হাজির হয়েছেন ওর কাছে, এটা-সেটা বলার পর জানিয়েছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা, 'জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করলাম তোর বাবার কাছ থেকে—ক্যারিল নামের লোকটাকে নাকি রাজা জেমসের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিলেন তিনি।'

কথাটা শোনামাত্র গ্রীনের চিরকুটের জবাবে রদারবাই লিখল: এখনই গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করো ক্যারিলকে।

কিন্তু ততক্ষণে জেরির দেরি দেখে লর্ড কার্টেরেটের কাছে চলে গেছে গ্রীন।

রদারবাই'র চিরকুট পকেটে নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেম্বারের বাইরে অপেক্ষা করছিল জেরি। ওর জিজ্ঞেস না-করা প্রশ্নটার জবাব না-দিয়ে গ্রীনকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাতে এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চলে যেতে দেখে বুঝল, বিনা-প্রমাণে স্যর রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে যা ঘটেছে, বিনা-প্রমাণে ক্যারিলকে গ্রেপ্তার করতে গেলে আরও খারাপ হবে অবস্থা।

তাই রদারবাই'র চিরকুটটা পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল সে।

BanglaBook.org

নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে ক্যারিলের। সম্পূর্ণ একা। একমাত্র আত্মীয় হিসেবে যে-মানুষটা এতদিন ওর পাশে ছিলেন, আজ তিনি নেই। এখন ক্যারিলের জন্য কেউই নেই এই পৃথিবীতে। এমন কেউ নেই, যে এই দুঃখের দিনে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে, একটুখানি হলেও সান্ত্বনা দেবে ওকে।

স্যর রিচার্ডের মৃত্যুর পরদিন যখন মরদেহটা নিয়ে হাজির হলো সে কবরস্থানে, তখনও একাকীত্বের অনুভূতিটা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। খেয়াল করল, ওই অনুভূতি থেকে বের হওয়ার জন্য ছটফট করছে ওর মন, কিন্তু মুক্তির কোনো উপায় নেই। কারণ এত বড় পৃথিবীতে কোথাও কেউ নেই ওর জন্য।

লাশ নামানো হচ্ছে কবরে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সে, বেন্টলি আর লেডাক ছাড়া আর কেউ নেই কবরের পাশে। কফিন নামানো হলো, মুঠো ভরে ভরে মাটি নিয়ে কবরে ফেলতে লাগল ক্যারিল আর ওর দুই পরিচারক।

কফিনের গায়ে মাটি পড়ার আওয়াজ শুনে টের পেল ক্যারিল, ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু কীসের বিরুদ্ধে নিজেই জানে না। সব হারানোর ক্রোধে কাঁপছে ওর ভিতরটা। আসলেই, সব হারিয়েছে সে। বাবা, মা, ভাই, বন্ধু—স্যর রিচার্ড এভারার্ড সব ছিলেন ওর জন্য। সব।

কফিন মাটিচাপা দেয়া শেষ, অনেক আগেই চলে গেছে বেন্টলি আর লেডাক, গোরস্থানের বাইরে ক্যারিলের জন্য অপেক্ষা করছে হয়তো। গোরখোদকাররাও তাদের কাজ শেষ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যর রিচার্ডের কবরটার দিকে। আনমনা হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু কিছুই ভাবছে না, আসলে ওর ভিতরে কাজ করছে একধরনের শূন্যতা আর অসাড়তা।

BanglaBook.org

তাই কেউ একজন যখন এসে দাঁড়াল ওর পাশে, তখন কিছুই টের পেল না সে। এমনকী সহমর্মিতার একটা হাত যখন আলতো করে স্পর্শ করল ওর কাঁধ, তখনও একাকীত্বের অনুভূতিতে হাবুডুবু খেতে খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে মানুষটার দিকে।

আশ্চর্য সুন্দর একটা চেহারা তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। গাঢ় বিষাদ ছাড়া আবেগের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই সে-চেহারায়, টানা টানা দুটো বাদামি চোখ ঢাকা পড়ে আছে গভীর বিষণ্নতায়।

হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপ।

কিছুই বুঝতে পারছে না ক্যারিল। এমনিতেই চিন্তাভাবনার অসাড়তা পেয়ে বসেছিল ওকে, এখন মাথাটা আরও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ওর কাছে।

লম্বা আর কালো আলখাল্লা পরে এসেছে হর্টেনশিয়া, মাথাটা ঢেকে রেখেছে সেটার হুড দিয়ে। অবগুণ্ঠন ছিল চেহারায়, কিন্তু আপাতত সেটা সরিয়ে ফেলেছে যাতে ওকে চিনতে কষ্ট না-হয় ক্যারিলের।

একাকীত্বের যে-অনুভূতি এতক্ষণ দাবদাহের মতো কষ্ট দিচ্ছিল ক্যারিলকে, সে টের পেল, কমতে শুরু করেছে সেটা। টের পেল, ওর আপনজন বলতে হয়তো এখনও বাকি আছে একজন; যে, অলৌকিকভাবে কি না জানে না ক্যারিল, এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। শুধু জানে, বাবা-মা-ভাই-বন্ধু ছাড়াও আরও একজন থাকতে পারে কারও জীবনে; যে, বাবা-মা-ভাই-বন্ধুর মতো না, আবার তাদের চেয়ে কোনো অংশে কমও না।

কিছু বলছে না ক্যারিল, বলতে পারছে না আসলে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হর্টেনশিয়ার দেখা পেয়ে কথা হারিয়ে ফেলেছে।

কবরস্থানের পাশেই একটা গির্জা, সেটার উঠানের দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা এক্কাগাড়ি। ইঙ্গিতে গাড়িটা দেখিয়ে হর্টেনশিয়া বলল, 'খবরটা আগেই শুনেছি, কিন্তু আসতে পারিনি।

BanglaBook.org

যত যা-ই হোক আমি একটা মেয়েমানুষ, তা-ও আবার আরেকজনের বাড়িতে আশ্রিতা, আমার চলাফেরায় তাই হাজারটা সীমাবদ্ধতা। টুকটাক কিছু কেনাকাটার নামে মিথ্যা বলে এসেছি এখানে। ভাবলাম, যদি না-আসি, আপনার এত বড় ক্ষতির সময়ে আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ থাকে না।'

'কিন্তু...' এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ক্যারিলের ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া। 'জানলে কীভাবে?'

খুশি হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হর্টেনশিয়া—ওকে তুমি করে ডাকতে শুরু করেছে ক্যারিল। বলল, 'মরদেহ নিয়ে যে ফ্রান্সে ফিরে যেতে পারবেন না তা আগেই বুঝেছি। কাজেই এখানেই কোথাও দাফন করতে হবে। কাছাকাছি কবরস্থান কোথায় আছে তা-ও আমার অজানা না। স্যর রিচার্ড এভারার্ডকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল যে-লোক, তার সঙ্গে সখ্যতা আছে লর্ড রদারবাই'র, শয়তানটার কাছ থেকে সব জেনেছেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়েছেন লেডি অস্টারমোর। তিনি তো আবার কোনো কথা চেপে রাখতে পারেন না, তাই তাঁর বিবেচনায় "খুশির খবরটা" জানাতে গিয়েছিলেন আমার ঘরে। ...মিস্টার ক্যারিল, বিশ্বাস করুন, আপনার পালকপিতার মৃত্যুতে, আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আসলেই মনে কষ্ট পেয়েছি আমি। আপনার ব্যথায় আমি সমব্যথী।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে গেল ক্যারিলের, নিজেও বলতে পারবে না। দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে হর্টেনশিয়ার একটা হাত, ঠোঁটের কাছে নিয়ে প্রলম্বিত চুম্বন দিল সে-হাতে, কে দেখছে না-দেখছে সে-পরোয়া করল না।

'ধন্যবাদ, হর্টেনশিয়া,' অকৃত্রিম খুশি ক্যারিলের দু'চোখে, 'অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ তোমাকে।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল না হর্টেনশিয়া, বরং ক্যারিলের হাত ধরে

BanglaBook.org

টেনে ওকে নিয়ে গেল গির্জার উঠানে, দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল এককোনায়।

'আমার কী মনে হচ্ছিল, জানো?' মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর বলল ক্যারিল। 'মনে হচ্ছিল, বাবাকে না, আজ এই কবরস্থানে দাফন করেছি আমার হৃৎপিণ্ডটাকে। কারণ সারা দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন একমাত্র মানুষ যিনি ভালোবাসতেন আমাকে।'

'কথাটা ঠিক না,' হর্টেনশিয়ার কণ্ঠে যতটা না ভর্ৎসনা, তারচেয়ে বেশি কষ্ট।

'আমরা আসলে...স্বার্থপর, হর্টেনশিয়া। আমাদের কোনো আপনজন যখন মারা যায়, তখন মরামানুষটার জন্য যতটা না কাঁদি আমরা, তারচেয়ে বেশি কাঁদি নিজেদের জন্য। নিজেদের কষ্টে কাঁদি, নিজেরা কী হারালাম তা ভেবে কাঁদি।'

'এভাবে বলবেন না দয়া করে।'

'সত্যি কথার বৈশিষ্ট্যই হলো মনে কষ্ট দেয়া। হয়তো সেজন্যই, বেশিরভাগ সময় মিথ্যা বলি আমরা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যারিল। 'আমার কথা ভেবে এসেছ তুমি, শুনে যারপরনাই ভালো লাগছে। কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি, এখন মনে হচ্ছে আবার ফিরে পাচ্ছি।'

চুপ করে আছে ওরা দু'জনই, অপলক তাকিয়ে আছে একজন আরেকজনের দিকে।

'কী করবেন এখন?' শেষপর্যন্ত জানতে চাইল হর্টেনশিয়া।

'ফিরে যাবো ফ্রান্সে,' বলল ক্যারিল। 'তা-ই করা উচিত। ইংল্যাণ্ডে না-এলেই ভালো করতাম সম্ভবত।'

'আসলেই?'

'হ্যাঁ, আসলেই। তা হলে ফিরে যাওয়ার সময় এত কষ্ট পেতে হতো না।'

'কষ্ট?' কথাটা ধরল হর্টেনশিয়া। 'কষ্ট কি শুধু আপনার একার

BanglaBook.org

হচ্ছে? কষ্ট আমার হচ্ছে না? আপনি কি বুঝেও বুঝতে পারছেন না কেন মিথ্যা বলে বের হয়েছি আমি বাড়ি থেকে? ইতোমধ্যে একাধিক লোক হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখেছে আমাদেরকে, ওসব দেখেও না-দেখার ভান করছি কেন বুঝতে পারছে না? আপনি আসলে...আপনি আসলে একটা নিষ্ঠুর। তা না-হলে কীভাবে চলে যাওয়ার কথা বলতে পারলেন? কীভাবে বলতে পারলেন, একমাত্র যে-লোক ভালোবাসত আপনাকে তাঁকে দাফন করেছেন? আপনাকে ভালোবাসার আর কি কেউ নেই?'

মেয়েটার হাত এখনও ছাড়েনি ক্যারিল, আলতো করে চাপ দিল সে হাতটাতে। 'এভাবে বোলো না, হর্টেনশিয়া!' অদ্ভুত এক আগুন জ্বলছে ওর দু'চোখে। 'দয়া করে বোলো না এভাবে।'

'যদি বলি?' অন্য হাতটা দিয়ে কপালের উপর নেমে-আসা কয়েক গাছি চুল সরাল হর্টেনশিয়া।

'যদি বলো, তা হলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যেতে পারি আমি, আজ যে-বোকামি ভর করেছে তোমার উপর তার অন্যায় সুযোগ নিতে পারি।'

'এটা এখন আর কোনো বোকামি না, জাস্টিন,' বাদামি দু'চোখ মেলে ক্যারিলের ধূসর-সবুজ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া নির্নিমেষ।

'হ্যাঁ, বোকামি না, বরং তারচেয়েও বেশি কিছু—পাগলামি। হঠাৎ ঝোঁকের বশে যেসব আবেগ পেয়ে বসে মানুষকে, সেগুলোর সবই হয়তো তা-ই। এটা কেটে যাবে একসময়-না-একসময়, তখন কোনো অন্যায় সুযোগ না-নেয়ার জন্য হয়তো ধন্যবাদ দেবে তুমি আমাকে।'

মাথা নাড়ল হর্টেনশিয়া। 'জাস্টিন, তোমার মুখ যা বলছে, চোখ বলছে ঠিক তার উল্টোটা। এবং আমি জানি তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ, তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি।'

BanglaBook.org

একজন পরাজিত সৈনিক যেভাবে তাকায় তার প্রতিপক্ষের দিকে, হর্টেনশিয়ার দিকে সেভাবে তাকিয়ে আছে ক্যারিল। কিছুক্ষণ পর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাকে বলার মতো কোনো নাম নেই আমার আসলে। আমি...আমি কাউকে জীবনসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিতে পারি না।'

'নাম? মানুষের মনুষ্যত্ব কি নামে, না কাজে? লর্ড রদারবাই'র কথাই ধরো। এত নামী লোক হয়ে কোন্ ভালো কাজটা করেছেন তিনি আজ পর্যন্ত?' আবারও মাথা নাড়ল হর্টেনশিয়া, তবে এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে। 'জাস্টিন, তুমিই প্রথমে বলেছিলে, আমাকে ভালোবাসো। কথাটা, আমি মনে করি, আমার ভেতরে এক অধিকারবোধের জন্ম দিয়েছে। সেটা কী, জানো? একই কথা তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে বলার। এখন বলো, তুমি কি এ-রকম একাকী ফিরে যাবে ফ্রান্সে? ভালোবাসার দাবি নিয়ে কেউ এসেছে তোমার কাছে, তাকে ফিরিয়ে দেবে?'

'কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে যখন যাবো তোমার অভিভাবকের কাছে, তিনি যদি আমার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেন, তা হলে কী জবাব দেবো?'

'যদি সত্যি বলার মতো সাহস থাকে তা হলে সেটাই বোলো। আর যদি তা না-থাকে, তা হলে বোলো, তোমাকে দত্তক নিয়েছিলেন স্যর রিচার্ড, তোমার বাবা-মা'র পরিচয় কোনোদিন প্রকাশ করেননি তোমার কাছে। তাতেও যদি মন না-গলে লর্ড অস্টারমোরের, তা হলে, নিমরাজি অবস্থায় আগেও একবার স্ট্রেটন হাউস থেকে পালিয়েছিলাম, এবার তোমার হাতে ধরে পালাবো স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে।'

ক্যারিল কিছু বলছে না, একদৃষ্টিতে দেখছে মুখোমুখি দাঁড়ানো মেয়েটাকে।

'তোমার বংশপরিচয় থাক বা না-থাক,' বলে চলল হর্টেনশিয়া,

BanglaBook.org

'তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। আমি ভালোবেসেছি একটা ভালো মানুষকে, তার বংশকে না। ...যা বলার বলেছি আমি, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি তোমার উপর। যাই এখন, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে সন্দেহ জাগতে পারে এক্কাগাড়ির চালকের মনে।'

ওকে বাউ করল ক্যারিল। 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।' হর্টেনশিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার মনে কোনো দ্বিধা বা দুর্ভাবনা নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছ আমার উপর, আশা করি তা নিতে বেশি সময় লাগবে না আমার। আর...আজকের এই সময়টুকু আমার সারাজীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

সতেরো

ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রেম—সবই কি আসলে মোহ? সে-মোহ কি পেয়ে বসেছে ক্যারিলকে?

গত দু'দিন ধরে, বলতে গেলে দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে আছে সে স্যার রিচার্ড যে-বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন সেখানে। চরম আলস্যে কাটছে ওর সময়। শুয়ে-বসে মনে মনে লড়াই করে যাচ্ছে সে ওই মোহের বিরুদ্ধে।

শেষপর্যন্ত হার মানতে হলো ওকে। সিদ্ধান্ত নিল, লর্ড অস্টারমোরের কাছে যাবে, বলবে হর্টেনশিয়া উইনথ্রোপকে বিয়ে করতে চায়। যদি ওর বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেন হিয লর্ডশিপ,

BanglaBook.org

বলবে, পালকপিতা স্যর রিচার্ড এভারার্ড সে-ব্যাপারে কোনোদিন মুখ খোলেননি ওর কাছে।

আচ্ছা, হিয লর্ডশিপ যদি বংশপরিচয় জানতে চান, আর ক্যারিল যদি তখন বলে আপনিই আমার বাবা, তা হলে কেমন হয়? কথাটা শুনলে কী অবস্থা হবে লর্ড অস্টারমোরের? তিনি কি ক্ষেপে যাবেন? এত বছর পর, তাঁর কুকীর্তির প্রমাণ সশরীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁরই সামনে—জানলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন ক্যারিলকে? নাকি ম্যালিনি নামের সেই অসহায় মানুষটার কথা ভেবে বুকে টেনে নেবেন ক্যারিলকে? সামাজিকভাবে না-হোক, ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃতি দেবেন পিতা-পুত্রের অদ্ভুত সম্পর্কটাকে?

লর্ড অস্টারমোর ক্যারিলের জন্মদাতা; এ-অবস্থায়, যে-মেয়ে এতদিন দেখভাল করেছে তাঁর, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে কীভাবে হিয লর্ডশিপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ক্যারিল? ব্যাপারটা কি হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে না?

তা হলে সমাধান কী সমস্যাটার?

ক্যারিল জানে না। শুধু জানে, যে-মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে, সে-মোহ থেকে মুক্তির উপায় একটাই: হর্টেনশিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে হিয লর্ডশিপের কাছে যাওয়া।

কিন্তু তারপর?

তারপর ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্যারিল, একটা এক্কাগাড়ি ডাকতে বলল লেডাককে। শোক প্রকাশ করছে বোঝানোর জন্য কালো শার্ট, কালো স্যুট, কালো শু পরল। কিন্তু সময় নিয়ে যত্নের সঙ্গে করল সাজগোজের কাজটা, যাতে কোথাও কোনো ক্রটি না-থাকে। তারপর বাসা থেকে বের হয়ে চড়ে বসল এক্কাগাড়িতে।

সে একটু ভাবুক ধরনের, তাই যখন তেমন কিছু করার থাকে না তখন আত্মচিন্তা পেয়ে বসে ওকে, আজও তা-ই হয়েছে। সে-

BanglaBook.org

কারণে খেয়াল করল না, স্ট্রেটন হাউসের সদর-দরজায় ছোটখাটো হুলুস্থুল চলছে। ম্যানসনটার রেলিংঘেরা সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঘোড়ার-গাড়ি, কাজ নেই এমন কিছু অলস লোক জড়ো হয়েছে ওগুলোর আশপাশে, আড্ডায় মেতে উঠেছে সবাই মিলে।

এক্কাগাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামল ক্যারিল, খেয়াল করল না গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেটন হাউসের কয়েকজন ভৃত্য। ওকে দেখে পথ ছেড়ে দিল ওরা, ধীর পায়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে।

হলের ভিতরে আরও কয়েকজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে, নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় এমনভাবে কথা বলছে যে, দেখে মনে হচ্ছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আলোচনায় এতই মশগুল ওরা যে, ক্যারিলকে দেখেও যেন দেখল না।

ব্যাপার কী জানার জন্য লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ক্যারিল, ছড়ি দিয়ে আলতো করে টোকা দিল এক ভৃত্যের কাঁধে। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকানোর পর জিজ্ঞেস করল, 'কোনো সমস্যা?'

জবাব না-দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল লোকগুলো, কোনো মেহমান এলে তার সামনে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সে-কায়দায় দাঁড়িয়ে থাকল মাথা নিচু করে।

ভ্রূ কোঁচকাল ক্যারিল, আশ্চর্য লাগছে ওর। 'হিয লর্ডশিপের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। তোমাদের কেউ একজন গিয়ে বলো তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে লোকগুলো, সবার চেহারায় দ্বিধার ছাপ। কিছু একটা বলি বলি করছে ওরা, কিন্তু কেউই বলতে পারছে না।

এমন সময় ক্যারিলের দিকে এগিয়ে এল বাটলার হামফ্রিস। গম্ভীর চেহারায় গম্ভীর গলায় বলল, 'য়োর অনার কি খবরটা

BanglaBook.org

শোনেননি?'

'খবর?' সচকিত হয়ে উঠল ক্যারিল এতক্ষণে। 'কীসের খবর?'

'হিয লর্ডশিপ গুরুতর অসুস্থ, স্যর। আজ সকালে তাঁরা যখন এসেছিলেন, তখন হার্টঅ্যাটাক হয়েছে তাঁর।'

'হার্টঅ্যাটাক! তাঁরা যখন এসেছিলেন!' হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ক্যারিল, কী বলবে অথবা কী করবে বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কারা এসেছিল?'

'দূত, স্যর,' দেখে মনে হচ্ছে বাটলারের মনমরা ভাবটা যাবে না সহসা। 'য়োর অনার কি আসলেই কিছু শোনেননি?' ক্যারিলের দৃষ্টিতে শূন্যতা ফুটে উঠতে দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল সে, বলে চলল, 'সাউথ সী কোম্পানিতে যে-কেলেঙ্কারি হয়েছে, তার সমস্ত দায় হিয লর্ডশিপের কাঁধে চাপিয়ে তাঁর নামে গতকাল মামলা ঠুকেছেন হিয গ্রেস অভ হোয়ার্টন। আর আজ সকালে, য়োর অনার, হিয লর্ডশিপকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্টেরেট।'

'ঈশ্বর!' খবরটা শুনে বিস্মিত, নাকি হতাশ, নাকি আতঙ্কিত—কোন্‌টা হওয়া উচিত বুঝতে পারছে না ক্যারিল।

'বুড়ো বয়সে এত বড় মানহানি হওয়ায়, এবং গ্রেপ্তার করতে-আসা সরকারি লোকদের হুমকিধমকিতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না-পেরে শেষপর্যন্ত হার্টঅ্যাটাক হয়েছে হিয লর্ডশিপের।'

'এখন কী অবস্থা তাঁর?'

'এখন খাসকামরায় আছেন তিনি, য়োর অনার। ডাক্তাররা আছেন তাঁর সঙ্গে। সারা লণ্ডন যাঁকে সবচেয়ে বড় ডাক্তার বলে জানে সেই স্যর জেমসও আছেন। হিয লর্ডশিপের খাস-পরিচারক মিস্টার টমের কাছ থেকে যতদূর শুনেছি, অবস্থা ভালো না তাঁর। ওষুধপানি খাইয়ে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে তাঁকে। ...য়োর অনার, যদি কিছু মনে না করেন, আমি ভেবেছিলাম

BanglaBook.org

আপনি সবই জানেন। হিয লর্ডশিপের অসুস্থতার খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে, ওটা সারা শহরের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।'

খবরটা কেন জানে না ক্যারিল তা বলা যায় না বাটলারকে, তাই চুপ করে থাকল সে। টের পেল, শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর। 'শুনে খুব খারাপ লাগছে আমার,' সত্যি কথাটাই বলল সে কিছুক্ষণ পর। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, 'একটা কাজ করতে পারবে? খবর পাঠাতে পারবে মিস উইনথ্রোপের কাছে? আমার নাম ক্যারিল জাস্টিন, আর শুধু সেটা বললেই কাজ হবে আশা করি।'

'য়োর অনার, আমি যদি পথ দেখাই আপনাকে, আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যারিল।

হর্টেনশিয়া যে-ঘরে থাকে সে-ঘরের পাশে একটা উইথড্রয়িং-রুম আছে, ক্যারিলকে সেখানে নিয়ে গেল হামফ্রিস। এককোনায় রাখা একটা আরামদায়ক চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল ক্যারিল, পরিস্থিতি হঠাৎ বদলে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। গত দু'দিন ধরে যে-মোহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে, তা আবার পেয়ে বসেছে। লর্ড অস্টারমোর যদি মারা যান, তা হলে সব চুকেবুকে যায়, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু বাকি থাকে না আর। এই পৃথিবীতে ক্যারিল যেমন একা, তখন হর্টেনশিয়াও তেমন একা হয়ে যাবে। স্ট্রেটন হাউসে হার লেডিশিপের সঙ্গে যদি থাকতে হয় মেয়েটাকে, তা হলে...। তা হলে কী হবে সেটা চিন্তাও করতে চায় না ক্যারিল। ভদ্রমহিলার অত্যাচারে ইতোমধ্যে একবার পালানোর চেষ্টা করেছে মেয়েটা, ক্যারিল যদি কিছু করতে না-পারে ওর জন্য, তা হলে হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে অসহায় মেয়েটাকে শেষপর্যন্ত।

BanglaBook.org

আর, কিছু করতে পারার একটাই মানেঃ বিয়ে করে বউ হিসেবে হর্টেনশিয়াকে নিয়ে যেতে হবে ফ্রান্সে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওর হাতে মেয়েটাকে তুলে দেবে কে?

ঘরে এসে ঢুকল হর্টেনশিয়া এমন সময়। চেহারা সাদা হয়ে আছে ওর, চোখ ছলছল করছে। ক্যারিলের বাড়িয়ে-দেয়া হাতটা ধরল আলতো করে, ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জোর খাটিয়ে, শেষে এমন একটুখানি হাসি হাসল যা বুঝিয়ে দিল, হিয লর্ডশিপ যদি মারা যান তা হলে স্ট্রেটন হাউসের যে-বাসিন্দাটা সবার চেয়ে বেশি দুঃখ পাবে সেটা সে-ই।

'আমাদের ভাগ্য দেখেছেন?' কান্নাজড়িত গলায় বলল মেয়েটা, 'আপনার পালকপিতা মারা গেছেন, খবর পেয়ে সান্ত্বনা জানাতে গেলাম আমি। আর আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এই বাড়িতে, তাঁর অবস্থা যখন গুরুতর...'

'ভুল হচ্ছে তোমার, হর্টেনশিয়া,' শান্ত গলায় বলল ক্যারিল। 'আমি আসলে খবর পেয়ে আসিনি। বরং আসার পর খবরটা জানতে পেরেছি। আসলে...তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম হিয লর্ডশিপের কাছে।'

'তারমানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি শেষপর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্বটা ছেড়ে দেবো হিয লর্ডশিপের উপর। কিন্তু...' কথা শেষ না-করে থেমে গেল ক্যারিল।

'কিন্তু?'

'কিন্তু এখন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে হিয লর্ডশিপ যদি মারা যান তা হলে আমাদের দু'জনকেই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে।'

'স্যর জেমস আছেন ভিতরে, তিনি অনেক বড় ডাক্তার। আমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, শেষপর্যন্ত ভালো হয়ে যাবেন হিয লর্ডশিপ। আমি এখন...ঠিক

BanglaBook.org

বুঝতে পারছি না কোন্‌টার জন্য প্রার্থনা করবো ঈশ্বরের কাছে—হিয লর্ডশিপের সুস্থতা, নাকি মৃত্যু।'

'এটা কী বললে!'

'বুঝিয়ে বলছি। সাউথ সী কোম্পানির কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়ানো হয়েছে হিয লর্ডশিপকে, মামলা করা হয়েছে তাঁর নামে। এতদিন তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার গুজব ছিল, কিন্তু ঠিক কী কারণে কাজটা করতে পারেন তিনি তা জানা ছিল না তাঁর শত্রুদের। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্টেরেট হঠাৎ করেই ঘোষণা দিয়েছেন, শেয়ার-কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার পাউণ্ড খোয়ানোটাই নাকি হিয লর্ডশিপের রাজদ্রোহিতার কারণ। আর এত বড় অঙ্কের টাকা উদ্ধার করার জন্যই নাকি তিনি হাত মিলিয়েছেন হিয ম্যাজেস্টি'র একনম্বর শত্রু রাজা জেমসের লোকদের সঙ্গে। তাই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তাঁর নামে, সে-পরোয়ানা দেখিয়ে ইতোমধ্যেই লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়েছে সরকারি লোকেরা, খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। এখানে আসার আগে দেখলাম, হিয লর্ডশিপের ডেস্কটা নিয়ে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠেছে ওরা।'

লর্ড অস্টারমোরের ডেস্ক?

আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্যারিলের শরীর। মনে পড়ে যাচ্ছে ড্রয়ারটার কথা, যেটার ভিতরে, রাজদ্রোহিতার প্রমাণ বহনকারী চিঠি দুটো নিজের হাতে রেখেছেন দি আর্ল।

চিঠি দুটো যদি কোনোভাবে পেয়ে যায় সরকারি লোকেরা তা হলে...

একটা বাচ্চাছেলেও জানে তা হলে কী হবে।

'যদি কোনো প্রমাণ পায় ওরা লর্ড অস্টারমোরের বিরুদ্ধে,' বলে চলল হর্টেনশিয়া, 'তা হলে ফাঁসি ছাড়া আর কী আছে লোকটার ভাগ্যে, বলুন? সেজন্যই বলছিলাম, ঠিক বুঝতে পারছি

BanglaBook.org

না সুস্থতা নাকি মৃত্যু—কোন্‌টা প্রার্থনা করবো ঈশ্বরের কাছে হিয লর্ডশিপের জন্য।'

বাটলার হামফ্রিস বলছে হিয লর্ডশিপের অবস্থা ভালো না, ভাবছে ক্যারিল, এদিকে হর্টেনশিয়া বলছে স্যর জেমস নিজে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন ওকে। কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক জানে না ক্যারিল, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, হার্টঅ্যাটাকের ক্ষতি যদি কাটিয়ে উঠতে পারেনও দি আর্ল, লর্ড কার্টেরেটের কবল থেকে মুক্তি পাবেন না সহজে, তাঁর যাতে আরেকবার হার্টঅ্যাটাক হয় সে-ব্যবস্থা করবেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আর বিশেষ সেই চিঠি দুটো যদি হস্তগত হয় তাঁর...ইতোমধ্যে হয়ে গেছে কি না কে জানে...তা হলে সম্ভবত নিজহাতে ফাঁসির দড়ি প্রস্তুত করবেন তিনি দি আর্লের জন্য।

শূন্য দৃষ্টিতে হর্টেনশিয়ার দিকে তাকাল ক্যারিল। বছর ত্রিশেক আগে হয়তো এ-রকমই এক হাসিখুশি তরুণী ছিলেন ওর মা অন্তইনেত দে ম্যালিনি। ইচ্ছা করলে হর্টেনশিয়ার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে পারত ক্যারিল, কিন্তু তা করেনি সে, বরং মেয়েটার সমস্ত দায়িত্ব নিজকাঁধে তুলে নেয়ার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এই বাড়িতে এসেছে আজ। কিন্তু দি আর্ল কী করেছিলেন? যে-মানুষটার কাছে ভালোবাসার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন বাবার ভয়ে। পরিত্যক্ত ওই মানুষটা, এককালের কোনো এক জমিদারের মেয়েটা, ধুঁকে ধুঁকে মরেছে।

লর্ড অস্টারমোরের কি উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত না?

হয়তো উচিত। আবার হয়তো উচিত না। আসলে প্রশ্নটার জবাব জানে না ক্যারিল। আর তাই, জন্মদাতা হয়েও বাবা হতে না-পারার জন্য মন থেকে ঘৃণা করতে পারেনি কখনও লর্ড অস্টারমোরকে। মন থেকে কাউকে বাবা বলে ডাকতে পারেনি বলে স্যর রিচার্ডের মৃত্যুতে একাকীত্বের অনুভূতিটা গিলে খেয়েছিল

BanglaBook.org

ওকে।

যে-লোক হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, যে-লোক জানেও না কী ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাঁকে কি কোনো সাহায্য করা যায় না? হাজার হোক, ওই লোকের ধমনীতে আর ক্যারিলের ধমনীতে একই রক্ত বইছে। লোকটাকে কখনও বাবা বলে ডাকতে পারেনি ক্যারিল, কখনও পারবে কি না জানে না, কিন্তু জন্মদাতা হিসেবে কি মেনে নেয়নি প্রথম থেকে?

এই মুহূর্তে যদি সব ছেড়েছুঁড়ে পালায় ক্যারিল, যেভাবে রদারবাই'র হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল হর্টেনশিয়া ঠিক সেভাবে যদি চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় মেয়েটাকে, তা হলে কেমন হয়? ফ্রান্সে চলে যেতে পারবে ওরা, সুখের ঘরও বাঁধতে পারবে হয়তো, কিন্তু বিবেকের কাছে কি চিরবন্দি হয়ে থাকবে না ক্যারিল? নির্বাসিত রাজা জেমস স্টুয়ার্টের সঙ্গে জড়িয়ে ঘৃণ্য এক ষড়যন্ত্রে ফাঁসানো হয়েছে দি আর্লকে, ক্যারিল কি কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবে সে-ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভূমিকা ছিল না ওর? সুস্থ হয়ে ওঠার পর যদি ফাঁসিতে ঝোলেন দি আর্ল, ক্যারিল কি কোনোদিন বলতে পারবে, জন্মদাতার রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি সে?

কেমন মোচড়াচ্ছে তলপেটের ভিতরটা। একটু শীত শীতও লাগছে মনে হয়। সময় যত যাচ্ছে, অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তত পেয়ে বসছে ক্যারিলকে। লর্ড অস্টারমোরকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিল সে লণ্ডনে, খেয়াল করল, এখন মনেপ্রাণে চাচ্ছে যাতে কোনো ক্ষতি না-হয় লোকটার। বুঝতে পারছে, এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না, কিছু একটা করতে হবে।

কী সেটা?

যেভাবেই হোক নিশ্চিত করতে হবে, সরকারি লোকেরা যাতে খুঁজে না-পায় সেই গোপন ড্রয়ার, কিছুতেই যাতে হাসিল করতে

BanglaBook.org

না-পারে বিশেষ চিঠি দুটো।

'লাইব্রেরিতে যেতে হবে আমাকে,' হর্টেনশিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল ক্যারিল।

'কিন্তু সরকারি লোকেরা আছে সেখানে,' হর্টেনশিয়ার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'থাকুক। আমি যাবো।'

'কেন?'

'কারণ লর্ড অস্টারমোরের ডেস্কে এমন দুটো চিঠি আছে,' হর্টেনশিয়ার কাছে কোনোকিছু গোপন না-করার সিদ্ধান্ত নিল ক্যারিল, 'যা, যদি খুঁজে পায় সরকারি লোকেরা, তা হলে যেদিন খুঁজে পাবে সেদিনই ফাঁসি হবে হিয লর্ডশিপের।'

'তুমি এতকিছু জানো কীভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ক্যারিল বলল, 'জানি যেভাবেই হোক।'

'জাস্টিন,' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া, 'তুমিও কি একজন জ্যাকোবাইট?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানো কথাটা জানেন লর্ড রদারবাই?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারিল। 'সে জানলে আমার কিছু যায়-আসে না। কারণ সে আমার বিরুদ্ধে কোনোকিছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তা হয়তো পারবে না,' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে হর্টেনশিয়া, 'কিন্তু তুমি যদি সরকারি লোকদের কাজে বাধা দাও, তা হলে ফেঁসে যেতে পারো। সেক্ষেত্রে...'

'সেক্ষেত্রে কী হবে তা পরে দেখা যাবে। আগে লাইব্রেরিতে যাই, দেখি পরিস্থিতি কী, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।'

'আমি আসবো তোমার সঙ্গে?'

BanglaBook.org

ভ্রূ কুঁচকে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল ক্যারিল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এসো।' উঠে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, সেটা খুলে ধরে রাখল যাতে বের হতে পারে হর্টেনশিয়া, তারপর পিছু নিল মেয়েটার।

হল ধরে লাইব্রেরিতে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না ওদের।

দরজাটা খোলা। হলে পুরু কার্পেট বিছানো আছে বলে প্রায় নিঃশব্দে আসতে পেরেছে দু'জনে, তাই গোবরাটে দাঁড়িয়ে যখন তাকাল ভিতরে, ঘরে উপস্থিত একমাত্র লোকটা কিছু টের পেল না। আপনমনে কাজ করছে সে। একটু বেঁটেখাটোই বলা চলে ওকে, তবে শরীরটা শক্তপোক্ত গড়নের। পরনে হলদে-বাদামি রঙের একটা কোট আর মলিন ট্রাউজার। জুতো জোড়া নোংরা।

সুযোগ বুঝে ভিতরে ঢুকে পড়ল ক্যারিল আর হর্টেনশিয়া। দরজাটা লাগিয়ে দিল ক্যারিল। দরজা লাগানোর আওয়াজ পেয়ে কিছুটা চমকে উঠল লোকটা, ঘুরে তাকাল ওদের দিকে।

'বাহ্!' ক্যারিলের গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ, 'নিয়তি দেখছি আপনার সঙ্গে সাত পাকে বেঁধে দিয়েছে আমাকে! যেদিকেই যাই, শুধু আপনারই দেখা পাই। ...আপনার শরীরটা ভালো তো, মিস্টার গ্রীন?'

নিজের অজান্তেই শরীরের একটা আহত জায়গায় হাত চলে যাচ্ছিল গ্রীনের, চট করে নিজেকে সামলে নিল সে। আড়চোখে তাকাল ক্যারিলের ডান পা'র দিকে। জোর করে স্বভাবসুলভ তেলমারা হাসি হাসল। 'আপনি...মানে, আপনারা এখানে?'

'আসলে দোষ আমার,' উপহাস যায়নি ক্যারিলের গলা থেকে। 'ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার বাবা কোনো এককালে উপযুক্ত মূল্যে কিনে নিয়েছিলেন এই লাইব্রেরি। আপনাকে জিজ্ঞেস করে ভেতরে ঢোকা উচিত ছিল আমাদের, না? তিনি নিশ্চয়ই কোনো একটা

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ দলিল রেখে গেছেন এখানে, আর গভীর মনোযোগে সেটাই খুঁজছেন আপনি, ঠিক না?'

'দেখুন, সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক না। আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে।'

'অবশ্যই। ওয়ারেন্ট আপনার কাছে থাকবে না তো কি আমার কাছে থাকবে? হাজার হোক আপনি লর্ড কার্টেরেটের খাস লোক।'

'আপনি বেশি কথা বলেন, মিস্টার ক্যারিল। কী কাজে এসেছেন এখানে সেটা বলে বিদায় হোন।'

'খোঁজাখুঁজির কাজে সাহায্য করতে এসেছি আপনাকে।'

'সাহায্য! আমাকে? শুনে ভালো লাগল। ...দয়া করে যদি ওই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে চলে যান এখান থেকে, তা হলে সবচেয়ে বড় সাহায্য করা হবে আমাকে।'

হর্টেনশিয়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ওদিকে কথা বলতে বলতে একটু একটু করে আগে বাড়ছে ক্যারিল। 'সকালে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়েছেন নাকি, মিস্টার গ্রীন?'

'কেন?'

'তা না-হলে এত অভদ্র ব্যবহার করছেন কেন? একবার, শুধু একটাবার সাহায্য করার সুযোগ দিয়ে দেখুন আমি কত উপকারী বন্ধু।'

'বন্ধু?' শরীরের যে-জায়গায় ক্যারিলের লাথি খেয়েছিল সে-জায়গাটা এবার একটু টিপল গ্রীন। 'ঠিকই বলেছেন—আপনি যে কত বড় বন্ধু, তার প্রমাণ ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি। আবার পেতে চাই না।'

'উফ্, শুনে মজা লাগল। বিশ্বাস করুন, খুব মজা পেলাম। পাগলা কুকুরের কামড়ে লোকের হয় জলাতঙ্ক, অথচ আপনার ভেতরে জাগ্রত হয়েছে সূক্ষ্ম রসবোধ।'

'আপনার অবগতির জন্য বলছি, আরও একটা বোধ জাগ্রত

BanglaBook.org

হয়েছে আমার।'

'সেটা কী, জানতে না-পারা পর্যন্ত, বিশ্বাস করুন আমি মরতেও পারবো না।'

'কে জ্যাকোবাইট তা একনজর দেখেই বলে দিতে পারি।'

'শুনলে, হর্টেনশিয়া, শুনলে?' ঘাড় না-ঘুরিয়েই বলল ক্যারিল। 'বুঝলে কিছু? পাগলা কুকুরটা কামড় দিয়ে মিস্টার গ্রীনের চোখেরও অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে,' পায়ে পায়ে লোকটার আরও কাছে চলে গেছে ক্যারিল।

'থামুন, মিস্টার ক্যারিল!' ধমক দিল গ্রীন, কিন্তু তাতে হুমকির চেয়ে ভয় বেশি। 'ইচ্ছা করলে এক মাস আগেই খেল্ খতম করে দিতে পারতাম আপনার। কিন্তু...'

'কিন্তু তখন পাগলা কুকুরের কামড় খাননি তো, তাই আমার খেল্ খতম করার মতো শক্তি আসেনি আপনার গায়ে। ...ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমার বোধহয় লর্ড কার্টেরেটের সঙ্গেই দেখা করা উচিত। তাঁকে সব কথা জানানো উচিত,' বলতে বলতে নস্যি নেয়ার জন্য পকেট থেকে নস্যির-কৌটা বের করল ক্যারিল।

'কী বললেন? কেন দেখা করতে চান তাঁর সঙ্গে? কী বলতে চান তাঁকে?'

'বলতে চাই, তাঁর লোকেরা নিজেদেরকে হামবড়া ভাবতে শুরু করেছে। তাই যে-কাজটা সহজে করে ফেলা যায়, তা করতে গিয়ে ঘাপলা বাধিয়ে ফেলছে বার বার। কেউ সাহায্য করতে চাইলে মুখের উপর মানা করে দিচ্ছে।'

ক্যারিলের ফাঁদে পা দিল না গ্রীন। 'লর্ড কার্টেরেটের সঙ্গে এমনিতেও দেখা হবে আপনার। কেঁচো খুঁড়তে শুরু করেছি আমরা, আজ নয়তো কাল সাপ বেরিয়ে পড়বে। তখন বড় সাপের সঙ্গে কিছু ঢোঁড়াও ধরা পড়বে, যারা আসলে নির্বিষ, কিন্তু ফোঁসফোঁস করে বেশি। ...অনেক কাজ পড়ে আছে আমার, যান এখন। গুডমর্নিং।'

BanglaBook.org

'প্রলয়ের ফেরেশতা যেদিন ফুঁক দেবেন শিঙ্গায়,' একটুখানি নস্যি নিল ক্যারিল, তারপর লম্বা করে শ্বাস টানল, 'যদি সেদিন পর্যন্তও খোঁজ চালিয়ে যান ওই ডেস্কে, যা খুঁজছেন তা পাবেন না আমার সাহায্য ছাড়া। এমনকী যদি করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন ডেস্কটাকে তবুও না। কয়েকটা গোপন ড্রয়ার আছে ওখানে, যার হদিস লর্ড অস্টারমোর বাদে জানা আছে কেবল আমার। কাজেই আবারও বলছি, চুক্তিতে আসুন আমার সঙ্গে, আপনার কাজ পানির মতো সহজ করে দিচ্ছি।'

ধূর্ততা ফুটে উঠেছে গ্রীনের চেহারায়, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'চুক্তি?'

'জী, চুক্তি। সহজকথায়, লেনদেন। তবে চুক্তিটা কী, জানার আগে কেন রাজি হবেন আমার কথায়, সেটা জানবেন না?'

'বলুন, কান খোলা আছে আমার।'

'তা আছে বটে, কিন্তু আপনার খুলি এত শক্ত যে, সহজ কথা সহজে ঢোকানো যায় না মগজে। যা-হোক, এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি একজন গুপ্তচর? এ-কথাও আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, সত্যি সত্যিই গোপন একটা চিঠি সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলাম আমি। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন সেটা? পারেননি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কারণ গোপন চিঠি কীভাবে গোপন করে রাখতে হয় তা বিশেষভাবে শেখানো হয়েছে আমাকে। একইভাবে আমি জানি, কোনো গোপন চিঠি খুঁজতে হলো কোনো ডেস্কের কোথায় কোথায় দেখা উচিত আগে। সেজন্যই বলছিলাম, আমার সঙ্গে হাত মেলান। আপনি যা চাচ্ছেন তা যদি দশ মিনিটের মধ্যে বের করে দিতে না-পারি, তা হলে...' কথা শেষ না-করে আবারও একটুখানি নস্যি নিল ক্যারিল।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রীন, মরা ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেভাবে ঠোঁট চাটে বিড়াল ঠিক সেভাবে ঠোঁট

চাটছে। একইসঙ্গে চিন্তার ঝড় চলছে ওর মাথায়—কী এমন চাইতে পারে সামনে-দাঁড়ানো লোকটা? ওর চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে যে-চিঠি, তা খুঁজে বের করে দিতে এত উদ্গ্রীব কেন সে?

'বিনিময়ে কী দিতে হবে আপনাকে?' শীতল গলায় জানতে চাইল গ্রীন।

'এই তো, এতক্ষণে আপনার মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে আমার কথা!' অকৃত্রিম খুশিতে ডেস্কটার উপরে আর একপাশে কয়েকবার জোরে টোকা দিল ক্যারিল, যেন কিছু খুঁজছে এমন ভান করে আরেকটু কাছে গেল গ্রীনের। 'চিরসঙ্গী দেখেছেন?'

'চিরসঙ্গী!' হাঁ হয়ে গেল গ্রীন, তবে সামলে নিল নিজেকে। 'না, দেখিনি। কারণ কোনো সঙ্গীই চিরকালের সঙ্গী না। কিছুদিন একসঙ্গে থাকে, তারপর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ামাত্র...'

'আজ কাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় কোনো কাঁটাওয়ালা গাছের সঙ্গে মাথাটা একটু ঘষবেন,' যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো উপদেশ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল ক্যারিল, 'তা হলে অনেক উপকার হবে আপনার। ...চিরসঙ্গী একটা মঞ্চনাটকের নাম।'

'মঞ্চনাটক! আমাদের কাজের সঙ্গে মঞ্চনাটকের...'

'সম্পর্ক কী, তা-ই তো? বলছি। আগে বলুন নাটকটা দেখেছেন কি না।'

'না, দেখিনি। ফালতু কাজে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।'

'শুনে আমি যারপরনাই খুশি। ...নাটকটাতে স্যর হেনরি নামের একটা চরিত্র থাকে। একবার চোরছেঁচড় ধরনের এক লোক পিছু নেয় তাঁর। কিছুতেই লোকটাকে খসাতে পারছিলেন না স্যর হেনরি। তখন তিনি কী করলেন জানেন?' ডেস্কে টোকা দিতে দিতে গ্রীনের আরও কাছে গেছে ক্যারিল।

BanglaBook.org

'আমি জানবো কীভাবে? একটু আগে না বললাম...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। বিদ্যুচ্চমকের মতো দ্রুতগতিতে নড়ে উঠেছে ক্যারিল, অভ্যস্ত হাতের কারসাজিতে খুলে ফেলেছে সে নস্যির কৌটার মুখ। এবং একমুহূর্তও দেরি না-করে কৌটার সব নস্যি ছুঁড়ে মেরেছে গ্রীনের চোখেমুখে।

অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে পিছু হটছে গ্রীন, সেই সঙ্গে চেঁচাচ্ছে—যতটা না ব্যথায় তারচেয়ে বেশি আতঙ্কে। এক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে একটা চোখ, আরেক হাতে কোটের পকেট হাতড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বের করল ওর পিস্তল। অস্ত্রটা আরও আগেই বের করার কথা ভাবছিল সে, কিন্তু জেরির মতো কোনো ভুল হয়ে যাওয়ার ভয়ে করেনি কাজটা।

কিন্তু সেটা কাজে লাগানোর আগেই ওর হাতে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল ক্যারিল। আরও একবার গলা ফাটাতে হলো গ্রীনকে, পিস্তলটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। এতক্ষণ সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে বুকে বল ছিল, এবার সেটা হারিয়েছে বলে রোদে-অন্ধ-হয়ে-যাওয়া প্যাঁচার মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিল সারা ঘরে।

ক্যারিল জানে প্রচণ্ড ব্যথা করছে গ্রীনের আঘাতপ্রাপ্ত হাত, একইসঙ্গে তীব্র জ্বলুনি অনুভব করছে লোকটা দু'চোখে। "চিরসঙ্গী" নাটকে দেখা সেই চোরছেঁচড়ের মতোই লাফাচ্ছে লোকটা। 'এটা কী করলি,' 'নরকের আগুন লাগিয়ে দিলি আমার চোখে,' 'গজব পড়ুক তোর উপর,' জাতীয় অনর্গল অভিশাপবাণীতে লাইব্রেরি মুখরিত করে ফেলেছে।

লোকটার পেছনে সাবধানে গিয়ে হাজির হলো ক্যারিল, কোটের কলার চেপে ধরল জোরে, ইঙ্গিতে হর্টেনশিয়াকে বলল দরজাটা খুলতে। 'আরে এত রাগ করছেন কেন,' গ্রীনকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছে সে দরজার দিকে, 'চোখেমুখে একটু পানির ছিটা দিলে, আর হাতটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডাপানিতে ডুবিয়ে রাখলেই ঠিক

BanglaBook.org

হয়ে যাবে সব।' খোলা দরজা দিয়ে বের করল গ্রীনকে, তারপর আগেরবার যেভাবে লাথি মেরেছিল সেভাবে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে ফেলে দিল লোকটাকে। চেঁচিয়ে বলল, 'কেউ আছো? জনৈক সরকারি অফিসার, যার কাছে সবসময় ওয়ারেণ্ট থাকে, গুরুতর আহত। জলদি শুশ্রূষা করো লোকটার,' তারপর আর দেরি করল না, লাইব্রেরিতে ঢুকে দরজা আটকে দিয়ে তালা মারল। তাকাল হর্টেনশিয়ার দিকে, দাঁত বের করে হাসল একটুখানি। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ডেস্কটার দিকে। ওর পিছু পিছু গেল হর্টেনশিয়া।

ডেস্কের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্যারিল, হাতের ডানদিকের সবচেয়ে নীচের ড্রয়ারটা একটানে বের করে ফেলল পুরোটা—সপ্তাহখানেক আগে এ-কাজটাই করেছিলেন লর্ড অস্টারমোর। হাঁ হয়ে-থাকা গর্তের ভিতরে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল, হাতড়ে হাতড়ে দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়াল, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কোনো গোপন আংটা বা চাবি লাগল না হাতে।

এবার একটু ঝুঁকে পড়ল ক্যারিল, ওর মাথাটা মেঝের সঙ্গে লেগে গেছে প্রায়, এক চোখ বন্ধ করে আরেক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে ডেস্কের ফাঁকা-জায়গাটার দিকে। কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার, ভালোমতো কিছু দেখা যাচ্ছে না। ড্রয়ারটা বের করে ফেলায় ডেস্কের যে-তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে, সেখানে হাত রাখল সে এবার। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরাচ্ছে হাতটা, এবং যতবার সরাচ্ছে ততবার জোরে চাপ দিচ্ছে নীচের দিকে। হঠাৎ "ক্লিক" করে শব্দ হলো একটা।

হাতটা বের করে নিল ক্যারিল। এবার ভালোমতো তাকাল ফাঁকা-জায়গাটার ভিতরে। গোপন ড্রয়ারটা খুলে ঝুলে পড়েছে, আবছামতো দেখা যাচ্ছে। আবারও হাত ঢুকাল ক্যারিল, হাতড়ে

BanglaBook.org

হাতড়ে যা পেল ওই ড্রয়ারে, সব বের করল। তারপর সেগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল ওগুলোর সামনে।

সবই কাগজপত্র। কোনোটা চিঠি, কোনোটা দলিল, কোনোটা আবার নথি। লর্ড অস্টারমোরকে লেখা রাজা জেমসের চিঠিটা আছে, আছে সেটার জবাবে লেখা এবং নিজের নাম সই-করা লর্ড অস্টারমোরের চিঠিও।

'এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে,' চিঠি দুটো হাতে নিয়ে হর্টেনশিয়াকে বলল ক্যারিল। 'এবং কাজটা করতে হবে এখনই। কিছুক্ষণ পরই হাজির হবে গ্রীন, দলবলসহ। আবার অন্য কাউকেও পাঠাতে পারে সে। ...আচ্ছা, হামফ্রিস লোকটা কেমন?'

'কেমন মানে?'

'মানে তোমার সঙ্গে খাতির-টাতির আছে? বিশ্বস্ত?'

'হিয লর্ডশিপ ছাড়া এ-বাড়ির অন্য কারও সঙ্গেই তেমন খাতির ছিল না আমার কখনও। চাকরদের কথা যদি বলো, ওরা ভালোমতোই জানে আমি এ-বাড়িতে আশ্রিতা, তাই ওদের চেয়ে খুব একটা উঁচু জায়গায় ছিলাম না কখনোই, এখনও নেই। আর হামফ্রিস? এমনিতে ভালোই, তবে লোকটা আসলে নুন খায় যার গুণ গাই তার স্বভাবের।'

'ঠিক আছে। ডাকো ওকে, একটা মোমবাতি নিয়ে আসতে বলো। সে এলে ভিতরে ঢুকতে দিয়ো না ওকে, মোমবাতিটা নিয়ে দরজা থেকেই বিদায় করে দিয়ো।'

দরজার দিকে ছুট লাগাল হর্টেনশিয়া, ক্যারিল যা বলেছে তা করে ফিরে এল চটপট, চেহারা উদ্বিগ্ন। বাড়তে-থাকা উৎকণ্ঠা সামলাতে না-পেরে হঠাৎ বলল, 'পালাও, ক্যারিল, দেরি করছ কেন? অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে যাও ফ্রান্সে।'

মেয়েটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল ক্যারিল, যেন বুঝতে

BanglaBook.org

পারেনি ওর কথা। ‘ফিরে যাবো? তোমাকে ছাড়াই?’

‘আমিও যাবো ফ্রান্সে। যেখানেই থাকো না কেন তুমি, খুঁজে বের করবো তোমাকে। হিয লর্ডশিপ সুস্থ হোন বা না-হোন, আমি যাবোই তোমার কাছে। কথা দিলাম।’

হর্টেনশিয়াকে জড়িয়ে ধরল ক্যারিল। ‘আমিও অপেক্ষা করবো তোমার জন্য, কথা দিলাম।’

‘তুমি ছাড়া এখন আমার জীবনে আর কোনো সুখ নেই, ক্যারিল।’

‘আমাদের ব্যাপারে সব বোলো লর্ড অস্টারমোরকে, সব। তিনি যেভাবে বলেন সেভাবে কাজ কোরো। তিনি যে-সিদ্ধান্ত দেবেন, ধরে নিয়ো সেটা সারা পৃথিবীর সিদ্ধান্ত।’

‘এখন আমার কাছে পৃথিবী বলে কিছু নেই, ক্যারিল। এখন তুমিই আমার পৃথিবী।’

কে যেন টোকা দিল দরজায়। হর্টেনশিয়াকে ছেড়ে দিল ক্যারিল, এগিয়ে গিয়ে খুলল দরজাটা। একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হামফ্রিস। মোমবাতিটা নিল ক্যারিল, ধন্যবাদ জানাল হামফ্রিসকে, কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল লোকটা কিন্তু সেটা অগ্রাহ্য করে ওর মুখের উপর দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। তারপর ফিরে এল ডেস্কের কাছে। হর্টেনশিয়াকে বলল, ‘চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগে আরেকবার দেখে নিই আরও কিছু আছে কি না গোপন ড্রয়ারে। কী বলো?’

মাথা ঝাঁকাল হর্টেনশিয়া।

গোপন ড্রয়ারটা লাগানো হয়নি, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ওটার সামনে আগের মতো ঝুঁকে পড়ল ক্যারিল। এবার আলো পড়ছে ফাঁকা জায়গাটাতে, দেখা যাচ্ছে অনেকখানি। প্রথম দেখায় খালি বলে মনে হচ্ছে ড্রয়ারটাকে। মোমবাতিটা একটু কাত করে ধরল ক্যারিল, আরেকটু আলো ঢুকল ভিতরে।

BanglaBook.org

এবার কিছু একটা দেখা যাচ্ছে মনে হয় ড্রয়ারের এককোনায়।

নাকি ভুল দেখছে ক্যারিল?

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে, বের করে আনল ছোট্ট একটা মোড়ক। ফিতা দিয়ে বাঁধা আছে ওটা। কোনো এককালে হয়তো সবুজ রঙের ছিল ফিতাটা, কালের ছোবলে আস্তে আস্তে হলুদাভ হয়ে গেছে।

মোড়কটাকে ডেস্কের উপর রেখে আবার উঁকি দিল ক্যারিল ফাঁকা জায়গাটাতে, গোপন ড্রয়ারে আরও কিছু আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়।

না, আর কিছু নেই।

বিশেষ সেই চিঠি দুটো আর মোড়কটা বাদে বাকি সব কাগজ গোপন ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিল ক্যারিল। তারপর জায়গামতো ঢোকাল আসল ড্রয়ারটা। এরপর বসে পড়ল ডেস্কের সঙ্গে-রাখা লর্ড অস্টারমোরের চেয়ারে, মোমবাতিটা নামিয়ে রাখল কনুইয়ের কাছে।

ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে হর্টেনশিয়া, ভ্রূ কুঁচকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। সময় যত যাচ্ছে তত বাড়ছে মেয়েটার উদ্বেগ—আরও দেরি করলে ধরা পড়ে যেতে পারে ক্যারিল, কারণ দলবলসহ যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে গ্রীন নামের লোকটা।

ওটা টের পাচ্ছে ক্যারিলও, কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল পেয়ে বসেছে ওকে, নিজেও বলতে পারবে না কেন ছোট্ট মোড়কটা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে ওকে। একবার হর্টেনশিয়ার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে মোড়কটার উপর, ওটা নিল হাতে, হলুদাভ ফিতাটা ধরে টান দিল।

সহজেই খুলে গেল গিঁট। উপরের কাগজটা আলগা হতেই আরও একগাদা কাগজ ছড়িয়ে পড়ল ডেস্কের উপর। আশ্চর্য,

BanglaBook.org

অদ্ভুত এক সুঘ্রাণ কাগজগুলোতে! এবং সে-ঘ্রাণ কিছুটা হলেও টিকে আছে আজও। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ঘ্রাণটা ক্যারিলের পরিচিত না, তারপরও কেন যেন খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে কোনো একজনের, ওর সবচেয়ে আপন মানুষটার গা থেকে যেন ঘ্রাণটা পেত সে। মনে হচ্ছে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যাচ্ছে সে; ভোরের আলো যেভাবে ফুটে ওঠে আকাশে, ওর জীবনের শুরুটা যেন প্রাণ পেয়ে ঠিক সেভাবে স্পষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে ধীরে ধীরে।

দম আটকে আটকে আসছে ক্যারিলের, বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ। যন্ত্রচালিতের মতো একটা কাগজ তুলে নিল সে ডেস্কের উপর থেকে, ভাঁজ খুলল।

ফরাসি ভাষায় লেখা একটা চিঠি, প্রথম দেখায় মামুলি বলে মনে হয়। লাইনগুলো একনজর দেখলেই বোঝা যায় চিঠিটা লিখিত হওয়ার পর অনেক বছর পার হয়ে গেছে—ধূসর হয়ে গেছে কালি। হাতের লেখাটা...পরিচিত মনে হচ্ছে না?

ঘাড় ঝুঁকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ক্যারিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। আপনাআপনি চিঠির নীচের দিকে চলে গেল ওর চোখ, যেখানে সাধারণত নাম সই করা হয়।

নামটা, বলা ভালো, নামের প্রতিটা অক্ষর যেন দুলছে ক্যারিলের চোখের সামনে:

অন্তইনেত।

চিঠিটা একটা প্রেমপত্র, অথবা হয়তো বিচ্ছেদব্যথায় কাতর কোনো যুবতীর আকুতি, লিখেছেন ওর মা, লর্ড অস্টারমোরকে।

যেভাবে ভাঁজ করা ছিল, সেভাবেই ভাঁজ করে চিঠিটা রেখে দিল ক্যারিল—ওটা পড়া উচিত হবে না। ত্রিশ বছর আগে অন্তইনেত নামের এক সহজসরল মেয়ে পবিত্র ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে, প্রথম প্রেমের আবেগ নিয়ে লিখেছে চিঠিটা

BanglaBook.org

অস্টারমোর নামের এক লোককে, যে-লোক পরে অপমান আর ধিক্কৃত একটা জীবন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি মেয়েটাকে। যে-লোক প্রমাণ করেছে, ভালোবাসার জায়গায় যদি ঠাঁই করে নেয় লালসা, তা হলে একটা সহজসরল মেয়ের জীবন কীভাবে পরিণত হতে পারে নরকে।

একটা একটা করে অন্য কাগজগুলো দেখতে লাগল ক্যারিল। সবই প্রায় এক—প্রেমপত্র।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে ক্যারিলের: ওর মা'র প্রতি তো কোনো কোমল আবেগ ছিল না লর্ড অস্টারমোরের, তা হলে কেন তিনি এতগুলো বছর ধরে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন চিঠিগুলো? তা-ও আবার অতি-গোপনে? এগুলো কি তাঁর বিকৃত রুচির সফলতার প্রমাণ? নাকি বহু বছর আগে গোপন ড্রয়ারে সেই যে ঢুকিয়েছিলেন চিঠিগুলো, তারপর সেগুলোর কথা ভুলে গেছেন বেমালুম?

কে জানে!

কাগজগুলো এখনও উল্টেপাল্টে দেখছে ক্যারিল, আনমনা হয়ে পড়েছে। গলে গলে পড়ছে মোমবাতির মোম, ক্যারিলের খেয়ালই নেই বিশেষ চিঠি দুটো পুড়িয়ে ছাই করতে হবে যত জলদি সম্ভব। স্বভাবসুলভ বিস্মরণ পেয়ে বসেছে ওকে, এমনকী ভুলে গেছে হর্টেনশিয়ার কথাও।

এদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্যারিলের কাজ দেখছে মেয়েটা, উসখুস করছে কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না, একটু পর পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে বন্ধ দরজাটার দিকে। বুঝতে পারছে না কী এমন উদ্ধার করল ক্যারিল যার কারণে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেল! আগের চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা ভর করেছে হর্টেনশিয়ার সুন্দর চেহারাটাতে। শেষপর্যন্ত সহ্য করতে না-পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'কী পেয়েছ বলো তো?'

BanglaBook.org

'একটা ভূত,' হর্টেনশিয়ার দিকে না-তাকিয়ে জবাব দিল ক্যারিল যন্ত্রচালিতের মতোই, তারপর করুণ হাসি হাসল। 'একগাদা প্রেমপত্র।'

'কে লিখেছেন? হার লেডিশিপ?'

'হার লেডিশিপ?' এবার চোখ তুলে তাকাল ক্যারিল। ওর শূন্য দৃষ্টি বলে দিচ্ছে হার লেডিশিপ কে, তা মনে করতে পারছে না। ম্যালিনির সেই জমিদার বাড়ির এক দেয়ালে আজও ঝুলছে ওর মা'র যুবতী বয়সের মিষ্টি চেহারার একটা পোর্ট্রেট, আর সে-চেহারা এতক্ষণ ভাসছিল ওর চোখের সামনে, হঠাৎ করেই উধাও হলো চেহারাটা, আর সে-জায়গায় উদয় হলো বাইবেলে বর্ণিত নির্লজ্জ রমণী জেযেবেলের মুখটা। আবারও করুণ হাসি হাসল সে। বলল, 'না, হার লেডিশিপ লেখেননি চিঠিগুলো।'

'তা হলে?'

'এমন এক মহিলা লিখেছেন, যিনি আজ থেকে অনেক বছর আগে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন হিয লর্ডশিপকে। কিন্তু মেয়েটার সারল্যের সুযোগ নিয়ে হিয লর্ডশিপ...' বলতে বলতে সপ্তম ও শেষ কাগজটা হাতে নিল ক্যারিল, ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে।

ওটা কিছুক্ষণ দেখার পরই পিঠ সোজা হয়ে গেল ওর, চেপে-রাখা দম ছাড়লে যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম একটা আওয়াজ করল। কাগজটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পর হঠাৎ করেই ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করতে লাগল, বসে থাকা অবস্থাতেই কুঁকড়ে গেল ওর শরীরটা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছুই। কপাল ঘামছে ওর, কাঁপা কাঁপা হাত তুলে ঘাম মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করল, জোর করে ঢোক গেলার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো।

'কী হয়েছে?' এক পা এগিয়ে এসেছে হর্টেনশিয়া, ক্যারিলের

BanglaBook.org

অবস্থা দেখে আরও ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু জবাব দিল না ক্যারিল, হর্টেনশিয়ার দিকে তাকালও না, বরং আস্তে আস্তে আবার তাকাল হাতেধরা নথিটার দিকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে বহু বছর আগের কোনো কাগজ হাতে নেয়নি, বরং ওর মৃত্যুপরোয়ানা ধরে আছে যেন। কাঁপা কাঁপা হাতে আরও কিছুক্ষণ ধরে থাকল নথিটা, তারপর গুঙিয়ে উঠে ফোঁপানির মতো করে বলল, 'ঈশ্বর!'

কোনো এক অবদমিত ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা, নিজেকে সামলাতে না-পেরে দুম করে কিল মেরে বসল ডেস্কের উপর, পরমুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতিটা দেখতে পেয়ে থাবা চালাল ওটার উপর। উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল ওটা, নিভে গেল আগুন।

ভয়ে পিছিয়ে গেল হর্টেনশিয়া।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ক্যারিল। দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে, চেহারা সাদা হয়ে গেছে মরা-মানুষের চেহারার মতো। কাঁপছে সে—কোন্ আবেগে তা নিজেও জানে না হয়তো। এবার আরেক থাবা দিয়ে ডেস্কের উপর থেকে তুলে নিল মোড়কের সবগুলো কাগজ, ঢুকিয়ে রাখল কোটের পকেটে।

'কী করছ?' হর্টেনশিয়ার প্রশ্নটা শোনাল আহাজারির মতো। 'কী হয়েছে তোমার? চিঠিগুলো...'

'লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' গোঁয়ারের মতো বলল ক্যারিল, 'এখনই!' মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

ঠিক তখন কে যেন বন্ধ দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল জোরে, দরজাটা খুলল না দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'এই তোরা সব কই গেলি? কুড়াল-শাবল যা পারিস নিয়ে জলদি আয় এদিকে! ভেঙে ফ্যাল্ দরজাটা!'

BanglaBook.org

আঠারো

লর্ড অস্টারমোরের বেডরুমের সঙ্গে ছোট একটা ঘর আছে। সে-ঘরে ছেলেকে নিয়ে আছেন দ্য কাউন্টেস। স্বামী হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি।

জানালার কাছের একটা চেয়ারে বসে আছেন হার লেডিশিপ, তাঁর পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রদারবাই। জরুরি কণ্ঠে নিচু স্বরে কথা বলছেন দু'জনে। হিয লর্ডশিপের বাঁচা-মরার চেয়ে, তাঁর অবর্তমানে কী হবে মা-ছেলের, তা-ই তাঁদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

সে-আলোচনা শেষ হওয়ার পর কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন হার লেডিশিপ, দৃষ্টি সরিয়ে তাকালেন নীচের রৌদ্রোজ্জ্বল বাগানটার দিকে। ছোট ছোট গাছগুলো দোল খাচ্ছে মৃদুমন্দ বাতাসে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লাইব্রেরিতে, তোর বাবার ডেস্কে, একটা গোপন ড্রয়ার আছে। ওটা কীভাবে খুলতে হয় জানি না আমি, কিন্তু ওটা যে আছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার। ওখানে...হয়তো কিছু লুকিয়ে রেখেছে তোর বাবা।'

নিঃশব্দে হাসল রদারবাই। 'হয়তো।'

'তা হলে এক কাজ কর্ না। লাইব্রেরিতে যা, একটু খুঁজে দ্যাখ্...'

'আমার যাওয়ার দরকার নেই, মা।'

'কেন?'

BanglaBook.org

'কারণ আমার হয়ে অভিজ্ঞ এক লোক করছে কাজটা।'

'অভিজ্ঞ লোক?'

'হুঁ। লর্ড কার্টেরেটের লোক। গ্রীন। যেমনটা বলেছিলে, ঘুষ দিয়ে হাত করেছি লোকটাকে। শুধু তা-ই না, আমাদের জমিদারিকে যদি বাজেয়াপ্তকরণের হাত থেকে বাঁচাতে পারে সে, তা হলে ওকে এক হাজার পাউণ্ড দেবো বলেছি।'

'এক হাজার পাউণ্ড! বেশি হয়ে গেল না?'

'ওই টাকার চেয়ে আমাদের জমিদারির মূল্য কি বেশি না?'

জবাব না-দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন হার লেডিশিপ। তারপর বললেন, 'লোকটাকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

আবারও নিঃশব্দে হাসল ক্যারিল। 'যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ ওকে এক হাজার পাউণ্ডের চেয়ে বেশি দামে কিনে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায়। সরকারি পরোয়ানার দোহাই দিয়ে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজুক সে, কোনো অসুবিধা নেই, যদি কিছু পায় তা হলে সবার আগে খবর পাবো আমি, এবং সেটা লর্ড কার্টেরেটের বদলে আমার হাতেই আসবে।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন হার লেডিশিপ, কিন্তু এমন সময় খুলে গেল বেডরুমের দরজাটা, ভিতর থেকে পাণ্ডুর চেহারায় অস্থির ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন স্যর জেমস। 'ম্যাডাম...য়োর লেডিশিপ...' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন দ্য কাউণ্টেসের সামনে দাঁড়িয়ে, অনর্থক হাত নাড়ছেন বোকার মতো, 'মাই লর্ড!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন দ্য কাউণ্টেস, ভাবের কোনো প্রকাশ নেই তাঁর চেহারায়। ওদিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে রদারবাই, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'ম্যাডাম...হিয লর্ডশিপ...' এখনও কথা খুঁজে পাচ্ছেন না স্যর জেমস।

এক পা আগে বাড়লেন হার লেডিশিপ, স্যর জেমসের একটা

BanglaBook.org

হাত ধরলেন। 'তিনি কি মারা যাচ্ছেন?'

'সাহস রাখুন, ম্যাডাম,' বললেন বটে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে স্যর জেমস নিজেই সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

যে-স্ত্রী শুধু সংসার করার খাতিরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সংসার করেছেন এতগুলো বছর, যে-মহিলা শুধু বিলাস আর খানদানি কিছু উপাধির লোভে বছরের পর বছর থেকেছেন স্ট্রেটন হাউসে, তাঁকে সাহস রাখার কথা বলা বৃথা। কথাটা যদি জানতেন স্যর জেমস, এবং যদি জানতেন কোনো প্রশ্নের জবাব প্রথমবারেই না-পেলে মেজাজ কতটা তিরিক্ষি হয়ে যায় হার লেডিশিপের, তা হলে ওভাবে বলতেন না।

'আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি মারা যাচ্ছেন?' থমথম করছে হার লেডিশিপের চেহারা।

'তিনি মারা গেছেন,' নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন স্যর জেমস।

'মারা গেছেন!' আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বুকে হাত রাখলেন হার লেডিশিপ। 'মারা গেছেন?' একটুখানি কেঁপে উঠলেন তিনি, ভ্রূ কুঁচকে গেছে, কিছু একটা বলার চেষ্টায় কাঁপছে ঠোঁট কিন্তু বলতে পারছেন না।

চট করে হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেলল বদারবাই, বসিয়ে দিল আগের চেয়ারটাতে। খবরটা শুনে কিছুটা হলেও থতমত খেয়ে গেছে সে, প্রায় নিস্তেজ একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে মা'র কাঁধ।

BanglaBook.org

ত্রিশটা বছর, ভাবছেন হার লেডিশিপ, দেখতে দেখতে কীভাবে চলে গেল দাম্পত্যজীবনের প্রায় ত্রিশটা বছর! অথচ স্মৃতি হাতড়ালে মনে হয়, এই সেদিন বিয়ে হয়েছিল অস্টারমোর নামের লোকটার সঙ্গে, যার নামের শুরুতে লর্ড উপাধিটা ছিল। যার কাছ থেকে অনেক টাকাপয়সা পাওয়ার কথা ছিল হার লেডিশিপের,

কিন্তু লোকটা শেষবয়সে মোটা অঙ্কের টাকা খুইয়েছে। তাঁদের জীবনে এসেছিল এক পুত্রসন্তান, কিন্তু সে-ছেলে তাঁদের মাঝখানের দূরত্ব কমানোর চেয়ে বরং বাড়িয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তবজ্ঞানহীন এক লোকের সঙ্গে ত্রিশটা বছর ধরে একরকম দাসীর মতো জীবন কাটাতে কাটাতে কোমলতা বলতে যা ছিল হার লেডিশিপের সব ফুরিয়েছে, তিনি হয়ে উঠেছেন রুক্ষ এবং প্রায় অনুভূতিশূন্য। ভালোবাসা উচিত ছিল লোকটাকে, কিন্তু ভালোবাসতে পারেননি তিনি, কারণ লোকটাও কোনোদিন ভালোবাসেনি তাঁকে। তারপরও...ত্রিশটা বছর...এত লম্বা সময় ধরে একসঙ্গে থাকলে কিছু-না-কিছু অনুভূতি তো জাগতেই পারে! গতকালও বেঁচে ছিল লোকটা, সুস্থ ছিল। আর আজ? আজ সে চলে গেছে এমন এক দেশে যেখান থেকে ফেরে না কেউই।

হিয লর্ডশিপের আকস্মিক মৃত্যুতে মন কিছুটা হলেও নরম হলো দ্য কাউন্টেসের, হাত বাড়িয়ে ছেলের হাতটা ধরলেন তিনি। 'কীভাবে...মারা গেল?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন স্যর জেমসকে।

'হঠাৎ করেই, ম্যাডাম। অথচ আমি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভাবছিলাম ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবেন তিনি। কিন্তু...আমরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই চলে গেলেন তিনি। মরার আগে হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করলেন তিনি, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বলে মনে হলো আমার, তারপরই সব শেষ...' আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন স্যর জেমস, কিন্তু হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন হার লেডিশিপ।

'আমি কি আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি, য়োর লেডিশিপ?' নিরুৎসাহিত না-হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করলেন স্যর জেমস।

'আর কী করবেন? আর কী করার আছে আপনার? কিছু করতে

গিয়ে তো খুন করলেন হিয লর্ডশিপকে।'

'না, ম্যাডাম, না! এভাবে বলবেন না দয়া করে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সবাই যারপরনাই দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, যান এখন। রদারবাই পথ দেখিয়ে দেবে আপনাকে।'

মাথায় সোনার পাতযুক্ত ছড়ি আর হ্যাট তুলে নিলেন স্যর জেমস, কথা আর না-বাড়িয়ে বিদায় নিলেন নিঃশব্দে।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে জানালার কাছে ফিরে এল রদারবাই, মাথা নিচু করে আছে। মা'র সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে, তাকিয়েই থাকল বেশ কিছুক্ষণ।

'তোর কাজ সহজ হয়ে গেল,' একসময় বললেন হার লেডিশিপ।

'হুঁ। সাউথ সী কেলেঙ্কারি বলো, আর রাজদ্রোহিতাই বলো—এখন কোনোকিছুর সঙ্গেই বাবাকে জড়াতে পারবে না কেউ আর। মরা মানুষের জরিমানাও হয় না, ফাঁসিও হয় না।'

উঠে দাঁড়ালেন হার লেডিশিপ। 'চল্, গিয়ে দেখি আসি তোর বাবাকে।'

'না...এখন না।'

'কেন?'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রদারবাই, কিন্তু দরজায় টোকা দেয়ার আওয়াজে থেমে গেল।

যে-লোক টোকা দিচ্ছে দরজায়, বোঝা যাচ্ছে তাড়াহুড়ো আছে তার—একটানা টোকা দিয়েই যাচ্ছে, কোনো বিরতি নেই। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ব্যাঘাতে খুশিই হয়েছে রদারবাই, কারণ অপ্রিয় একটা প্রসঙ্গ এড়ানো গেছে। আবার একইসঙ্গে বিরক্তি অনুভব করছে দরজার ওপাশে-থাকা লোকটার উপর।

এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে দরজাটা খুলল সে।

BanglaBook.org

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল গ্রীন। বড় বড় হয়ে আছে চোখ, ক্রোধে লাল হয়ে গেছে চেহারা। 'মাই লর্ড!' উঁচু, রাগান্বিত গলায় বলল সে।

গুরুতর কিছু একটা হয়েছে, টের পেয়ে চুপ করে থাকল রদারবাই—যা বলার বলুক আগে গ্রীন।

হড়বড় করে সব কথা জানাল লোকটা।

'ছাগল!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল রদারবাই। 'ওই লোকটাকে ওখানে...ডেস্কের সামনে রেখে চলে এসেছ?'

'চলে আসবো না তো কী করবো? আমার চোখ তখন ভীষণ জ্বালা করছিল, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। সাহায্য করার মতোও কেউ ছিল না।'

'সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালে না কেন আমার কাছে?'

'শুধু শুধু রাগ করছেন আমার উপর। আগে তো নিজের চোখ বাঁচাবো, তারপর না খবর দেবো? এখন কী করবেন বলুন। আপনাকে না-জানিয়ে কিছু করাটা ঠিক মনে করলাম না, তাই প্রথমেই এলাম আপনার কাছে।'

'খুব ভালো করেছ! ইচ্ছা করছে তোমার দুই গালে দুটো চুমু দিই! শুধু মা সামনে আছে দেখে...। চলো তাড়াতাড়ি লাইব্রেরিতে, পাকড়াও করি শয়তানটাকে। ইতোমধ্যেই মূল্যবান প্রমাণ হাতে পেয়ে সেসব নষ্ট করে ফেলেছে কি না সে কে জানে!' বলে আর দেরি করল না রদারবাই, সিঁড়ি বেয়ে ছুটল নীচের দিকে।

ওর পেছন পেছন ছুটছে গ্রীন। হার লেডিশিপও আসছেন, তাঁর পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব।

লাইব্রেরির বন্ধ দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রদারবাই, হাতল ধরে মোচড় দিল। খুলল না দরজাটা—ভেতর থেকে তালা মারা।

'এই, তোরা সব কই গেলি?' বাড়ির চাকরদের উদ্দেশ্যে হাঁক

ছাড়ল রদারবাই। 'কুড়াল-শাবল যা পারিস নিয়ে জলদি আয় এদিকে! ভেঙে ফ্যাল্ দরজাটা!'

উনিশ

'চিঠি!' রদারবাই'র কণ্ঠ চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল হর্টেনশিয়া, ছুটে গিয়ে ধরল ক্যারিলের একটা হাত। ইশারায় দেখিয়ে দিল ডেস্কের উপর পড়ে-থাকা বিশেষ সেই চিঠি দুটো।

মেয়েটার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যারিল বোকার মতো, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর হঠাৎ করেই সব মনে পড়ে গেল ওর, ঘুরে ডেস্কের দিকে ছুট লাগাল সে। কাছে পৌঁছে চিঠি দুটো তুলে নিল, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। 'মোমবাতি!' বলে উঠল হঠাৎ, কিন্তু ওটা নিভে গিয়ে মেঝেতে পড়ে আছে দেখে হর্টেনশিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন?'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে কুড়ালের কোপ পড়ল দরজার তালার উপর। ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল ক্যারিল।

'এখন আর কিছুই করার নেই,' জরুরি গলায় বলল হর্টেনশিয়া। 'যেখানে পারো চিঠিগুলো লুকাও জলদি। ওগুলো পোড়ানোর কোনো উপায় নেই এখন আর।'

আরেকবার কোপ মারা হলো দরজায়, তারপর আরও একবার। মট্ করে একটা শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তেই কে যেন প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল দরজায়, খুলে গেল সেটা। একছুটে

BanglaBook.org

লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ল গ্রীন আর রদারবাই, সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য। কিছুক্ষণ পর ধীরেসুস্থে ঢুকলেন দ্য কাউন্টেস। আরও কয়েকজন ভৃত্যকে দেখা যাচ্ছে গোবরাটে—ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না, আবার কৌতূহলও দমাতে পারছে না, তাই ওখানে দাঁড়িয়েই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

খবর চাউর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেঃ লাইব্রেরি থেকে সরকারি গোয়েন্দাকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে জনৈক ফরাসি ভদ্রলোক, তারপর মিস উইনথ্রোপকে ভিতরে রেখেই আটকে দিয়েছে লাইব্রেরির দরজা। ওদিকে ভবের মায়া ত্যাগ করেছেন হিয লর্ডশিপ, কিন্তু লাশের সৎকার করানো পরের কথা, মরামুখ দেখার আগেই হুড়মুড় করে লাইব্রেরিতে ছুটে গেছেন লর্ড রদারবাই আর তাঁর মা, সঙ্গে সেই লাথি-খাওয়া গোয়েন্দা। কাজেই অসাধারণ একটা নাটক যে মঞ্চস্থ হতে চলেছে, তাতে আর সন্দেহ কী!

শত্রুপক্ষকে দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল ক্যারিল, কিন্তু ওকে কিছু করার সুযোগ দিল না রদারবাই আর গ্রীন, দৌড়ে এল দু'জনে। দু'পাশ থেকে ক্যারিলের দু'হাত শক্ত করে জাপটে ধরল ওরা। ভেবেছিল ধস্তাধস্তি শুরু করবে ক্যারিল, হয়তো মারামারিও করবে, কিন্তু ওদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে একদম শান্ত হয়ে আছে সে, ক্রোধ বা উদ্বেগ কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না ওর চেহারায়। শুধু ডান হাতে মুঠ করে ধরে আছে চিঠি দুটো।

এক ভৃত্যের নাম ধরে ডেকে লোকটাকে সামনে আসতে বলল রদারবাই। তারপর বলল, 'চোরটার হাতে যা আছে সব নিয়ে নে।'

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যারিল হঠাৎ। 'লর্ড রদারবাই, দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে পরে অনুশোচনা জাগতে পারে আপনার মনে। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ একলা কথা বলতে চাই আমি।'

'চোরটার হাতে যা আছে নিয়ে নে বলছি,' এবার হুমকি দেয়ার

BanglaBook.org

সুরে বলল রদারবাই।

চিঠি দুটো নেয়ার জন্য আগে বাড়ল ভৃত্য। হুঙ্কার দিয়ে উঠল ক্যারিল, লোকটার দিকে তেড়ে যাওয়ার ভান করল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরও শক্ত করে চেপে ধরার চেষ্টা করল রদারবাই আর গ্রীন। কিন্তু কথায় আছে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, এবারও হলো তা-ই। ইচ্ছাকৃতভাবে রদারবাই'র উপর কাত হয়ে পড়ল ক্যারিল, ওর যে-হাত ধরে রেখেছে রদারবাই, ঝাড়া মেরে ছাড়িয়ে নিল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল রদারবাই'র বুকে। বেসামাল হয়ে পড়ল রদারবাই, আর সে-সুযোগে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ক্যারিল গ্রীনের নাকেমুখে। ওকে ছেড়ে দিয়ে উল্টে পড়ে গেল গ্রীন, বলা ভালো পড়ে যেতে বাধ্য হলো, আর সে-সুযোগে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল ক্যারিল।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগল না।

'এক সেকেণ্ড, মাই লর্ড,' বলল ক্যারিল কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে, 'আপনার সম্মান আর সহায়সম্পত্তির কোনো দাম যদি থেকে থাকে আপনার কাছে, দয়া করে আমার কথা শুনুন। দয়া করে লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করতে দিন আমাকে। তাঁর কাছে নিয়ে যান আমাকে।'

'তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছো এখন তুমি, ডাকাত কোথাকার!' বলল রদারবাই। 'বলো কী বলবে!'

'ধাক্কা দিলাম আপনার বুকে, অথচ সেটা গিয়ে লাগল আপনার কানে? তা না-হলে কম শোনার কারণ কী? লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি আমি।'

'আমিই লর্ড অস্টারমোর,' আবারও বলল রদারবাই।

'আপনি? কবে থেকে?' বুঝতে পারছে না ক্যারিল।

'মিনিট দশেক হবে,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল রদারবাই।

ক্যারিল আর হর্টেনশিয়ার জানা হয়ে গেল, মারা গেছেন হিয

BanglaBook.org

লর্ডশিপ।

আতঙ্কের একটা অনুভূতি গিলে খেল হর্টেনশিয়াকে, হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। কথাটা সত্যি কি না জানার জন্য দ্য কাউন্টেসের দিকে তাকাল সে।

মাথা ঝাঁকালেন দ্য কাউন্টেস, নীরবে জানিয়ে দিলেন পঞ্চম আর্ল অভ অস্টারমোর জন ক্যারিল আর নেই।

চিৎকার করে উঠল হর্টেনশিয়া, পাগলিনীর মতো আহাজারি করছে। ধপ করে বসে পড়েছে একটা চেয়ারে, খবরটা জেনে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। দু'-চারজন চাকরকে ঠেলেঠুলে ইতোমধ্যে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল বাটলার হামফ্রিস, দেরিতে হলেও খবরটা জানতে পারল সে-ও, কেঁদে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

ক্যারিলকে দেখে মনে হচ্ছে সম্মোহিত হয়ে গেছে সে, দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মতো, কেমন অসাড় আর অনুভূতিশূন্য লাগছে ওকে। 'মারা গেছেন?' কিছুক্ষণ পর বলল চোখ পিটপিট করে, যেন এখনও বুঝতে পারছে না মারা যাওয়ার মানে কী। 'মাই লর্ড মারা গেছেন? কিন্তু...কিন্তু...তিনি নাকি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন?'

'যে বা যারা বলেছে কথাটা তোমাকে, মিথ্যা বলেছে,' বলল রদারবাই। 'এবার যদি নিজের ভালো চাও তো দিয়ে দাও হাতেধরা কাগজগুলো। নইলে...আঙুল বাঁকা করে ঘি তুলতে হবে আমাকে।'

হাতেধরা চিঠি দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্যারিল, যেন বুঝবার চেষ্টা করছে ওগুলোর কোনো গুরুত্ব আছে কি না এখন আর। তারপর হঠাৎ করে বাড়িয়ে ধরল ওগুলো, বলল, 'নিন। পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলুন এগুলো। আপনার কলিজাটা ঠাণ্ডা হবে।'

হাত বাড়িয়ে ওগুলো নিল রদারবাই। যে-ভৃত্যটা এগিয়ে এসেছিল একটু আগে, তার দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিল আবার,

BanglaBook.org

'অ্যাই, ফ্যালফ্যাল করে দেখছিস কী? ডাকাতটার তলোয়ার খুলে নিচ্ছিস না কেন?'

ঝট করে রদারবাই'র দিকে তাকাল ক্যারিল। 'তলোয়ার খুলে নেবে মানে? কোন্ অধিকারে আমার তলোয়ার...'

'এই ঘর আমার, পুরো বাড়িই আমার। কাজেই অধিকারজ্ঞান দিতে এসো না আমাকে। আরেকটা কথা। ওই চিঠি দুটো দিয়ে কী করার ইচ্ছা ছিল তোমার—যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারছ, ততক্ষণ আমার হাতে বন্দি তুমি।'

ভৃত্যটা এগিয়ে গিয়ে পালন করল রদারবাই'র আদেশ। এখন ক্যারিলের মনে হচ্ছে, অস্ত্র ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে সে একদল শত্রুর মুখোমুখি। ওর সবচেয়ে বড় শত্রু গ্রীন উঠে দাঁড়াচ্ছে আস্তে আস্তে, বিড়ালছানাকে যেভাবে আদর করে লোকে সেভাবে হাত বুলাচ্ছে চেহারার যে-জায়গায় ঘুসি খেয়েছে সেখানে, একইসঙ্গে বিষদৃষ্টিতে দেখছে ক্যারিলকে।

নিজের অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করল ক্যারিল। সে একা, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো লোক, যাদের মধ্যে আছে প্রতিহিংসাপরায়ণ রদারবাই এবং জিঘাংসাপরায়ণ গ্রীন। তলোয়ারটা নিয়ে নেয়া হয়েছে ওর কাছ থেকে, তারপরও উপায় একটা আছে, কিন্তু সেটা এখনই কাজে লাগাতে চায় না সে। সুতরাং কৌশলে কাজ করতে হবে ওকে এখন। বলল, 'আমাকে বন্দি করার কোনো দরকার নেই, মাই লর্ড। মারামারি করে আসলে ভুল করেছি আমি, বোকামি করেছি। আগেই যদি জানতাম মারা গেছেন হিয লর্ডশিপ, তা হলে করতাম না কাজটা। বিশ্বাস করুন, আর মারামারি করবো না আমি।'

'আমার সন্দেহ আছে,' চেহারায় হাত বুলানো এখনও শেষ হয়নি গ্রীনের। লোকটার চোখে পানি—একগাদা নস্যির জ্বালা রয়ে গেছে এখনও। 'ব্যাপক সন্দেহ আছে আমার,' আবার বলল সে।

BanglaBook.org

'লোকটা কোনো-না-কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেই, মাই লর্ড।'

কিছু বলল না রদারবাই, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডেস্কের দিকে। কাছে গিয়ে ডেস্কের উপর রাখল চিঠি দুটো, পড়ছে। কৌতূহল সামলে রাখতে পারল না গ্রীন, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে-ও। আমি আর বাদ যাই কেন—হয়তো ভাবলেন দ্য কাউন্টেস, তাই এগিয়ে গেলেন তিনিও।

'বাহ্!' পড়া শেষ হলে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে বলল রদারবাই, কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ। 'কী চমৎকার চিঠি! যেমন বিষয় তেমন ভাষা। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য এ-দুটোই যথেষ্ট।'

'জী, স্যর,' গদগদ কণ্ঠে বলল গ্রীন, খুশিতে বেরিয়ে পড়েছে অনেকগুলো দাঁত।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে হর্টেনশিয়া। হিয লর্ডশিপের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে, এটা ওর জন্য প্রথম দুঃসংবাদ। এখন শুনছে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ক্যারিলকে। মেয়েটার মনে হচ্ছে ওর শিরায়-ধমনীতে খরস্রোতা নদীর মতো প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত, মনে হচ্ছে লাইব্রেরিতে বাতাসের অভাব থাকায় ঠিকমতো দম নিতে পারছে না। জোর করে ঢোক গেলার চেষ্টা করল কয়েকবার, পারল না।

ওকে, এমনকী রদারবাই আর গ্রীনকেও আশ্চর্য করে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠল ক্যারিল এমন সময়। কপালে উঠে গেছে ওর ভ্রূ জোড়া, যেন আশ্চর্য হয়েছে। স্বভাবসুলভ পরিহাসতরল গলায় বলল, 'আপনি কি আমার ফাঁসির কথা বলছেন, মাই লর্ড?'

রাগে লাল হয়ে গেল রদারবাই'র চেহারা। 'তা হলে কি আমার ফাঁসির কথা বলছি?'

'আমার অপরাধটা যদি বলতেন একটু কষ্ট করে...'

'অপরাধ?' রদারবাই না, মুখ খুলল গ্রীন। 'সুস্পষ্টভাবে

BanglaBook.org

রাজদ্রোহিতার প্রমাণ বহন করে এ-রকম চিঠি পাওয়া গেছে আপনার কাছে। ফাঁসিতে ঝুলবার জন্য আর কী কারণ চাই আপনার?'

'চিঠি পাওয়া গেছে, মানলাম। কিন্তু সে-চিঠির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা প্রমাণ করতে পারবেন আদালতে?'

'মানে?' রদারবাই'র সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গ্রীন।

'মেইডস্টোনের ঘটনাটা মনে আছে তো? আমাকে সার্চ করেছিলেন আপনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত...'

'কিন্তু শেষপর্যন্ত আপনি স্বীকার করেছেন একটা চিঠি ছিল আপনার কাছে,' ক্যারিলকে বাধা দিয়ে বলে উঠল গ্রীন। 'সাক্ষী আছে আমার কাছে।'

'সাক্ষী?'

'হ্যাঁ, সাক্ষী,' হর্টেনশিয়ার দিকে তাকাল গ্রীন। 'আশা করি ওই ভদ্রমহিলা সাক্ষ্য দেবেন আপনার বিরুদ্ধে আদালতে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হর্টেনশিয়া। 'আমি সাক্ষ্য দেবো? তা-ও আবার জাস্টিন...মিস্টার ক্যারিলের বিরুদ্ধে? জীবনেও না।'

মেয়েটার উদ্দেশ্যে বাউ করল ক্যারিল। 'আহ্, মিস উইনথ্রোপ, আপনার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। কিন্তু সমস্যাটা কী, জানেন? এই পৃথিবীতে এমন কিছু লোক থাকে যাদেরকে সবকিছু দেখিয়ে দিতে হয় চোখে আঙুল দিয়ে। তা না-হলে তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝে না। আমাদের বন্ধু মিস্টার গ্রীন সে-রকম একজন।'

'কী বললেন?' চেহারা শক্ত হয়ে গেছে গ্রীনের।

'সত্যি কথা বললাম,' কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারিল। 'আমি যদি স্বীকার করেও থাকি কোনো চিঠি ছিল আমার কাছে মেইডস্টোনে, প্রমাণ করতে পারবেন, সেটা ডেস্কের উপর-রাখা চিঠি দুটোর কোনো একটা?'

BanglaBook.org

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রদারবাই আর গ্রীন।

গ্রীন বলল, 'কিন্তু আপনার কাছে একটা চিঠি ছিলই। এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই সেটা, ডেস্কের উপর-রাখা চিঠি দুটোরই কোনো একটা। ...কোনো একটা কেন বলছি, নির্বাসিত রাজা জেমস যে-চিঠি লিখেছেন সেটাই নিয়ে এসেছেন আপনি।'

'ঠিক আছে, চলুন তা হলে আদালতে। নিয়মটা জানেন তো: যে দোষী তাকে কিন্তু বলা হয় না, প্রমাণ করো তুমি দোষী না। বরং যে বা যারা অভিযোগ করে, প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু তাদেরই।'

'এবং দায়িত্বটা যদি পাই আমরা,' এতক্ষণ পর মুখ খুললেন দ্য কাউন্টেস, 'তা হলে আমার ধারণা অনায়াসে ফাঁসাতে পারবো তোমাকে। কারণ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবো আমি, বলবো রাজা জেমসের চিঠি তুমিই নিয়ে এসেছ। যেদিন তুমি প্রথম এসেছিলে এই বাড়িতে, সেদিন ঠিক ওই রঙের, ওই একই কাগজের একটা চিঠি দেখেছিলাম আমার স্বামীর হাতে। তা ছাড়া পরে তিনি স্বীকার করেছেন, রাজদ্রোহিতার মতো জঘন্য একটা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন, যেখানে দূতিয়ালির ভূমিকা পালন করছ তুমি।'

'আহ্!' গ্রীনের কণ্ঠে পরম সন্তোষ। 'এবার কী বলবেন, স্যর? কী যুক্তি দেবেন এবার? কোন্ ভেল্কিবাজি দেখিয়ে মুক্ত হবেন নাগপাশ থেকে? আরও কথা আছে। কেন প্রথম থেকে বার বার...কী বলবো...আমাকে পেটাচ্ছেন আপনি? কেন আপনার নস্যির কৌটা খালি করেছেন আমার চোখে? সবাইকে বাদ দিয়ে আমার উপর হাতের ঝাল মেটাচ্ছেন কেন? একজন সরকারি গোয়েন্দার কাজে বাধা দিচ্ছেন—কী উদ্দেশ্য আপনার?'

'মেইডস্টোনে কী করেছিলেন আপনি আমাকে, ভুলে গেছেন? সরকারি গোয়েন্দাদের স্মরণশক্তি কম হতে পারে, কিন্তু যারা তাদের শিকারে পরিণত হয় তারা সারাজীবনেও সে-রকম

অপমানের কথা ভুলতে পারবে না। যা-হোক, কোন্ ভেল্কিবাজি দেখাবো জানতে চাচ্ছিলেন না? হ্যাঁ, দেখানোর মতো ভেল্কিবাজি আছে আমার কাছে এবং সেটা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জায়গায় দেখানো হবে। এবার যেতে দিন আমাকে।'

'এই বাড়ি ছেড়ে...এই ঘর ছেড়ে এক পা-ও নড়বে না তুমি,' বলল রদারবাই।

'আপনার এত মধুর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে পারলাম না বলে আমি যারপরনাই দুঃখিত, মাই লর্ড। আপনার চাকরকে আমার তলোয়ার ফেরত দিতে বলুন দয়া করে। অন্য জায়গায় কাজ আছে আমার।'

'সে-কাজের কথা ভুলে যান,' বলল গ্রীন। 'মৃত্যুপরোয়ানা হাতে পাওয়ার আগেই তওবাটা করে ফেলুন।'

'পরোয়ানা? আমার জন্য আবারও কোনো ওয়ারেন্ট আছে নাকি আপনার পকেটে?'

'না, নেই, তবে...'

'নেই যখন তখন পথ ছাড়ুন। আইনকানুন আপনার চেয়ে কোনো অংশে কম জানি না আমি।'

'আইন কাকে বলে তা জানতে পারবেন,' রদারবাই'র সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল গ্রীনের, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'খুব ভালো কথা। জানান তা হলে। আমি আসি এই ফাঁকে,' বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এক পা বাড়াল ক্যারিল, সঙ্গে সঙ্গে রদারবাই'র ইশারায় ওই চাকরটা ওকে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে।

'যাও, ওয়ারেন্ট নিয়ে এসো,' গ্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল রদারবাই। 'ততক্ষণ আমরা সবাই মিলে ডাকাতটাকে আটকে রাখি এখানে।'

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল গ্রীন, তবে যাওয়ার আগে ক্যারিলের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল ক্যারিল, পায়ের উপর পা তুলে দিল। রদারবাই'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'একবার আপনি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন, মনে আছে মাই লর্ড?'

জবাব দিল না রদারবাই।

'যদি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলি, আগেরবার ব্যর্থ হয়ে এবার গ্রীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসাতে চাচ্ছেন আমাকে, কী জবাব দেবেন?'

'থামবে তুমি?' গর্জে উঠল রদারবাই।

'না, থামবো না,' সব পরিহাস উধাও হয়ে গেছে ক্যারিলের কণ্ঠ থেকে, শান্ত কিন্তু জরুরি গলায় কথা বলছে সে এখন। 'অনেক বড় ভুল করতে যাচ্ছেন আপনি, মাই লর্ড। আমার কথা শুনুন। দয়া করে সবাইকে চলে যেতে বলুন এখান থেকে। আপনাদের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

চুপ করে আছে রদারবাই। ক্যারিলের কণ্ঠে এমন কিছু একটা আছে যা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

'কী বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন দ্য কাউন্টেস, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

'একান্তে, ম্যাডাম,' মনে করিয়ে দিল ক্যারিল।

'যদি বলি ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ আমাদেরকে? ওরা চলে যাওয়ামাত্র...'

'তা হলে বলবো একটাবার বিশ্বাস করে দেখুন আমাকে। কথা দিচ্ছি, কোনো মারামারি করবো না, এমনকী আপনি অনুমতি না-দেয়া পর্যন্ত এই ঘর থেকে বেরও হবো না।'

তারপরও দ্বিধা করছে রদারবাই। কিন্তু কিছু একটা টের পেয়েছেন দ্য কাউন্টেস—হাজার হোক তিনি একজন নারী, তাই

BanglaBook.org

ইশারায় চলে যেতে বললেন সব চাকরকে। 'যাও তোমরা। কিন্তু কাছাকাছিই থেকো যাতে ডাকামাত্র আসতে পারো।'

চলে গেল ওরা।

হর্টেনশিয়ার দিকে তাকালেন দ্য কাউন্টেস। 'তুইও যা।'

কিন্তু আদেশটা পালন করল না মেয়েটা, বরং চেয়ার থেকে উঠে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ক্যারিলের পাশে। বলল, 'আমি থাকতে চাই, ম্যাডাম।'

'তুই যা করতে চাস তা কি করতে বলেছি তোকে?' দ্য কাউন্টেসের চেহারায় মেঘ জমছে।

'আমার জায়গা এখানেই,' গোপন করে লাভ নেই, তাই সব জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল হর্টেনশিয়া, 'জাস্টিনের পাশে, আমরণ। যতক্ষণ না ও চাইবে আমি চলে যাই, ততক্ষণ ওর সঙ্গে থাকবো আমি।'

'না, না,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে প্রেমপূর্ণ হাসি হাসল ক্যারিল—দেখে চোখ কপালে উঠল দ্য কাউন্টেসের, 'মনেপ্রাণে চাই আমার পাশে থাকো তুমি আজীবন।'

'মানে কী এসবের?' এক পা এগিয়ে এল রদারবাই। 'কী বলছ তুমি, হর্টেনশিয়া?'

'আমি মিস্টার ক্যারিলের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী,' রদারবাই'র চোখে চোখ রেখে বলল হর্টেনশিয়া।

মুখ হাঁ হয়ে গেছে রদারবাই'র, কিন্তু কিছু বলছে না সে। এমনকী চুপ হয়ে গেছেন দ্য কাউন্টেসও। তারপর হঠাৎ করেই হেসে উঠলেন তিনি, ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলেছিলাম তোকে, চার্লস?' তাকালেন হর্টেনশিয়ার দিকে। 'বাগ্‌দত্তা স্ত্রী? এত সহজ?'

'জী, ম্যাডাম,' বলল হর্টেনশিয়া। 'লর্ড অস্টারমোর মারা গিয়ে কাজটা সহজ করে দিয়ে গেছেন।'

BanglaBook.org

'আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না তোর, ছুকরি!' ধমকে উঠলেন দ্য কাউন্টেস।

দ্য কাউন্টেস আর রদারবাই'র মনোযোগ নিজের উপর টেনে নেয়ার জন্য ক্যারিল বলল, 'কেন আপনারা উঠেপড়ে লেগেছেন আমার বিরুদ্ধে, বলুন তো? কেন গ্রীন নামের লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার চরম ক্ষতি করতে চাচ্ছেন? কেন আমার মরণ চাচ্ছেন?'

'আমাদেরকে কিছু বলতে চাচ্ছিলে তুমি,' মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন দ্য কাউন্টেস। 'তার বদলে তুমি দেখছি জেরা করতে শুরু করেছ!'

হাসল ক্যারিল। 'প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গিয়ে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিলেন আসলেই আমার মরণ চাচ্ছেন আপনারা। ঠিক আছে। আমি ধরে নিলাম কাজটার জন্য আপনারা যারপরনাই লজ্জিত, তাই আমার মুখের উপর স্বীকার করে নিতে পারছেন না।'

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা যদি থাকে তোমার,' রেগে যাচ্ছে রদারবাই, 'তা হলে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ক্যারিল। 'অথচ, মাই লর্ড, আপনার গলার সামনে যখন তলোয়ার ধরে ছিলাম আমি, তখন সুযোগ থাকার পরও, আইন আমার পক্ষে থাকার পরও হত্যা করিনি আপনাকে। কারণটা কী বলে মনে হয় আপনার?'

জবাব দিল না রদারবাই, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে।

'আপনাকে হত্যা করিনি,' বলে চলল ক্যারিল, 'কারণ আপনার ধমনীতে-শিরায় যে-রক্ত বইছে, সে-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আমার শরীরেও। আপনাকে হত্যা করিনি, কারণ আপনি আমার ভাই—আপনার বাবা আমারও বাবা।'

দেখে মনে হচ্ছে বজ্রাহত হয়ে গেছেন দ্য কাউন্টেস আর

BanglaBook.org

রদারবাই, এমনকী হর্টেনশিয়াও।

মুখ হাঁ হয়ে গেছে সবার, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। অবাক বিস্ময়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওরা ক্যারিলের দিকে।

'তুমি...তুমি আমার ভাই?' কিছুক্ষণ পর বলল রদারবাই, দেখে মনে হচ্ছে ওর মাথা কাজ করছে না ঠিকমতো। 'আমার ভাই? কী বলছ এসব?'

'তোমার মা'র নাম কী?' জানতে চাইলেন দ্য কাউন্টেস।

'দুঃখিত, ম্যাডাম, নামটা বলতে চাচ্ছি না আমি।'

'তোমার ভিতরে শিষ্টাচার বলে কিছু আছে দেখে ভালো লাগল।'

'ভুল বুঝেছেন। আসলে শিষ্টাচার না। মাকে সম্মান করি আমি, ভালোবাসি, আর সেজন্যই তাঁর নামটা উচ্চারণ করতে চাই না আপনাদের সামনে।'

'শুনলি, চার্লস?' দ্য কাউন্টেসের গলায় তীব্র ব্যঙ্গ। 'বজ্জাতটা নাকি ওর অসতী মাকে সম্মান করে!'

'ছি, ম্যাডাম!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল হর্টেনশিয়া। 'কারও মাকে এভাবে অপমান করাটা ঠিক না।'

'তুই চুপ কর্!' ধমকে উঠলেন দ্য কাউন্টেস্। 'কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক সে-জ্ঞান তোর কাছে নিতে হবে আমার?' তাকালেন ক্যারিলের দিকে। 'মিথ্যুক কোথাকার! মিথ্যা বলার আর জায়গা পাওনি, না?'

ক্যারিল বলল, 'ঈশ্বর এবং ধর্মমতে পবিত্র সবকিছুর নামে শপথ করে বলছি, আমি যা বলেছি তার একটা কথাও মিথ্যা না। শপথ করে বলছি, লর্ড রদারবাই'র বাবা আর আমার বাবা একই ব্যক্তি। আমি জন্মেছি ফ্রান্সে, ষোলো শ' নব্বই সালে। জন্মসনদ এবং আরও কিছু কাগজ আছে আমার কাছে, ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, দেখাও,' উঠে দাঁড়াল রদারবাই।

স্যর রিচার্ড এভারার্ডের কাছ থেকে যে-ছোট লেদারকেস পেয়েছিল ক্যারিল, সেটা বের করল কোটের ভিতরের পকেট থেকে। ওটা থেকে বের করল এক তা কাগজ, ভাঁজ খুলল। এটা ওর জন্মসনদের অনুলিপি, প্যারিসের সেইন্ট অন্তইন গির্জা থেকে তৈরি করা হয়েছে।

জিনিসটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল রদারবাই, কিন্তু মাথা নেড়ে ক্যারিল বলল, 'উঁহুঁ, আপনার হাতে দেয়া যাবে না। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ুন।'

ক্যারিলের কথামতো কাজ করল রদারবাই, জন্মসনদটার উপর চোখ রেখে সশব্দে পড়তে লাগল, 'এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, অদ্য, স্যর রিচার্ড এভারার্ড নামক জনৈক সৎ খ্রিস্টান কর্তৃক এই গির্জায় আনীত শিশুপুত্রের নাম জাস্টিন, যে-নাম দ্বারা উহাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে এবং যাহার পিতার নাম জন ক্যারিল—ভাইকাউন্ট রদারবাই এবং মাতার নাম অন্তইনেত দে ম্যালিনি।'

আবার নীরবতা নেমে এসেছে লাইব্রেরিতে।

ক্যারিলের কাছ থেকে সরে গেছে রদারবাই, ওর মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের উপর। একটা চেয়ারে বসে আছেন দ্য কাউন্টেস, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর ছেলের দিকে, আঙুল নাচাচ্ছেন চেয়ারের হাতলের উপর।

হঠাৎ ঝট করে মাথা তুলল রদারবাই, ক্যারিলের দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ওই সনদের জাস্টিন ক্যারিল আর তুমি যে একই লোক, জানছি কী করে?'

'হোয়াইট'স-এ যে-রাতে আপনার সঙ্গে ঝগড়া হলো আমার সে-রাতের কথা মনে করে দেখুন, মাই লর্ড। আমার পক্ষ নিয়েছিল স্টেপলটন আর কলিস, মনে আছে? ওরা আমার ছোটবেলার বন্ধু,

BanglaBook.org

এমনকী ফ্রান্সে আমাদের জমিদার বাড়িতেও গেছে ওরা—মনে পড়ে কথাগুলো?'

মনে পড়ে রদারবাই'র। এবং মনে পড়ে বলেই চুপ করে আছে সে।

'তারপরও যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে, ফ্রান্স থেকে শ'খানেক লোক নিয়ে আসতে পারবো আমি, যারা আমার শৈশব থেকে চেনে আমাকে। তা ছাড়া...আপনি ভালোমতোই বুঝতে পারছেন আমার পরিচয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারবো আমি।'

'সেটা করলে কী হবে?' মুখ খুললেন দ্য কাউন্টেস। 'আমার মৃত স্বামীর জারজ সন্তান হিসেবে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে পারলে কী হবে, শুনি? ...এত নাটক না-করে, এত বক্তৃতা না-দিয়ে সোজাসাপ্টা বলো তোমার দাবি কী। কী চাও তুমি আমাদের কাছে?'

'একই প্রশ্ন তো আমারও,' হাসিমুখে বলল ক্যারিল, তাকাল রদারবাই'র দিকে। 'কী চাও তুমি আমার কাছে, ভাই?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিশ

আবারও নীরবতা।

আগের মতোই শান্ত ভঙ্গিতে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে ক্যারিল। বসে আছেন দ্য কাউন্টেসও, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লুকানোর কোনো চেষ্টাই করছেন না। এদিকে অস্বস্তিতে ভুগছে হর্টেনশিয়া, লাইব্রেরিতে উপস্থিত অন্য তিন "অভিনেতা-অভিনেত্রীকে" দেখছে হাস্য-করুণরসাত্মক দৃষ্টিতে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রদারবাই, ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর। ক্যারিলের প্রশ্নটার জবাব দেয়ার কথা ওর, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। পুরোপুরি না-হলেও অনেকখানি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে না এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেবে কীভাবে।

'আমি বিশ্বাস করি না তুমি মাদমইযেল দে ম্যালিনি'র ছেলে,' শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন দ্য কাউন্টেস। 'কারণ আমার স্বামী কখনোই বলেননি আমাকে, আরেকটা ছেলে আছে তাঁর। ঘটনাটা কী হয়েছিল সংক্ষেপে বলি তোমাকে, যদি জানা না-থাকে জানতে পারবে। অনেকেই বলে যুবক বয়সে চরিত্রের দোষ ছিল লর্ড অস্টারমোরের, কাজেই ফ্রান্স থেকে যখন ফেরেন তিনি, যখন তাঁর বাবাকে পরোক্ষভাবে জানান ওখানে একটা মেয়ের সঙ্গে...কী বলবো...মন দেয়ানেয়া হয়েছে তাঁর, তখন কথাটা শোনামাত্র বেঁকে বসেন তাঁর বাবা। সোজা বলে দেন, চেনেন না জানেন না এমন

BanglaBook.org

কোনো মেয়েকে বউ বানিয়ে বাড়িতে আনবেন না। বরং সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো মেয়েকে ছেলের-বউ হিসেবে চান তিনি। কী পাপ করেছিলাম আমি কে জানে...পাত্রের নাম আর্ল অভ অস্টারমোর শুনে মাথাও ঘুরে গিয়েছিল হয়তো, তা না-হলে...। থাক, এখন আর ওসব বলে লাভ নেই। যা-হোক, খুব সহজে কিন্তু বিয়েতে রাজি হননি লর্ড অস্টারমোর। বরং আমার সঙ্গে বাগদানের পর বছরখানেক দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন মানসিকভাবে। সে-সময় ফ্রান্স থেকে হাজির হয় এক লোক, নিজেকে সে মাদমইযেল দে ম্যালিনি'র ভাই বলে পরিচয় দেয়, চরম ঝগড়া বাধিয়ে বসে লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে যা পরবর্তীতে ডুয়েলে গড়ায় এবং মারা পড়ে হিয লর্ডশিপের হাতে। তারপর হঠাৎ করেই কী যেন হয় মাই লর্ডের, বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন তিনি, এবং মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় আমাদের। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দে ম্যালিনি'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতদূর গড়াক না কেন, কোনো সন্তান আসেনি ওই মহিলার গর্ভে, অন্তত তাঁর ঔরসে না। যদি আসত, তা হলে অবশ্যই আমি জানতাম এবং অবশ্যই দে ম্যালিনিকে পরিত্যাগ করতেন না হিয লর্ডশিপ।'

'তারমানে,' চট করে বলে উঠল রদারবাই, 'তুমি বলতে চাও, এই লোকটা এতক্ষণ বানিয়ে বানিয়ে...'

'কিছু বলার আগে ভেবেচিন্তে বলা উচিত,' শান্ত গলায় বলল ক্যারিল। 'আমি কি জানতাম লর্ড অস্টারমোর মারা যাবেন? আমি কি জানতাম আমি ধরা পড়বো আপনাদের হাতে? আমি কি জানতাম আমার জন্মপরিচয় নিয়ে কথা উঠবে? আর সেজন্যই কি সব সনদ পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?'

'যদি বলি, ওসব কাগজ দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিলে আমার স্বামীকে? যদি বলি, তোমার মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে আসলে কিছু কামিয়ে নিতে চাচ্ছিলে?'

BanglaBook.org

'তা হলে বলবো, ভুল হচ্ছে আপনার। ইচ্ছা হলে ডাকতে পারেন আমার বন্ধু কলিস বা স্টেপলটনকে, আমার পক্ষে সাফাই গাইবে ওরা—ফ্রান্সে কী সহায়সম্পত্তি আছে আমার সব বলে দেবে। আর, যদি কিছু মনে না-করেন, আমার মনে হয় না টাকাপয়সার দিক দিয়ে লর্ড অস্টারমোরের চেয়ে কোনো অংশে কম আমি, বরং শেয়ারবাজারে জুয়া খেলি না বলে তাঁর চেয়ে অনেক বেশিই আছে আমার।'

'আসলেই?' সরু চোখে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছেন দ্য কাউন্টেস, তাঁর সন্দেহ যায়নি এখনও।

স্যর রিচার্ড এভারার্ডের বদৌলতে কীভাবে এত সহায়সম্পত্তির মালিক হলো, সংক্ষেপে বলল ক্যারিল। তারপর বলল, 'এবার একটা কথা বলি। য়োর লেডিশিপ বললেন, লর্ড অস্টারমোরের যদি কোনো ছেলে থাকত তা হলে অবশ্যই তা জানতে পারতেন আপনি। কিন্তু যদি আমি বলি, লর্ড অস্টারমোরের যে একটা ছেলে আছে তা তিনি নিজেই জানতেন না, তা হলে?'

জবাব দিলেন না দ্য কাউন্টেস।

'যে-তারিখে, অন্ততপক্ষে যে-মাসে ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিলেন লর্ড অস্টারমোর, সেটা খেয়াল আছে আপনার?'

'আছে। ষোলো শ' উননব্বই সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে। কেন?'

রদারবাই'র দিকে তাকাল ক্যারিল। 'আমার জন্মসনদে জন্মতারিখ কত লেখা আছে?'

'ষোলো শ' নব্বই সালের জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ।'

এবার দ্য কাউন্টেসের দিকে তাকাল ক্যারিল। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমার ব্যাপারে আপনাকে কখনোই কিছু বলেননি বাবা। আমি আমার মা'র গর্ভে এসেছি কি আসিনি জানার আগেই ফ্রান্স ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে।'

BanglaBook.org

'বুঝলাম,' দ্য কাউন্টেসের কণ্ঠ থেকে শ্লেষ যায়নি, আত্মাভিমানের যে-গর্ব সবসময় থাকে তাঁর চেহারায় তা-ও বিদায় নেয়নি, 'এবং বুঝবার পর যারপরনাই খুশি লাগছে আমার!' তাকালেন রদারবাই'র দিকে। 'লোকটার ব্যাপারে কী করবি, চার্লস?'

সেটাই ভাবছে রদারবাই। ক্যারিল নামের লোকটাকে শুরু থেকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে; কেন, তা নিজেও জানে না ঠিকমতো, কিন্তু ঘৃণা যে করে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ওই লোকের কারণে হর্টেনশিয়াকে বিয়ে করতে, বলা ভালো ভোগ করতে পারেনি সে। ওই লোকের কারণেই ওর উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ওর বাবা, জীবনের শেষ একটা মাসে কুকুরের মতো ব্যবহার করেছেন ওর সঙ্গে। এবং ওই লোকের কারণেই হেরেছে সে ডুয়েলে, এতগুলো লোকের সামনে অপমানিত হয়েছে, পরে সারা শহর ছি ছি করেছে ওর নামে।

কাজেই ছেড়ে দেয়া যায় না লোকটাকে। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ওকে ফাঁসাতে চাচ্ছে রদারবাই, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছে সে-অভিযোগ টিকবে না আদালতে। লোকটাকে আমরণ আটকে রাখতে ইচ্ছা করছে এই বাড়িতে, কিন্তু কোন অধিকারে কাজটা করবে সে? এদিকে...কী যেন বলেছে হর্টেনশিয়া...সে ওই লোকের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী?

গলা চড়িয়ে চাকরদেরকে ডাকল রদারবাই, ক্যারিলকে পথ দেখিয়ে "সসম্মানে" নিয়ে যেতে বলল পাশের কামরায়।

উঠে দাঁড়াল ক্যারিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা ধরল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রদারবাই'র দিকে।

'মা'র সঙ্গে একটু কথা আছে আমার। চিন্তা কোরো না, বেশি সময় নেবো না।'

চলে গেল ক্যারিল, তবে যাওয়ার আগে হর্টেনশিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি

BanglaBook.org

বিনিময় হলো ওর।

'হর্টেনশিয়া থাকবে, না যাবে?' ক্যারিল চলে যাওয়ার পর জানতে চাইলেন দ্য কাউন্টেস।

'এখন এই ঘরে আমার সঙ্গে শুধু হর্টেনশিয়াই থাকবে,' দৃঢ় গলায় বলল রদারবাই। 'তুমিও একটু বাইরে যাও, মা।'

আশ্চর্য হলেন দ্য কাউন্টেস। 'কেন, তুই না বললি...'

'ওটা তো হাঁদারামটাকে বোকা বানানোর জন্য বলেছি।'

কথাটা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল হর্টেনশিয়ার, কিছুদিন আগে ঘটে-যাওয়া বীভৎস একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্য কাউন্টেস।

তিনি চলে যাওয়ার পর ভাঙা দরজাটা, যতখানি ভালোমতো সম্ভব আটকে দিয়ে ঘুরে হর্টেনশিয়ার মুখোমুখি হলো রদারবাই। তারপর দাঁত বের করে হাসল।

সেই বীভৎস হাসি দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়েটার, গলা শুকিয়ে গেল, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। 'আমাকে যেতে দিন,' কোনোরকমে বলল সে। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে যেতে দিন আমাকে।'

একটু একটু করে আগে বাড়ছে রদারবাই, চেহারা সাদা হয়ে গেছে ওর, কী এক আবেগে জ্বলজ্বল করছে দু'চোখ। 'ওই লোকটা,' ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ইশারা করল বন্ধ দরজার দিকে, 'বাঁচবে নাকি মরবে, ছাড়া পাবে নাকি ফাঁসিতে ঝুলবে, সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব এখন তোমার উপর, হর্টেনশিয়া।'

'মানে?' রদারবাই'র চোখে চোখে তাকাতে পারছে না হর্টেনশিয়া, আবার দৃষ্টি সরিয়েও নিতে পারছে না। বার বার চেষ্টা করেও ঢোক গিলতে পারছে না বেচারী।

'তুমি ভালোবাসো ওকে?'

জবাব দিল না হর্টেনশিয়া।

BanglaBook.org

'বাসো। আমার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট লেখা আছে তোমার চোখে এবং আমি সেটা পড়তে পারছি।'

'কাউকে...ভালোবাসা কি অপরাধ? কারও ভালো চাওয়া কি অন্যায়?'

'না, না, না! ...আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি কিন্তু।'

'হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি লোকটাকে। জানতে পারি, তাতে আপনার কী?'

'আমার কী? আমার সবকিছু। তোমার ভালোবাসা আমার জন্য স্বর্গ-নরক দুটোই। দিন দশেক আগে বিয়ের কথা বলেছিলাম তোমাকে...'

'আর না। দয়া করে ওই পবিত্র শব্দটা উচ্চারণ করবেন না।'

নিঃশব্দে হাসল রদারবাই, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। 'কী করবো বলো, ইচ্ছা না-থাকলেও উচ্চারণ করতে হয় শব্দটা। যা-হোক, এবার বোধহয় বিয়ে শব্দটা যতটা না পবিত্র তারচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হবে তোমার জন্য।'

'মানে?'

'মানে আমাকে বিয়ে করো, সসম্মানে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে ক্যারিল, ওর গায়ে ফুলের টোকাও দেবে না কেউ। কসম খেলাম।'

'আর যদি তা না-করি?'

'তা হলেও কসম খাচ্ছি, ফাঁসিতে ঝুলবেই ঝুলবে ক্যারিল।'

একদৃষ্টিতে রদারবাই'র দিকে তাকিয়ে আছে হর্টেনশিয়া, লোকটা যত এগোচ্ছে সে তত পেছাচ্ছে। হঠাৎ একটা ফোঁপানির মতো বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। 'ঈশ্বর!' বলল চিৎকার করে, 'আপনি মানুষ না পশু, মাই লর্ড? যে-লোক আপনার ভাই, তাকে ঠাণ্ডা মাথায় ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা ভাবছেন কী করে?'

'ঠাণ্ডা মাথা? কে বলল আমার মাথা এখন ঠাণ্ডা? বরং আমার মাথা এখন প্রচণ্ড গরম। এবং তোমার ভালোবাসা না-পাওয়া পর্যন্ত

BanglaBook.org

সে-গরম যাবে না।'

'থামুন, মাই লর্ড! দয়া করে ভালোবাসা শব্দটা উচ্চারণ করে আর অপমান করবেন না আমাকে। দয়া করে দরজাটা খুলে দিন, চলে যাই আমি।'

কিছুক্ষণ হর্টেনশিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরল রদারবাই, হাঁটা ধরল দরজার দিকে। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'ঠিক আছে, যাও। সেই সঙ্গে মনে রেখো, ক্যারিলের কিস্‌সা খতম। ফাঁসিতে ঝুলবে সে।'

'না, না! দয়া করুন, মাই লর্ড।'

ঘুরল রদারবাই, দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট কামনা। 'তা হলে তুমিও দয়া করো আমার উপর।'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে হর্টেনশিয়া, প্রচণ্ড আবেগ উথালপাথাল করছে ওর বুকের ভিতরে। ইচ্ছা করছে কোনো নিরালা জায়গায় গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে, কিন্তু তা-ও পারছে না।

বাড়ি ছেড়ে পালাতে গিয়ে, ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে গিয়ে পরিচয় ক্যারিল নামের লোকটার সঙ্গে। হর্টেনশিয়াকে বাঁচাল লোকটা, প্রথম দেখায় ভালোবেসে ফেলল এবং সে-কথা জানিয়ে দিল প্রথম সুযোগেই। তারপর...ভদ্রতার মুখোশ পরে-থাকা জানোয়ারদের কবল থেকে ওকে বাঁচাল আরও একবার, মরতে মরতে ভাগ্যগুণে এসে ঠাঁই নিল ওরই কাছে, ওরই পরম মমতায় জীবন ফিরে পেল। লোকটার চোখে পবিত্র প্রেম দেখেছে হর্টেনশিয়া...ইচ্ছা করলে অন্যায় কোনো সুযোগ নিতে পারত সে কিন্তু নেয়নি...যেদিন মারা গেলেন স্যর রিচার্ড, ইচ্ছা করলে সেদিন পালাতে পারত হর্টেনশিয়াকে নিয়ে কিন্তু তা-ও করেনি। বরং হর্টেনশিয়াকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এ-বাড়িতে। এবং এসেই...

BanglaBook.org

'ঠিক আছে,' হর্টেনশিয়ার মনে হচ্ছে সে না, ওর ভিতর থেকে কথা বলছে অন্য কেউ, 'যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করেন যেতে দেবেন লোকটাকে, যদি আমি জানতে পারি আসলেই নিরাপদে ইংল্যাণ্ড থেকে চলে গেছে সে, তা হলে...তা হলে...' বাকিটা বলতে পারল না, ফুঁপিয়ে উঠল।

জ্বলে উঠল রদারবাই'র চোখ। দ্রুত এগোল সে হর্টেনশিয়ার দিকে। বরফের মতো জমে গেল মেয়েটা, বুঝতে পারছে কী ঘটতে চলেছে। কাছে এসে ওর হাত ধরল রদারবাই—একটা কাঠপুতুলের হাত ধরল যেন—আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল হর্টেনশিয়া।

'তারমানে জিতে গেছি আমি?' চিৎকার করে উঠল রদারবাই, হর্টেনশিয়ার আঁকড়ে-ধরা হাতে চাপ বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

'যদি আমার শর্ত পূরণ করেন।'

'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো, হর্টেনশিয়া, দেখে নিয়ো। আমি সবসময় তোমার দেখভাল করবো। ঈশ্বরের শপথ।'

'ওই লোকটাকে ছেড়ে দিন, কথা দিচ্ছি, আমিও আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো সবসময়, মাই লর্ড।'

'ভালোবাসবে না আমাকে?'

'জী, বাসবো।'

সিংহের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেয়া হলে যেভাবে গর্জন করে ওঠে সেটা, সেভাবে গর্জে উঠল রদারবাই, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল হর্টেনশিয়াকে। তাল সামলাতে পারল না মেয়েটা, হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল একটা চেয়ারের উপর। আশ্চর্য হয়ে তাকাল রদারবাই'র দিকে।

নগ্ন ঈর্ষা ভর করেছে লোকটার সারা চেহারায়, ক্যারিলকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছে মেয়েটা বুঝতে পেরে কিছুটা যেন

BanglaBook.org

অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত সফল হতে পারবে না। যন্ত্রচালিতের মতো বলল, 'কোনোদিন আমাকে ভালোবাসতে পারবে না তুমি, হর্টেনশিয়া। কোনোদিন না। কারণ ওই লোকটার প্রেম প্রেতাত্মা হয়ে সবসময় ধাওয়া করে বেড়াবে তোমাকে। শয়তানটাকে কতখানি ভালোবাসো তুমি তা বুঝিয়ে দিয়ে ওর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছ পরোক্ষভাবে। তা ছাড়া...কী ভেবেছিলে—তুমি বিয়ে করতে রাজি আছো বললেই তোমাকে বিয়ে করবো? জীবনেও না। আমি কারও ঝুটা খাই না।'

অপমানে কালো হয়ে গেল হর্টেনশিয়ার চেহারা। 'আমি কারও ঝুটা না। মিস্টার ক্যারিলের দ্বারা...কখনও কোনো ক্ষতি হয়নি আমার।'

'আমাকে বলদ পেয়েছ নাকি? তোমার "ক্ষতি" না-করলে শুধু শুধুই ওর প্রেমে পাগল হয়েছ?' ঘুরে এগিয়ে গেল রদারবাই দরজার দিকে, ওটা খুলে চেঁচিয়ে বলল, 'এই, লোকটাকে নিয়ে আয় এখানে।'

আদেশ পালিত হলো। ক্যারিলকে লাইব্রেরিরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিল চাকররা, তারপর ধীরেসুস্থে এলেন দ্য কাউন্টেস।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ক্যারিলের মুখোমুখি হলো রদারবাই। 'তোমার জন্য একটা সুখবর আছে।'

'মাত্র একটা? হতাশ করলে, রদারবাই। এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ, ভেবেছিলাম সুখবরের সংখ্যা আরও বেশি হবে।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রদারবাই। 'তোমার জীবন বাঁচাতে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে হর্টেনশিয়া। ...বোকা আর কাকে বলে!'

'জেনে ভালো লাগল, স্যর, শুধু বোকারাই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। তুমি নিশ্চয়ই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার মতো

BanglaBook.org

বোকামি করোনি?'

'চুপ কর্, ভাঁড় কোথাকার! কী মনে করিস তুই—যার ইজ্জত নিয়ে খেলেছিস সে-মেয়েকে বিয়ে করবো আমি?'

'মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করা আমার স্বভাব না। আমি বরং মেয়েদেরকে ইজ্জত করি। ...একটা কথা মনে রেখো, মাই লর্ড। মরা সিংহের চামড়া ছিলে নেয়া সহজ, কিন্তু সিংহ শিকার করে সেটার ছালছাড়ানো কিন্তু সহজ না।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রদারবাই, কিন্তু পারল না—কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকল হামফ্রিস, সঙ্গে গ্রীন। ওদের পিছন পিছন ঢুকলেন বেশ লম্বা একজন লোক।

ইংল্যাণ্ডের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার টেম্পলটন।

একুশ

মাননীয় উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর শরীরটা যেমন লম্বা, চেহারাটাও তেমনি লম্বাটে। সে-চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় ভদ্রলোক রক্তশূন্যতায় ভুগছেন। তারপরও দৃঢ়সংকল্পের ছাপ আছে সেখানে। চোখে তীক্ষ্ণ কিন্তু দয়ালু দৃষ্টি। তাঁর পাশাপাশি তোষামুদে ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে গ্রীন।

দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল হামফ্রিস।

প্রথমেই দ্য কাউন্টেসকে লম্বা করে বাউ করলেন মিস্টার টেম্পলটন। মাথা তুলে বললেন, 'ম্যাডাম, হিয লর্ডশিপের

BanglaBook.org

আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। বুঝতে পারছি আপনাদের মনের কী অবস্থা। তারপরও, শুধু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে হচ্ছে আপনাদেরকে।'

তাঁর কণ্ঠ যেমন ভারী, উচ্চারণ তেমন স্পষ্ট। কথা বলেন ধীরস্থিরভাবে, শুনলে বোঝা যায় যা বলছেন ভেবেচিন্তে বলছেন।

'আমি আসলে এখানে এসেছি লর্ড কার্টেরেটের আদেশে,' বলে চললেন মিস্টার টেম্পলটন। 'এই লোকটা,' ইঙ্গিতে গ্রীনকে দেখালেন তিনি, 'গিয়ে জানাল নির্বাসিত জেমস স্টুয়ার্টের একজন এজেন্টকে নাকি পাকড়াও করেছেন আপনারা, আটকে রেখেছেন। এবং লর্ড রদারবাই, আপনি নাকি বিষয়টা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে ইচ্ছুক আমাদের সঙ্গে।'

'শুধু কথা বলতেই ইচ্ছুক না,' গ্রীনের উপর বিরক্তি লাগছে রদারবাই'র, 'আমি চেয়েছিলাম একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হোক ওই এজেন্টের নামে। সেটা কি করা হয়েছে?'

'না, হয়নি,' শান্ত গলায় বললেন মিস্টার টেম্পলটন।

'হয়নি! কেন?'

'য়োর লর্ডশিপ হয়তো জানেন, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সবগুলোর ব্যাপারেই অপদস্থ হতে হয়েছে আমাদেরকে। বার বার খবর আসছে আমাদের কাছে, ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে হিয ম্যাজেস্টি'র বিরুদ্ধে, আমরাও উঠেপড়ে লাগছি বার বার, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদেরকেই নাকানিচুবানি খেতে হচ্ছে। কোনো ষড়যন্ত্রই প্রমাণ করতে পারিনি আমরা। এমন কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে পারিনি হিয ম্যাজেস্টি'র কাছে যার ফলে লর্ড কার্টেরেটের দাম বাড়ে। ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে রাজদরবারে, এমনকী বিভিন্ন উঁচু মহলেও। তাই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইত্যাদি বিষয়ে এখন যারপরনাই বিরক্ত লর্ড কার্টেরেট।

BanglaBook.org

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ভালোমতো না-বুঝে, ঠিকমতো না-জেনে ওসব ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন না আর। ...আমি কি বোঝাতে পেরেছি, য়োর লর্ডশিপ?'

'কিন্তু এবারকার ষড়যন্ত্রটা বানোয়াট কিছু না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল রদারবাই। 'হিয ম্যাজেস্টি যে কত বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, প্রমাণ করে দিতে পারবো আমি।'

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ধরলেন মিস্টার টেম্পলটন। 'সেজন্যই তো এখানে এসেছি আমি। আপনার কাছ থেকে সব শোনার পর যদি দেখি এবারকার কেসটা আসলেই নিরেট...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন বাকিটা। 'বলুন, কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

'প্রমাণ, স্যর?' যেন ব্যঙ্গ করছে এমন গলায় বলল রদারবাই। 'এবার দলিলদস্তাবেজ সব একাট্টা করে কথা বলছি আমি।'

'যেমন?'

'স্বয়ং জেমস স্টুয়ার্টের কাছ থেকে পাঠানো একটা চিঠি।'

মিস্টার টেম্পলটনের চেহারায় মেঘ জমল। 'কার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে চিঠিটা?'

'আমার সদ্য-প্রয়াত বাবার উদ্দেশ্যে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিস্টার টেম্পলটনের, কিছু বললেন না তিনি। আরও কিছু শোনার আশায় তাকিয়ে আছেন রদারবাই'র দিকে।

'তবে তাঁর মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি আমি বিষয়টা,' বলে চলল রদারবাই। 'ওটা বলতে গেলে কুস্তি করে ছিনিয়ে নিতে হয়েছে আমাকে জেমস স্টুয়ার্টের এজেন্টের কাছ থেকে। আরেকটু হলে সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল লোকটা। আর সেজন্যই মিস্টার গ্রীনকে তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আসার জন্য। স্যর, আমার মতো অনুগত

BanglaBook.org

প্রজা আছে বলে হিয ম্যাজেস্টি এখনও...থাক, বাকিটা আর বলতে চাই না।'

থতমত ভাবটা এখনও যায়নি মিস্টার টেম্পলটনের চেহারা থেকে। 'হিয ম্যাজেস্টি'র প্রতি আপনার আনুগত্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার, কিন্তু আপনার বাবা যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সেটা যদি জানাজানি হয় তা হলে কী অবস্থা হতে পারে আপনাদের ভেবে দেখেছেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না রদারবাই, দিতে পারল না আসলে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপ্টায় যেভাবে নিভু নিভু হয়ে আসে মোমবাতি, ওই এক প্রশ্নে ওর সব উৎসাহ সেভাবে দমে যাচ্ছে।

'আসলে...' পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য চট করে মুখ খুললেন দ্য কাউন্টেস, 'আমার ছেলে হিয ম্যাজেস্টি'র প্রতি এতই অনুগত যে, ভয়াবহ সেই চিঠিটা পাওয়ার পর আর দেরি করতে পারেনি, কী হবে না-হবে না-ভেবেই খবর পাঠিয়েছে আপনার কাছে।'

'আমি যে কিছু না-ভেবেই খবর পাঠিয়েছি আপনার কাছে তা কিন্তু না,' খেলা করতে শুরু করেছে রদারবাই'র ধূর্ত মস্তিষ্কও, তাই মা'র সুরে সুর মিলিয়ে বলে চলল, 'আমি ঠিকই জানতাম, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে বাবার সংশ্লিষ্টতা জানাজানি হলে আমাদের মানসম্মান বলে কিছু থাকবে না। তারপরও কেন যোগাযোগ করেছি আপনার সঙ্গে, জানেন?'

'কেন?' জানতে চাইলেন মিস্টার টেম্পলটন।

'এক নম্বর কারণ, মরা মানুষকে শাস্তি দেয়া যায় না। তাই বাবাকে নিয়ে টানাটানি করে কোনো লাভই নেই আসলে। বরং আমার দাবি, রাজদ্রোহিতার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হোক দ্রুত। আর বাবার নামটা গোপন রাখা হোক। দুই, আমাদের শত্রু ডিউক অভ

BanglaBook.org

হোয়ার্টন মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন বাবাকে, তাঁকে সাউথ সী কোম্পানির শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে মামলা করেছেন তাঁর নামে। আমি চাই, সে-কেলেঙ্কারির দায় থেকেও যেন মুক্তি দেয়া হয় আমার মরা বাপটাকে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' আবারও চেহারায় মেঘ জমছে মিস্টার টেম্পলটনের।

ধূর্ত হাসি হাসল রদারবাই। 'হিয ম্যাজেস্টি চাইলে সবই সম্ভব, তা-ই না? তা ছাড়া আমার সম্পূর্ণ সুস্থ বাপটা হার্টঅ্যাটাক করে মরে গিয়ে সে-দায় চুকিয়ে দিয়েছেন ইতোমধ্যেই।'

'দেখুন, য়োর লর্ডশিপ, সাউথ সী কোম্পানির ব্যাপারে আসলে কিছু করার নেই আমার। হিয ম্যাজেস্টি'র সরকার দেখবে ব্যাপারটা। আমাকে যে-ঘটনাটা তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে এখানে, সেটাই করি আপাতত, নাকি?'

জবাবে ডেস্কের উপর থেকে সেই চিঠি দুটো তুলে নিল রদারবাই, বলতে গেলে দৌড়ে গিয়ে সেগুলো গুঁজে দিল মিস্টার টেম্পলটনের হাতে। 'এই যে, স্যর, এই হলো সমস্ত প্রমাণ। একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজা জেমসের কাছ থেকে, আরেকটা লিখেছেন বাবা, ওই চিঠির জবাবে।'

চিঠি দুটো হাতে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন মিস্টার টেম্পলটন, বেশি আলোয় পড়তে চান ভালো করে। এদিকে মিটিমিটি হাসছে রদারবাই, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে ওর মা যে-চেয়ারে বসে আছেন সেটার পাশে, নিজের সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ওর মনে।

হাসছে ক্যারিলও, বলা ভালো ওর ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গাত্মক হাসি। হর্টেনশিয়া যে-চেয়ারে বসে আছে সেটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে মিস্টার টেম্পলটনকে। হঠাৎ ঝুঁকল সে, ফিসফিস করে কী যেন

BanglaBook.org

বলল মেয়েটার কানে কানে, শুনে দৃষ্টিতে একইসঙ্গে ভয় আর প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। কিন্তু আর কিছু বলল না ক্যারিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীন, আসলে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করছে—ভয় পাচ্ছে সুযোগ পেলে পালিয়ে যেতে পারে ক্যারিল, তা হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে ওর নগদ এক হাজার পাউণ্ড। হ্যাটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ক্রমাগত, ধূর্ত দৃষ্টিতে দেখছে লাইব্রেরিরুমের সবাইকে, কোথাকার জল শেষপর্যন্ত কোন্‌দিকে গড়াবে বুঝতে পারছে না এখনও।

পড়া শেষ করে ঘুরলেন মিস্টার টেম্পলটন, চিঠি দুটো ভাঁজ করতে করতে বললেন, 'সাংঘাতিক ব্যাপার, মাই লর্ড। আসলেই, হিয ম্যাজেস্টি'র প্রতি আপনার আনুগত্য দেখলে শুধু লর্ড কার্টেরেট কেন, হিয ম্যাজেস্টি নিজেও খুব খুশি হবেন।' চিঠি দুটো ঢুকিয়ে রাখলেন পকেটে, তারপর হঠাৎ করেই হাত তুলে ইশারা করলেন ক্যারিলের দিকে। 'এই কি সেই এজেন্ট?'

'জী, স্যর। এজেন্ট বা গুপ্তচর যা-ই বলুন না কেন, কোনো সন্দেহ নেই সে রাজা জেমসের লোক। রাজার চিঠিটা নিয়ে সে-ই এসেছিল বাবার কাছে, বাবার লেখা চিঠিটা নিয়ে ওরই যাওয়ার কথা ছিল রাজার কাছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডেস্কের পাশে বসে পড়লেন মিস্টার টেম্পলটন, কোটের আরেক পকেট থেকে বের করলেন এক তা কাগজ। ডেস্কের উপর-রাখা কালির দোয়াত আর পালকটা টেনে নিলেন নিজের দিকে। 'প্রমাণ করতে পারবেন?'

'অবশ্যই, স্যর। আমার মা নিজচোখে দেখেছে, রাজার চিঠিটা বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে গুপ্তচর লোকটা। চিঠি দুটো ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মিস্টার গ্রীনের উপর অতর্কিতে হামলাও চালিয়েছে সে, মনে হয় ঘটনাটা ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে আপনার।

অপরাধের প্রমাণসহ ওকে হাতেনাতে ধরেছি আমি—সাক্ষ্য দিতে পারবে আমার চাকররা। আরও আছে। লাইব্রেরিরুমের দরজা ভিতর থেকে তালা মারা ছিল, সেটা ভেঙে ঢুকতে হয়েছে আমাদেরকে। তা ছাড়া, আগেও যেমন বলেছি, রীতিমতো কুস্তি লড়ে চিঠিদুটো উদ্ধার করতে হয়েছে শয়তানটার কাছ থেকে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার টেম্পলটন। কাগজে কী যেন লিখতে লিখতে বললেন, 'তা হলে তো কেসটা পানির মতো পরিষ্কার।'

'আমারও তো একই কথা,' এতক্ষণে মুখ খুলল ক্যারিল, 'পানির মতো পরিষ্কার একটা ব্যাপার বুঝতে ভুল হচ্ছে কেন আপনার, স্যর টেম্পলটন?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন মিস্টার টেম্পলটন, আপাদমস্তক দেখলেন ওকে। 'কী নাম তোমার?'

'আমি জাস্টিন ক্যারিল, ষষ্ঠ আর্ল অভ অস্টারমোর, এবং আপনার একান্ত অনুগত সেবক।'

ঘরের বাকিরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারিলের দিকে।

মুখ হাঁ হয়ে গেছে ওদের সবার, এইমাত্র যা বলল ক্যারিল তা হজম করতে সময় লাগছে। কারণ লর্ড অস্টারমোর ছিলেন পঞ্চম আর্ল, তাঁর বড় ছেলেই কেবল পারে নিজেকে ষষ্ঠ আর্ল হিসেবে ঘোষণা করতে।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন দ্য কাউন্টেস, ক্যারিল বাদে চমকে উঠল বাকিরা। হাসতে হাসতেই বললেন, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। আমার সন্দেহ আগে থেকেই মাথায় দোষ আছে ওর। তা না-হলে...' কথা শেষ না-করে থেমে গেলেন।

নিজেকে সামলে নিয়েছেন মিস্টার টেম্পলটন, আবার পুরোপুরি সামলাতেও পারেননি বলা যায়। প্রচণ্ড বিরক্তি টের পাচ্ছেন জাস্টিন ক্যারিল নামের লোকটার উপর, আর সেটা সামাল দিতে দুম করে

BanglaBook.org

এক কিল বসিয়ে দিলেন ডেস্কের উপর, লাফিয়ে উঠল দোয়াত আর পালক। 'এক কথা বার বার বলতে ভালো লাগে না আমার, মনে রেখো। তারপরও, তোমাকে ন্যায্য সুযোগ দেয়ার খাতিরে আরও একবার জিজ্ঞেস করছি, নাম কী তোমার?'

'স্যর, এতক্ষণ তো আপনাকে দেখে মনে হয়নি কানে কোনো সমস্যা আছে আপনার। তা হলে এক কথা বার বার জিজ্ঞেস করছেন কেন বুঝলাম না। তারপরও, আপনার প্রশ্নের জবাবে আরও একবার বলছি, আমি জাস্টিন ক্যারিল, ষষ্ঠ লর্ড অভ অস্টারমোর এবং বর্তমান লর্ড অভ অস্টারমোর। পকেট থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জাতীয় কিছু বের করেছেন কি না দেখতে পারছি না এত দূর থেকে, যদি করে থাকেন আর যদি সেখানে আমার নাম লেখার দরকার থাকে, ওই নামটাই লিখে দিন দয়া করে। তবে আপনাদের স্বার্থে একটা কথা মনে করিয়ে দিই, যা লিখবেন, লর্ড কার্টেরেটের মানসম্মানের কথাটা মাথায় রেখে লিখবেন।'

হাত থেকে পালকটা রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার টেম্পলটন, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। উধাও হয়ে গেছে তাঁর বিরক্তি, বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে, সঙ্গে কিছুটা বিস্ময়ও আছে।

'আমি বলবো, আসলে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো হচ্ছে আপনাকে,' বলে চলল ক্যারিল। 'বলা হচ্ছে, আমি রাজা জেমস স্টুয়ার্টের গুপ্তচর এবং তাঁর এজেন্ট। বলা হচ্ছে, আমি নাকি চিঠি দুটো হস্তগত করার জন্য হামলা চালিয়েছি মিস্টার গ্রীনের উপর এবং সেগুলো নষ্ট করে ফেলার জন্য ভিতর থেকে তালা মেরে রেখেছিলাম এই লাইব্রেরিরুমের দরজায়। কিন্তু, যদি বলি, লাইব্রেরিরুমের দরজায় আমি তালা মেরেছিলাম ঠিকই, তবে সেটা অন্যকিছু খোঁজার জন্য, তা হলে?'

'অন্যকিছু!' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রদারবাই'র। 'কী সেটা?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কী সেটা?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন মিস্টার টেম্পলটনও।

'বলছি। তবে তার আগে বলে রাখি, হিয ম্যাজেস্টি'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি হচ্ছে না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ষড়যন্ত্র! তোমার বিরুদ্ধে? কারা করছে?'

'দ্য কাউন্টেস এবং সদ্যপ্রয়াত লর্ড অস্টারমোরের ছোট ছেলে।'

ঘরে বজ্রপাত হয়েছে যেন, অন্তত মিস্টার টেম্পলটন আর গ্রীনের জন্য তো বটেই।

আবার হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওরা ক্যারিলের দিকে, ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

'তুমি...আপনি এসব কী বলছেন, স্যর?' মিস্টার টেম্পলটনের প্রশ্নই প্রমাণ করে দিল ক্যারিলকে নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে শুরু করেছেন তিনি।

'সত্যি কথা বলছি।'

'সত্যি কথা?'

'জী, স্যর, সত্যি কথা। আপনি কি জীবনে কোনোদিন সত্যি কথা শোনেননি?'

'আপনি কি ওই পাগলটার কথা শুনে দিন পার করে দেবেন?' চেঁচিয়ে মিস্টার টেম্পলটনকে বলল রদারবাই। 'ওর নাম ক্যারিল—জাস্টিন ক্যারিল। কেন, মিস্টার গ্রীন তো ভালোমতোই জানে?'

'আমার বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন লর্ড রদারবাইকে,' শান্ত গলায় মিস্টার টেম্পলটনকে বলল ক্যারিল, 'এবার আমার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন না আমাকে?'

BanglaBook.org

'প্রমাণ?'

'জী, প্রমাণ,' বলতে বলতে সেই লেদারকেসটা আবার বের করল ক্যারিল। মিস্টার টেম্পলটনের হাতে নিজের জন্মসনদটা দিয়ে বলল, 'স্যর, আপনি কি কষ্ট করে এটা একটু দেখবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার টেম্পলন, তাঁর চেহারার মেঘকে এখন ঘন কালো বলা যায়। তবে জন্মসনদটা দেখার আগে আরেকবার তাকালেন তিনি ক্যারিলের দিকে। তারপর দেখলেন ভ্রূ কুঁচকে থাকা রদারবাইকে। শেষে চোখ বুলিয়ে নিলেন ঘন ঘন শ্বাস নিতে-থাকা দ্য কাউন্টেসের চেহারার উপর। এবং শেষপর্যন্ত যখন সনদটা পড়লেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা শুরু হয়ে গেল তাঁরও। 'এই...এই সনদে যার নাম বলা হয়েছে...সে-লোক কি আপনি?' ক্যারিলকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জবাবটা আমার মুখ থেকে শোনার চেয়ে লণ্ডনের বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক, যেমন মেজর গ্যাসকয়েন অথবা ডিউক অভ হোয়ার্টনের কাছ থেকে জানলে কি বেশি ভালো হয় না?'

'ধরুন জানলাম। কিন্তু তাতে কী হবে? বরং সেটা আপনারই জন্য অসম্মানজনক হবে। নিজেকে লর্ড অস্টারমোরের জারজ সন্তান প্রমাণ করে লাভ কী, মিস্টার ক্যারিল? আর তা যদি প্রমাণ করেনও, এটাও কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যাবে, আপনি ষষ্ঠ আর্ল অভ অস্টারমোর না।'

'যদি আমাকে কথা বলারই সুযোগ না-দেন, যদি আমাকে আরও প্রমাণ উপস্থাপন করার সময় না-দেন, তা হলে কীভাবে হবে, স্যর টেম্পলটন?'

'আরও প্রমাণ?'

'জী, আরও প্রমাণ,' বলতে বলতে লেদারকেস থেকে আরেকটা নথি বের করে মিস্টার টেম্পলটনের সামনে রাখল ক্যারিল। 'এটা আমার মা'র মৃত্যুসনদ। ...আচ্ছা, স্যর, আপনি কি

BanglaBook.org

জানেন ঠিক কোন্ বছরে দ্য কাউন্টেসকে বিয়ে করেছিলেন আমার বাবা লর্ড অস্টারমোর?'

জবাবটা জানা নেই মিস্টার টেম্পলটনের, তাই সাহায্যের আশায় তাকালেন তিনি দ্য কাউন্টেসের দিকে।

'আমিই বলে দিচ্ছি,' বলল ক্যারিল। 'ষোলো শ' নব্বই সালে।'

'তো?'

'বলছি। আমার মা'র মৃত্যুর সালটা খেয়াল করুন দয়া করে।'

'ষোলো শ' বিরানব্বই,' উচ্চস্বরে পড়লেন মিস্টার টেম্পলটন, তাঁর চোখ থেকে সেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিটা যায়নি এখনও।

'এবার এটা দেখুন,' পকেট থেকে তৃতীয় আরেকটা নথি বের করে মিস্টার টেম্পলটনকে দিল ক্যারিল।

কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়ছিল দ্য কাউন্টেস আর তাঁর ছেলের, তাই তাঁরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মিস্টার টেম্পলটনের দিকে। তিনি ক্যারিলের কাছ থেকে তৃতীয় নথিটা হাতে নেয়ামাত্র দু'জন দু'দিক থেকে ঝুঁকে পড়লেন সেটা দেখার জন্য।

'ঈশ্বর!' কাগজটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পর কোনোরকমে বললেন দ্য কাউন্টেস, তাঁর মনে হচ্ছে পৃথিবীটা হঠাৎ করেই দুলতে শুরু করেছে তাঁর চোখের সামনে। 'এটা...এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না! লোকটা...লোকটা এভাবে ঠকাতে পারল আমাকে?'

'সেইন্ট অন্তইন গির্জার রেজিস্টারে বিস্তারিত লেখা আছে, ম্যাডাম,' শান্ত গলায় বলল ক্যারিল। 'ওটা কেবল একটা অনুলিপি মাত্র। ওটা উদ্ধার করেছি আমিই। কোথায় ছিল, জানেন? আমার বাবাকে লেখা আমার মা'র কতগুলো চিঠির সঙ্গে। বাবা যখন ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে, তখন হয়তো বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে না-পেরে চিঠিগুলো লিখেছিলেন মা। যা-হোক, এসব কথা এখন

BanglaBook.org

অবান্তর। আপনাদের কাজে লাগতে পারে যে-কথাটা সেটা হচ্ছে, লাইব্রেরিরুমের দরজায় তালা দিয়ে এই ডেস্কেরই একটা ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে পেয়েছি আমি ওগুলো, বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে।'

'কিন্তু...কিন্তু...এটা কী?' যে-নথির কথা বলছে ক্যারিল সেটার পুরোটা পড়েছে রদারবাই, তারপরও যেন বুঝতে পারছে না কী পড়েছে।

'এটা আমার বাবা লর্ড অস্টারমোর আর মা অন্তইনেত দে ম্যালিনি'র বিবাহসনদ,' যেন বিশ্বজয় করেছে, এমনভাবে বলল ক্যারিল।

বাইশ

আবারও যেন বজ্রপাত হয়েছে লাইব্রেরিরুমে।

আরও একবার ক্যারিলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাকিরা।

কোথাকার জল কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে না-পেরে থেমে গেছে গ্রীনের হ্যাট নাচানো।

'প্যারিসের সেইন্ট অন্তইন গির্জায় ষোলো শ' উননব্বই সালে হয় বিয়েটা,' বলছে ক্যারিল, শ্রোতাদের চেহারাগুলো একবার দেখে নিয়ে তাকাল মিস্টার টেম্পলটনের দিকে। 'ঘটনাটা বুঝতে পেরেছেন, স্যর? ষোলো শ' উননব্বই সালে হলো বিয়েটা, ষোলো শ' বিরানব্বই সালে মারা গেলেন আমার মা, অথচ ষোলো শ' নব্বই সালে মিস সিলভিয়া এথেরিজকে বিয়ে করলেন আমার বাবা। কাজেই দ্য কাউন্টেস প্রতারক বলতেই পারেন আমার

BanglaBook.org

বাবাকে। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, স্ত্রী বেঁচে থাকলে অথবা তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না-ঘটলে, আরেকটা বিয়ে করতে পারে না একজন পুরুষ।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার টেম্পলটন, যারপরনাই গম্ভীর হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হাতেধরা নথিটার দিকে। ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন কাজটা, যাতে যে-মহিলাকে সবাই দ্য কাউন্টেস অভ অস্টারমোর বলে জানে তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি না-হয়। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সনদ তিনটা ফিরিয়ে দিলেন ক্যারিলকে। বললেন, 'আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি? এই নথিগুলো খোঁজার জন্যই এসেছিলেন লাইব্রেরিতে? তা ছাড়া...বিষয়টা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। বিবাহসনদ, আপনার জন্মসনদ আর আপনার মা'র মৃত্যুসনদ লুকিয়ে রেখে দিলেন লর্ড অস্টারমোর...'

কোন্ সনদ কোথায় কীভাবে পেয়েছে জানাল ক্যারিল।

'আমি সাক্ষী আছি,' বলে উঠল হর্টেনশিয়া, 'বিবাহসনদটা এই ডেস্কের একটা ড্রয়ার থেকে পেয়েছে জাস্টিন। ড্রয়ারটা যখন ঘাঁটাঘাঁটি করছিল সে, তখন এই ঘরেই ছিলাম আমি। দরকার হলে শপথ করে বলতে পারি কথাটা।'

ক্যারিলের উদ্দেশ্যে বাউ করলেন মিস্টার টেম্পলটন, যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো, কী করবেন তা ঠিক বুঝতে পারছেন না যেন। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় বললেন, 'য়োর লর্ডশিপ, আপনার নামে ঠিক কোন্ অভিযোগে ওয়ারেন্ট ইস্যু করবো...লর্ড কার্টেরেটের কাছে গিয়েই বা কী বলবো...'

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ধরল ক্যারিল, 'একই প্রশ্ন তো আমারও। ঠিক কী অভিযোগে এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে আমাকে, বলতে পারেন? মেইডস্টোনে...কী বলবো...লজ্জার কথা সবার সামনে

BanglaBook.org

বলাও ঠিক না...আমাকে এমনভাবে সার্চ করেছেন মিস্টার গ্রীন যে, আমার কোনোকিছু দেখতে বাকি রাখেননি তিনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু কি পেয়েছেন তিনি? না। ঘটনাটায় খুব রাগ হয় আমার, পরে সুযোগ পেয়ে লাঞ্ছিত করি তাঁকে। হার লেডিশিপ বলেছেন, বিশেষ সেই চিঠি দুটোর একটা নাকি দেখেছেন আমার বাবার হাতে। হতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, সেই চিঠি যে আমিই দিয়েছি বাবাকে, তা কি তিনি দেখেছেন? চিঠিটার জবাবে বাবা যে-চিঠি লিখেছেন; সেটা নাকি আমার নিয়ে যাওয়ার কথা রাজা জেমসের কাছে। আমি কি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি, কথাটা কে কাকে কোথায় কখন বলেছে?'

'হ্যাঁ, বলেছে,' চেঁচিয়ে উঠলেন দ্য কাউন্টেস, 'তোমার বাবা আমার কাছে বলেছে।'

'কবে?'

'কবে?' ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন দ্য কাউন্টেস। তারপর উজ্জ্বল চেহারায় বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। যে-রাতে স্যর রিচার্ড এভারার্ড মারা গেল সে-রাতে। জোর করে স্বীকারোক্তিটা আদায় করেছিলাম আমি।'

'কী বলেছিলেন বাবা, বলবেন আমাদেরকে?'

'বলেছিল, তোমাকে নাকি রাজা জেমসের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল ওর।'

'খালিহাতে? নাকি কোনো চিঠিসহ? শপথ করে বলুন তো।'

চুপ করে আছেন দ্য কাউন্টেস। ভাবতে পারেননি, এ-রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

'নাকি রাজা জেমসের চিঠির জবাবে যে-চিঠি লিখেছেন বাবা সেটা সহ?'

এবারও কোনো জবাব দিতে পারলেন না দ্য কাউন্টেস।

'কাজেই মিস্টার টেম্পলটন,' বলে চলল ক্যারিল,

BanglaBook.org

'আইন-আদালত সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্র ধারণা থেকে থাকে আপনার, যদি আমার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে আবারও হাসির পাত্র হতে চান সবার কাছে, তা হলে লর্ড রদারবাই আর হার লেডিশিপ যা বলছে তা করুন। আর যদি সে-রকম কোনো ইচ্ছা থেকে না-থাকে, তা হলে আবারও বিনীতভাবে বলছি, শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না এখানে। দয়া করে লর্ড কার্টেরেটের কাছে গিয়ে বলুন, নতুন লর্ড অস্টারমোর দেখা করতে চান তাঁর সঙ্গে—যদি তিনি সময় দিতে পারেন।'

ফাটা বেলুনের মতো চুপসে-যাওয়া দ্য কাউন্টেস আর রদারবাইকে দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মিস্টার টেম্পলটন, নিজের হ্যাট আর ছড়ি তুলে নিলেন, আবারও বাউ করলেন ক্যারিলকে। 'মাই লর্ড, সোজা যাচ্ছি আমি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যা যা বললেন তার সবই জানতে পারবেন তিনি। আর...তাঁকে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করবো।'

বাউ করল ক্যারিলও। 'আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখবো না আমি।'

দরজার দিকে দমকা হাওয়ার মতো ধেয়ে গেল গ্রীন, খুলে দিল সেটা। বেরিয়ে গেলেন মিস্টার টেম্পলটন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল গ্রীন, ভাবছে চলে যাবে নাকি কথা বলবে রদারবাই'র সঙ্গে। কিন্তু খেল্ খতম বুঝতে পেরে চাকরি বাঁচানোটাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করল সে, তাই দ্রুত পিছু নিল মিস্টার টেম্পলটনের।

দ্য কাউন্টেস আর রদারবাই এখন পরাজিত পক্ষ, আর যারা হেরে গেছে তাদের পাশে থাকার মতো বোকা গ্রীন না।

খেল্ খতম।

লাইব্রেরিরুমে যারা আছে এখন তাদের সবাই বুঝতে পারছে

BanglaBook.org

কথাটা। মায়া লাগছে হর্টেনশিয়ার, বিশেষ করে দ্য কাউন্টেসের জন্য। যে-মহিলা একটাবারের জন্যও কোনো করুণা করেননি ওকে, সে-মহিলার জন্যই কিছুটা হলেও কষ্ট লাগছে ওর।

এগিয়ে গিয়ে প্রেমিকের হাত ধরল সে। 'এখন কী করবে, জাস্টিন?'

হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছেন দ্য কাউন্টেস আর রদারবাই। বলা ভালো, সান্ত্বনা আর সমর্থন পাওয়ার আশায় ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন দ্য কাউন্টেস। দু'জনই বুঝতে পারছেন, সব শেষ হয়ে গেছে তাঁদের। পরের লাগি খাদ করে, আপনি খাদে পড়ে মরে—ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা ক্যারিলের বিরুদ্ধে, নিয়তির পরিহাসে দু'জনই ফেঁসে গেছেন সে-ষড়যন্ত্রের জালেই।

তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁদেরকে দেখছে ক্যারিল, হর্টেনশিয়ার প্রশ্নটার জবাব দিল না। অহঙ্কারী, উদ্ধত আর নিষ্ঠুর মানুষ দুটো হঠাৎ করেই যেন পরিণত হয়েছে কাদামাটির মূর্তিতে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার হাহাকার এতটাই পেয়ে বসেছে তাঁদেরকে যে, আবেগের কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে না কারও চেহারাতেই। তাঁদের মনে কী চিন্তা খেলা করছে, ভাবছে ক্যারিল। ওর মনে হচ্ছে, বুদ্ধিমত্তার পক্ষাঘাতগ্রস্ততা যেন পেয়ে বসেছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষ দুটোকে। বিকট সৌম্যতা যেন ঘিরে ধরেছে তাঁদেরকে।

কিছুক্ষণ পর নড়ে উঠলেন দ্য কাউন্টেস, ছেলের হাতে টান দিলেন। 'চল্, চার্লস,' বললেন ভাঙা গলায়, 'চলে আয়।'

কথাটা শুনে রদারবাই'র প্রতিশোধস্পৃহা যেন চাঙা হলো আবার। 'না,' টান মেরে মা'র হাত থেকে নিজের হাত ছুটিয়ে নিল সে, 'এভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে না সব! এভাবে হেরে যেতে পারি না আমরা!'

'ঠিকই বলেছ, ভাই,' একমত হলো ক্যারিল, 'এভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে না সব। কারণ সব এভাবে শুরুও হয়নি আসলে।'

কিছু না-বলে ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছে রদারবাই, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'সাউথ সী কেলেঙ্কারির ব্যাপারে মিস্টার টেম্পলটনকে বাবার নাম চেপে যেতে বলে চমৎকার একটা কাজ করেছ, রদারবাই,' বলে চলল ক্যারিল। 'এবং আমার মনে হয় অনুরোধটা রাখবেন তিনি।'

'এখন আর এসব বলে লাভ কী?' জিজ্ঞেস করলেন দ্য কাউন্টেস। 'আমাদেরকে উপহাস করছ, না?'

'না, ম্যাডাম, উপহাস করছি না।' বলে রদারবাই'র দিকে তাকাল ক্যারিল। 'লর্ড অস্টারমোর তোমার বাবা, আমারও। একসময় তাঁকে যারপরনাই ঘৃণা করতাম আমি, কিন্তু তাঁকে কাছ থেকে দেখার পর আমার কিছু ভুল ধারণার অবসান ঘটে। মাত্র একমাসেই তাঁকে ভালো লেগে যায় আমার, বাবার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শুরু করি। ...আমার কাছে যেসব নথি আছে, ইচ্ছা করলে সেগুলো কাজে লাগিয়ে আইনের সাহায্য নিতে পারি আমি, নতুন লর্ড অস্টারমোর বনে যেতে পারি। কিন্তু বাবার খাতিরেই করবো না কাজটা। কারণ তাতে নতুন করে দুর্নাম রটতে পারে তাঁর নামে। জাস্টিন ক্যারিল নামে এসেছিলাম ইংল্যাণ্ডে, সে-নামেই ফিরে যাবো।'

বাকিরা কেউ কিছু বলছে না। ওরা বুঝতে পারছে, আরও কিছু বলার আছে ক্যারিলের।

'তবে এতদিন পৃথিবীর চোখে আমার মা কলঙ্কিত হয়ে ছিল, এবার চেষ্টা করবো সেটা ঘুচানোর। বাকি সবকিছু যেমন ছিল তেমনই থাকবে।'

BanglaBook.org

কথাটার মানে বুঝতে পারল না রদারবাই। কিন্তু চোখ পিটপিট করছেন দ্য কাউন্টেস, ক্যারিলের কথাটার মানে বুঝেও যেন বুঝতে পারছেন না। বললেন, 'তারমানে...তারমানে...আমাদের সহায়সম্পত্তি সব আমাদেরই থাকবে?'

'জী।'

একদৃষ্টিতে ক্যারিলকে দেখছেন দ্য কাউন্টেস। 'তারমানে...লর্ড অস্টারমোর উপাধিসহ আর যা যা আছে সব তোমার ভাইকে দিয়ে যাচ্ছ?'

'জী।'

ছেলের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন দ্য কাউন্টেস। কথা হারিয়েছেন দু'জনই।

'আমার কথা শুনে আমাকে হয়তো উদারহৃদয় মনে হচ্ছে আপনাদের,' বলে চলল ক্যারিল, 'কিন্তু দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে, আমি আসলে ততটা মহৎপ্রাণ না। আসলে লর্ড অস্টারমোর উপাধিটার প্রতি, এবং আপনাদের সহায়সম্পত্তির প্রতি কোনোকালেই কোনো লোভ ছিল না আমার। যাঁরা সমাজের মাথা, ছোটবেলা থেকে তাঁদের ব্যাপারে এত আজেবাজে কথা শুনেছি যে, একসময় নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করেছি, সুযোগ পেলেও কখনও সে-রকম কিছু হবো না। পায়ে কাঁটা বিঁধলে যেমন লাগে, লর্ড অস্টারমোর উপাধিটার কথা মনে হলে আমারও তেমন লাগে, কারণ খুবই তিক্ত কিছু স্মৃতি মনে পড়ে যায়। যা-হোক, আর কখনও হয়তো দেখা হবে না আমাদের, ম্যাডাম, তাই যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যেতে চাই আপনাকে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে দ্য কাউন্টেসের, ক্যারিলের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'আপনাকে সরল বিশ্বাসে বিয়ে করেছিলেন আমার বাবা লর্ড অস্টারমোর।'

BanglaBook.org

'সরল বিশ্বাস?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন দ্য কাউন্টেস, রেগে যাচ্ছেন হঠাৎ করেই।

'জী, সরল বিশ্বাস,' শান্ত গলায় বলল ক্যারিল। 'বুঝিয়ে বলছি। ফ্রান্সে যে-বালিকাবধূ রেখে এসেছিলেন বাবা, সে-মেয়ে মারা গেছে—এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। এবং আমার দাদার ভয়ে কখনও কারও কাছে বলেনওনি যে, ওই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। দাদার কাছে হয়তো প্রেমের কথা স্বীকার করার মতো সাহস ছিল তাঁর, কিন্তু বিয়ের কথাটা বলার মতো সাহস ছিল না।'

দ্য কাউন্টেস কিছু বললেন না।

'বাবার সঙ্গে থেকেছেন আপনি অনেক বছর। খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁকে। হয়তো বুঝতে পেরেছেন, কারও প্রতিই তেমন কোনো দরদ ছিল না তাঁর, শুধু নিজের স্বার্থটা দেখেছেন তিনি সবসময়। ফ্রান্স থেকে চলে আসার পর বুঝতে পেরেছিলেন, আমার মাকে বিয়ে করে বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন আসলে। পরে আমার কাছে স্বীকারও করেছেন, ওটা তাঁর যৌবনের ভুল ছিল। আমার মা'র এক চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে, যিনি মা'র মৃত্যুর ভুল খবর পেয়ে বদলা নেয়ার জন্য হাজির হন লণ্ডনে এবং পরে বাবার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে গিয়ে মরেন, মা'র মরার খবরটা পান বাবা এবং সেটাকেই সত্যি ধরে নেন। কারণ মা ততদিনে চিঠি লেখা বন্ধ করেছেন বাবাকে—তাঁর পাঠানো চিঠিগুলো একনজর দেখলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। আর সেজন্যই বলছিলাম, আপনাকে সরল বিশ্বাসে বিয়ে করেছেন বাবা। আর এ-কথাটা বোঝাতে চাই বলেই দেখা করতে চাচ্ছি লর্ড কার্টেরেটের সঙ্গে।'

'মানে?'

'বাবার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার প্রমাণ আছে লর্ড কার্টেরেটের কাছে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো আদালতই তাঁকে শাস্তি দিতে পারবে

BanglaBook.org

না এখন আর। সাউথ সী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়ানো হয়েছে তাঁকে, কিন্তু নতুন লর্ড অস্টারমোরের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হলে বাবার নাম বাদ দিতে হবে। ওদিকে বাবার প্রথম বিয়ের কথা এত বছর পর জানাজানি হলে দুর্নাম ছাড়া আর কিছুই রটবে না, কারও কোনো লাভও হবে না। কাজেই আমার মনে হয়, আমি যদি বুঝিয়ে বলি, মিস্টার টেম্পলটন আর মিস্টার গ্রীন যাতে মুখ বন্ধ রাখেন, সে-ব্যবস্থা নেবেন তিনি।'

কথা হারিয়েছেন দ্য কাউন্টেস। এক পা আগে বাড়লেন তিনি, হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্যারিলের দিকে। তারপর...হয়তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো...তাঁর দু'চোখ থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না ক্যারিল, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ধরল দ্য কাউন্টেসের বাড়িয়ে-দেয়া হাতটা, পরম মমতায় আলতো করে চাপ দিল।

কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্যারিলের হাতে হয়তো চুমু খেতেন দ্য কাউন্টেস, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি, শুধু ফুঁপিয়ে উঠলেন নিঃশব্দে।

'আপনাকে হয়তো মা বলে ডাকতাম আমি,' ধরা গলায় বলল ক্যারিল, 'কিন্তু কাজটা করলে, যে-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন আপনি সে-সমাজের একজনের কারণে ধুঁকে ধুঁকে মরা একটা মানুষকে অপমান করা হয়। তাই করলাম না কাজটা। শুধু একটা ব্যাপারে কথা দিন—আর কখনও কোনো ষড়যন্ত্র করবেন না আমার বিরুদ্ধে। আপনার বিবৃতি ছাড়া আমাকে ফাঁসাতে পারবে না কেউ।'

'না...কখনও না...' এবার সশব্দে ফোঁপাচ্ছেন দ্য কাউন্টেস, 'তুমি ভাবলে কী করে...'

'ঠিক আছে, আর না। বিদায়, মাই লেডি। স্ট্রেটন হাউসে

BanglaBook.org

আমার অনধিকার প্রবেশ যদি আরও দীর্ঘায়িত হয়, আপনার কাছে ঋণী হয়ে যাবো।'

'এই বাড়ি...সবকিছু...তোমার,' ক্যারিলকে কথাটা মন থেকেই বললেন দ্য কাউন্টেস।

'সবকিছুর দরকার নেই, ম্যাডাম,' বলল ক্যারিল। 'তবে চলে যাওয়ার আগে সঙ্গে করে শুধু একজন মানুষকে সারাজীবনের জন্য নিয়ে যেতে চাই,' হর্টেনশিয়ার হাত ধরল সে।

দু'জনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দ্য কাউন্টেসের দিকে তাকাল হর্টেনশিয়া।

সদ্য বিয়ে-হওয়া মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় যেভাবে তাকিয়ে থাকেন মা, সেভাবে ছলছল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রমহিলা। হর্টেনশিয়াকে তাকাতে দেখে নিচু গলায় বললেন, 'ঈশ্বর তোর সঙ্গে থাকুন সবসময়। আমার মতো এক বুড়িকে পথে বসা থেকে বাঁচালি তোরা, ঈশ্বর তাঁর করুণা সবসময় বর্ষণ করতে থাকুন তোদের উপর। আমি করুণা করতে পারিনি তোর উপর, কিন্তু তুই চলে যাওয়ার আগে করুণা করে গেলি আমাকে!'

'বিদায়, ম্যাডাম,' দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল ক্যারিল, বাউ করল দ্য কাউন্টেসের উদ্দেশ্যে। তারপর রদারবাই'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিদায়, লর্ড অস্টারমোর।'

কিছু না-বলে এগিয়ে এল রদারবাই, কাছে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ক্যারিলের দিকে।

সে-হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল ক্যারিল, বলল, 'লর্ড কার্টেরেটের সঙ্গে দেখা করে আসি। ততক্ষণে বাবার লাশের সৎকারের ব্যবস্থা করো। গোরস্থানে দেখা হবে আশা করি।' হর্টেনশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল, ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

BanglaBook.org

স্ট্রেটন হাউসের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ক্যারিল আর হর্টেনশিয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখল মেয়েটা, তারপর তাকাল ক্যারিলের দিকে। মিষ্টি হেসে বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। সারাটা সময় এত স্বাভাবিক ছিলে কীভাবে? লর্ড রদারবাই'র মনে যদি কোনো বদমতলব থাকত, যদি আসলেই আটকে রাখতে চাইত তোমাকে বাড়ির ভিতরে, তা হলে কী করতে?'

'নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর খাটাতাম,' হাসল ক্যারিলও।

'জোর খাটাতে! কিন্তু এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে...একা...'

'সঙ্গে অস্ত্র থাকলে একা একটা লোকও অনেক সময় অনেক লোকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে যায়।'

'অস্ত্র? ওরা তো তোমার তলোয়ার নিয়ে নিয়েছিল আগেই?'

'হুঁ, তা নিয়েছে বটে, কিন্তু পিস্তলটা নেয়নি নিশ্চয়ই?'

'পিস্তল! তুমি সঙ্গে পিস্তলও রাখো নাকি?'

হাসল ক্যারিল। 'না, রাখি না।'

'তা হলে?'

'কেন, মনে নেই? লাথি মারলাম মিস্টার গ্রীনের হাতে, খসে পড়ল ওর পিস্তলটা। অতিরিক্ত উত্তেজনায় সেটার কথা ভুলেই গেল সে। সুযোগ বুঝে একফাঁকে তুলে নিলাম ওটা মেঝে থেকে, পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে ঢুকিয়ে রাখলাম পকেটে। ...স্ট্রেটন হাউসের কাজের লোকেরা টাকার বিনিময়ে চাকরি করতে এসেছে, রদারবাই'র জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে আসেনি। তাই জরুরি মুহূর্তে যদি পিস্তলটা বের করে ভয় দেখাতাম ওদেরকে, মনে হয় না আমার পথরোধ করত কেউ।'

'তুমি আসলেই...মজার একটা মানুষ।'

'আর তুমি খুব সুন্দরী।'

লজ্জা পেয়ে গেল হর্টেনশিয়া, কিছু বলল না।

BanglaBook.org

'এখনও সময় আছে, সুন্দরী,' মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ক্যারিল।

'কীসের?'

'ভেবে দেখার।'

'ভেবে দেখার! মানে?'

'একটা বেহায়া ভাঁড়ের হাত ধরে ইংল্যাণ্ড ছাড়বে কি না, ফ্রান্সে যাবে কি না, লোকটাকে বিয়ে করবে কি না...ইত্যাদি ইত্যাদি।'

মিষ্টি হাসি হাসল হর্টেনশিয়া। 'তোমাকে ভুল বুঝে কত বড় ভুলটাই না করেছিলাম!'

'আমরা যাদেরকে ভুল বুঝি,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল ক্যারিল, 'এবং পরে বুঝতে পারি ভুল হয়েছে আমাদের, তাদেরকে চিনতে আর কখনও ভুল হয় না।'

'তুমি কিন্তু আমাকে চিনতে ভুল করোনি।'

'কে বলল?'

'মানে!'

'মানে তোমাকেও প্রথমে নামী বংশের বাজে মেয়ে ভেবেছিলাম। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই যত সর্বনাশ হলো!'

'কীসের সর্বনাশ?'

'তোমার চোখে অপলক তাকিয়ে প্রিয়া স্থাণু হয়ে রইবো আমরণ,' আবৃত্তি করল ক্যারিল।

আবারও সেই পাগল-করা মিষ্টি হাসি হাসল হর্টেনশিয়া। 'কী বলছ এসব?'

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল ক্যারিল। 'আমার বুকে এসো। যা বলার ফিসফিস করে বলি তোমার কানে।'

***

BanglaBook.org